সুশীল রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

রচনাকাল

১৯২১-১৯২৩

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

প্রকাশকের নিবেদন

ইংরেজী নববর্ষের মাঝামাঝি স্তালিন রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডটি পাঠকদের হাতে পৌঁছাল। প্রকাশনা শিল্পের নানান সমস্যার চাপে রচনাবলীর খণ্ডগুলির মান যথাযথ পর্যায়ে রাখা এবং তা যথাসময়ে প্রকাশ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তথাপি এটা যে আমরা প্রকাশ করতে পারছি তার পেছনে অন্যতম কারণই হল আমাদের গ্রাহকদের উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা ও আনুকূল্য। আশা করি তার ঘাট্‌তি কখনো হবে না এবং আগামী খণ্ডগুলি প্রকাশে আমরা সকল বাধা অতিক্রমে সক্ষম হব।

অভিনন্দনসহ!

১০ই জানুয়ারি, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

কলিকাতা

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

'স্তালিন রচনাবলী'র একে একে চার-চারটি খণ্ড পর পর প্রকাশিত হওয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকবৃন্দের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও প্রবণতার প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। এবারে তাঁদের সাগ্রহ হাতে সাদরে এই পঞ্চম খণ্ডখানি তুলে দিতে পেরে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে স্তালিনের ১৯২১ থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত সময়কালের রচনা ও ভাষণাবলী। আলোচিত বিষয়সমূহের উপজীব্য প্রধানতঃ জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন, নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর নতুন ধরন, পার্টির সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য সাধন, পার্টি এবং জনগণের মধ্যেকার সংহতি বর্ধন (দ্রষ্টব্য : 'আমাদের মতানৈক্য', 'জর্জিয়া ও ট্রান্সককেশিয়ার কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজ', 'পরিপ্রেক্ষিত', দশম ও দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট)।

তাছাড়া, এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে স্তালিনের একটি পুস্তিকা : 'রুশ কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশল' এবং দুটি প্রবন্ধ : 'ক্ষমতা গ্রহণের আগে ও পরে পার্টি', 'রুশ কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলের বিষয় সম্পর্কে',—যে তিনটি রচনাতেই স্তালিন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন বলশেভিক পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে লেনিনের মতবাদ।

উল্লিখিত লেখাগুলি ছাড়া এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে জাতিগত প্রশ্ন ও তার সমাধান প্রসঙ্গে স্তালিনের কয়েকটি 'রিপোর্ট' ও রচনা, যেমন, দশম ও দ্বাদশ কংগ্রেসে উপস্থাপিত 'থীসিস' ও 'রিপোর্ট', 'জাতীয় প্রশ্নের বর্ণনা

সম্পর্কে', 'অক্টোবর বিপ্লব এবং জাতি সমস্যা সম্পর্কে রুশ কমিউনিস্টদের নীতি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন অন্যান্য খণ্ডের বেলায় বলেছি, তেমনি বর্তমান খণ্ডের বেলাতেও বলছি যে এই **রচনাবলী** পড়ার সময়ে পাঠকেরা 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ' গ্রন্থখানা যেন সবসময়েই তাঁদের হাতের কাছে রাখেন। এই খণ্ডটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পঠনীয় উক্ত গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ।

আশা করি এর আগে প্রকাশিত চারটি খণ্ডের মতো বর্তমান খণ্ডটিও পাঠকদের সাদর পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হবে।

অভিনন্দন!

৯ই জানুয়ারি, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

১৯২১-১৯২৩

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

রুশ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তাইয়ুর্ক জাতিসমূহের কমিউনিস্টদের সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণ[১]

১লা জানুয়ারি, ১৯২১

(কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ)

সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে, এবং কেন্দ্রীয় ব্যুরো, যাকে আবার নতুন করে নির্বাচন করতে হবে, তার কাজের অসন্তোষজনক চরিত্র উল্লেখ করে কমরেড স্তালিন রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে তাইয়ুর্ক জাতিসমূহের মধ্যে কমিউনিজম-এর বিকাশের অবস্থাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন :

রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে তত্ত্বীয় কাজকর্ম ও তত্ত্বীয় সংগ্রামের কয়েক দশকব্যাপী দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে রাশিয়ায় সাম্যবাদের বিকাশের। সেই সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে নেতৃস্থানীয় অংশসমূহের একটি দৃঢ়সন্নিবদ্ধ গোষ্ঠী গঠিত হল, পার্টি-সদস্যদের পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে তাদের আয়ত্তে থাকল পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং নীতির ক্ষেত্রে দৃঢ়তা।

কিন্তু আমাদের দেশের পূর্বাংশে শুধুমাত্র সম্প্রতিকালেই সাম্যবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে ; এই অভ্যুদয় ঘটেছে সমাজতন্ত্রের জন্য হাতে-কলমে বৈপ্লবিক সংগ্রামের গতিপথে, বিকাশের প্রারম্ভিক তত্ত্বীয় স্তর ব্যতিরেকেই। সেইহেতু তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাইয়ুর্ক সাম্যবাদের রয়েছে দুর্বলতা ; আমাদের দেশে যে সমস্ত তাইয়ুর্ক ভাষায় কথা বলা হয় সেইসব ভাষায় সাম্যবাদের নীতিসমূহের ভিত্তিতে রচিত একটি সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারাই মাত্র এই দুর্বলতা নির্মূল করা যেতে পারে।

রুশ সাম্যবাদের বিকাশের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। অতীতে শাসক জাতি থাকার জন্য রাশিয়ান কমিউনিস্টদের সমেত রাশিয়ানরা জাতীয় নিপীড়ন ভোগ করেনি, 'প্রধান জাতিসুলভ উৎকট স্বাদেশিকতা'মুখী কতকগুলি মেজাজের জন্য ছাড়া, সাধারণভাবে বলতে গেলে, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ঝোঁক-গুলির সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করতে হয়নি এবং সেইজন্য এইরূপ ঝোঁকগুলি তাদের জয় করতে হয়নি বা খুব কদাচিৎ করতে হয়েছে।

পক্ষান্তরে, তাইয়ুর্ক কমিউনিস্টরা হল জাতীয় নিপীড়নের স্তরের ভিতর-দিয়ে-যাওয়া নিপীড়িত জাতিসমূহের সন্তান, সর্বদাই তাদের জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তাদের ভিতরে টিঁকে-থাকা জাতীয়তাবাদের অংশসমূহের সঙ্গে, এবং তাঁইয়ুর্ক কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজ হল এই সমস্ত কর্তাস্থানীয়দের পরাজিত করা। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের পূর্বাংশে সাম্যবাদের দানা-বাঁধার গতিকে হ্রাস করবার পক্ষে উপযোগী।

কিন্তু পাঁশ্চাত্ত্যের সাম্যবাদ একটা সুবিধাও ভোগ করে। সমাজবাদ প্রবর্তন করার ব্যবহারিক কাজে, রাশিয়ান কমিউনিস্টদের সমুন্নত ইউরোপীয় দেশসমূহের অনুসরণযোগ্য কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, বা খুব সামান্যই ছিল (ইউরোপ প্রধানতঃ সংসদীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল) এবং, সেইহেতু, বলতে গেলে, নিজেদের প্রচেষ্টাতেই তাদের সমাজতন্ত্রের পথ রচনা করতে হয়েছিল এবং অপরিহার্যভাবে তারা কতকগুলি ভুল করেছিল।

অন্যপক্ষে, তাইয়ুর্ক সাম্যবাদের অভ্যুদয় হয়েছিল সমাজতন্ত্রের জন্য হাতে-কলমে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, এই সংগ্রাম চালানো হয়েছিল রাশিয়ার কমরেড-দের পাশাপাশি থেকে এবং তাইয়ুর্ক কমিউনিস্টরা রুশ কমরেডদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে এবং ভুল এড়াতে সক্ষম হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্যের সাম্য-বাদের দ্রুত হারে বিকশিত হওয়া ও শক্তি অর্জন করার সুযোগ আছে, এই ঘটনা তারই সুনিশ্চিতি সূচিত করে।

তায়ুইর্ক সাম্যবাদ এখনো অতি তরুণ, তাই এই সমস্ত ঘটনা তার সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অপেক্ষাকৃত নরম নীতি নির্ধারিত করেছিল; তাইয়ুর্ক সাম্যবাদের উপরিউক্ত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ় সাম্যবাদী অংশসমূহকে সহায়তা করার দিকে এই নীতি পরিচালিত।

আমাদের দেশের পূর্বাংশে জাতীয়তাবাদী কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সংগ্রাম করা এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্যবাদকে জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যুরোই হল যন্ত্র যার মাধ্যমে কার্য-সাধনের উপায়সমূহ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬
১২ই জানুয়ারি, ১৯২১

ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্নে আমাদের মতানৈক্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির মূল্য-নির্ধারণ সম্পর্কে নীতিগত মতানৈক্য নয়। ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের কর্মসূচীর সুবিদিত বিষয়গুলি এবং ট্রেড ইউনিয়নের উপর আমাদের নবম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাব[২], যা ট্রট্স্কি প্রায়ই উধৃত করেন, তা চালু রয়েছে (এবং চালু থাকবে)। কেউই বিতর্ক তোলে না যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও অর্থ নৈতিক সংগঠনসমূহ পরস্পর পরস্পরকে পরিব্যাপ্ত করবে ('একাঙ্গীভবন')। কেউই বিতর্ক তোলে না যে, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের বর্তমান সময়-পর্ব আমাদের এতদিনকার নামেমাত্র শিল্প-সংক্রান্ত ইউনিয়নগুলিকে, আমাদের মূল শিল্পগুলিকে তাদের পায়ের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম এমন প্রকৃত শিল্প-সংক্রান্ত ইউনিয়নে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ দেয়। সংক্ষেপে, আমাদের মতানৈক্য নীতিবিষয়ক মতানৈক্য নয়।

অথবা ট্রেড ইউনিয়নসমূহে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রমিক-শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না। 'তার (পার্টির) হাত থেকে লাগাম ফসকে যেতে দিচ্ছে' এবং ব্যাপক জনসাধারণকে মৌলিক শক্তিসমূহের ক্রীড়নক হতে ছেড়ে দিচ্ছে,—আমাদের পার্টির একটি অংশের এইরূপ কথাবার্তা মূর্খতাপূর্ণ। পার্টির অংশগুলি ট্রেড ইউনিয়নসমূহে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে, এই সত্য ঘটনা অবিসংবাদিত রয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সদস্যপদ এবং ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির সারা-রুশ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যপদের যোগ্যতার প্রশ্নে আমাদের মতবিরোধ আরও কম। সবাই একমত যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ আদর্শ থেকে দূরে, একমত যে সামরিক এবং অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিম্নস্তরের কর্মিবৃন্দের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, একমত যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের পুরানো কর্মকর্তাদের অবশ্যই ফিরে পেতে হবে এবং অবশ্যই পেতে হবে নতুন কর্মকর্তাবৃন্দ, এবং একমত যে তাদের অবশ্যই যোগাতে হবে প্রয়োগবিদ্যা-সংক্রান্ত (টেকনিক্যাল) সজ্জতি, ইত্যাদি।

না, আমাদের মতবিরোধ এই ক্ষেত্রে নয়।

১। ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে কি দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে তার দুটি পদ্ধতি

আমাদের মতবিরোধ হল, যে **উপায়ের** দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রমিক-শৃংখলা জোরদার করতে হবে তার প্রশ্নে, যে ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার কাজে টেনে আনা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে তার **পদ্ধতিসমূহের** প্রশ্নে, বর্তমানের দুর্বল ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আমাদের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম, শক্তিশালী, প্রকৃতরূপে শিল্প-সংক্রান্ত ইউনিয়নে রূপান্তরিত করার **ধরনের** প্রশ্নে।

দুটি পদ্ধতি আছে: **জোরজবরদস্তির** পদ্ধতি (**জঙ্গী** পদ্ধতি) এবং যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা **রাজী করানোর** পদ্ধতি (ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতি)। প্রথম পদ্ধতিটি অবশ্যই যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা রাজী করানোর উপাদানসমূহকে নিবারিত করে না, কিন্তু সেগুলি জোরজবরদস্তির পদ্ধতির প্রয়োজনসমূহের অধীন এবং শেষোক্তের সহায়ক। পালাক্রমে, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আবার জোরজবরদস্তির উপাদানসমূহকে নিবারিত করে না, কিন্তু সেগুলি যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা রাজী করানোর পদ্ধতির অধীন এবং শেষোক্তের সহায়ক। এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে তালগোল পাকানো ঠিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর তালগোল পাকানোর মতোই মেনে নেবার অযোগ্য।

একদল পার্টি-কর্মী, যাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন ট্রট্স্কি, তাঁরা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সামরিক পদ্ধতিসমূহ দ্বারা অর্জিত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মনে করেন ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী এবং শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে অনুরূপ সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মধ্যে এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় এবং অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এই গোষ্ঠী ভুলে যান যে সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিকশ্রেণী দুটি পৃথক এলাকা, ভুলে যান যে একটি পদ্ধতি যা সৈন্যবাহিনীর পক্ষে উপযোগী, তা শ্রমিকশ্রেণী এবং তার ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে অনুপযোগী ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।

সৈন্যবাহিনী একটি সমশ্রেণীভুক্ত দল নয়; এটি দুটি মুখ্য সামাজিক গোষ্ঠী, কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত, প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের তুলনায় কয়েক গুণ সংখ্যাধিক। সৈন্যবাহিনীতে প্রধানতঃ জোরজবরদস্তির পদ্ধতিসমূহ নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করার ব্যাপারে অষ্টম পার্টি কংগ্রেস[৩] এই ঘটনা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল যে, আমাদের সৈন্যবাহিনী মুখ্যতঃ কৃষকদের

নিয়ে গঠিত ও তারা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে যাবে না এবং জোরজবর-দস্তির পদ্ধতিসমূহ নিয়োগ করে তাদের সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করা যায় এবং অবশ্যই তা করতে হবে। কমিশার, রাজনৈতিক বিভাগ, বৈপ্লবিক বিচারালয়, নিয়মানুবর্তিতামূলক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সামরিক পদ্ধতির উদ্ভবকে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করে, ব্যাখ্যা করে সমস্ত পদে নিয়োগ, নির্বাচন নয় ইত্যাদি।

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুলনামূলক বৈপরীত্যে শ্রমিকশ্রেণী হল একটি সম-শ্রেণীভুক্ত সামাজিক এলাকা ; এর অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজতন্ত্রের দিকে এর স্বাভাবিক প্রবণতা জন্মায়, এ সহজেই সাম্যবাদী আন্দোলনে প্রভাবিত হয়, এ স্বেচ্ছায় ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হয় এবং এ সবের ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত্তি, সেরা অংশ গঠন করে। সেইহেতু এটা আশ্চর্য নয় যে, আমাদের শিল্প-সংক্রান্ত ইউনিয়নগুলির ব্যবহারিক কাজ মুখ্যতঃ যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজী করানোর পদ্ধতিগুলির উপর স্থাপিত হয়েছে। এতেই ব্যাখ্যাত হয়, ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করে বোঝানো, ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন, উদ্যোগ এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতা উৎসাহিত করা, কর্মকর্তাদের নির্বাচন প্রভৃতি বিশুদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিসমূহের উদ্ভব।

ট্রট্স্কি যে ভুল করেছেন তা হল এই যে, তিনি সৈন্যবাহিনী ও শ্রমিক-শ্রেণীর ভিতর পার্থক্যের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়নকে সামরিক সংগঠনের সাথে সমপর্যায়ে ধরছেন এবং স্পষ্টতঃ একমুখী মনোভাবের জন্য সৈন্যবাহিনী থেকে সামরিক পদ্ধতিসমূহ ট্রেড ইউনিয়নে, শ্রমিকশ্রেণীতে স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করছেন। ট্রট্স্কি তাঁর একটি দলিলে লিখছেন :

> 'ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতিগুলির (ব্যাখ্যা করে বোঝানো, প্রচার-আন্দোলন, স্বাধীন কর্মতৎপরতা) সঙ্গে সামরিক পদ্ধতিগুলির (আদেশ, শাস্তিপ্রদান) মাত্র তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন হল কাউট্স্কীয়-মেনশেভিক-সোশ্যালিষ্ট-রিভলিউশনারি সংস্কারের অভিব্যক্তি।…শ্রমিকদের রাষ্ট্রে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শনের ব্যাপারটাই হল কাউট্স্কিবাদের নিকট লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ।'

ট্রট্স্কি এই-ই বলেছেন।

'কাউট্স্কিবাদ', 'মেনশেভিকবাদ' প্রভৃতি অসংলগ্ন কথাবার্তায় আমল না দিয়ে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ট্রট্স্কি সামরিক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে

পার্থক্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি এটা উপলব্ধি করতে যে যুদ্ধ সমাপ্তি ও শিল্প পুনরুজ্জীবনের সময়পর্বে সামরিক পদ্ধতিসমূহের সঙ্গে গণতান্ত্রিক (ট্রেড ইউনিয়ন) পদ্ধতিগুলির তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং, সেইজন্য, ট্রেড ইউনিয়নে সামরিক পদ্ধতি স্থানান্তরিত করা একটি ভুল এবং তা ক্ষতিকর।

ট্রেড ইউনিয়নের উপর সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত ট্রট্স্কির বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলির মূলে রয়েছে এটি উপলব্ধি করায় ব্যর্থতা।

এটি উপলব্ধি করার ব্যর্থতাই হল ট্রট্স্কির ভুলভ্রান্তিসমূহের উৎস।

২। সচেতন গণতন্ত্র এবং সবলে আরোপিত 'গণতন্ত্র'

কেউ কেউ মনে করে, ট্রেড ইউনিয়নসমূহে গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা একটি অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ মাত্র, একা কায়দা; এটি উদ্ভূত হয়েছে আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবনে কোন ঘটনার দ্বারা এবং কিছুকাল পরে জনসাধারণ গণতন্ত্র সম্পর্কে 'অনর্থক বকবকানিতে' ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং সব কিছু 'পুরানো ধরনে' চলবে।

অন্যেরা বিশ্বাস করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে গণতন্ত্র শ্রমিকদের দাবির নিকট মূলতঃ একটি সুযোগপ্রদান, জোরপূর্বক আদায়-করা সুযোগপ্রদান, প্রকৃত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অপেক্ষা বরং এটা কূটনীতি।

বলা বাহুল্য, কমরেডদের এই উভয় গোষ্ঠীই গভীরভাবে ভ্রান্ত। ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে গণতন্ত্র, অর্থাৎ যাকে সচরাচর বলা হয় 'ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পদ্ধতিসমূহ', তা হল ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির বৈশিষ্ট্যমূলক সচেতনতাভিত্তিক গণতন্ত্র; এতে থাকে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজী করানোর পদ্ধতি নিয়মাবদ্ধভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা আগে থেকেই মেনে নেবার **সজ্ঞানতা**। যদি সেই সজ্ঞানতার অভাব থাকে, তাহলে গণতন্ত্র হয়ে পড়ে একটা ফাঁকা বুলি।

যখন যুদ্ধ প্রচণ্ডবেগে চলছিল এবং বিপদ এসে পড়েছিল দরজার গোড়ায়, তখন আমাদের সংগঠনগুলি থেকে 'ফ্রন্টকে সাহায্য করার' আবেদন প্রচারিত হয়েছিল, তাতে শ্রমিকেরা তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল; কেননা আমরা যে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলাম তা ছিল সহজবোধ্য, কেননা, তখন কলচাক,

য়ুদেনিচ, ডেনিকিন, পিলসুদস্কি ও র‍্যাঙ্গেলের বাহিনীসমূহ এগিয়ে আসছিল এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছিল, এবং সেই আকারে এই বিপদ সবার নিকট সুস্পষ্ট একটা বাস্তব রূপ ধারণ করেছিল। সেই সময় ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা দুরূহ ছিল না। কিন্তু আজ যখন যুদ্ধের বিপদ অতিক্রম করা গেছে এবং নতুন অর্থনৈতিক বিপদ (অর্থনৈতিক ধ্বংস) ব্যাপক জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য হওয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে তখন ব্যাপক বিরাট জনসাধারণকে শুধুমাত্র আবেদনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা যায় না। অবশ্য, প্রত্যেকেই খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়চোপড়ের ঘাটতি বোধ করছে; কিন্তু, প্রথমতঃ, জনসাধারণ এভাবে না হয় সেভাবে রুটি ও কাপড়চোপড় পাবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে এবং, সেইহেতু, যুদ্ধের বিপদ ব্যাপক জনসাধারণকে যে পরিমাণ উদ্দীপিত করেছিল, খাদ্যদ্রব্য এবং জিনিসপত্রের দুর্ভিক্ষের বিপদ তত পরিমাণ উদ্দীপিত করে না; দ্বিতীয়তঃ, কেউই এটা জোর দিয়ে বলবে না যে ব্যাপক জনসাধারণ সাম্প্রতিক অতীতে যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে যেরূপ সচেতন ছিল, অর্থনৈতিক বিপদের (রেলগাড়ির এঞ্জিন, কৃষি, টেক্সটাইল মিল এবং লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য মেশিনের ঘাটতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার জন্য সাজসরঞ্জামের ঘাটতি প্রভৃতি) বাস্তবতা সম্পর্কে তারা সেরূপ সচেতন। অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন তাদের উদ্যোগ, সচেতনতা এবং স্বাধীন কর্মতৎপরতা তীব্রতর করা; প্রয়োজন বাস্তব ঘটনার সাহায্যে তাদের **দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করা** যে গত দিনে যুদ্ধের বিপদ যতটা বাস্তব ও সাংঘাতিক ছিল, অর্থনৈতিক ধ্বংস ঠিক ততটা বাস্তব ও সাংঘাতিক; প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কর্মনীতির ভিত্তিতে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মাধ্যমে শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার কর্মযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে টেনে আনা। অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, একমাত্র সেই পথেই সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীকে তাতে প্রাণবন্তরূপে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব। এটা যদি না করা হয় তাহলে অর্থনৈতিক ফ্রন্টে জয় অর্জন করা যাবে না।

সংক্ষেপে, সচেতনতা-ভিত্তিক গণতন্ত্র, ইউনিয়নসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের পদ্ধতি হল শিল্প-সংক্রান্ত ইউনিয়নগুলির পক্ষে একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

এই গণতন্ত্রের সঙ্গে জোরপূর্বক সৃষ্ট 'গণতন্ত্রের' কোন সম্পর্ক নেই।

ট্রট্স্কির পুস্তিকা, **ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ও করণীয় কাজ**, পড়ে

কেউ ভাবতে পারেন যে মূলতঃ 'তিনিও' 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতির অনুকূলে। এতে কিছু কিছু কমরেডকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজের পদ্ধতি নিয়ে আমাদের কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ভুল, কেননা ট্রট্স্কির 'গতণতন্ত্র' হল বলপূর্বক সৃষ্ট, উৎসাহহীন ও নীতি-বিগর্হিত এবং, সেই কারণে তা শুধুমাত্র সামরিক-আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূরণ করে, যা কিনা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে অনুপযোগী।

নিজেরাই বিচার করুন।

১৯২০ সালের নভেম্বরের প্রারম্ভে, কেন্দ্রীয় কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে—এবং এই প্রস্তাবটিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পঞ্চম সারা-রুশ সম্মেলনে কমিউনিস্ট গ্রুপ গ্রহণ করবার চেষ্টায় সফল হয়—যে, 'আমলাতান্ত্রিকতা, পীড়ন, অফিসের বিধিনিয়মের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর ক্ষুদ্রমনা অভিভাবকত্বে, কেন্দ্রিকতা এবং কাজের সামরিক আদর্শে রূপায়িত ধরনগুলির অধঃপতনের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠতম ও সুসম্বদ্ধ সংগ্রাম অবশ্যই চালাতে হবে ; ৎসেকত্রানের (ট্রট্স্কির নেতৃত্বে পরিচালিত পরিবহন শ্রমিকদের ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি) ব্যাপারেও, যে সময়ের জন্য প্রশাসনেব নির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ, এবং এর জন্য রেলওয়েগুলির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন বিশেষ অবস্থাহেতু স্থাপিত হয়েছিল, সে সময়ও অবসান হতে আরম্ভ করছে' ; এর পরিপ্রেক্ষিতে, সম্মেলনের কমিউনিস্ট গ্রুপ 'ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পদ্ধতিসমূহ শক্তিশালী ও বিকশিত করতে ৎসেকত্রানকে পরামর্শ দিচ্ছে' এবং 'ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-রুশ কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিতে এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সমিতিসমূহের সঙ্গে সমান প্রতিষ্ঠা নিয়ে এর প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে' ৎসেকত্রানকে নির্দেশ দিচ্ছে (২৫৫ নং প্রাভদা দেখুন)। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও সারা নভেম্বর ধরে ট্রট্স্কি ও ৎসেকত্রান পুরানো, আধা-আমলাতান্ত্রিক এবং আধা-সামরিক কর্মনীতি অনুসরণ করে চললেন, রেলওয়েগুলির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন এবং জলপরিবহনের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের উপর আস্থা রেখে চললেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সারা-রুশ কেন্দ্রীয় পরিষদকে 'নাড়াচাড়া দিতে', উড়িয়ে দিতে প্রচেষ্টা চালালেন এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সমিতিসমূহের তুলনায় ৎসেকত্রানের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানের পক্ষাবলম্বন করলেন। তিনি এর চেয়েও বেশি কিছু করলেন। ৩০শে নভেম্বর 'কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর নিকট এক

চিঠিতে' ট্রট্স্কি ঠিক যেন 'অপ্রত্যাশিতভাবে' লিখলেন, 'আগামী দুই বা তিন মাসের মধ্যে জলপরিবহনের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন···সম্ভবতঃ ভেঙে দেওয়া যেতে পারে না'। কিন্তু কি ঘটল? এই চিঠি লেখার ছয়দিন পরে (৭ই ডিসেম্বর) সেই একই ট্রট্স্কি ঠিক সেইরকম 'অপ্রত্যাশিতভাবে' 'রেলওয়েগুলির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন এবং জলপরিবহনের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন অবিলম্বে বিলোপ করা এবং স্বাভাবিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তাদের সমস্ত ষ্টাফ ও তহবিল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে স্থানান্তরিত করবার পক্ষে' কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভোট দিলেন। এবং যে সাতজন সদস্য, যাঁরা বিবেচনা করলেন যে এইসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিলোপ করা এখন আর যথেষ্ট নয় এবং যাঁরা উপরন্তু দাবি করলেন যে ৎসেকত্রান বর্তমানে যেভাবে গঠিত রয়েছে তা বদলাতে হবে, সেই সাতজনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির যে আটজন এর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, ট্রট্স্কি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ৎসেকত্রানের বর্তমান গঠন বাঁচাবার জন্য ট্রট্স্কি ৎসেকত্রানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের বিলোপের পক্ষে ভোট দিলেন।

এই ছয়দিনে কি পরিবর্তিত হয়েছিল? সম্ভবতঃ এই ছয়দিনে রেল এবং জলপরিবহনের শ্রমিকেরা এতটা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল যে রেলওয়েগুলি ও জলপরিবহন উভয়েরই কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসন দুটির তাদের আর কোন প্রয়োজন ছিল না কি? অথবা, সম্ভবতঃ, এই স্বল্পকালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অথবা বহিঃস্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল কি? অবশ্যই না। ঘটনা হল এই যে, জলপরিবহনের শ্রমিকেরা বলিষ্ঠভাবে দাবি করছিল যে, ৎসেকত্রান তার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনসমূহ ভেঙে দিক এবং ৎসেকত্রানের নিজেরই গঠন বদল করা হোক; এবং পরাজয় আশংকা করে ও ৎসেকত্রানের বর্তমান গঠনকে অন্ততঃ রেখে দেবার অভিপ্রায়ে ট্রট্স্কি গ্রুপ পশ্চাদপসরণ করতে, আংশিক সুবিধা দিতে বাধ্য হলেন —অবশ্য তা কাউকেই সন্তুষ্ট করেনি।

ঘটনা হল এই।

এটা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই যে, এই জোরপূর্বক সৃষ্ট, উৎসাহহীন, নীতিবিগর্হিত 'গণতন্ত্রের' 'ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের সাধারণ পদ্ধতির' সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—যা কিনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এর আগেই নভেম্বরের প্রথমদিকে সুপারিশ করেছে এবং যা আমাদের

শিল্পসংক্রান্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়।

সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে কমিউনিস্ট গ্রুপের সভায়[4] আলোচনার জবাবে ট্রট্স্কি ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে বিতর্কের রাজনৈতিক উপাদান প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এই যুক্তি দিয়ে যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্যই বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে ট্রট্স্কি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। মোটেই প্রমাণের দরকার হয় না যে, একটি শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্রে সারা দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন একটিও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এবং বিশেষ করে তা যদি শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কিত হয়, একভাবে কি অন্যভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত না করে তা কার্যকর করা যায় না। এবং, সাধারণতঃ, রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে পৃথক করা হাস্যকর ও ভাসা-ভাসা ব্যাপার। ঠিক ঠিক সেই কারণে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ **থেকেও** আগেভাগে এরূপ প্রতিটি সিদ্ধান্তের মূল্য নির্ণয় করতে হবে।

নিজেরাই বিচার করুন।

এটা এখন প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ট্রট্স্কির নেতৃত্বে পরিচালিত ৎসেকত্রানের পদ্ধতিসমূহ ৎসেকত্রানের নিজেরই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। ৎসেকত্রান পরিচালনা করা এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য ইউনিয়নকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে ট্রট্স্কির উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়নগুলিকে সঞ্জীবিত ও তেজীয়ান করা, শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার কাজে শ্রমিকদের টেনে আনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি অর্জন করেছেন? অর্জন করেছেন —ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বেশিরভাগ কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ, বেশিরভাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলির এবং ৎসেকত্রানের মধ্যে বিরোধ, ৎসেকত্রানের কার্যতঃ ভেঙে যাওয়া 'কমিশারদের' বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত সাধারণ স্তরের শ্রমিকদের ক্ষোভ। অন্য কথায়, ইউনিয়নগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দূরে থাক, ৎসেকত্রান নিজেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, যদি ৎসেকত্রানের পদ্ধতিসমূহ অন্যান্য ইউনিয়নে প্রবর্তিত হতো, তাহলে আমরা সংঘর্ষ, ভাঙন ও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবার একই চিত্র পেতাম। এবং ফল হতো এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঘটত বিরোধ ও ভাঙন।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি এইসব ঘটনা কি উপেক্ষা করতে পারে? এটা কি জোর করে বলা যেতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণী অখণ্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহে

দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকুক অথবা তারা বিভিন্ন পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকুক, তাতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না? এটা কি বলা যেতে পারে যে, ব্যাপক জনসাধারণের নিকট কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেতে হবে তার পদ্ধতিসমূহের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদানের কোন ভূমিকা পালন করা উচিত নয়, এ ব্যাপারের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই?

সুস্পষ্টভাবেই না।

রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের এবং তার সঙ্গী সাধারণতন্ত্রসমূহের অধিবাসীদের সংখ্যা এখন ১৪ কোটি। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ হল কৃষক। এরূপ একটি দেশ শাসন করার ব্যাপারে সক্ষম হবার জন্য, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতাকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় আস্থা ভোগ করতে হবে, কেননা এরূপ একটি দেশ শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর মাধ্যমে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীসমূহ নিয়েই পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শ্রমিকদের আস্থা বজায় রাখতে ও জোরদার করতে হলে, নিয়মাবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা, স্বাধীন কর্মতৎপরতা এবং উদ্যোগ বিকশিত করা, ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করে এবং একটি কমিউনিস্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে তাদের টেনে এনে সুসম্বদ্ধভাবে সাম্যবাদের নীতি ও মনোভাবে তাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

স্পষ্টতঃই, জোরজবরদস্তির পদ্ধতি এবং উপর থেকে ইউনিয়নগুলিকে 'নাড়াচাড়া' দিয়ে এটা করা অসম্ভব, কেননা এরূপ পদ্ধতিসমূহ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন আনে (ৎসেকত্রানের নজির!) এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার উপর অনাস্থা জন্মায়। আরও, এটা উপলব্ধি করা দুরূহ নয় যে, জোরজবরদস্তির পদ্ধতির দ্বারা ব্যাপক জনসাধারণের সচেতনতা বা সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার উপর তাদের আস্থা যে এগিয়ে নেওয়া যায়, সাধারণভাবে বলতে গেলে, তা অচিন্তনীয়।

স্পষ্টতঃই, কেবলমাত্র 'ইউনিয়নসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের সাধারণ পদ্ধতিসমূহ', কেবলমাত্র যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজী করানোর পদ্ধতি, শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের স্বাধীন কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপিত করা, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার উপর তাদের আস্থা জোরদার করা সম্ভবপর করে তুলতে পারে, এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে এই আস্থার এখন এত বেশি প্রয়োজন।

তাহলে দেখছেন, রাজনীতিও যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজী করানোর পদ্ধতি-সমূহের অনুকূলে সায় দেয়।

৫ই জানুয়ারি, ১৯২১

প্রাভদা, সংখ্যা ১২
১৯শে জানুয়ারি, ১৯২১
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজ

(আর সি. পি. (বি)-র দশম কংগ্রেসের জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত)*

১। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতিগত নিপীড়ন

(১) আধুনিক জাতিসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট যুগের ফলশ্রুতি—সে যুগ হল ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদের। সামন্ততন্ত্রের দূরীকরণ ও পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া একই সময়ে জনগণের জাতিতে গঠিত হওয়ারও প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদের বিজয়ী অগ্রগতি এবং সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের উপর তার বিজয়লাভের সময় ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মানি ও ইতালীয়রা জাতিতে গঠিত হয়েছিল।

(২) যেখানে জাতিসমূহের গঠন মোটের উপর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের গঠনের সমকালীন হয়েছিল, জাতিসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেখানে তারা স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিকশিত হয়েছিল। এটাই ঘটেছিল ব্রিটেনে (আয়ার্ল্যাণ্ড বাদে), ফ্রান্স ও ইতালীতে। পক্ষান্তরে, পূর্ব ইউরোপে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে (তুর্কী, মঙ্গোল প্রভৃতিদের আক্রমণ) ত্বরান্বিত-হওয়া কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহের গঠন সামন্ততন্ত্র নির্মূল হবার আগেই ঘটেছিল, অর্থাৎ জাতি গঠনের পূর্বে। ফলে, এইসব জায়গায় জাতিসমূহ জাতীয় রাষ্ট্রে বিকশিত হয়নি এবং হতে পারেনি ; পরিবর্তে, সাধারণতঃ একটি শক্তিশালী কর্তৃত্বপূর্ণ জাতি এবং কয়েকটি দুর্বল, অধীন জাতি নিয়ে গঠিত কয়েকটি মিশ্র, বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। উদাহরণ : অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া।

(৩) ফ্রান্স ও ইতালীর মতো জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ প্রথমতঃ তাদের নিজস্ব জাতীয় বাহিনীসমূহের উপর প্রধানতঃ আস্থাসহকারে নির্ভর করেছিল ; সাধারণতঃ, বলতে গেলে, এসব রাষ্ট্রে কোন জাতীয় নিপীড়ন ঘটেনি। তুলনায় এর বিপরীতে, বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহ, যারা অন্যান্য জাতির উপর একটি জাতির —আরও সঠিকভাবে, সেই জাতির শাসকশ্রেণীর—প্রাধান্যের ভিত্তিতে গঠিত, সেইসব রাষ্ট্র হল জাতীয় নিপীড়ন ও জাতীয় আন্দোলনসমূহের আদি আবাসস্থল ও প্রধান ক্ষেত্র। কর্তৃত্বপূর্ণ জাতির স্বার্থ এবং অধীন জাতিসমূহের

পরস্পর-বিরোধিতা হল এমন বিরোধিতা, যার সমাধান না হলে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের সুস্থিত অস্তিত্ব তা অসম্ভব করে তোলে। বহুজাতিক রাষ্ট্রের দুঃখদায়ক ঘটনা হল এখানে নিহিত যে, এই রাষ্ট্র যেসব বিরোধিতার সমাধান করতে পারে না, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী-অসমতা বজায় রেখে, জাতিগুলিকে 'সমকক্ষ করতে' এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের 'রক্ষা করতে' এর পক্ষে প্রতিটি প্রচেষ্টা সাধারণতঃ আর একটি ব্যর্থতায়, জাতীয় সংঘর্ষের আরও বেশি প্রকোপ বৃদ্ধিতে পর্যবসিত হয়।

(৪) ইউরোপে পুঁজিবাদের অধিকতর অগ্রগতি, নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন, কাঁচামাল ও জ্বালানির জন্য অন্বেষণ, এবং, সর্বশেষে, সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ, পুঁজির রপ্তানি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও রেলওয়ে গমনপথ আয়ত্তে আনার প্রয়োজনের ফলে, একদিকে, পুরানো জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন ভূভাগ দখল করল এবং শেষোক্তগুলি তাদের সহজাত জাতীয় নিপীড়ন ও জাতীয় সংঘর্ষ সহ বহুজাতিক (উপনিবেশবাদী) রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল (ব্রিটেন ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী) ; অন্যদিকে, পুরানো বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহের প্রাধান্য-পূর্ণ জাতিগুলির মধ্যে তারা, পুরানো রাষ্ট্র সীমান্তসমূহ শুধু আয়ত্তে রাখার জন্য নয়, সেগুলি বাড়াবার জন্যও, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ক্ষতি করে নতুন নতুন (দুর্বল) জাতিগোষ্ঠী অধিকারে আনার জন্য, তাদের প্রচেষ্টা তীব্রতর করল। এতে জাতীয় প্রশ্নের পরিধি বিস্তৃত হল এবং, অবশেষে, বিকাশের যথাযথ ধারাতেই এই প্রশ্ন উপনিবেশের সাধারণ প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হল ; এবং জাতীয় নিপীড়ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন থেকে আন্তঃরাষ্ট্র প্রশ্নে, দুর্বল, অসম জাতি-গোষ্ঠীগুলিকে অধীনে আনার 'প্রবল' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম (এবং যুদ্ধ)-এর প্রশ্নে রূপান্তরিত হল।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনপনীয় জাতীয় বিরোধিতাসমূহ এবং বুর্জোয়া বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ দেউলিয়াপনার শিকড় অনাবৃত করল, বিজেতা উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী) জাতীয় সংঘর্ষসমূহ চরমভাবে তীব্রতর করল, বিজিত পুরানো বহুজাতিক রাষ্ট্র-গুলির (অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ১৯১৭ সালে রাশিয়া) চরম ভাঙন ঘটাল, এবং, অবশেষে, জাতীয় প্রশ্নের সর্বাধিক 'আমূল' বুর্জোয়া সমাধান হিসেবে নতুন নতুন বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন ঘটাল (পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি)। কিন্তু নতুন নতুন

স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন জাতিসত্তাগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটাল না, ঘটাতে পারল না; তা করল না এবং পারল না জাতীয় অসমতা বা জাতীয় নিপীড়ন দূর করতে, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী-অসাম্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি টিঁকে থাকতে পারে না :

(ক) জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন না চালিয়ে (পোল্যাণ্ড নিপীড়ন চালায় বিয়েলোরাশিয়া, ইহুদী, লিথুয়ানিয়া ও ইউক্রেন-বাসীদের উপর; জর্জিয়া নিপীড়ন করে ওস্‌সেত, আবখাজিয়া এবং আর্মেনিয়া-বাসীদের; যুগোশ্লাভিয়া অত্যাচার চালায় ক্রোশিয়া ও বসনিয়াবাসীদের উপর ইত্যাদি);

(খ) প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন করে তাদের ভূভাগ না বাড়িয়ে, যার ফলে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধে (লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড; বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া; আর্মেনিয়া ও তুরস্কের বিরুদ্ধে জর্জিয়া, ইত্যাদি);

(গ) 'প্রবল' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক আধিপত্যের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করে।

(৬) এইভাবে, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়পর্ব জাতীয় শত্রুতা, অসমতা, নিপীড়ন, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এবং সভ্যদেশগুলির জাতিসমূহের পরস্পর ও অসমান জাতি-সমূহ, উভয়ের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শোচনীয় চিত্র উন্মোচিত করে। একদিকে, কয়েকটি 'প্রবল' রাষ্ট্রশক্তি সমস্ত অধীন এবং 'স্বাধীন' (বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অধীন) জাতীয় রাষ্ট্রকে নিপীড়ন ও শোষণ করে এবং জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উপর শোষণের একচেটিয়া অধিকার আয়ত্ত করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম চলে। অন্যদিকে, 'প্রবল' রাষ্ট্রগুলির অসহনীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে অধীন ও 'স্বাধীন' জাতীয় রাষ্ট্রগুলি সংগ্রাম চালায়; জাতীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যেই তাদের জাতীয় ভূখণ্ড প্রসারিত করার জন্য সংগ্রাম চলে; এবং প্রতিটি জাতীয় রাষ্ট্র যে সমস্ত জাতীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন করছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। সর্বশেষে, 'প্রবল' রাষ্ট্রশক্তিগুলির বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলির মুক্তি-সংগ্রাম তীব্রতর হয় এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে এবং জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও জাতীয় সংঘর্ষগুলির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়—সাধারণতঃ এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক জাতীয় সংখ্যালঘু থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই হল 'শান্তির চিত্র'।

জাতিগত প্রশ্নের সমাধানে বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম তাই প্রমাণিত হয়েছে।

২। সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং জাতিগত স্বাধীনতা

(১) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজি অবশ্যম্ভাবীরূপে জনসাধারণের মধ্যে অনৈক্য ঘটায়, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা প্ররোচিত করে এবং জাতীয় নিপীড়ন তীব্রতর করে, কিন্তু তদ্বিপরীতে, সমবায় সম্পত্তি ও শ্রম তেমনি অবশ্যম্ভাবীরূপে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে, জাতিতে জাতিতে শত্রুতার মূলে আঘাত করে এবং জাতীয় নিপীড়ন বিলুপ্ত করে। জাতীয় নিপীড়ন ছাড়া পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ঠিক যেমন অচিন্তনীয়, তেমনি অচিন্তনীয় নিপীড়িত জাতিসমূহের এবং জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব। যে পর্যন্ত জাতীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ কৃষকসমাজ (এবং সাধারণভাবে ক্ষুদে বুর্জোয়ারা) বুর্জোয়াদের অনুসরণ করে, ততদিন উৎকট স্বাজাত্যবোধ, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য; পক্ষান্তরে, যদি কৃষকসমাজ শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নিশ্চিত হয়, তাহলে জাতীয় স্বাধীনতা তেমনি নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এইজন্য, জাতীয় নিপীড়ন বিলুপ্ত করা, জাতিতে জাতিতে সমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করার পক্ষে সোভিয়েতসমূহের বিজয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি মৌলিক শর্ত।

(২) সোভিয়েত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণরূপে এই বিষয়টিকে দৃঢ়তর-ভাবে প্রতিপন্ন করেছে। রাশিয়ায় সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার আছে এই ঘোষণা রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সম্পর্কসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করল, পুরানো জাতীয় শত্রুতার মূলে আঘাত করল, জাতীয় নিপীড়নের ভিত্তি দূরীভূত করল এবং শুধু রাশিয়ায় নয়, ইউরোপ ও এশিয়াতেও রাশিয়ার শ্রমিকদের জন্য অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের তাদের ভাইদের আস্থা অর্জন করাল এবং এই আস্থাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সম আদর্শের জন্য সংগ্রাম করার তৎপরতায় উন্নীত করল। আজারবাইজানে এবং আর্মেনিয়ায় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র স্থাপনে একই ফল ফলেছে, কেননা তা জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ

দূরীভূত করেছে এবং তুর্কী ও আর্মেনি এবং আর্মেনি ও আজারবাইজানীয় মেহনতী ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যেকার 'বহু পুরানো' শত্রুতা মিটিয়েছে। হাঙ্গেরী, বাভেরিয়া ও লাত্‌ভিয়ায় সোভিয়েতসমূহের অস্থায়ী জয় সম্পর্কে একই কথা বলতেই হবে। অন্যদিকে, এটা আস্থাসহকারে বলা যেতে পারে যে, রুশ শ্রমিকেরা কলচাক ও ডেনিকিনকে পরাস্ত করতে পারত না এবং আজারবাইজানীয় ও আর্মেনি সাধারণতন্ত্র দুটি তাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারত না, যদি না তারা দেশের অভ্যন্তরে জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও জাতীয় নিপীড়ন দূর করত এবং যদি না তারা পশ্চিমের ও পুবের জাতিসত্তা-সমূহের ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের আস্থা জয় করত এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা উদ্বুদ্ধ করত। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় নিপীড়ন বিলুপ্ত করা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ববন্ধন থেকে মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক।

(৩) কিন্তু সোভিয়েত গণতন্ত্রসমূহের অস্তিত্ব—এমনকি ক্ষুদ্রতম আয়তনেরও—সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মারাত্মক আতংক। আতংক শুধু এতে নিহিত নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশ থেকে সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা কিছু অতিরিক্ত ভূখণ্ড ও অতিরিক্ত আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আতংক এখানেও—এবং প্রধানতঃ এখানেই—যে, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের প্রকৃত অস্তিত্বই, বুর্জোয়াদের দমন করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে জোরদার করতে এইসব সাধারণতন্ত্রের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপই পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ববন্ধন থেকে পরাধীন দেশের মুক্তির জন্য আন্দোলনকে উৎসারিত করে এবং তা সমস্ত ধরনের পুঁজিবাদেরই খণ্ড খণ্ড হওয়া ও তাদের মৌলিক গঠন ভেঙে যাবার ক্ষেত্রে একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এরজন্যই সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে 'প্রবল' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অপরিহার্য সংগ্রাম, এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করার জন্য 'প্রবল' শক্তিসমূহের প্রচেষ্টা। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'প্রবল' রাষ্ট্রশক্তিসমূহের লড়াই-এর ইতিহাস, সীমান্ত দেশগুলির একটার পর একটা বুর্জোয়া সরকারকে, একটার পর একটা প্রতিবিপ্লবী জেনারেলদের তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা, সোভিয়েত রাশিয়াকে দৃঢ়ভাবে অবরোধ করা এবং সাধারণভাবে, তাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন

করার চেষ্টা সুতীব্রভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহের বর্তমান অবস্থায়, পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের পরিস্থিতিতে, একাকী দাঁড়িয়ে-থাকা কোন একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষিত হওয়া এবং সামরিক পরাজয়ের বিরুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না।

(৪) সেইহেতু, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা তাদের অস্তিত্বের উপর আঘাত হানার বিপদ থাকার দরুণ, একক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং অনিশ্চিত। প্রথমতঃ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির প্রতিরক্ষার সাধারণ স্বার্থ, দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদন-শক্তিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার করণীয় কাজ, তৃতীয়তঃ যে সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রসমূহ শস্য উৎপাদন করে না, শস্য উৎপাদনকারী সোভিয়েতগুলিকে তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় শস্য সাহায্যদান—এ সমস্তই সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ববন্ধন এবং জাতীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে স্বতন্ত্র সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির একটি রাষ্ট্রসংঘের (ইউনিয়ন) প্রয়োজনীয়তাকে একান্ত আবশ্যকভাবে নির্দেশ দেয়। যে সমস্ত জাতীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র 'তাদের নিজেদের' এবং 'বিদেশী' বুর্জোয়াদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে, একমাত্র একটি ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রসংঘে ঐক্যবদ্ধ তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত বাহিনীসমূহকে পরাজিত করতে পারে, তা না হলে তাদের তারা (সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র) আদৌ পরাজিত করতে পারবে না।

(৫) সাধারণ সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির একটি ফেডারেশন হল রাষ্ট্রসংঘের একটি সাধারণ রূপ যা সম্ভবপর করে তুলবে :

(ক) প্রত্যেক স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের এবং সামগ্রিকভাবে ফেডারেশনের অখণ্ডতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা ;

(খ) বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তা যারা বর্তমানে বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, তাদের জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং ফেডারেশনের অনুরূপ রূপসমূহ প্রয়োগ করা ;

(গ) জাতি ও জাতিসত্তাসমূহ, যারা তাদের ভাগ্য ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সৌহার্দমূলক সহযোগিতা নির্দিষ্ট করা।

সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে গঠিত ফেডারেশন (কিরঘিজিয়া, বাশ্‌কিরিয়া, তাতারিয়া, পার্বত্যাঞ্চল গ্রুপ, দাঘেস্তান) থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ফেডারেশন পর্যন্ত (ইউক্রেন, আজারবাইজান) এবং এদের মধ্যবর্তী স্তর মেনে নেওয়া (তুর্কিস্তান, বিয়েলোরাশিয়া)—ফেডারেশনের এই সমস্ত বিভিন্ন রূপকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ রূপ হিসেবে ফেডারেশনের উপযোগিতা ও নমনীয়তা পরিপূর্ণরূপে প্রমাণ করেছে।

(৬) কিন্তু ফেডারেশন সুস্থিত হতে পারে এবং ফেডারেশনের সুফলসমূহ কার্যকর হতে পারে যদি একমাত্র তা পারস্পরিক আস্থা ও ফেডারেশনে যোগ-দেওয়া দেশগুলির স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র দেশ হয়ে থাকে যেখানে কিছুসংখ্যক জাতি ও জাতিসত্তাগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে, তাহলে তার কারণ এই-ই যে এখানে প্রাধান্যপূর্ণ বা অধীন জাতি কোনটাই নেই, নেই এখানে উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র বা উপনিবেশ কোনটাই, নেই এখানে সাম্রাজ্যবাদ অথবা জাতীয় নিপীড়ন কিছুই; ফেডারেশন এখানে প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক আস্থা এবং সংঘে অন্তর্ভুক্ত হবার দিকে বিভিন্ন জাতির ব্যাপক মেহনতী জনগণের স্বেচ্ছাভিত্তিক প্রচেষ্টার উপর। ফেডারেশনের এই স্বেচ্ছাভিত্তিক চরিত্র নিশ্চিতরূপে বজায় রাখতে হবে, কেননা একমাত্র এরূপ ফেডারেশনই বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার প্রয়োজন ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, তাতে সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের উচ্চতর ঐক্যের দিকে উত্তরণমূলক স্তরের উপযোগী হতে পারে।

৩। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির আশু করণীয় কাজ

(১) রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সাথে সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। এদের মধ্যে যারা গ্রেট-রাশিয়ার অধিবাসী নয় তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় কোটি (ইউক্রেনী, বিয়েলোরাশিয়ান, কিরঘিজ, উজবেক, তুর্কমেনী, তাজিক, আজারবাইজানীয়, ভল্গা তাতার, ক্রিমীয় তাতার, বুখারান, খিবান, বাশ্‌কির, আর্মেনি, চেচেন, কাবার্দিনীয় ওস্‌সেত, চেরকেশ, ইঙ্গুশ, কারাচাই, বলকারীয়* কালমিক, কারেলীয়, আভার, দাঘিনীয়, কাসি-

*শেষ সাতটি জাতিগোষ্ঠী 'পার্বত্য অঞ্চল' গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ।

কুমুখীয়, কিউরিনীয়, কুমাইক,* মারি, চুভাস, ভোতিয়াক, ভল্গা জার্মান, বুরিয়াৎ, ইয়াকুৎ ইত্যাদি)।

এই সমস্ত জাতিসমূহের বিরুদ্ধে জারতন্ত্র, জমিদার এবং বুর্জোয়াদের নীতি ছিল তাদের মধ্যে যা কিছু রাষ্ট্রীয়ত্বের অংকুর থাকুক না কেন, তাকে বিনষ্ট করা, তাদের সংস্কৃতির অঙ্গহানি করা, তাদের ভাষার গণ্ডী বেঁধে দেওয়া, তাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা, এবং সর্বশেষে, যতদূর সম্ভব রুশী করে তোলা। এই নীতির ফল হল তাদের অনুন্নতি ও রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা।

এখন যখন জমিদার ও বুর্জোয়াদের উৎখাত করা হয়েছে এবং এইসব দেশেরও ব্যাপক জনসাধারণ সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা ঘোষণা করেছে, তখন পার্টির করণীয় কাজ হল যে সমস্ত জাতি গ্রেট রাশিয়ান নয়, অগ্রসর কেন্দ্রীয় রাশিয়াকে ধরে ফেলতে তাদের ব্যাপক মেহনতী জনগণকে সাহায্য করা এবং তাদের নিম্নোক্তভাবে সহায়তা করা :

(ক) এই সমস্ত জাতির জাতীয় মনোভাব ও গুণের অনুরূপ ধরনে তাদের সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়ত্বকে বিকশিত ও শক্তিশালী করা ;

(খ) তাদের আদালত, প্রশাসন, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং ক্ষমতার সংস্থা স্থাপন করা যাদের কাজকর্ম চলবে স্থানীয় ভাষায়, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ধরন ও মনোভাবের সাথে পরিচিত স্থানীয় লোকেরা হবে যাদের কর্মচারিবৃন্দ।

(গ) সাধারণভাবে তাদের সংবাদপত্র, স্কুল, থিয়েটার, আমোদপ্রমোদের ক্লাব, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিকশিত করা, যাদের কাজকর্ম স্থানীয় ভাষায় চলবে।

(২) যারা গ্রেট-রাশিয়ান নয় সেই সাড়ে ছয় কোটি অধিবাসীদের থেকে আমরা যদি ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া, আজারবাইজানের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং আর্মেনিয়া, যারা কিছুটা শিল্প-পুঁজিবাদের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে, তাদের বাদ দিই, তাহলে অবশিষ্ট থাকে প্রায় আড়াই কোটি অধিবাসী, যারা প্রধানতঃ তাইয়ুর্ক (তুর্কিস্তান, আজারবাইজানের অধিকতর অংশ, দাঘেস্তান, পার্বত্য অঞ্চলবাসী, তাতার, বাশ্‌কির এবং কিরঘিজ ইত্যাদি), যাদের কোন পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেনি, যাদের শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী নেই বললেই চলে

*শেষ পাঁচটি জাতিগোষ্ঠী 'দাঘেস্তানীয়' গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ।

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা তাদের মেষপালকের জীবনসুলভ অর্থনীতি এবং পিতৃতান্ত্রিক উপজাতীয় জীবনযাত্রার ধরন বজায় রেখেছে (কিরঘিজিয়া, বাশ্‌কিরিয়া, উত্তর ককেশাস), অথচ যারা আধা-পিতৃতান্ত্রিক, আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনযাত্রার ধরনের আদিম রূপ অতিক্রম করেনি (আজারবাইজান, ক্রিমীয় ইত্যাদি) কিন্তু যারা এর মাঝেই সোভিয়েত বিকাশের সাধারণ খাতে প্রবেশ করেছে।

এই সমস্ত জাতির ব্যাপক মেহনতী জনগণের সম্পর্কে (১ নং দফায় যে করণীয় কাজ সূচিত হয়েছে তার অতিরিক্ত) পার্টির কর্তব্যকাজ হল, পিতৃ-তান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক টিঁকে-থাকা অবশেষ বর্জন করতে তাদের সাহায্য করা এবং মেহনতী কৃষকদের সোভিয়েতসমূহের ভিত্তিতে একটি সোভিয়েত অর্থ-নীতি গড়ে তোলার কাজে তাদের টেনে আনা ; এই কাজগুলি করতে হবে এই জাতিগুলির মধ্যে সোভিয়েত অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যে রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সক্ষম এবং, একই সময়ে, প্রতিটি সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শ্রেণী-কাঠামো, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার ধরনের সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের গঠনকার্যে বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে সক্ষম শক্তিশালী কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহ সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটা বিভিন্ন, উচ্চতর পর্যায়ের ক্ষেত্রে একমাত্র উপযোগী অর্থ-নৈতিক উপায়গুলিকে মধ্য রাশিয়া থেকে যান্ত্রিকভাবে সরিয়ে আনা থেকে বিরত থেকে।

(৩) আমরা যদি আড়াই কোটি, প্রধানতঃ তাইয়ুর্ক, অধিবাসী থেকে আজারবাইজান, তুর্কিস্তানের বৃহত্তর অংশ, তাতার (ভল্গা ও ক্রিমীয়), বুখারা, খিবা, দাঘেস্তান, পর্বতবাসীদের অংশ (কাবার্দিনীয়, চেরকেশ ও বলকারীয়) এবং অন্য কয়েকটি যাযাবর জাতিগোষ্ঠী যারা এরমাঝে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে নির্দিষ্ট ভূভাগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে—এদের সবাইকে বাদ দিই, তাহলে অবশিষ্ট থাকে প্রায় ৬০ লক্ষ কিরঘিজ, বাশ্‌কির, চেচেন, ওস্‌সেত এবং ইঙ্গুশ যাদের জমি সেদিন পর্যন্তও রুশ স্থায়ী বসবাসকারীদের উপনিবেশ স্থাপনের বস্তু হয়ে এসেছে ; এই রুশ বসবাসকারীরা তাদের নিকট থেকে সর্বোত্তম কর্ষণযোগ্য জমি কৌশলে নিয়ে নিয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের ঊষর মরুভূমির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

জারতন্ত্র, জমিদার ও বুর্জোয়াদের নীতি ছিল রুশ কৃষক ও কশাকদের

মধ্যে কুলাক (ধনী) লোকজনদের দিয়ে যতটা সম্ভব এইসব জেলাগুলিকে উপনিবেশে পরিবর্তিত করা, প্রধান জাতির সাগ্রহ প্রচেষ্টার পক্ষে শেষোক্তদের বিশ্বাসযোগ্য সমর্থকে পরিণত করে। এই নীতির ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা (কিরঘিজ, বাশ্‌কির) ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হল ; এরা চাষবাসহীন ও জনবসতিহীন অঞ্চলে তাড়িত হয়েছিল।

এই সমস্ত জাতিসত্তার ব্যাপক মেহনতী জনগণের সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য-কাজ হল (১ নং ও ২ নং দফায় যে করণীয় কাজগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও), সাধারণভাবে কুলাকদের নিকট থেকে, বিশেষভাবে, লোভাতুর গ্রেট-রাশিয়ার কুলাকদের নিকট থেকে মুক্তির সংগ্রামে তাদের প্রচেষ্টাকে স্থানীয় রুশ জনসমষ্টির ব্যাপক মেহনতী জনগণের প্রচেষ্টার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করা, কুলাক ঔপনিবেশিকদের দাসত্ববন্ধন ছুঁড়ে ফেলতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সাহায্য করা এবং এইভাবে তাদের মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ষণযোগ্য জমি দেওয়া।

(৪) উপরিউক্ত জাতি ও সত্তাসমূহ, যাদের একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-কাঠামো আছে এবং যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দখল করে আছে, তারা ছাড়াও রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে আছে ভেসে-বেড়ানো জাতীয় গোষ্ঠীগুলি, জাতীয় সংখ্যালঘুরা ; এরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের ঘনসন্নিবিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী-কাঠামো নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (লেট, এস্তোনিয়ান, পোল, ইহুদী এবং অন্যান্য জাতীয় সংখ্যালঘুরা)। জারতন্ত্রের নীতি ছিল সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে, এমনকি ধনসম্পত্তি ও প্রাণ উৎসাদন করে (ইহুদী-বিরোধী উৎসাদন) এই সমস্ত সংখ্যালঘুদের নির্মূল করা।

এখন যখন জাতীয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপ করা হয়েছে, জাতিসমূহের পক্ষে সমান অধিকার কার্যে পরিণত করা হয়েছে, এবং অবাধ জাতীয় বিকাশে জাতীয় সংখ্যালঘুদের সোভিয়েত প্রথার ঠিক চরিত্র দ্বারাই সুনিশ্চিত করা হয়েছে তখন এই সমস্ত জাতীয় গোষ্ঠীর ব্যাপক মেহনতী জনগণের সম্পর্কে পার্টির করণীয় কাজ হল, অবাধ বিকাশে তাদের গ্যারাণ্টি-দেওয়া অধিকারের পূর্ণতম ব্যবহার করতে তাদের সাহায্য করা।

(৫) সীমান্ত এলাকাগুলিতে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে, এতে এইসব এলাকায় পার্টির স্বাভাবিক অগ্রগতি

বিলম্বিত হয়। একদিকে, গ্রেট-রাশিয়ার যে সমস্ত কমিউনিস্টরা এইসব সীমান্ত এলাকায় কাজ করছে, তারা বেড়ে উঠেছিল 'আধিপত্যকারী' জাতির অস্তিত্ব-কালে এবং তারা জাতীয় নিপীড়ন ভোগ করেনি; তারা অনেক সময় তাদের পার্টিকাজে নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের ন্যায্য অপেক্ষা কম গুরুত্ব নির্ধারণ করে, অথবা যেগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে; তারা তাদের কাজে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর শ্রেণী-কাঠামো, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন এবং অতীত ইতি-হাসের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত করে না এবং এইভাবে জাতীয় প্রশ্নে পার্টির নীতিকে স্থূলভাবে পরিবেশন করে, বিকৃত করে। এর ফলে সাম্যবাদ থেকে, কর্তৃত্বপূর্ণ-জাতির এবং উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রেট-রাশিয়া-সুলভ উৎকট জাতীয়তাবাদে বিচ্যুতি ঘটে। পক্ষান্তরে, স্থানীয় দেশজ অধি-বাসীদের থেকে আনা কমিউনিস্টরা জাতিগত নিপীড়নের কঠোর অভিজ্ঞতা সহ্য করেছিল, তাদের স্মৃতিপথে বারংবার উদিত হওয়া সেই সময়কার স্মৃতি থেকে তারা এখনো নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি; তারা অনেক সময় তাদের পার্টিকাজে নির্দিষ্ট জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করে, তারা মেহনতী জনগণের শ্রেণীস্বার্থসমূহ অবহেলিত অবস্থায় রেখে দেয়, অথবা সংশ্লিষ্ট জাতির মেহনতী জনগণের স্বার্থ এবং সেই জাতির 'জাতীয়' স্বার্থ এই দুটিতে কেবল তালগোল পাকায়; তারা শেষোক্তটা থেকে প্রথমোক্তটাকে আলাদা করতে সক্ষম হয় এবং তাদের উপরেই তাদের পার্টি-কাজের ভিত্তি রচনা করে। তার ফলে, পালাক্রমে, সাম্যবাদ থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি ঘটে; এই জাতীয়তাবাদ কখনো কখনো প্যান-ইসলামবাদ, প্যান-তুর্কীবাদের[৬] রূপ পরিগ্রহ করে (পূর্বাঞ্চলে)।

এই উভয় বিচ্যুতিকেই কমিউনিজম-এর আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে জোরালোভাবে নিন্দা করে এই কংগ্রেস, প্রথম উল্লিখিত বিচ্যুতি, কর্তৃত্বপূর্ণ জাতিসুলভ উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে বিচ্যুতির বিশেষ বিপদ ও বিশেষ ক্ষতিকারিত্ব দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করে। কংগ্রেস পার্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের মধ্যে যদি না টিঁকে-থাকা উপনিবেশবাদী ও জাতীয়তাবাদী অবশেষ দমন করা যায়, তাহলে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত, আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় দেশজ ও রুশী জনসমষ্টির শ্রমিকশ্রেণীর লোকজনদের তাদের (কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির) সাধারণ স্তরের কর্মীদের মধ্যে মিলিত করে এমন শক্তিশালী,

খাঁটি কমিউনিস্ট সংগঠন সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে গড়ে তোলা অসম্ভব হবে। কংগ্রেস সেইহেতু মনে করে, সাম্যবাদে জাতীয়তাবাদী এবং প্রধানতঃ উপনিবেশবাদী দোদুল্যমানতা নির্মূল করা হল সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে পার্টির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকাজের অন্যতম।

(৬) রণাঙ্গনে অর্জিত সাফল্যসমূহের ফলে, বিশেষ করে র‍্যাঙ্গেলকে উৎখাত করার পর, কিছু কিছু পশ্চাদ্‌পদ সীমান্ত অঞ্চলে যেখানে শিল্প-শ্রমিক নেই বললেই চলে, সেইসব অঞ্চলে কর্মজীবনে উন্নতির জন্য পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী লোকজন পার্টিতে বর্ধিতহারে ঢুকে পড়েছে। পার্টির অবস্থানকে প্রকৃত শাসকশক্তি বিবেচনা করে, এই সমস্ত লোকজন সচরাচর তারা যে কমিউনিস্ট এই ভান ধরে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখে এবং অনেক সময় সমগ্র দল পার্টির ভিতর স্রোতের স্থায় ঢুকে পড়ে, তারা সঙ্গে করে আনে অগভীরভাবে গোপন-করা উৎকট স্বাদেশিকতাবাদ ও খণ্ড খণ্ড করার মনোবৃত্তি, অথচ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সাধারণতঃ দুর্বল পার্টি-সংগঠনগুলি নতুন নতুন সদস্য গ্রহণ করে পার্টিকে 'সম্প্রসারিত করার' লোভ দমন করতে পারে না।

সমস্ত মেকি-কমিউনিস্ট, যারা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে নিজেদের সংযুক্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে পার্টি বুদ্ধিজীবী পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী লোকজনদের পার্টিতে গ্রহণ করার মাধ্যমে 'পার্টি-সম্প্রসারণের' বিরুদ্ধে পার্টিকে সতর্ক করছে। কংগ্রেস মনে করে, সীমান্ত অঞ্চলসমূহের পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে প্রধানতঃ এইসব অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী, গরিব মানুষ এবং মেহনতী কৃষকদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সদস্যপদের যোগ্যতা ও গুণ উন্নত করে সীমান্ত অঞ্চলসমূহে পার্টি-সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ চালাতে হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

রুশ কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির দশম কংগ্রেস[১]

৮-১৬ই মার্চ, ১৯২১

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস
আক্ষরিক রিপোর্ট
মস্কো, ১৯২১

১। জাতীয় প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজের উপর রিপোর্ট

১০ই মার্চ

জাতীয় প্রশ্নে পার্টির বাস্তব আশু করণীয় কাজ আলোচনা করতে যাবার পূর্বে, কতকগুলি পূর্বানুমান উপস্থাপিত করা প্রয়োজন; এইগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করা যায় না। এই পূর্বানুমানগুলি জাতিসমূহের উদ্ভব, জাতীয় নিপীড়নের উৎপত্তি, ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে জাতীয় নিপীড়নের রূপগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তারপর সম্পর্কযুক্ত বিকাশের বিভিন্ন সময়পর্বে জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করার পদ্ধতি-সমূহের সঙ্গে।

এরকম তিনটি সময়পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে।

প্রথম পর্ব ছিল পশ্চিমে সামন্ততন্ত্রের নিঃশেষিত হওয়া এবং পুঁজিবাদের বিজয়লাভের পর্ব। এই পর্বেই জনসাধারণ জাতিতে গঠিত হয়। আমার মনে আছে ব্রিটেন (আয়ার্ল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে), ফ্রান্স ও ইতালীর মতো দেশগুলি। পশ্চিমে—ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং অংশতঃ জার্মানিতে—সামন্ততন্ত্রের নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং জনসাধারণের জাতিতে গঠিত হওয়ার সময়পর্ব, মোটের উপর, যে পর্বে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগুলি আবির্ভূত হয়েছিল, তার সমকালীন ছিল; এর ফলে, তাদের বিকাশের গতিপথে, সেখানকার জাতিসমূহ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করল। এবং যেহেতু এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ আয়তনের অন্য কোন জাতীয় গোষ্ঠী ছিল না, সেইজন্য এসব জায়গায় কোন জাতীয় নিপীড়ন ঘটেনি।

পক্ষান্তরে, পূর্ব ইউরোপে জাতিসমূহ গঠিত এবং সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের নির্মূল হওয়ার প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহের গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সমকালীন ছিল না। আমার মনে আছে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার কথা। এইসব দেশে পুঁজিবাদ তখনো বিকশিত হয়নি; সম্ভবতঃ, তখন কেবল বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু তুর্কী, মোঙ্গল এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতিগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারীদের প্রচণ্ড আঘাত ব্যাহত করতে সক্ষম কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহের আশু গঠন দাবি করেছিল।

যেহেতু পূর্ব ইউরোপে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রসমূহের গঠনের প্রক্রিয়া জনসাধারণের জাতিতে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার তুলনায় দ্রুততর ছিল, সেইহেতু সেখানে মিশ্র রাষ্ট্র গঠিত হল এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল কতকগুলি জনসমষ্টি যারা তখনো নিজেদের জাতিতে গঠিত করেনি, কিন্তু যারা তার মধ্যেই একটা সাধারণ রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

এইভাবে, এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল, পুঁজিবাদের প্রত্যুষে জাতিসমূহের আবির্ভাব; পশ্চিম ইউরোপে বিশুদ্ধভাবে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদয় হল, এগুলিতে কোন জাতীয় নিপীড়ন ছিল না, কিন্তু পক্ষান্তরে পূর্ব ইউরোপে প্রাধান্যপূর্ণ জাতি হিসেবে, অধিকতর অগ্রগতিসম্পন্ন একটি জাতির নেতৃত্বে বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহের আবির্ভাব ঘটল এবং এদের নিকট অন্যান্য, কম অনুন্নত, জাতিসমূহ রাজনৈতিক এবং পরবর্তীকালে অর্থনৈতিকভাবে অধীন থাকল। পূর্বের এই বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় নিপীড়নের আবাসস্থল হল, যার ফলে জাতীয় সংঘর্ষ, জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটল।

জাতীয় নিপীড়নের বিকাশ এবং তার সাথে লড়াই করার পদ্ধতি-চিহ্নিত দ্বিতীয় পর্ব পশ্চিমে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়ের সমকালীন ছিল; তখন তার বাজার, কাঁচামাল, জ্বালানি এবং শস্তা শ্রমশক্তির সন্ধানে এবং তার পুঁজি রপ্তানি করা ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ও সামুদ্রিক চলাচলের পথ দখল করার সংগ্রামে পুঁজিবাদ জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে ভেঙে বের হল এবং নিকট ও দূরের প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন করে তার ভূখণ্ড বিস্তৃত করল। এই দ্বিতীয় পর্বে পশ্চিমের পুরানো জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ—ব্রিটেন, ইতালী ও ফ্রান্স—আর জাতীয় রাষ্ট্র থাকল না; অর্থাৎ নতুন নতুন ভূভাগ দখল করে নেওয়াতে তারা বহুজাতিক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল এবং এর দ্বারা পূর্ব ইউরোপে আগে থেকেই যেরূপ বিদ্যমান ছিল, তারা ঠিক সেইরূপ জাতীয় ও ঔপনিবেশিক অত্যাচার-নিপীড়নের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। পূর্ব ইউরোপে এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল, অধীন জাতিগুলির (চেক, পোল, ইউক্রেনীয়) জাগরণ ও শক্তিশালী হওয়া, যার ফলে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণতিতে, পুরানো, বুর্জোয়া বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহ ভেঙে গেল এবং গঠিত হল তথাকথিত প্রবল শক্তিসমূহের দ্বারা দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র।

তৃতীয় পর্ব হল সোভিয়েত পর্ব, পুঁজিবাদের বিলোপ এবং জাতীয়

অত্যাচার-নিপীড়ন দূরীভূত হওয়ার পর্ব, যখন আধিপত্যকারী ও অধীন জাতি-সমূহের, উপনিবেশ ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের প্রশ্ন ইতিহাসের মহাফেজখানায় নির্বাসিত করা হয়েছে, যখন আমাদের সম্মুখে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে বিকাশের ক্ষেত্রে সম-অধিকারসম্পন্ন জাতিসমূহের অভ্যুদয় ঘটছে, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতার জন্য তারা কিছুটা ঐতিহাসিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অসমতা বজায় রেখেছে। এই জাতীয় অসমতার মূল বৈশিষ্ট্য এই ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে যে, ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণতিতে, আমরা অতীত থেকে পাওয়া এমন এক পরিস্থিতির উত্তরাধিকারী হয়েছি যাতে একটি জাতি, অর্থাৎ গ্রেট-রুশীয় জাতি, অন্যান্য জাতির তুলনায় রাজনৈতিকভাবে ও শিল্পের দিক থেকে অধিকতর অগ্রসর। এজন্য এই বাস্তব অসমতা এক বছরে বিলুপ্ত করা যায় না, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ জাতি ও জাতিসত্তাসমূহকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সাহায্য দান করে এই অসমতাকে অবশ্যই বিলোপ করতে হবে।

জাতীয় প্রশ্নের বিকাশের এই-ই হল তিনটি পর্ব যা আমাদের সামনে ঐতিহাসিকভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

প্রথম দুটি পর্বের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যথা: প্রথম দুটি পর্বে জাতিসমূহ নিপীড়ন ও দাসত্ববন্ধন ভোগ করে, যার ফলে জাতীয় সংগ্রাম চলতে থাকে এবং জাতীয় সমস্যার সমাধান অপূর্ণ থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা পার্থক্যও আছে, যথা: প্রথম পর্বে জাতীয় প্রশ্ন প্রত্যেকটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে এবং কেবলমাত্র কয়েকটি, মুখ্যতঃ ইউরোপীয়, জাতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করে; কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে জাতীয় প্রশ্ন একটি অন্তঃরাষ্ট্র প্রশ্ন থেকে একটি আন্তঃরাষ্ট্র প্রশ্নে—অসম জাতিসত্তাসমূহকে তাদের আধিপত্যাধীনে রাখা এবং ইউরোপের বাইরে নতুন নতুন জাতিসত্তা ও সঞ্জাতিকে (রেস) তাদের প্রভাবাধীনে আনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে, এইপর্বে, জাতীয় প্রশ্ন যা পূর্বে কেবলমাত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ-গুলিতে তাৎপর্যমূলক ছিল, তা তার স্বতন্ত্র চরিত্র হারিয়ে উপনিবেশগুলির সাধারণ প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জাতীয় প্রশ্নের সাধারণ ঔপনিবেশিক প্রশ্নে বিকশিত হওয়া একটা ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রথমতঃ, এই ঘটনার জন্য তা ঘটে যে,

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালে যুধ্যমান রাষ্ট্রশক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীরা নিজেরাই উপনিবেশগুলির নিকট আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল, যাদের কাছ থেকে তারা তাদের বাহিনীর জন্য লোকবল পেয়েছিল। নিঃসন্দেহে, এই প্রক্রিয়া, উপনিবেশগুলির পশ্চাদ্‌পদ জাতিসত্তাসমূহের নিকট সাম্রাজ্যবাদীদের অপরিহার্য আবেদন, এই সমস্ত সজাতি ও জাতিসত্তাগুলিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ না করে পারল না। দ্বিতীয় উপাদান, যা জাতীয় প্রশ্নের সম্প্রসারণ এবং সারা বিশ্ব জুড়ে সাধারণ ঔপনিবেশিক প্রশ্নে জাতীয় প্রশ্নের বিকাশ ঘটাল—প্রথমে মুক্তি-সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গেই এবং পরবর্তীকালে অগ্নিশিখায়—তা হল তুরস্ককে নানা খণ্ডে বিভক্ত করা এবং রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব বিলোপ করার প্রচেষ্টা। অন্যান্য মুসলমান জাতির তুলনায় রাষ্ট্র হিসেবে অধিকতর অগ্রসর হওয়ায় তুরস্ক এরূপ সম্ভাব্য ভবিষ্যতে নিজেকে সমর্পণ করতে পারল না; সে সংগ্রামের পতাকা তুলে ধরল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের জাতিসমূহকে তার সমর্থনে তার চারিপাশে একত্রিত করল। তৃতীয় উপাদান হল, সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুদয়; সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কতকগুলি সাফল্য অর্জন করল এবং এর দ্বারা স্বভাবতঃই প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহকে সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত, জাগরিত ও উদ্‌বোধিত করল এবং এইভাবে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত নিপীড়িত জাতিসমূহের একটি সাধারণ মোর্চা সৃষ্টি সম্ভবপর করে তুলল।

এরূপই হল ঐ সমস্ত উপাদান, এগুলি জাতীয় নিপীড়নের বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে বুর্জোয়া সমাজকে জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করা থেকে শুধু ব্যাহত করল না, শুধু ব্যাহত করল না জাতিসমূহের মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু, পক্ষান্তরে, জাতীয় সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গে বাতাস দিয়ে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিসমূহ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির সংগ্রামের অগ্নিশিখায় তাকে পরিণতও করল।

স্পষ্টতঃই একমাত্র শাসনব্যবস্থা যা জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করতে সক্ষম, অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন জাতি ও সজাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দমূলক সহযোগিতার শর্তসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা হল সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনব্যবস্থা।

এ বিষয়ে বড় একটা প্রমাণের দরকার হয় না যে, পুঁজির শাসনাধীনে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব বিরাজ

করার জন্য জাতিসমূহের সমানাধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না; বস্তুত একটা প্রমাণের দরকার হয় না যে, যতদিন পুঁজির ক্ষমতা বিগুমান থাকে, যতদিন উৎপাদনের উপায়সমূহ দখল করার জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে, ততদিন জাতিসমূহের সমানাধিকার হতে পারে না; তেমনি ঘটতে পারে না বিভিন্ন জাতিগুলির ব্যাপক মেহনতী জনগণের মধ্যে সহযোগিতা। ইতিহাস আমাদের বলে, জাতিতে জাতিতে অসমতা বিলোপ করার একমাত্র পথ, নিপীড়িত এবং নিপীড়িত নয় এমন জাতিসমূহের ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতার একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পথ হল পুঁজিবাদ বিলুপ্ত করা এবং সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

আরও, ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, যদিও স্বতন্ত্র জাতিসমূহ তাদের নিজেদের বুর্জোয়া তথা 'বিদেশী' বুর্জোয়াদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সফল হয়, অর্থাৎ যদিও তারা তাদের স্ব স্ব দেশে সোভিয়েত প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে সফলতা অর্জন করে, তাহলেও, যদি তারা প্রতিবেশী সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন না পায়, তবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তারা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় ও সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করতে পারে না। হাঙ্গেরীর দৃষ্টান্ত সুতীব্র প্রমাণ যোগায় যে, সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রগুলি যদি একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠন না করে, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটিমাত্র সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি গঠন না করে, তাহলে তারা সামরিক বা অর্থনৈতিক ফ্রন্টে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সংযুক্ত শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র-ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় রূপ এবং এই রূপের জীবন্ত মূর্ত প্রকাশ হল রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র।

কমরেডগণ, রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিকে অবশ্যই যে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা প্রমাণ করতে যাবার আগে এই পূর্বানুমানগুলিই আমি সর্বপ্রথম এখানে বলতে চেয়েছিলাম।

যদিও রাশিয়ায় এবং এর সাথে যুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলিতে সোভিয়েত শাসন-তন্ত্রের অধীনে আর কোন আধিপত্যকারী বা অধিকারবিহীন জাতি নেই, নেই কোন উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র বা উপনিবেশ, নেই কোন শোষক বা শোষিত, তা সত্ত্বেও রাশিয়ায় এখনো জাতীয় প্রশ্নের অস্তিত্ব রয়ে গেছে। রু. স. প্র. সো.

যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় প্রশ্নের মূল উপাদান নিহিত রয়েছে, অতীত থেকে উত্তরাধিকারিত্বে কতকগুলি জাতি যে প্রকৃত অনগ্রসরতা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক) পেয়েছে তা বিলুপ্ত করার মধ্যে, যাতে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে পশ্চাদ্‌পদ জাতির পক্ষে মধ্য রাশিয়াকে ধরে ফেলা সম্ভবপর হতে পারে।

পুরানো রাজত্বের অধীনে, জার সরকার ইউক্রেন, আজারবাইজান তুর্কিস্তান এবং অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রীয়ত্ব বিকশিত করতে কোন চেষ্টা করেনি এবং করতে পারেওনি; তাদের নিজদেশজাত অধিবাসীদের জোর করে অঙ্গীভূত করতে সচেষ্ট হয়ে জার সরকার সীমান্ত অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রীয়ত্ব তথা তাদের সংস্কৃতি বিকশিত হওয়ার বিরোধিতা করেছিল।

আরও, পুরানো রাষ্ট্র, জমিদার ও পুঁজিবাদীগণ কিরঘিজ, চেচেন ও ওস্‌সেতদের মতো নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের উত্তরাধিকার আমাদের রেখে গিয়েছিল, যাদের জমিতে রাশিয়া থেকে আগত কশাক ও কুলাক লোকজন স্থায়ী আবাস স্থাপন করেছিল। এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর ভাগ্যলিপি ছিল অবিশ্বাস্য যন্ত্রণাভোগ ও বিলুপ্তি।

আরও, গ্রেট-রুশী জাতি ছিল আধিপত্যকারী জাতি, এর দৃষ্টিভঙ্গি এমন কি রাশিয়ান কমিউনিস্টদের উপরেও এর প্রভাবের এমন নিদর্শন রেখে গেছে যে, স্থানীয় জনসমষ্টির ব্যাপক মেহনতী জনগণের আরও ঘনিষ্ঠ হতে, তাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে এবং পশ্চাদ্‌পদতা ও সংস্কৃতির অভাব থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে তারা অক্ষম বা অনিচ্ছুক। আমি রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সেই অল্প কয়েকটি গোষ্ঠীর কথা বলছি, যারা তাদের কাজে সীমান্ত এলাকাগুলির জীবনযাত্রার ধরন ও সংস্কৃতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষা করে কখনো কখনো রুশী আধিপত্যকারী জাতিসুলভ উৎকট স্বাদেশিকতাবাদের দিকে বিচ্যুত হয়।

আরও, যাদের জাতীয় নিপীড়নের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই রুশী নয় এমন জাতিসত্তাসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় জনসমষ্টির অন্তর্গত কমিউনিস্টদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়নি, এইসব কমিউনিস্টরা তাদের স্ব স্ব জাতির ব্যাপক মেহনতী জনগণের শ্রেণী-স্বার্থসমূহের সঙ্গে তথাকথিত 'জাতীয়' স্বার্থসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে কখনো কখনো অক্ষম হয়। রাশিয়ান নয় এমন কমিউনিস্টদের সাধারণ স্তরের কর্মিবৃন্দের মধ্যে কখনো কখনো স্থানীয়

স্বাদেশিকতাবাদের দিকে যে বিচ্যুতি দেখা যায় আমি তার কথাই বলছি; উদাহরণস্বরূপ, এই বিচ্যুতি প্রাচ্যে প্যান-ইসলামবাদ, প্যান-তুর্কীবাদে অভিব্যক্ত হয়।

সর্বশেষে, কিরঘিজ, বাশ্‌কির এবং কতকগুলি পার্বত্য সম্প্রজাতিসমূহকে বিলুপ্তি থেকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং কুলাক উপনিবেশ স্থাপনকারীদের নিকট থেকে জমি নিয়ে তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় জমি দিতে হবে।

এইগুলিই হল সমস্যা ও করণীয় কাজ যাদের একত্রে নিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় প্রশ্নের মূল উপাদান গঠিত।

জাতীয় প্রশ্নে পার্টির এই আশু করণীয় কাজ বর্ণনা করে, আমি সাধারণ কর্তব্যকাজের আলোচনায় যেতে চাই; এই কর্তব্যকাজ হল, অর্থনৈতিক জীবনের যে নির্দিষ্ট অবস্থাগুলি প্রধানতঃ প্রাচ্যে বিরাজ করে, সেগুলির সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট নীতি উপযোগী করা।

প্রশ্ন হল এই, কতকগুলি জাতিগোষ্ঠী, প্রধানতঃ তাইয়ুর্ক—এদের লোক-সংখ্যা হবে প্রায় আড়াই কোটি—এরা শিল্প-পুঁজিবাদের পর্বের ভিতর দিয়ে যায়নি, যাবার সুযোগাদির সদ্ব্যবহারও করেনি এবং, সেইহেতু, এদের কোন শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী নেই, থাকলেও খুবই কম। ফলে, এদের শিল্প-পুঁজিবাদের স্তর লাফিয়ে পার হতে হবে এবং অর্থনীতির আদিম রূপগুলি থেকে সোভিয়েত অর্থনীতির স্তরে অতিক্রান্ত হতে হবে। এই অত্যন্ত দুরূহ কিন্তু কোনক্রমেই অসম্ভব নয় কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হতে হলে এদের অর্থনৈতিক অবস্থার এবং এই সমস্ত জাতিসত্তাসমূহের এমনকি ঐতিহাসিক অতীত, জীবনযাত্রার ধরন এবং সংস্কৃতির সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনার বিষয়ীভূত করা প্রয়োজন। এখানে, মধ্য রাশিয়ায় কার্যসাধনের যে সমস্ত উপায়গুলির কার্যকারিতা ও তাৎপর্য ছিল, সেই সমস্ত উপায় উৎপাটিত করে এইসব জাতিসত্তাগুলির ভূখণ্ডে স্থাপন করা অচিন্তনীয় ও বিপজ্জনক। স্পষ্টভাবে, এই সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শ্রেণী-কাঠামো এবং ঐতিহাসিক অতীতের সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিই—আমরা যাদের মুখোমুখি—রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে সবগুলিকেই বিবেচনার অন্তর্ভূত করা একান্তভাবে প্রয়োজন। আমার পক্ষে এইরকম সব অসামঞ্জস্য অবসান করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করার

প্রয়োজন নেই, যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, খাদ্য বিভাগের গণ-কমিশার সংসদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কিরঘিজিয়া থেকে খাদ্যের যে নির্দিষ্ট নির্ধারিত অংশ আনতে হবে তার মধ্যে শূকরের মাংস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথচ এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা কখনো শূকর পালন করেনি। এই উদাহরণটি দেখিয়ে দেয় যে কেমন একগুঁয়েমির সঙ্গে কিছু লোক জীবনযাত্রার ধরনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে অস্বীকার করে, অথচ তা প্রতিটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমার হাতে এইমাত্র একটা নোট দেওয়া হয়েছে কমরেড চিচেরিনের প্রবন্ধগুলির জবাব দেবার অনুরোধ জানিয়ে। কমরেডগণ, চিচেরনের প্রবন্ধগুলি আমি যত্ন সহকারে পড়েছি এবং আমার মনে হয়েছে সেগুলি সাহিত্যিক কসরতের বেশি আর কিছু নয়। তাদের মধ্যে চারটি ভুল বা ভ্রান্ত উপলব্ধি আছে।

প্রথমতঃ, কমরেড চিচেরিনের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধিতা অস্বীকার করার ঝোঁক রয়েছে; তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক ঐক্যের বেশি মূল্য ধরেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং তিনি তার মূল্য কম করে ধরেছেন (ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান ইত্যাদি); এই বিরোধিতাগুলি বিদ্যমান এবং এদের মধ্যে যুদ্ধের বীজ রয়ে গেছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের উপরিতল চক্রদের ঐক্যের মূল্য বেশি করে ধরেছেন এবং সেই 'ট্রাস্ট্রের' মধ্যে বিদ্যমান বিরোধিতাগুলির মূল্য ধরেছেন কম করে। কিন্তু এই বিরোধিতাগুলি বর্তমান রয়েছেই এবং বৈদেশিক বিষয়গুলির গণ-কমিশার সংসদের কার্যাবলী এই বিরোধগুলির ভিত্তির উপরেই রচিত।

এরপরে, কমরেড চিচেরিন দ্বিতীয় ভুল করেছেন। আধিপত্যকারী প্রবল রাষ্ট্রশক্তিসমূহ এবং সাম্প্রতিককালে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (চেকোশ্লো-ভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি) মধ্যে—এই রাষ্ট্রগুলি আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে প্রবল রাষ্ট্রগুলির অধীন—বিরোধিতার মূল্য কম করে ধরেছেন। এই ঘটনা পুরোপুরি কমরেড চিচেরিনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যে, যদিও এইসব জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রবল রাষ্ট্রশক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এর জন্যই, প্রবল রাষ্ট্রশক্তিগুলি এবং এই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধিতা রয়েছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বিরোধিতাসমূহ অনুভূত হয়েছিল পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া প্রভৃতির সঙ্গে আপোষ আলোচনায়। বৈদেশিক বিষয়-

সমূহের গণ-কমিশার সংসদের যথাযথ কাজ হল এই সমস্ত বিরোধিতাকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করা, এইগুলির ভিত্তির উপর নিজেকে স্থাপিত করা, এই সমস্ত বিরোধিতার কাঠামোর মধ্যে কৌশল অবলম্বন করে কাজ করা। কমরেড চিচেরিন এই উপাদানের মূল্য কম করে ধরেছেন।

কমরেড চিচেরিনের তৃতীয় ভুল হল এই যে, তিনি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত বলেছেন ; এটি এখন শূন্যগর্ভ শ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদীরাও সুবিধামত ব্যবহার করে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, কমরেড চিচেরিন ভুলে গেছেন, আমরা দু'বছর আগে ওই শ্লোগানটি ছেড়ে এসেছি। আমাদের কর্মসূচীতে আর এই শ্লোগানটি স্থান পায় না। আমাদের কর্মসূচী জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলে না, এই শ্লোগানটি হল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ; আমাদের কর্মসূচীতে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারের কথা বলা হয়, এই শ্লোগানটি আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এই দুটি স্বতন্ত্র জিনিস। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, কমরেড চিচেরিন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এই উপাদানটিকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং, এর ফলে, যে শ্লোগানটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত আপত্তিগুলি ফাঁকা আওয়াজের সামিল হয়েছে, কেননা কি আমার প্রবন্ধসমূহে, কি পার্টির কর্মসূচীতে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে একটি শব্দও নেই। একমাত্র যে জিনিসটির উল্লেখ করা হয়েছে তা হল জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার। বর্তমান সময়কালে, অবশ্য, যখন উপনিবেশসমূহে মুক্তি-আন্দোলন ফুঁসে উঠছে, আমাদের নিকটে তা একটা বৈপ্লবিক শ্লোগান। যেহেতু সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছাভিত্তিতে একটি ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সেইহেতু রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্রগুলি গঠন করেছে তারা স্বেচ্ছাভিত্তিতেই জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত। কিন্তু যে উপনিবেশগুলি ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং জাপানের কব্জার মধ্যে রয়েছে এবং আরাবিয়া, মেসোপোটেমিয়া, তুরস্ক ও হিন্দুস্তান অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ, তাদের ক্ষেত্রে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার একটি বৈপ্লবিক শ্লোগান এবং এটাকে ত্যাগ করার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক হওয়া।

চতুর্থ ভ্রান্ত উপলব্ধি হল কমরেড চিচেরিনের প্রবন্ধে ব্যবহারিক উপদেশের অভাব। অবশ্য, প্রবন্ধ লেখা সহজ, কিন্তু তাদের শিরোনামা, 'কমরেড

স্তালিনের গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহের বিরোধিতায়'-এর স্থায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব করা উচিত ছিল, কিছু ব্যবহারিক বিরুদ্ধ-প্রস্তাব দেওয়া অন্ততঃ প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু আমি তাঁর প্রবন্ধ-গুলিতে বিবেচনার যোগ্য একটিমাত্রও ব্যবহারিক প্রস্তাব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।

কমরেডগণ, আমি শেষ করছি। আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে পৌছেছি। জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করতে সক্ষম হওয়া দূরে থাক, বুর্জোয়া সমাজ, পক্ষান্তরে, এই প্রশ্ন 'সমাধান করার' জন্য তার প্রচেষ্টায়, প্রশ্নটিতে বাতাস দিয়ে একে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে পরিণত করেছে এবং এর নিজের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত প্রসারিত এক নতুন মোর্চা সৃষ্টি করেছে। জাতীয় প্রশ্নের নির্দিষ্ট রূপদান করতে ও তাকে সমাধান করতে সক্ষম একটিমাত্র রাষ্ট্র হল সেই রাষ্ট্র, যা উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রসমূহের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে রচিত—সোভিয়েত রাষ্ট্র। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন নিপীড়িত বা আধিপত্যকারী রাষ্ট্র নেই, জাতীয় নিপীড়ন বিলোপ করা হয়েছে; কিন্তু পুরানো বুর্জোয়াতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রকৃত অসমতা (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক) এবং অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিগুলির মধ্যে অসমতার দরুণ, জাতীয় প্রশ্ন এমন একটি রূপ গ্রহণ করেছে যা যেসব উপায় রচনার দাবি করে, সেগুলি পশ্চাদ্‌পদ জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি অর্জন করতে সাহায্য করবে, সক্ষম করবে তাদের এগিয়ে-যাওয়া মধ্য—শ্রমিকশ্রেণীর—রাশিয়াকে ধরে ফেলতে। এ থেকে বেরিয়ে এসেছে, জাতীয় প্রশ্নের উপর আমি যে প্রবন্ধগুলি পেশ করেছি তাদের তৃতীয় সেকশনের গঠনকর ব্যবহারিক প্রস্তাবসমূহ। (হর্ষধ্বনি)

২। আলোচনার জবাব

১০ই মার্চ

কমরেডগণ, জাতীয় প্রশ্নের উপর আলোচনা সম্পর্কে এই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, রাশিয়ার পুনর্বিভাজনের ভিতর দিয়ে আমরা জাতীয় প্রশ্ন-সংক্রান্ত ঘোষণাবলী থেকে প্রশ্নটির বাস্তব উপস্থাপনে অতিক্রান্ত হয়েছি। অক্টোবর বিপ্লবের প্রারম্ভে আমরা জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘোষণায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণকে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতর করার জন্য জাতীয় সীমারেখায় রাশিয়ার প্রশাসনিক পুনর্বিভাজনে আমরা প্রবৃত্ত ছিলাম। আজকে, এই কংগ্রেসে, রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত স্বশাসিত অঞ্চল ও স্বাধীন সাধারণতন্ত্রসমূহের মেহনতী জনসাধারণ এবং পেটি-বুর্জোয়া অংশসমূহের প্রতি পার্টি কি নীতি গ্রহণ করবে সেই বিষয়টি আমরা, বিশুদ্ধ বাস্তব ভিত্তিতে, উপস্থাপিত করছি। সেইজন্য জাতোনস্কির এই বিবৃতি যে, আপনাদের নিকট উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলি বিমূর্ত চরিত্রের, তা আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁর নিজের প্রবন্ধগুলি আমার সম্মুখে রয়েছে যা, কোন কারণে, তিনি কংগ্রেসে পেশ করেননি; আমি সেগুলির মধ্যে তাঁর এই প্রস্তাবটি যে, 'রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র' কথাটির বদলে 'পূর্ব ইউরোপীয়' শব্দটি ব্যবহৃত হোক, সম্ভবতঃ তা ছাড়া একটিও বাস্তব প্রস্তাব, আক্ষরিকভাবে একটিও, খুঁজে পাইনি, এবং খুঁজে পাইনি 'সারা রাশিয়ান' কথাটির বদলে 'রাশিয়ান' বা "গ্রেট রাশিয়ান" শব্দ ব্যবহৃত হোক—এইটি ছাড়া কোন প্রস্তাব। এইগুলি ছাড়া আর কোন বাস্তব প্রস্তাব এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমি দেখিনি।

পরবর্তী প্রশ্নে আমি যেতে চাই।

আমি অবশ্যই বলব যে, যে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছেন আমি তাঁদের নিকট থেকে আরও কিছু আশা করেছিলাম। রাশিয়ার রয়েছে ২২টি সীমান্ত অঞ্চল। তাদের মধ্যে কতকগুলির শিল্পে ভাল রকমের অগ্রগতি ঘটেছে এবং শিল্পগত বিষয়ে মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে তাদের পার্থক্য একরকম নেই বললেই চলে। অন্যেরা পুঁজিবাদের স্তরের ভিতর দিয়ে যায়নি এবং মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে

তাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। অন্যেরা আবার অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ। সমস্ত বাস্তব পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলির এই সমস্ত বৈচিত্র্য একগোছা প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। কেউ দাবি করতে পারে না যে, সমগ্র পার্টির নিকট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র একটি তুর্কিস্থানী, বা আজারবাইজানীয় বা ইউক্রেনী চরিত্র বিধৃত করবে। প্রবন্ধগুলি অবশ্যই গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুংখানুপুংখ বর্ণনার সার সংক্ষেপিত সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলির সাধারণ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রবন্ধগুলি তৈরী করার আর কোন পদ্ধতি নেই।

যেগুলি গ্রেট-রাশিয়ান জাতি নয়, অবশ্যই সেগুলিকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করতে হবে, এবং এই প্রবন্ধগুলিতে তা করা হয়েছে। অ-রুশ জাতিগুলির সমগ্র জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় কোটি। এই সমস্ত অ-রুশ জাতিগুলির সাধারণ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে, তাদের রাষ্ট্রীয়ত্বের বিকাশের ব্যাপারে তারা মধ্য রাশিয়া থেকে পেছনে পড়ে আছে। আমাদের করণীয় কাজ হল এই সমস্ত জাতিসমূহকে সাহায্য করতে, সাধারণভাবে তাদের শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণকে তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়ত্ব বিকশিত করতে সাহায্য করতে সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। প্রবন্ধগুলিতে, যে অংশ বাস্তব উপায়গুলি আলোচনা করেছে সেই অংশে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে।

এর পরে, সীমান্ত অঞ্চলগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের রূপদান করতে আরও এগিয়ে, আমরা অ-রুশ জাতিসত্তাসমূহের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মোট অধিবাসীদের ভিতর থেকে আড়াই কোটির মতো তাইয়ুর্কদের অবশ্যই পৃথক করে নেব, যারা পুঁজিবাদী স্তরের ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়নি। কমরেড মিকোয়ানের এই বক্তব্য ভুল যে কিছু কিছু বিষয়ে আজারবাইজান রাশিয়ার প্রাদেশিক জেলাগুলি থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে। স্পষ্টতঃই তিনি আজারবাইজানের সঙ্গে বাকুকে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। বাকু আজার-বাইজানের গর্ভ থেকে উত্থিত হয়নি; বাকু একটি উপরিকাঠামো, নোবেল, রথসচাইল্ড, হুইশ' এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় নির্মিত। আজারবাইজান নিজেই একটা দেশ যার ভিতর সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ পিতৃতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি বিদ্যমান রয়েছে। এর জন্যই আমি সমগ্রভাবে আজারবাইজানকে সীমান্ত অঞ্চলগুলির সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলেছি, যারা পুঁজিবাদী স্তরগুলির

মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি এবং যাদের সম্পর্কে সোভিয়েত অর্থনীতির খাতে টেনে আনার নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধগুলিতে তা বলা হয়েছে।

তারপরে আছে একটি তৃতীয় গোষ্ঠী যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনধিক ৬০ লক্ষ লোক; এগুলি প্রধানতঃ মেষপালক সম্প্রদায়, এরা এখনো উপজাতীয় জীবন-যাপন করে এবং এরা এখনো কৃষিকার্য গ্রহণ করেনি। তারা হল মুখ্যতঃ কিরঘিজ, তুর্কিস্তানের উত্তর অংশ, বাশ্‌কির, চেচেন ও ওস্‌সেত এবং ইঙ্গুশরা। এইসব জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে সর্বপ্রথম যা করতে হবে তা হল তাদেরকে জমি দেওয়া। এখানে কিরঘিজ ও বাশ্‌কিররা বক্তৃতা দিতে পারল না, বিতর্ক বন্ধ হয়ে গেল। তারা বাশ্‌কির পার্বত্য অঞ্চলবাসী, কিরঘিজ এবং পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে আরও কিছু বলতে পারত; জমির অভাবে এরা বিলুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু সাফারভ এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা কেবল ৬০ লক্ষ লোকের একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে। সেজন্য, সাফারভের বাস্তব প্রস্তাবগুলি সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োগ করা ভুল, কেননা তার সংশোধনীগুলিতে অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির অবশিষ্টদের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাৎপর্য নেই, যারা প্রায় ৬ কোটি লোক নিয়ে গঠিত। সেইজন্য, জাতিসত্তাগুলির কতকগুলি গ্রুপ সম্পর্কে সাফারভ কর্তৃক প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বিষয়গুলির বাস্তবীকরণ, সম্পূরণ ও উন্নতিবিধান সম্পর্কে কোন আপত্তি না তুলে, আমি অবশ্যই বলব যে এই সংশোধনীগুলিকে সর্বজনীন করা উচিত নয়। সাফারভের সংশোধনীগুলির একটি সম্পর্কে আমি এরপর অবশ্যই একটি মন্তব্য করব। তাঁর একটি সংশোধনীতে 'জাতীয়-সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ', এই শব্দসমষ্টি ঢুকে পড়েছে:

> সংশোধনীটিতে বলা হয়েছে, 'অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে, সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণামে, রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলগুলির ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির কোনরূপ সুবিধাই ছিল না—তাদের নিজস্ব জাতীয়-সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা ইত্যাদি উপায়ের দ্বারা পুঁজিবাদী সভ্যতার সাংস্কৃতিক কল্যাণসমূহের অংশ ভোগ করার ক্ষেত্রে' ইত্যাদি।

অবশ্যই আমাকে বলতে হবে যে আমি এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারি না, কেননা এতে বুন্দিজ্‌মের আভাস রয়েছে। (বুন্দ—ইহুদী সোশ্যাল

ডিমোক্র্যাটিক লীগ, এরা শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাব ঢোকাত —তাদের মনোভাব বিষিয়ে তুলত।—অনুবাদক) জাতীয়-সাংস্কৃতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণ একটি বুন্দসুলভ সূত্র। বহুপূর্বে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অস্পষ্ট শ্লোগানগুলি ছেড়ে এসেছি, সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করার কোন প্রয়োজন নেই। উপরন্তু সমগ্র শব্দসমষ্টিটি শব্দসমূহের একটি সর্বাধিক অস্বাভাবিক সংযোগ।

আরও, আমি একটি নোট পেয়েছি, তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে আমরা কমিউনিস্টরা কৃত্রিমভাবে একটি বিয়েলোরাশিয়ান জাতিগোষ্ঠীর অনুশীলন করছি। এটা সত্য নয়, কেননা একটি বিয়েলোরাশিয়ান জাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যার রয়েছে রুশ ভাষা থেকে পৃথক একটি নিজস্ব ভাষা। সুতরাং, বিয়েলোরাশিয়ান জাতির সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব ভাষায় উন্নত করা যেতে পারে। পাঁচ বছর আগে আমরা ইউক্রেন, ইউক্রেনী জাতি সম্পর্কে অনুরূপ কথাবার্তা শুনেছিলাম। এবং মাত্র সাম্প্রতিককালে বলা হয়েছিল যে ইউক্রেনী সাধারণতন্ত্র, ইউক্রেনী জাতি জার্মানদের আবিষ্কার। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, একটি ইউক্রেনী জাতি রয়েছে এবং কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল তার সংস্কৃতি বিকশিত করা। ইতিহাসের বিরুদ্ধে যাওয়া চলে না। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে যদিও ইউক্রেনের শহরগুলিতে রুশ অংশসমূহ এখনো সর্বাধিক প্রভাবসম্পন্ন, সময়ের অগ্রগতিতে এই শহরগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপে ইউক্রেনীদের প্রভাবাধীন হবে। প্রায় ৪০ বছর আগে রিগার চেহারা ছিল একটা জার্মান শহরের অনুরূপ ; কিন্তু যেহেতু গ্রামাঞ্চলের ক্ষতি করে শহরগুলি গড়ে ওঠে এবং যেহেতু গ্রামাঞ্চল হল জাতীয়তাবাদের অভিভাবক, সেইহেতু রিগা এখন একটি বিশুদ্ধ লেট শহর। প্রায় ৫০ বছর আগে হাঙ্গেরীর সমস্ত শহরগুলির একটা জার্মান চরিত্র ছিল, এখন সেগুলি ম্যাগিয়ার চরিত্র ধারণ করেছে। বিয়েলোরাশিয়ার শহরগুলিতে এখন যারা বিয়েলোরাশিয়ান নয় তাদের প্রভাব সর্বাধিক, তাই বিয়েলোরাশিয়াতেও একই জিনিস ঘটবে।

উপসংহারে, আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত প্রবন্ধগুলির এই সমস্ত বাস্তব প্রস্তাবগুলিকে আরও মূর্ত করার উদ্দেশ্যে ওই অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেস একটি কমিশন নির্বাচিত করুক। (হর্ষধ্বনি)

ভি. আই. লেনিনের নিকট একটা চিঠি

কমরেড লেনিন,

গত তিন দিন ধরে রাশিয়ার বৈদ্যুতীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা* সম্পর্কে প্রবন্ধসমূহের সংকলন পড়বার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার অসুস্থতাই এটা সম্ভবপর করেছিল (ক্ষতিকর বায়ু প্রবাহিত হয়ে কারো ভাল করে না!)। একটি চমৎকার সুসংকলিত পুস্তক। একটি খাঁটি অনন্য এবং খাঁটি রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ খসড়া, উধৃতি-কণ্টকিত নয়। একটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব প্রযুক্তিগত এবং উৎপাদনের ভিত্তির উপর অর্থ-নৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ সোভিয়েত রাশিয়ার সোভিয়েত উপরি-কাঠামো স্থাপন করার আমাদের সময়ের একমাত্র মার্কসীয় প্রচেষ্টা, বর্তমান অবস্থায় যা একমাত্র সম্ভবপর।

যুদ্ধপূর্ব শিল্পে ব্যাপক অদক্ষ কৃষি-শ্রমিকসাধারণের (শ্রমিকবাহিনী) শ্রমের গণ-প্রয়োগের ভিত্তিতে রাশিয়ার 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের' জন্য ট্রট্স্কির গত বছরের 'পরিকল্পনা' (তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি)-র কথা আপনার মনে আছে। গোয়েলরো পরিকল্পনার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত অনগ্রসর! একজন মধ্যযুগীয় কারিগর, যে নিজেকে কল্পনা করে সে একজন ইবসেনীয় বীর, যাকে আহ্বান করা হয়েছে একটি প্রাচীন রূপক কাহিনীর দ্বারা রাশিয়াকে 'রক্ষা করবার জন্য'। · এবং কি মূল্য ডজন ডজন 'অনন্য পরিকল্পনার', যেগুলি মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে আমাদের পক্ষে লজ্জাস্কর হয় —প্রিপ্যারেটরি স্কুলের ছাত্রদের শিশুসুলভ আবোলতাবোল বকবকানি।... অথবা, রাইকভের সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন 'বাস্তববাদ' (প্রকৃতপক্ষে ম্যানিলভ-বাদ); রাইকভ গোয়েলরো পরিকল্পনাকে 'সমালোচনা' করে চলেছেন এবং তিনি কাজের নির্দিষ্ট রুটীনে আকর্ণ নিমজ্জিত।...

আমার মতে:

(১) পরিকল্পনাটি সম্পর্কে অকার্যকর কথাবার্তায় আর এক মিনিটও অবশ্যই নষ্ট করা যাবে না।

(২) কাজটিতে হাতে-কলমে আরম্ভ অবিলম্বে অবশ্যই করতে হবে।

(৩) এই **প্রারম্ভিক কাজে** জিনিসপত্র এবং লোকজন পরিবহনে, কর্মসংস্থাগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, শ্রমিকবাহিনীদের বণ্টন করা, খাদ্যদ্রব্য বিলি করা, সরবরাহ-ঘাঁটিসমূহ এবং সরবরাহকেই সংগঠিত করা প্রভৃতিতে আমাদের কাজের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশকে অবশ্যই একান্তভাবে নিয়োজিত করতে হবে ('চলতি' প্রয়োজনসমূহের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ দরকার হবে)।

(৪) যেহেতু তাদের চমৎকার যোগ্যতাসমূহ সত্ত্বেও, গোয়েলরোর ষ্টাফের পাকাপোক্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে (প্রবন্ধগুলিতে একটি অধ্যাপক-সুলভ অক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায়), সেইহেতু আমাদের পরিকল্পনা কমিশনে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে প্রাণবন্ত হাতে-কলমে কাজ করার মানুষ, যারা 'কাজ সম্পাদান করার রিপোর্ট দাও', 'সময়মত কাজ সম্পূর্ণ কর' প্রভৃতি নীতিতে কাজ করে।

(৫) এই **কেবলমাত্র একটি** 'অনন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' আছে— **বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা** এবং অন্যান্য 'পরিকল্পনার' কথাবার্তা শুধু তুচ্ছ, শূন্যগর্ভ এবং ক্ষতিকর, এই কথা মনে রেখে, সমগ্রভাবে এবং এর এক-একটি অংশকে নিয়ে আলোচনা করেছে যে সমস্ত বিষয়, সেগুলি সম্পর্কেও **বৈদ্যুতী-করণের জন্য পরিকল্পনাটিকে** জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য **প্রাভদা, ইজভেস্তিয়া** এবং বিশেষ করে **ইকোনোমিচেস্কায়া ঝিজনকে**[৯] অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে।

আপনারই

স্তালিন

১৯২১ সালের মার্চ মাসে লিখিত

প্রথম প্রকাশিত : 'স্তালিন,

তাঁর ৫০তম জন্মদিনে একটি প্রবন্ধ-সংকলন'এ

মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯

জাতীয় প্রশ্নের বর্ণনা সম্পর্কে

কমিউনিস্টদের দ্বারা জাতীয় প্রশ্নের বর্ণনা **দ্বিতীয়** এবং **আড়াই আন্তর্জাতিকসমূহের**[10] নেতাদের এবং সমস্ত বিভিন্ন 'সমাজবাদী', 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক', মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও অন্যান্য পার্টিদের দ্বারা গৃহীত বর্ণনা থেকে মূলগতভাবে পৃথক।

চারটি মুখ্য বিষয় উল্লেখ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি হল জাতীয় প্রশ্নের নতুন বর্ণনার সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমূলক ও প্রসিদ্ধ লক্ষণ, এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি জাতীয় প্রশ্নের পুরানো ও নতুন ধারণাগুলির মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানে।

প্রথম বিষয় হল, অংশ হিসেবে, জাতীয় প্রশ্নের, সমগ্রভাবে, উপনিবেশ-গুলির মুক্তির সাধারণ প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে জাতীয় প্রশ্নকে ব্যতিক্রমহীনভাবে 'সভ্য' জাতিসমূহের সম্পর্কে প্রশ্নগুলির একটি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রচলিত ছিল। আইরিশ, চেক, পোল, ফিন, সার্ব, আর্মেনিয়ান, ইহুদী এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় জাতিসত্তা—এরূপই ছিল অসম জাতিসমূহের পরিধি যাদের ভাগ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আগ্রহ নিত। এশিয়া ও আফ্রিকার কোটি কোটি জনগণ, যারা স্থূলতম এবং সর্বাধিক নারকীয় ধরনের জাতীয় নিপীড়ন ভোগ করছে, তারা সাধারণতঃ, 'সমাজবাদীদের' দৃষ্টিপথে পড়ত না। সাদা এবং কালোদের, 'অসভ্য' নিগ্রোদের এবং 'সভ্য' আইরিশদের, 'পশ্চাদ্‌পদ' ভারতীয়দের এবং 'আলোকপ্রাপ্ত' পোলদের সম অবস্থানে স্থাপন করতে তারা সাহস করত না। এটা অকথিতভাবে গৃহীত হয়েছিল যে, ইউরোপীয় অসম জাতিসমূহের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজনীয় হলেও, উপনিবেশগুলির মুক্তির কথা গুরুত্ব-পূর্ণভাবে বলা 'সম্মানিত সমাজবাদীদের' পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অশোভন ছিল— 'সভ্যতার সংরক্ষণের' জন্য উপনিবেশগুলি ছিল 'প্রয়োজনীয়'। নামের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে, এই সমাজবাদীদের মনে এমনকি সন্দেহও জাগত না যে এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তি ব্যতিরেকে ইউরোপে জাতীয় নিপীড়নের বিলোপ অচিন্তনীয়, সন্দেহ জাগত না যে শেষোক্তটি

প্রথমোক্তের সঙ্গে অজাজীভাবে বাঁধা। কমিউনিস্টরাই সর্বপ্রথম জাতীয় প্রশ্ন এবং উপনিবেশগুলির প্রশ্নের মধ্যে সংযোগ উদ্ঘাটিত করল, তাত্ত্বিকভাবে এই সংযোগ প্রমাণ করে তারা তাকে তাদের ব্যবহারিক বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ভিত্তি করল। তা সাদা ও কালোদের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্য' ও 'অসভ্য' ক্রীতদাসদের মধ্যেকার দেওয়াল ভেঙে দিল। এই ঘটনা সাধারণ শত্রু, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ উপনিবেশগুলির সংগ্রামের সঙ্গে অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সমন্বয়বিধান প্রচুর পরিমাণে সহজ করে দিল।

দ্বিতীয় বিষয় হল, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অস্পষ্ট শ্লোগানের জায়গায় জাতি ও উপনিবেশসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবার অধিকারের স্পষ্ট বৈপ্লবিক শ্লোগান স্থলাপন্ন হয়েছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে বলবার সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা সাধারণতঃ বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সম্পর্কে এমনকি ইঙ্গিতও দেননি— আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে, খুব বেশি হলে, সাধারণভাবে স্বায়ত্তশাসনের অর্থে ব্যাখ্যা করা হতো। জাতীয় প্রশ্নে 'বিশেষজ্ঞরা', স্প্রিঙ্গার ও বওয়ার, এমনকি এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তাঁরা ইউরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির সাংস্কৃতিক স্বশাসনে, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রাখার অধিকারে পরিণত করেছিলেন, আর সেই সময়ে সমস্ত রাজনৈতিক (এবং অর্থনৈতিক) ক্ষমতা আধিপত্যকারী জাতির দখলে অবস্থান করবে। অন্য কথায়, অসম জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আধিপত্যকারী জাতিসমূহের রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত রাখার সুযোগে পরিণত হল এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রশ্ন বাদ দেওয়া হল। মতাদর্শের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা, কাউট্‌স্কি, স্প্রিঙ্গার ও বওয়ার প্রদত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে নিজেকে মোটের উপর যুক্ত করলেন। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের শ্লোগানের এই বৈশিষ্ট্য তাদের পক্ষে কতখানি সুবিধাজনক তা উপলব্ধি করে এই শ্লোগানটিকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের শ্লোগান হিসেবে ঘোষণা করল। আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছিল জাতিগুলিকে দাসত্বে পরিণত করা, সেই যুদ্ধ করা হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের পতাকাতলে। এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অস্পষ্ট শ্লোগান জাতিসমূহের মুক্তি ও তাদের সমান অধিকার অর্জনের একটি হাতিয়ার থেকে জাতিগুলিকে পোষ মানানোর, তাদের সাম্রাজ্যবাদের অধীন রাখার একটা

হাতিয়ারে পরিণত হল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সারা বিশ্ব জুড়ে ঘটনাসমূহের গতি, ইউরোপের বিপ্লবের সজিক এবং, সর্বশেষে, উপনিবেশগুলিতে মুক্তি-আন্দোলনের উদ্ভব দাবি করল যে, এই অধুনা প্রতিক্রিয়াশীল শ্লোগানকে বর্জন করতে হবে, তার বদলে আর একটি শ্লোগান, একটি বৈপ্লবিক শ্লোগান খাড়া হবে —যে শ্লোগানটি প্রাধান্যপূর্ণ জাতিসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অসম জাতিগুলির ব্যাপক মেহনতী জনগণের অবিশ্বাসের আবহাওয়া দূর করতে এবং জাতিগুলির সমান অধিকার এবং এই সমস্ত জাতির মেহনতী মানুষদের ঐক্যের দিকে পথ পরিষ্কার করতে সক্ষম হবে। জাতি ও উপনিবেশগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ঘোষণা করে কমিউনিস্টরা এইরূপ শ্লোগানই প্রচার করে।

এই শ্লোগানের গুণ হল এই যে, শ্লোগানটি :

(১) এই সন্দেহের সমস্ত কারণই দূর করে যে একটি জাতির শ্রমজীবী জনগণ অন্যজাতির মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনমূলক মতলব পোষণ করে, এবং সেইহেতু পারস্পরিক বিশ্বাস ও স্বেচ্ছাভিত্তিক ইউনিয়নের একটি ভিত্তি করে ;

(২) সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস ছিন্নভিন্ন করে—এই সাম্রাজ্যবাদীরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বোকার মতো বকবক করে কিন্তু যারা অসম জাতি ও উপনিবেশগুলিকে পদানত রাখতে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের ধরে রাখতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে, এবং এর দ্বারা এই সমস্ত জাতি ও উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি-সংগ্রাম করছে, সেই সংগ্রামকে তীব্রতর করে।

এটা প্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই বললেই চলে যে, রাশিয়ার শ্রমিকেরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারা যদি জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ঘোষণা করত, যদি তারা জাতিসমূহের এই অনপসারণীয় অধিকারকে কার্যকর করতে তাদের তৎপরতা বাস্তবক্ষেত্রে প্রদর্শন না করত, যদি তারা তাদের 'অধিকার' আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ না করত, ধরা যাক, ফিনল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে (১৯১৭), যদি তারা উত্তর পারস্য থেকে তাদের সৈন্যবাহিনী অপসারণ না করত (১৯১৭), যদি তারা মঙ্গোলিয়া, চীন প্রভৃতির কতকগুলি অংশের প্রতি দাবি পরিত্যাগ না করত, তাহলে তারা পূর্বের ও পশ্চিমের অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের তাদের কমরেডদের সহানুভূতি অর্জন করত না।

এটা সমভাবে সন্দেহাতীত যে, যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের পতাকাতলে

নিপুণভাবে লুক্কায়িত সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি তৎসত্ত্বেও সম্প্রতি প্রাচ্যে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে তার কারণ তাকে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, সেখানে ক্রমবর্ধমান মুক্তি-আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং এই মুক্তি-আন্দোলন জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের শ্লোগানের নীতি ও মনোভাবে পরিচালিত বিক্ষোভ-আন্দোলনের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিকের বীরেরা এই জিনিসটা উপলব্ধি করেন না, তাঁরা বাকু 'সংগ্রাম ও প্রচার-আন্দোলন পরিষদ'[১১] যে কয়েকটি সামান্য ভুল করেছে তার জন্য তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গালিগালাজ করছেন; কিন্তু যে কেউই যে এক বছর এই 'পরিষদের' অস্তিত্ব ছিল সেই একবছর যদি তার কার্যকলাপের সঙ্গে এবং গত দুই-তিন বছর ধরে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হবার কষ্ট স্বীকার করতে চায়, সেই এটা বুঝতে পারবে।

তৃতীয় বিষয় হল, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের মধ্যে অজাঙ্গী সম্পর্ক, পুঁজির শাসনের, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নসমূহ অনাবৃত করা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে, সর্বোচ্চ পরিমাণে সংকুচিত, জাতীয় প্রশ্ন সাধারণতঃ একটি বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো, গণ্য করা হতো যে শ্রমিকশ্রেণীর আসন্ন বিপ্লবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অকথিতভাবে এটা ধরে নেওয়া হতো যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পূর্বে, পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে একটার পর একটা সংস্কার সাধনের দ্বারা, 'স্বাভাবিকভাবে' জাতীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি হবে; ধরে নেওয়া হতো যে, জাতীয় প্রশ্নের একটা মূলগত মীমাংসা ছাড়াই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সম্পাদিত হতে পারে এবং পক্ষান্তরে, পুঁজির শোষণ উচ্ছেদ না করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়লাভ ব্যতিরেকেই, এবং তার আগেই, জাতীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। জাতীয় প্রশ্নের উপর স্প্রিংগার ও বওয়ারের সুবিদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই মূলগতভাবে সাম্রাজ্যবাদী ধারণা একটা লাল সুতোর মতো পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু গত দশ বছর জাতীয় প্রশ্নের এই ধারণার চরম অসত্যতা ও অকার্যকারিতা উদ্ঘাটিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ দেখিয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলির বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা আবার দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করেছে যে:

(১) জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নসমূহ পুঁজির শাসন থেকে মুক্তিলাভের প্রশ্ন থেকে অচ্ছেদ্য;

(২) অসম জাতি ও উপনিবেশসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের (পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ রূপ) অস্তিত্ব থাকতে পারে না;

(৩) পুঁজির শাসন উচ্ছেদ না করে অসম জাতি ও উপনিবেশগুলি মুক্তি-লাভ করতে পারে না;

(৪) সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে অসম জাতি ও উপনিবেশসমূহের মুক্তি ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

ইউরোপ ও আমেরিকাকে যদি সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার প্রধান প্রধান যুদ্ধসমূহের ফ্রন্ট বা রণক্ষেত্র বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তাদের কাঁচামাল, জ্বালানি, খাদ্য এবং লোকবলের বিরাট ভাণ্ডারসহ অসম জাতি ও উপনিবেশসমূহকে গণ্য করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্ভূমি, সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে। একটি যুদ্ধ জয় করতে হলে শুধু রণাঙ্গণেই জয়লাভ করা প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন শত্রুর পশ্চাদ্ভূমি ও সংরক্ষিত এলাকা বিপ্লবীকরণ করাও। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী যদি সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য অসম জাতি ও উপনিবেশসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে তার নিজের বৈপ্লবিক সংগ্রাম যুক্ত করতে পারে, তাহলেই কেবল বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয়লাভ নিশ্চিত মনে করা যেতে পারে। এই 'তুচ্ছ বিষয়টি' দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিক দুটি দেখেও দেখেনি; এরা পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগে ক্ষমতার প্রশ্ন থেকে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

চতুর্থ বিষয় হল, জাতীয় প্রশ্নে একটি নতুন উপাদান চালু হয়েছে—জাতিসমূহের বাস্তব (এবং শুধু আইনগত নয়) সমকক্ষতা (অধিকতর অগ্রসর দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে নিজেদের তুলবার জন্য পশ্চাদ্পদ দেশগুলির জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা)—এই সমকক্ষতা হবে বিভিন্ন জাতি-সমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যতম শর্ত। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুগে বিষয়টি সাধারণতঃ 'অধিকারসমূহের জাতীয় সমতা' ঘোষণা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; বড়-জোর, অধিকারসমূহের এরূপ সমতা কার্যে পরিণত করতে হবে, এই দাবির চেয়ে বিষয়টি আর বেশি অগ্রসর হয়নি। কিন্তু অধিকারসমূহের জাতীয় সমতা, যদিও তা নিজেই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাভ, কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সঙ্গতি ও সুযোগের অভাবে, কেবলমাত্র একটি শব্দসমষ্টি হিসেবে থেকে যাবার ঝুঁকি তার রয়েছে। এটা সন্দেহাতীত যে, পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের ব্যাপক জনগণকে 'অধিকারগুলির জাতীয় সমতার' অধীনে যে অধিকারসমূহ দেওয়া হয়, তারা সেসব সেই মাত্রায় প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না, যে মাত্রায় অগ্রসর দেশগুলির ব্যাপক মেহনতী জনগণ সেসব প্রয়োগ করতে পারে। যে পশ্চাদ্‌পদতা (সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক) কতকগুলি জাতি অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে এবং যা দু-এক বছরে বিলোপ করা যায় না, তা নিজেকে উপলব্ধি করিয়ে ছাড়ে। এই ঘটনা রাশিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়; রাশিয়ায় কতকগুলি জাতি আছে যারা পুঁজিবাদের পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়নি, এমনকি কয়েকটি জাতি এই পর্যায়ের মধ্যে প্রবেশও করেনি, তাদের নিজেদের কোন শ্রমিকশ্রেণী নেই, অথবা যা আছে তা নেই বললেও চলে; এই জাতিগুলির মধ্যে যদিও অধিকারসমূহের জাতীয় সমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতার জন্য এইসব জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণ তাদের অর্জিত অধিকারগুলির পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। পশ্চিমে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়লাভের 'পরদিনই' এই ঘটনা নিজেকে আরও বেশি উপলব্ধি করাবে, যখন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে স্থীয়মান অসংখ্য পশ্চাদ্‌পদ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসমূহ রঙ্গমঞ্চে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রবেশ করবে। সেই জন্যই অগ্রসর জাতিসমূহের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণকে, তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে, অবশ্যই সাহায্য করবে, প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য দান করবে, যাতে করে বিকাশের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে এবং অধিকতর অগ্রসর দেশকে ধরে ফেলতে তাদের সাহায্য করা হয়। এরূপ সাহায্য দান না এলে একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের মেহনতী জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দমূলক সহযোগিতা ঘটানো অসম্ভব হবে—যা কিনা সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য এত অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এ থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হল যে, আমরা শুধুমাত্র 'অধিকারসমূহের জাতীয় সমতার' মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না, অবশ্যই আমাদের 'অধিকার সমূহের জাতীয় সমতা' থেকে এমন সব উপায় গ্রহণে অতিক্রান্ত হতে হবে যেগুলি জাতিসমূহের প্রকৃত সমতা সংঘটিত করবে এবং

অবশ্যই আমাদের অগ্রসর হতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তব পন্থা রচনা ও তাকে কার্যে পরিণত করতে :

(১) পশ্চাদ্‌পদ জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন-যাত্রার ধরন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুধাবন ;

(২) তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ;

(৩) তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ;

(৪) অর্থনীতির উচ্চতর রূপে তাদের ক্রমান্বয়িক ও যন্ত্রণাহীন সূত্রপাত ;

(৫) পশ্চাদ্‌পদ ও অগ্রসর জাতিসমূহের মেহনতী জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন।

রুশ কমিউনিস্টরা জাতিগত প্রশ্নকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছে, উল্লিখিত চারটি বিষয় হচ্ছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২রা মে, ১৯২১

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৮
৮ই মে, ১৯২১
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

হাইল্যাণ্ডের নারীদের প্রথম কংগ্রেসে অভিনন্দন[১২]

হাইল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের শ্রমজীবী নারীদের প্রথম কংগ্রেসের প্রতি আমার ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন জ্ঞাপন করবেন।[১৩] অসুস্থতার জন্য আমি কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারলাম না, তার জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত।

হাইল্যাণ্ডের কমরেড মহিলাগণ, মানব ইতিহাসে মুক্তির জন্য এমন একটিও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়নি যাতে মহিলারা ঘনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করেননি, কেননা মুক্তিলাভের পথে নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপ তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে নারীদের অবস্থার উন্নতি। অতীত যুগে যেমন ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য আন্দোলনে, তেমনি বর্তমান যুগে ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য আন্দোলনেও কর্মীদের স্তরে যেমন ছিলেন পুরুষেরা, তেমনি ছিলেন নারীগণ—এই নারীরা ছিলেন যোদ্ধা ও শহীদ যাঁরা তাঁদের রক্ত দিয়ে মেহনতী মানুষের স্বার্থে তাঁদের গভীর অনুরক্তি মুদ্রিত করে গেছেন। সবশেষে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য বর্তমান আন্দোলন—মানবজাতির সকল মুক্তি-আন্দোলনে যা হল সর্বাপেক্ষা গভীর ও প্রবল—সম্মুখে এনেছে শুধু বীর রমণী ও নারী শহীদদেরই নয়, এনেছে লক্ষ লক্ষ মেহনতী নারীদের একটা ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও; এই মেহনতী নারীরা শ্রমিকশ্রেণীর একটি সাধারণ পতাকাতলে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন।

মেহনতী নারীদের এই প্রবল পরাক্রমশালী আন্দোলনের তুলনায়, বুর্জোয়া নারী বুদ্ধিজীবিনীদের উদারনৈতিক আন্দোলন একটি ছেলেখেলা, অবসর বিনোদনের জন্য আবিষ্কৃত।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, হাইল্যাণ্ড নারীদের কংগ্রেস লাল পতাকাতলে তার কার্যধারা পরিচালনা করবে।

স্তালিন

১৭ই জুন, ১৯২১

হাইল্যাণ্ড সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট সাধারণতন্ত্রের
পূর্বাঞ্চলের মেহনতী নারীদের প্রথম কংগ্রেসের বুলেটিন
ভ্লাদিকাভ্কাজ, ১৯২১

রুশ কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশল

(একটি পুস্তকার সংক্ষিপ্তসার)

১। পরিভাষাগুলির সঠিক অর্থ এবং সযত্নে পরীক্ষার বিষয়

(১) **রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের ক্রিয়াপ্রণালীর সীমা-সমূহ, তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র।** যদি এটা মঞ্জুর করা যায় যে, শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের দুটি দিক আছে—বিষয়গত ও বিষয়ীগত—তাহলে রণনীতি ও রণকৌশলের ক্রিয়াপ্রণালীর ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে আন্দোলনের বিষয়ীগত দিকে সীমাবদ্ধ। **বিষয়গত** দিকের অন্তর্ভুক্ত থাকে বিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-সমূহ, এগুলি ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর বাইরে ও তার চারিপাশে, শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টির ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ; এই প্রক্রিয়াসমূহ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সমগ্র সমাজের বিকাশ নির্ধারিত করে। **বিষয়ীগত** দিকের অন্তর্ভুক্ত থাকে সেইসব ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলি, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় বিষয়গত প্রক্রিয়াসমূহের প্রতিফলন হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঘটে—বিষয়ীগত দিকের প্রক্রিয়াগুলি বিষয়গত দিকের প্রক্রিয়াগুলির গতি ত্বরান্বিত বা হ্রাস করে, কিন্তু তাদের নির্ধারিত করে না।

(২) মার্কসীয় **তত্ত্ব**, যা প্রধানতঃ বিকাশে এবং ক্ষয়ে বিষয়গত প্রক্রিয়াগুলিকে অনুধাবন করে, তা বিকাশের ধারার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপিত করে এবং যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্ষমতালাভ করছে বা অবশ্যম্ভাবীরূপে যার পতন হচ্ছে এবং অবশ্যই যার পতন হবে, তা আভাসিত করে।

(৩) মার্কসীয় **কর্মসূচী**, তত্ত্ব থেকে নির্গত সিদ্ধান্তসমূহের উপর যার ভিত্তি, তা পুঁজিবাদের বিকাশের কোন একটি সময়পর্বে বা পুঁজিবাদী পর্বের সমগ্র সময় ধরে (সর্বনিম্ন কর্মসূচী এবং সর্বাধিক পরিমাণ কর্মসূচী) উঠতি শ্রেণীর, বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সঠিক বর্ণনা করে।

(৪) কর্মসূচী দ্বারা পরিচালিত, বিবদমান শক্তিসমূহের, আভ্যন্তরীণ (জাতীয়) এবং আন্তর্জাতিক, হিসেবের ভিত্তিতে রচিত **রণনীতি সাধারণ পথ** এবং **সাধারণ লক্ষ্যের** সঠিক বর্ণনা করে, যে পথে ও লক্ষ্যে শক্তিসমূহের জায়মান ও বিকাশমান সম্পর্ক অনুযায়ী সর্ববৃহৎ ফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে, রণনীতি শ্রমিকশ্রেণী এবং সামাজিক ফ্রণ্টে তার মিত্রসমূহের শক্তি-সমূহের বিন্যাসের পরিকল্পনা রচনা করে (সাধারণ বিন্যাস)। 'শক্তিসমূহের বিন্যাসের পরিকল্পনা রচনা করাকে' শক্তিসমূহ বিন্যস্ত করা ও বণ্টন করার যথাযথ (বাস্তব ও ব্যবহারিক) ধারাবাহিক প্রক্রিয়া,' যা রণকৌশল ও রণনীতির দ্বারা মিলিতভাবে সম্পাদিত হয়, তার সাথে অবশ্যই তালগোল পাকানো চলবে না। এর অর্থ এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে যুধ্যমান শক্তিসমূহের পথের সঠিক বর্ণনা এবং তাদের বিন্যাসের পরিকল্পনা রচনা করাতে রণনীতি সীমাবদ্ধ; পক্ষান্তরে প্রাপ্তিসাধ্য সংরক্ষিত বাহিনীসমূহের সুদক্ষ সদ্ব্যবহার করে এবং রণকৌশল সমর্থন করার উদ্দেশ্যে কৌশলী পরিচালনা করে একটা মোড়ের সমগ্র সময়পর্বে চলতি রণকৌশলে তা (রণনীতি) সংগ্রাম নির্দেশিত এবং সংশোধন প্রবর্তিত করে।

(৫) রণনীতি এবং দেশের অভ্যন্তরে ও প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের মধ্যে এবং শত্রুশিবিরেও শক্তিসমূহের অবস্থা (সংস্কৃতির উচ্চতর বা নিম্নতর স্তর, সংগঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতার উচ্চতর বা নিম্নতর মান, বিদ্যমান ঐতিহ্যসমূহ, আন্দোলনের ও সংগঠনের **প্রধান** ও **সহায়ক** রূপ) হিসেবের বিষয়ীভূত করে, শত্রুশিবিরে অনৈক্য এবং কোন বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে, **রণকৌশল** ব্যাপক জনগণকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে জয় করে নিয়ে আসা এবং সামাজিক ফ্রণ্টে তাদের সংগ্রামী অবস্থানে স্থাপন করার (রণনীতিগত পরিকল্পনায় অংকিত শক্তিসমূহের বিন্যাসের জন্য পরিকল্পনার পরিপূরণে) এমন **নির্দিষ্ট প্রণালীসমূহ** সূচিত করে, যা সর্বাধিক নিশ্চিতভাবে রণনীতির সাফল্যের প্রস্তুতিসাধন করে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারা পার্টির শ্লোগান ও নির্দেশসমূহ প্রচার বা পরিবর্তন করে।

(৬) **রণনীতি**, ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে,' মৌলিক পরিবর্তনগুলি বদল করে; তা এক মোড় (মৌলিক পরিবর্তন) থেকে আর এক মোড়ে বদলাবার সময়পর্ব অন্তর্ভুক্ত করে। এইজন্য, রণনীতি সাধারণ উদ্দেশ্যের দিকে আন্দোলনকে নির্দেশিত করে, যে উদ্দেশ্য এই সমগ্র সময়পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত রাখে। এই সমগ্র সময়পর্ব ব্যাপী চালিত শ্রেণীসমূহের **যুদ্ধ জয় করা** হল তার উদ্দেশ্য এবং, সেইজন্য, এই সময়কাল ধরে তা অপরিবর্তিত থাকে।

পক্ষান্তরে, রণকৌশল, নির্দিষ্ট মোড়ের ভিত্তিতে জোয়ার-ভাঁটা, নির্দিষ্ট রণনীতিগত সময়পর্ব, বিবদমান শক্তিসমূহের সম্পর্ক, সংগ্রামের (আন্দোলন) ধরনগুলি, আন্দোলনের বেগমাত্রা, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জেলায় সংগ্রামের রণক্ষেত্র দ্বারা নির্ণীত হয়। এবং যেহেতু এক মোড় থেকে আর এক মোড়ে পরিবর্তনের সময়কালে স্থান ও সময়ের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই উপাদানগুলি বদলায়, সেইহেতু রণকৌশল, যা সমগ্র যুদ্ধের সময়ে নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যুদ্ধসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে,—যাদের ফলে যুদ্ধে জয়-পরাজয় ঘটে —রণনীতিগত সময়কালে কয়েকবার গতিপথ বদলায় (বদলাতে পারে)। একটি রণনীতিগত সময়পর্ব রণকৌশলের সময়পর্ব থেকে দীর্ঘতর রণকৌশল রণনীতির স্বার্থসমূহের অধীন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, রণকৌশলের সফলতাগুলি রণনীতিগত সাফল্যসমূহের প্রস্তুতিসাধন করে। রণকৌশলের ধর্ম হল ব্যাপক জনগণকে সংগ্রামের মধ্যে এমন ধরনে পরিচালিত করা, এরূপ সব শ্লোগান প্রচার করা, নতুন নতুন অবস্থানে ব্যাপক জনগণকে এমনভাবে নিয়ে যাওয়া, যাতে, মোট হিসেবে, সংগ্রামের ফলে যুদ্ধজয় অর্থাৎ রণনীতিগত সাফল্য ঘটবে। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে যখন রণকৌশলের সাফল্য রণনৈতিক সাফল্যকে ব্যাহত করে বা স্থগিত রাখে।, এই পরিপ্রেক্ষিতে, এরূপ ঘটনায় রণকৌশলের সাফল্যসমূহ পরিহার করা প্রয়োজনীয়।

উদাহরণ। কেরেনস্কির সময়, ১৯১৭ সালের প্রারম্ভে আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যে আন্দোলন চালাই, নিঃসন্দেহ তার ফলে একটি রণকৌশলগত বিপত্তি ঘটে, কেননা ব্যাপক জনসাধারণ আমাদের বক্তাদের টেনে-হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়, তাদের মারধর করে এবং কখনো কখনো তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে; ব্যাপক জনসাধারণকে পার্টিতে আকৃষ্ট করে আনার বদলে তারা পার্টি থেকে সরে যায়। কিন্তু এই কৌশলগত বিপত্তি সত্ত্বেও এই আন্দোলন এক বিরাট রণনীতিগত সাফল্যকে নিকটতর করে, কেননা জনসাধারণ শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার ব্যাপারে আমরা সঠিক ছিলাম, এবং পরবর্তীকালে তাদের এই উপলব্ধি তাদের পার্টির দিকে আসাকে ত্বরান্বিত ও সহজতর করে। অথবা আবার। একুশটি শর্তের[১৪] সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্কারবাদী ও মধ্যপন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবার জন্য কমিণ্টার্নের দাবির সঙ্গে নিঃসন্দেহে বিজড়িত আছে একটি রণকৌশলগত বিপত্তি, কারণ তা ইচ্ছাকৃতভাবে কমিণ্টার্নের 'সমর্থকদের' সংখ্যা কমায় এবং

সাময়িকভাবে তাকে দুর্বল করে; কিন্তু কমিণ্টার্নকে বিশ্বাসের অযোগ্য লোকজন থেকে মুক্ত করে এর ফলে একটা বিরাট রণনীতিগত লাভ ঘটে, যা কমিণ্টার্নকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করবে, তার সাধারণ স্তরের কর্মীদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে দৃঢ়সংযুক্ত করবে, অর্থাৎ সাধারণভাবে তার শক্তি বাড়াবে।

(৭) **আন্দোলনের স্লোগান এবং সংগ্রামের স্লোগান।** এ দুটির মধ্যে অবশ্যই তালগোল পাকানো চলবে না। তা করা বিপজ্জনক। ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' স্লোগানটি ছিল একটি **আন্দোলনের** স্লোগান, অক্টোবর মাসে এটা হয়ে দাঁড়াল **সংগ্রামের** স্লোগান—অক্টোবরের প্রথমদিকে (১০ই অক্টোবর) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'ক্ষমতা দখলের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর। এপ্রিল মাসে পেত্রোগ্রাদে তাদের কর্মতৎপরতায় বাগ্‌দেতিয়েভগোষ্ঠী স্লোগানসমূহের মধ্যে এইরূপ তালগোল পাকানোর দোষে দুষ্ট ছিল।

(৮) **কোন একটি সময়ে,** কোন একটি স্থানে **নির্দেশদান** (সাধারণ) সংগ্রামের জন্য পার্টির অবশ্যপালনীয় একটি সরাসরি আহ্বান। এপ্রিলের প্রারম্ভে ('গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ'[১৫]) 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' স্লোগানটি ছিল একটি **প্রচারের** স্লোগান; জুন মাসে তা হয়ে দাঁড়াল একটি **আন্দোলনের** স্লোগান; অক্টোবরে (১০ই অক্টোবর) তা হল একটি **সংগ্রামের** স্লোগান; কিন্তু অক্টোবরের শেষে তা হয়ে দাঁড়াল একটি **আশু নির্দেশদান।** আমি সমগ্র পার্টির জন্য একটি সাধারণ নির্দেশের কথা বলছি এবং এ কথা মনে রেখেছি যে সাধারণ নির্দেশদানকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে অবশ্যই স্থানীয় নির্দেশও থাকবে।

(৯) **পোটি-বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা** বিশেষ করে রাজনৈতিক সংকটগুলি তীব্রতর হওয়ার সময়কালে (জার্মানিতে রাইখ্‌স্ট্যাগ নির্বাচনের সময়, রাশিয়ায় এপ্রিল ও আগস্ট মাসে কেরনস্কির সময়, এবং পুনরায় রাশিয়ায় ১৯২১ সালে ক্রোনস্তাদ্‌ ঘটনাবলীর সময়[১৬]); এটি সম্বন্ধে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, এর সুযোগ নিতে হবে, একে হিসেবের বিষয়ীভূত করতে হবে, কিন্তু এর কাছে হার স্বীকার করা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক, মারাত্মক হবে। এরূপ অস্থিরমতিত্বের জন্য আন্দোলনের স্লোগানগুলি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে না, কিন্তু একটি বিশেষ **নির্দেশদান** এবং, সম্ভবতঃ, স্লোগানও **(সংগ্রামের)** বদল করা বা স্থগিত রাখা অনুমোদনযোগ্য, এবং কখনো কখনো

প্রয়োজনীয় বটে। 'রাতারাতি' রণকৌশল বদল করার অর্থ হল ঠিক ঠিক একটি **নির্দেশদান,** এমনকি একটি **সংগ্রামের** শ্লোগান বদল করা—কিন্তু আন্দোলনের শ্লোগান বদল করা নয় (তুলনা করুন, ১৯১৭ সালের ৯ই জুনের শোভাযাত্রা প্রত্যাহার করা এবং অনুরূপ ঘটনাবলী)।

(১০) **রণনীতিজ্ঞ** ও **রণকৌশলবিদের** দক্ষতা নিহিত রয়েছে একটি আন্দোলনের শ্লোগানকে সংগ্রামের শ্লোগানে নিপুণ ও সময়োচিতভাবে রূপান্তরিত করা এবং একটি সংগ্রামের শ্লোগানকে, সময়োচিত ও নিপুণভাবেও, সুনির্দিষ্ট, বাস্তব **নির্দেশসমূহে** গঠন করার মধ্যে।

২। রাশিয়ার ঘটনাবলীতে ঐতিহাসিক যুগসন্ধিসমূহ

(১) **১৯০৪-০৫ সালের সন্ধিক্ষণ** (**রুশ-জাপান** যুদ্ধ একদিকে স্বৈরতন্ত্রের চূড়ান্ত অস্থায়িত্ব উদ্ঘাটিত করল, অন্যদিকে উন্মোচিত করল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের আন্দোলন) এবং লেনিনের বই **দুই রণকৌশল**[১৭] এই সন্ধিক্ষণের উপযুক্ত মার্কসবাদীদের রণনীতিগত পরিকল্পনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এটা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখী মোড় (**এ-ই ছিল মোড়ের মূল বৈশিষ্ট্য**)। এটা ছিল না ক্যাডেটদের নেতৃত্বে জারতন্ত্রের সঙ্গে একটি বুর্জোয়া-উদারনৈতিক লেনদেন, কিন্তু ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। (**এ-ই ছিল রণনীতিগত পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য**।) এই পরিকল্পনা তার আরম্ভবিষয় হিসেবে গ্রহণ করল যে, রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রেরণা দেবে, সেখানে বিপ্লবের বল্গা খুলে দেবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অতিক্রান্ত হতে রাশিয়াকে সাহায্য করবে (আরও দেখুন তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী, এই কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতাবলী[১৮] এবং এই কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায় ও **ক্যাডেটদের জয়লাভ**[১৯] নামে তাঁর পুস্তিকাতেও একনায়কত্বের ধারণা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ)। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই, বিবদমান শক্তিসমূহের হিসেব এবং, সাধারণভাবে, মোড়ের সময়পর্বের অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণও অবশ্য প্রয়োজনীয়। **দুই রণকৌশলে** অংকিত রণনীতিগত পরিকল্পনার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এই সময়পর্বের সর্বোচ্চ পরিণতি চিহ্নিত করল।

(২) **১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সোভিয়েত বিপ্লব**

অভিমুখী সন্ধিক্ষণ (সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যা স্বৈরতান্ত্রিক রাজত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তা পুঁজিবাদের চরম দেউলিয়াপনা উদ্‌ঘাটিত করল এবং দেখাল যে, এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ হিসেবে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চিতরূপে অপরিহার্য)।

জনগণ, বুর্জোয়া এবং অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ পুঁজি দ্বারা সংঘটিত 'মহিমামণ্ডিত' **ফেব্রুয়ারি** বিপ্লব (যেহেতু **এই** বিপ্লব ক্যাডেটদের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করেছিল, সেইহেতু তা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়নি, কারণ এটা ছিল অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ পুঁজির নীতির ধারাবাহিকতা) এবং অক্টোবর বিপ্লব, যা সব কিছু ওলট-পালট করে দিল, এই দুটি বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য।

এই নতুন সন্ধিক্ষণের উপযুক্ত রণনীতিগত পরিকল্পনা হিসেবে—**লেনিনের 'গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি'**। পরিত্রাণের পথ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এই পরিকল্পনা আরম্ভবিষয় হিসেবে এটাই গ্রহণ করল যে 'আমরা রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ করব, আমাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করব' এবং এই পথে পশ্চিমে বিপ্লবকে বল্‌গামুক্ত করব এবং তারপর পশ্চিমের কমরেডরা আমাদের বিপ্লব সমাধা করতে আমাদের সাহায্য করবে।' এই সন্ধিক্ষণপর্বের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ('দ্বৈত ক্ষমতার' সময়কাল, কোয়ালিশন সংযুক্তিসমূহ, কেরেনস্কি শাসনের অন্তিম দশার লক্ষণ হিসেবে কর্নিলভ বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্রতি অসন্তুষ্টির জন্য পশ্চিমের দেশগুলিতে অশান্তি)।

(৩) বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ফ্রন্টের ভাঙন হিসেবে, যা পুঁজিবাদের নিঃশেষিত হওয়া এবং বিশ্বব্যাপী সোশ্যালিষ্ট প্রথার প্রতিষ্ঠার দিকে মোড় সংঘটিত করল এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জায়গায় গৃহযুদ্ধের যুগের আরম্ভ হিসেবে (শান্তির প্রশ্নে ডিক্রী, জমির প্রশ্নে ডিক্রী, জাতিসত্তাসমূহের প্রশ্নে ডিক্রী, গোপন চুক্তিগুলির প্রকাশ, নির্মাণযজ্ঞের কর্মসূচী, সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের ভাষণসমূহ[২০], লেনিনের পুস্তিকা—**সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার করণীয় কাজসমূহ**[২১], অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য) **১৯১৭ সালের অক্টোবরের মোড়** (শুধু

রাশিয়ার ইতিহাসে নয়, **বিশ্বের** ইতিহাসে একটি মোড়) এবং রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা (১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধ)।

কমিউনিজ্‌ম্ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, যখন তা বিরোধিতায়, সেই সময়কার কমিউনিজ্‌ম্-এর রণনীতি ও রণকৌশলের সঙ্গে, কমিউনিজ্‌ম্ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সেই সময়কার সাম্যবাদের রণনীতি ও রণকৌশলের পার্থক্যের একটি সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ করুন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি: রাশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা হিসেবে (ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর) ছুটি সাম্রাজ্যবাদী ঘোঁটের মধ্যে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা।

(৪) **হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপের দিকে গতি (১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯২০ সালের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত)**; এটা আরম্ভ হয়েছিল শান্তিপূর্ণ নির্মাণকার্যের স্বল্পকালস্থায়ী সময়-পর্বের পর অর্থাৎ ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবার পর। ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর এই গতি আরম্ভ হয়, এতে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক দুর্বলতা প্রতিফলিত হয় এবং তা সোভিয়েত বিপ্লবের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে উপযোগী হবার জন্য রাশিয়ায় একটি লালফৌজ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। চেকোস্লোভাকদের শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপ, আঁতাত সৈন্য-বাহিনীগুলির দ্বারা মুরমান্স্ক, আর্কাঞ্জেল, ভ্লাদিভোষ্টক ও বাকু দখল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঁতাতের যুদ্ধ ঘোষণা—এ সমস্তই **জায়মান শান্তিপূর্ণ নির্মাণকার্য থেকে সামরিক কার্যকলাপের, আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ শত্রুদের আক্রমণ থেকে বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রের প্রতিরক্ষার পটপরিবর্তনকে নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট করে তুলল** (ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পর্কে লেনিনের ভাষণাবলী ইত্যাদি)। যেহেতু সামাজিক বিপ্লব আসবার পক্ষে দীর্ঘ বিলম্ব ছিল এবং আমাদের নিজেদের সঙ্গতির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হল—বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত জেলাগুলি দখলের পর, যাতে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণী কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ জানাল না—সেইহেতু আমরা অশোভন ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হলাম, যাতে একটি সাময়িক বিরতি পাওয়া যায়, যখন আমাদের লালফৌজ গড়ে তোলা এবং আমাদের নিজেদের

চেষ্টায় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিরক্ষা করা যায়।

'সমস্ত কিছুই ফ্রণ্টের জন্য, সমস্ত কিছুই সাধারণতন্ত্রের প্রতিরক্ষার জন্য।' সেইহেতু প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। এটা ছিল যুদ্ধের সময়পর্ব যা রাশিয়ার সমগ্র আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ জীবনের উপর ছাপ রেখে গেল।

(৫) **১৯২১ সালের গোড়া থেকে শান্তিপূর্ণ নির্মাণকার্যের দিকে গতি**—র‍্যাঙ্গেলের পরাজয়ের পর কয়েকটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি স্থাপন, ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি, ইত্যাদি।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু পশ্চিমের সোশ্যালিষ্টরা আমাদের অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে এখনো সক্ষম নয়, সেইহেতু শিল্পগতভাবে অধিকতর উন্নত বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায়, আমরা সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করতে, স্বতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সাথে বাণিজ্য চুক্তি, স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলির সাথে সুযোগ-সুবিধাদানের চুক্তি সম্পাদন করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি ; এই (অর্থনৈতিক) ক্ষেত্রেও আমাদের নিজেদের সঙ্গতির উপর ভরসা করতে হচ্ছে, কৌশলী প্রচেষ্টা চালাতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। **সবকিছুই জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।** (লেনিনের সুবিদিত বক্তৃতাবলী এবং পুস্তিকাগুলি দেখুন।) প্রতিরক্ষা পরিষদ রূপান্তরিত হয় শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদে।

(৬) ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পার্টির বিকাশের স্তরগুলি :

(ক) **মুখ্য মূল অংশ, বিশেষতঃ 'ইস্ক্রা' গোষ্ঠী ইত্যাদিকে দৃঢ়-সংযুক্ত করা।** অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ক্রেডো[২২]।

(খ) সারা রাশিয়াব্যাপী শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ পার্টির ভিত্তি হিসেবে **পার্টি ক্যাডারদের গঠন** (১৮৯৫-১৯০৩)। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস।

(গ) **একটি শ্রমিকদের পার্টিতে ক্যাডারদের সম্প্রসারণ** এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের গতিপথে রিক্রুট-করা নতুন নতুন পার্টি-কর্মীদের নিয়ে এর শক্তিবৃদ্ধি করা (১৯০৩-০৪)। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস।

(ঘ) **পার্টির বাইরের ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পার্টি-ক্যাডারদের সংগঠন ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মেনশেভিক সংগ্রাম ('লেবার কংগ্রেস') এবং পার্টির ভিত্তি হিসেবে পার্টি-**

ক্যাডারদের অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বলশেভিকদের সংগ্রাম। লণ্ডন কংগ্রেস এবং একটি লেবার কংগ্রেসের সমর্থকদের পরাজয়।

(ঙ) **বিলুপ্তবাদীরা এবং পার্টির সমর্থকগণ।** বিলুপ্তবাদীদের পরাজয় (১৯০৮-১০)।

(চ) ১৯০৮ ও ১৯১৬ সাল সহ ১৯০৮ থেকে ১৯১৬। **কার্যকলাপের অবৈধ ও বৈধ ধরনের সংযুক্তির সময়পর্ব** এবং কর্মতৎপরতার সমস্ত ক্ষেত্রে পার্টি-সংগঠনসমূহের অগ্রগতি।

(৭) সোভিয়েত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে **অর্ডার অব্ নাইটস অব দি সোর্ড-**এর ধরনে কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংস্থাগুলিকে পরিচালনায় এবং তাদের কার্যকলাপে প্রেরণাদানে রত।

এই শক্তিশালী অর্ডারের মধ্যে **ওল্ডগার্ডের** (প্রবীণ কর্মিবৃন্দ) **গুরুত্ব।** গত তিন বা চার বছরে যারা ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে সেইসব নতুন নতুন শক্তি দিয়ে **ওল্ডগার্ডের শক্তিবৃদ্ধি।**

সমঝওতাকারীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালানোতে লেনিন কি সঠিক ছিলেন? হ্যাঁ, তিনি যদি তা না করতেন, তাহলে পার্টি ঢোলো হয়ে পড়ত, একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান থাকত না, হয়ে পড়ত বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি মিশ্রিত পিণ্ড; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পার্টি হতো না এত দৃঢ়সংযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ; এর থাকত না সেই দৃষ্টান্তহীন শৃংখলা, সেই অভূতপূর্ব নমনীয়তা, যা ব্যতিরেকে পার্টি এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে পার্টি পরিচালনা করে তা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করতে পারত। **'পার্টি নিজেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গ থেকে বিমুক্ত করে শক্তিশালী হয়'**—সঠিকই বলেছিলেন ল্যাসালে। প্রথমে গুণ ও যোগ্যতা এবং তারপরে পরিমাণ ও সংখ্যা।

(৮) একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রয়োজন কিনা এবং তার ভূমিকার প্রশ্ন। শ্রমিকশ্রেণীর অফিসার বাহিনী ও জেনারেল ষ্টাফ পার্টিকে গঠন করে; তারা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত ধরনের সংগ্রাম, ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিচালিত করে এবং সমস্ত বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম একটা গোটা সংগ্রামে সংযুক্ত করে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন নেই এ কথা বলা সমার্থক যে একটা জেনারেল ষ্টাফ এবং একটা নেতৃস্থানীয় মূল অংশ ছাড়াই শ্রমিক-শ্রেণীকে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে—যারা সংগ্রামের পরিস্থিতিসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন করে সংগ্রাম করার পদ্ধতি রচনা করে; এ কথা বলা

সমার্থক যে একটা নির্বোধ জেনারেল ষ্টাফের চেয়ে জেনারেল ষ্টাফ ছাড়াই সংগ্রাম করা উৎকৃষ্টতর।

৩। প্রশ্নাবলী

(১) **রুশ-জাপান যুদ্ধের আগে ও পরে স্বৈরতন্ত্রের ভূমিকা।** রুশ-জাপান যুদ্ধ রুশ স্বৈরতন্ত্রের চরম অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতা উদঘাটিত করল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের সফল রাজনৈতিক ধর্মঘট এই দুর্বলতাকে চরমভাবে সুস্পষ্ট করে তুলল (কর্দমাক্ত পদযুক্ত একটি কলোসাস)। আরও, ১৯০৫ সাল, শুধু স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা উন্মোচিত করল না, উন্মোচিত করল না শুধু উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের দুর্বলতা এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি, রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্র হল ইউরোপের সৈনিক-আরক্ষী এবং ইউরোপের সৈনিক-আরক্ষী হবার পক্ষে এই স্বৈরতন্ত্র **যথেষ্ট সবল**ও, ১৯০৫ সাল পূর্বেকার এই চলতি মতকে খণ্ডনও করল। ঘটনাগুলি দেখাল যে, ইউরোপীয় পুঁজির সাহায্য ছাড়া রুশ স্বৈরতন্ত্র এমনকি তার নিজের শ্রমিকশ্রেণীর সাথে মোকাবিলা করতেও অক্ষম। বাস্তবিকই, রুশ স্বৈরতন্ত্র ততদিন ইউরোপের সৈনিক-আরক্ষী হতে সক্ষম ছিল, যতদিন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ছিল সুপ্ত ও রাশিয়ার কৃষকসমাজ ছিল শান্ত এবং পিতৃপ্রতিম জারের উপর ছিল তাদের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস; কিন্তু ১৯০৫ সাল, এবং সর্বোপরি ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারির গুলিবর্ষণ, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে জাগিয়ে তুলল এবং সেই একই বছরে জমির আন্দোলন জারের উপর মুঝিকদের (রুশ কৃষকদের) আস্থা ধ্বংস করল। ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র রাশিয়ার জমিদারদের থেকে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট স্থানান্তরিত হল। জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, যারা, যুদ্ধটা ছিল ইউরোপের সৈনিক-আরক্ষী হিসেবে রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রগতিমূলক যুদ্ধ, এই অজুহাতে ১৯১৪ সালে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিল, তারা কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অতীতের একটি ছায়ার সঙ্গে খেলা করছিল এবং খেলা করছিল, নিঃসন্দেহে, অসৎভাবে, কেননা ইউরোপের সত্যিকারের সৈনিক-আরক্ষীরা, যাদের সৈনিক-আরক্ষী হবার পক্ষে যথেষ্ট বাহিনী ও অর্থ ছিল, তারা ছিল না পেত্রোগ্রাদে, তারা ছিল বার্লিনে, প্যারীতে এবং লণ্ডনে।

এটা এখন প্রত্যেকের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ইউরোপ রাশিয়ায় শুধু

সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করছিল না, উপস্থিত করাচ্ছিল আরকে ঋণ দেবার আকারে প্রতিবিপ্লবও ইত্যাদি ; পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক দেশান্তরীদের ছাড়াও, রাশিয়া ইউরোপে বিপ্লবের প্রবর্তন করছিল। (যাই হোক না কেন, রাশিয়া শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ইউরোপে সাধারণ ধর্মঘটের সূত্রপাত করাল।)

(২) **'ফলের পরিপক্কতা'**। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুহূর্ত যে সমুপস্থিত তা নির্ধারণ করা কিভাবে সম্ভব ?

কখন এটা বলা সম্ভব যে 'ফল পেকেছে', বলা সম্ভব যে প্রস্তুতির সময়কাল শেষ হয়েছে এবং অভ্যুত্থান আরম্ভ করা যেতে পারে ?

—ক) যখন ব্যাপক জনসাধারণের বৈপ্লবিক মেজাজ উপচিয়ে পড়ছে এবং আমাদের **সংগ্রামের শ্লোগান** এবং **নির্দেশ** জনসাধারণের বিক্ষোভের পেছনে পড়ে থাকে (লেনিনের 'ডুমায় যাবার জন্য'—১৯০৫ সালের প্রাক্-অক্টোবর সময়কাল—দেখুন), যখন আমরা আয়াসসাধ্যতার সঙ্গেই ব্যাপক জনগণকে সংযত রাখি এবং তাও সব সময়ে সফলভাবে নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের বিক্ষোভ-প্রদর্শনের সময় পুটিলভ কারখানার শ্রমিকরা এবং মেসিনগানধারীরা (লেনিনের বই **'বামপন্থী' কমিউনিজম্** ..২৩ দেখুন) ;

—খ) যখন শত্রুর শিবিরে অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তি, ক্ষয় এবং খণ্ডখণ্ড হয়ে ভেঙে-পড়া চরম অবস্থায় পৌঁছেছে ; যখন শত্রুর শিবির থেকে পলাতক ও দলত্যাগীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ; যখন তথাকথিত নিরপেক্ষ লোকজন, শহরের ও গ্রামের পেটি-বুর্জোয়া জনসাধারণের বিরাট ব্যাপক অংশ, সুনির্দিষ্টভাবে শত্রুর নিকট থেকে (স্বৈরতন্ত্র অথবা বুর্জোয়াদের নিকট থেকে) সরে আসতে আরম্ভ করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী করতে চাইছে ; যখন এ সবের ফলশ্রুতিতে শত্রুর দমনের সংস্থাগুলি সহ প্রশাসনের সংস্থাগুলি তাদের কাজকর্ম চালানো থেকে বিরত থাকছে, অসাড় ও অকেজো হয়ে পড়ছে ইত্যাদি এবং এইভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য তার অধিকার প্রয়োগ করবার পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে ;

—গ) যখন এই উভয় উপাদানই (ক ও খ দফা) সমকালীন হয়, যা, বাস্তবক্ষেত্রে, সচরাচর ঘটে।

কিছু কিছু লোক মনে করেন, আক্রমণ করার পক্ষে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর

বিলোপের বাস্তব ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চিনতে পারা যথেষ্ট। কিন্তু তা ভুল এর অতিরিক্ত, একটি সফল আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক অবস্থাও অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার বিলোপের বাস্তব ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে আক্রমণের জন্য দক্ষতার সঙ্গে ও যথাসময়ে মানসিক অবস্থাসমূহের প্রস্তুতিসাধন করার খাপ খাওয়ানো রণনীতি ও রণ-কৌশলের ঠিক ঠিক করণীয় কাজ।

(৩) **সঠিক মুহূর্তের নির্বাচন**। যেই পরিমাণে আঘাত হানবার মুহূর্ত পার্টির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিত হয়, ঘটনার দ্বারা চাপানো নয়, সেই পরিমাণে সঠিক মুহূর্তের নির্বাচন পূর্বাহ্নেই দুটি শর্তের অস্তিত্ব মেনে নেবে: (ক) 'ফলের পরিপক্কতা' এবং (খ) কোন জলন্ত ঘটনা, সরকারের কাজকর্ম অথবা স্থানীয় চরিত্রের কোন স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ যা, প্রথম আঘাত হানা, আক্রমণ আরম্ভ করার পক্ষে, বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট একটি উপযুক্ত কারণ হিসেবে কাজ করতে পারে। এই দুটি শর্ত পালন করার ব্যর্থতার অর্থ হতে পারে যে, শত্রুর উপর ক্রমবর্ধমান পরিমাণের ও তীব্রতাসম্পন্ন সাধারণ আক্রমণ-গুলির পক্ষে এই আঘাত আরম্ভিক আঘাতের উপযোগী হতে শুধু ব্যর্থ হবে না, ব্যর্থ হবে না শুধু একটি বজ্রতুল্য ভয়ংকর ও চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আঘাতে বেড়ে উঠতে (এবং তাই-ই হল মুহূর্তের উপযুক্ত নির্বাচনের ঠিক ঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য)' পরন্তু, পক্ষান্তরে তা একটি হাস্যকর বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে; সরকার ও সাধারণভাবে শত্রু তাদের মর্যাদা বাড়াতে একে সাদরে আহ্বান করবে, একে কাজে লাগাবে এবং পার্টিকে ধ্বংস করা, অথবা যে-কোন অবস্থায়, পার্টির মনোবল ক্ষুণ্ণ করার পক্ষে এটা একটা অজুহাত ও আরম্ভস্থল হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডিমোক্র্যাটিক সম্মেলনে[২৪] আগতদের গ্রেপ্তার করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির এক অংশের প্রস্তাব এবং তা কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক বাতিল হওয়ার ঘটনা, কেননা এই প্রস্তাব দ্বিতীয় প্রয়োজন (উপরে দেখুন) মেনে নেবার পক্ষে ব্যর্থ হয় (মেনে নিতে **সম্পূর্ণরূপে** ব্যর্থ হয়) এবং মুহূর্ত নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল অনুপযুক্ত।

সাধারণভাবে, সাবধান হতে হবে যাতে প্রথম আঘাত (মুহূর্ত নির্বাচন) একটা বিদ্রোহে পরিণত না হয়। তা ব্যাহত করার জন্য, এটা অতি প্রয়োজনীয় যে উপরে সূচিত দুটি শর্ত কঠোরভাবে প্রতিপালিত হবে।

(৪) **'শক্তির পরীক্ষা'**। চূড়ান্ত কর্মতৎপরতার প্রস্তুতি করে এবং,

পার্টির ধারণা অনুযায়ী, যথেষ্ট সংরক্ষিত বাহিনী বৃদ্ধি করে, কখনো কখনো পার্টি, একটি পরীক্ষামূলক কাজ হাতে নেওয়া, শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করা এবং তার নিজের বাহিনীসমূহ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত কিনা তা নির্ধারণ করা তার উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করে। পার্টি ইচ্ছাকৃতভাবে, নিজের পছন্দ অনুযায়ী, এরূপ শক্তি পরীক্ষার কাজ হাতে নিতে পারে (১৯১৭ সালের ১০ই জুন যে শোভাযাত্রা বের করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল এবং যা পরে প্রত্যাহৃত হয় এবং বদলে ১৮ই জুন শোভাযাত্রা বের করবার দিন ধার্য হয়) অথবা ঘটনাবলী, যথাসময়ের পূর্বেই বিরোধীপক্ষের কোন কাজ অথবা, সাধারণভাবে, কোন অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা দ্বারা (১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে কর্নিলভ বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যাঘাত যা একটি চমৎকার শক্তি পরীক্ষার কাজ করেছিল) এরূপ শক্তি পরীক্ষার কাজে নামতে পার্টি বাধ্য হতে পারে। একটি 'শক্তির পরীক্ষাকে' যে দিবসের একটি শোভাযাত্রার ন্যায় কেবলমাত্র একটি শোভাযাত্রা হিসেবে গণ্য করলে অবশ্যই চলবে না ; সেইজন্য একে কেবলমাত্র **শক্তিসমূহের একটি হিসেব** রূপে বর্ণনা করা অবশ্যই চলবে না ; গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য ফলাফলের নিরিখে এটা নিঃসন্দেহে একটি সাধারণ শোভাযাত্রার তুলনায় বেশি কিছু, যদিও একটি অভ্যুত্থানের তুলনায় এটি কম কিছু—একটি শোভাযাত্রা এবং একটি অভ্যুত্থান বা সাধারণ ধর্মঘটের মাঝামাঝি কোন-কিছু। অনুকূল অবস্থায় তা প্রথম আঘাতে (মুহূর্তের নির্বাচন) একটি অভ্যুত্থানে (অক্টোবরের শেষে আমাদের পার্টির কার্যকলাপ) বিকশিত হতে পারে ; প্রতিকূল অবস্থায় তা পার্টিকে ধ্বংস হবার আশু বিপদের মধ্যে ফেলতে পারে (১৯১৭ সালের ৩-৪ জুলাই-এর শোভাযাত্রা)। সেজন্য 'ফল যখন পাকা', যখন শত্রুর শিবিরের মনোবল পর্যাপ্তরূপে ক্ষুণ্ণ, যখন পার্টি বেশ কিছু সংখ্যক সংরক্ষিত বাহিনী বৃদ্ধি করেছে, তখনই শক্তির পরীক্ষা হাতে নেওয়া সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ; সংক্ষেপে : পার্টি যখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, যখন পার্টি এই সম্ভাবনার দ্বারা ভীত নয় যে ঘটনাবলী শক্তির পরীক্ষাকে প্রথম আঘাতে এবং পরে শত্রুর বিরুদ্ধে একটি সাধারণ আক্রমণে পরিণত করতে পারে। শক্তির পরীক্ষা হাতে নেবার সময় পার্টিকে সমস্ত অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৫) **'শক্তিসমূহের হিসেব'**। শক্তিসমূহের হিসেব হল কেবলমাত্র একটি শোভাযাত্রা, যা প্রায় প্রতিটি পরিস্থিতিতে গ্রহণ করা যেতে

পারে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মঘট সহ বা ধর্মঘট ব্যতিরেকে একটি মে দিবসের শোভাযাত্রা)। একটি উত্থানের পূর্বে যদি শক্তিসমূহের হিসেব গ্রহণ না করা হয়, কিন্তু গ্রহণ করা হয় কম-বেশি 'শান্তিপূর্ণ' কোন সময়ে, তাহলে সরকারের পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বড়জোর একটা দাঙ্গায় পরিণত হতে পারে, তাতে পার্টি বা শত্রু কারো গুরুতর ক্ষতি না হতে পারে। কিন্তু যদি আসন্ন উত্থানের উত্তপ্ত আবহাওয়ার মাঝে তা গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা পার্টিকে যথাকালের পূর্বেই জাত একটি চূড়ান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলতে পারে, এবং পার্টি যদি তখনো এরূপ সংঘর্ষের পক্ষে দুর্বল ও অপ্রস্তুত থাকে, শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীকে চূর্ণ করার জন্য শত্রু এরূপ 'শক্তিসমূহের হিসেবের' সুবিধা গ্রহণ করতে পারে (এইজন্য ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্টির বারবার আবেদন : 'নিজেদের প্ররোচিত হতে দেবেন না')। সেইজন্য, আগে থেকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত বৈপ্লবিক সংকটের আবহাওয়ায় শক্তিসমূহের হিসেবের পদ্ধতি প্রয়োগ করবার সময় খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, এবং এটা মনে রাখতে হবে যে, পার্টি যদি দুর্বল থাকে, তাহলে শত্রু এরূপ হিসেবকে এমন একটি হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে যা দিয়ে সে শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজিত, অথবা অন্ততঃপক্ষে, তাকে গুরুতর-রূপে দুর্বল করতে পারে। এবং, পক্ষান্তরে, পার্টি যদি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং শত্রুর সাধারণ স্তরের সৈন্যদের মনোবল সুস্পষ্টভাবে ক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে একটি 'শক্তিসমূহের হিসেব' আরম্ভ করে, 'শক্তির পরীক্ষায়' অতিক্রান্ত হবার সুযোগ অবশ্যই হারানো চলবে না (এর জন্য অবস্থাসমূহ অনুকূল এটা ধরে নিয়ে—'ফলের পরিপক্কতা' ইত্যাদি) এবং তারপরে সাধারণ আক্রমণে যেতে হবে।

(৬) **আক্রমণমূলক রণকৌশল** (মুক্তিযুদ্ধগুলির রণকৌশল, যখন শ্রমিকশ্রেণী তার আগেই ক্ষমতা দখল করেছে)।

(৭) **সুশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণের রণকৌশল।** 'অধিকাংশ' বাহিনীকে না হলেও, অন্ততঃ তার ক্যাডারদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে অধিকতর শক্তিশালী শত্রু-সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে ভিতরের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে হয় (লেনিনের বই, **'বামপন্থী' কমিউনিজম্**··· দেখুন)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উইটি-দুবাসভ ডুমা বয়কট করার সময় আমরা কিভাবে সবার শেষে পশ্চাদপসরণ করেছিলাম। পশ্চাদপসরণের রণকৌশল এবং পলায়নের 'রণকৌশলের' মধ্যে পার্থক্য (মেনশেভিকদের তুলনা করুন)।

(৮) **প্রতিরক্ষার রণকৌশল**—ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পূর্বাভাসে ক্যাডার সংরক্ষণ করা এবং বাহিনীগুলি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রয়োজনীয় উপায়। এই রণকৌশলগুলি সংগ্রামের ব্যতিক্রমহীন সমস্তক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ এবং সমস্ত রকমের হাতিয়ার আনার কর্তব্য পার্টির উপরে চাপায়, অর্থাৎ, সংগঠনের একটি রূপকেও, এমনকি আপাতঃদৃষ্টিতে যা সর্বাধিক তুচ্ছ তাকেও, অবহেলা না করে সংগঠনের সমস্ত রূপকেই যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা ; কেননা কেউই আগে থাকতে বলতে পারে না, যখন চূড়ান্ত সংগ্রামসমূহ আরম্ভ হবে তখন কোন্ ক্ষেত্র সংগ্রামের প্রথম রণক্ষেত্র হবে, বা আন্দোলনের কোন্ রূপ বা সংগঠনের কোন্ ধরন আরম্ভস্থল এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। অন্য কথায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং শক্তিসমূহ বৃদ্ধি করার সময়পর্বে চূড়ান্ত সংগ্রামসমূহের প্রতিভাসে পার্টি অবশ্যই সমস্ত রকমে নিজেকে প্রস্তুত করবে। সংগ্রামসমূহের **প্রত্যাশায়**।···কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, একটি বিপ্লবী পার্টি থেকে (যদি পার্টি বিরোধী পক্ষে থাকে) একটি অপেক্ষা-করে-দেখা-যাক্-না-কি-হয় মনোভাবাপন্ন পার্টিতে অধঃপতিত হয়ে পার্টি করজোড়ে অপেক্ষা করবে এবং একটি অলস দর্শক হয়ে দাঁড়াবে—না, **যদি পার্টি** তখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তিসমূহ বৃদ্ধি করে না থাকে, যদি পরিস্থিতি তার পক্ষে প্রতিকূল হয়, এ-রকম সময়কালে পার্টি অবশ্যই সংগ্রাম এড়িয়ে চলবে, সংগ্রামে নামবে না ; কিন্তু, নিঃসন্দেহে অনুকূল অবস্থায়, যখন যুদ্ধ চাপানো শত্রুর পক্ষে অসুবিধাজনক তখন, এবং শত্রুকে প্রতিনিয়ত একটি চাপা উত্তেজনার অবস্থায় রাখার জন্য, তার বাহিনীসমূহকে ধাপে ধাপে বিশৃংখল অবস্থায় ফেলা এবং তার মনোবল ক্ষুণ্ণ করার জন্য, শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতিদিনকার স্বার্থের উপর প্রভাববিস্তারকারী যুদ্ধসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীগুলিকে ধাপে ধাপে অভ্যস্ত করার জন্য এবং এইভাবে তার নিজের শক্তিসমূহকে বাড়ানোর জন্য শত্রুর উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রে **পার্টি একটি সুযোগও হারাবে না।**

কেবলমাত্র এই করা হলে প্রতিরক্ষা সত্যসত্যই ব্যবহারিক প্রতিরক্ষা হতে পারে এবং পার্টি একটি প্রকৃত **সংগ্রামী পার্টির**—একটি চিন্তাব্যাপৃত, অপেক্ষাকরে-দেখা-যাক্-না-কি-হয় মনোভাবাপন্ন পার্টির নয়—সমস্ত গুণ ও ধর্ম বজায় রাখতে পারে ; কেবলমাত্র তখনই পার্টি চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্ত হারানো, তা উপেক্ষা করা এড়াবে, ঘটনার দ্বারা অতর্কিতে ধরা পড়া পরিহার করবে

কাউট্‌স্কি অ্যাণ্ড কোম্পানি, যারা তাদের 'বিজ্ঞ' চিন্তাশীল অপেক্ষমান রণ-কৌশল এবং আরও 'বিজ্ঞতর' নিষ্ক্রিয়তার জন্য পশ্চিমে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মুহূর্ত উপেক্ষা করেছিল, তাদের ঘটনা একটি প্রত্যক্ষ বিপদসংকেত। অথবা আবার: শান্তি ও জমির প্রশ্নগুলিকে তাদের সীমাহীন অপেক্ষার রণকৌশলের জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের ক্ষমতা দখলের সুযোগ হারানোর ঘটনা বিপদসংকেতের উপযোগী হিসেবেও প্রতিভাত হবে। অন্যদিকে, এটাও সুস্পষ্ট যে, ব্যবহারিক প্রতিরক্ষার, সংগ্রামের রণকৌশলের অপব্যবহার অবশ্যই করা চলবে না, কেননা তা কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক সংগ্রাম 'বৈপ্লবিক' সংগ্রামী চর্চায় (জিম্‌নাস্‌টিক্‌সে) পরিণত হবার বিপদ সৃষ্টি করবে, অর্থাৎ, এমন সব রণকৌশল, যাদের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিসমূহ বৃদ্ধি লাভ করবে না এবং সংগ্রামের জন্য তাদের তৎপরতাও বাড়বে না এবং, সেজন্য বিপ্লব দ্রুততর হবে না, কিন্তু যাদের ফলে বিপ্লবী শক্তিসমূহের অপচয় ঘটবে, সংগ্রামের জন্য তাদের তৎপরতায় অবনতি ঘটবে, এবং সেজন্য বিপ্লবের স্বার্থ বিলম্বিত হবে।

(৯) **কমিউনিস্ট রণনীতি ও রণকৌশলের সাধারণ মূলনীতিসমূহ:** এ রকম তিনটি মূলনীতি আছে:

(ক) মার্কসীয় তত্ত্ব দ্বারা লব্ধ এবং বৈপ্লবিক প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও অনুমোদিত এই সিদ্ধান্ত, ভিত্তি হিসেবে, গ্রহণ করা যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-সমূহে শ্রমিকশ্রেণী হল একমাত্র পুরোপুরি বিপ্লবী শ্রেণী, যা পুঁজিবাদ থেকে মানবজাতির সম্পূর্ণ মুক্তিতে আগ্রহী এবং, সেজন্য তার নির্দিষ্ট কাজ হল পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার সংগ্রামে সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত ব্যাপক জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়া। এরজন্য শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবার দিকে সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত করতে হবে।

(খ) মার্কসীয় তত্ত্ব দ্বারা লব্ধ এবং বৈপ্লবিক প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও অনুমোদিত এই সিদ্ধান্ত, ভিত্তি হিসেবে, গ্রহণ করা যে, **কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল** সঠিক হতে পারে কেবলমাত্র যদি তারা 'তাদের নিজেদের' দেশের, 'তাদের নিজেদের' পিতৃভূমির, 'তাদের নিজেদের' শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসাধনে সীমাবদ্ধ না হয়, কিন্তু, পক্ষান্তরে, তাদের নিজেদের দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি হিসেবে ধরবার সময়ে, যদি তারা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহকে, অন্য দেশগুলিতে বিপ্লবের স্বার্থসমূহকে

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু হিসেবে গ্রহণ করে, অর্থাৎ যদি মূলগত বৈশিষ্ট্যে, নীতি ও মনোভাবে তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়, যদি তারা '**সমস্ত দেশের বিপ্লবের বিকাশ, সমর্থন ও জনজাগরণের জন্য** এক (তাদের নিজেদের) দেশে সম্ভবমত যথাশক্তি কার্যকলাপ' সম্পাদন করে (লেনিনের বই, **শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ও দলদ্রোহী কাউট্স্কি**[২৫] দেখুন)।

(গ) রণনীতি ও রণকৌশল বদলাবার সময়, নতুন নতুন রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্মনীতি (কাউট্‌স্কি, অ্যাক্সেলরড, বোগদানভ, বুখারিন) রচনা করবার সময়, প্রারম্ভিক বিষয় হিসেবে, মতবাদে সমস্ত রকমের অন্ধ আসক্তি (দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী) প্রত্যাখ্যান করার স্বীকৃতি, চিন্তাশীল পদ্ধতি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি থেকে উদ্ধৃত করা, ঐতিহাসিক সমান্তরাল, কৃত্রিম পরিকল্পনা এবং নীরস সূত্র টানার (অ্যাক্সেলরড, প্লেখানভ) পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করার স্বীকৃতি ; প্রয়োজন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুরক্ত থাকা, 'তাকে চেপে বসে থাকা' নয়, প্রয়োজন বিশ্বকে 'কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা' নয়, তাকে 'পরিবর্তন করা', প্রয়োজন 'শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগ চিন্তা করা' নয়, ঘটনার লেজুড় হিসেবে হেঁচড়িয়ে বাহিত হওয়া নয়, শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং নির্জ্ঞাত প্রক্রিয়ার সচেতন অভিব্যক্তি হওয়া—এইসব স্বীকার করে নেওয়া (লেনিনের 'স্বতঃস্ফূর্ততা ও সজ্ঞানতা'[২৬] এবং কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী এবং অগ্রসর অংশ, এই মর্মে মার্কসের **কমিউনিস্ট ইস্তাহারের**[২৭] সুবিদিত অংশটি দেখুন)।

রাশিয়া এবং পশ্চিমের বিপ্লবী আন্দোলনের ঘটনাবলী থেকে এই সমস্ত মূলনীতির উদাহরণ দিন—**বিশেষ করে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মূলনীতির**।

(১০) **কর্তব্যকাজসমূহ ঃ**

(ক) **শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকে সাম্যবাদের দিকে জয় করে আনা** (ক্যাডার গড়ে তুলুন, একটি কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি করুন, কর্মসূচী ও রণকৌশলের মূলনীতিগুলি রচনা করুন)। প্রচার-আন্দোলন হল কার্যকলাপের প্রধান ধরন।

(খ) **ব্যাপক শ্রমিক ও সাধারণভাবে মেহনতী জনসাধারণকে অগ্রগামী বাহিনীর দিকে জয় করে আনা** (ব্যাপক জনসাধারণকে সংগ্রামী অবস্থানে আনা)। কার্যকলাপের মুখ্য ধরন—চূড়ান্ত সংগ্রামগুলির ভূমিকা হিসেবে ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক বাস্তব-কর্মতৎপরতা।

(১১) **নিয়মাবলী :**

(ক) **ব্যতিক্রমহীনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের সমস্ত ধরন এবং আন্দোলনের ও সংগ্রামের সমস্ত ধরন** (ক্ষেত্র) **আয়ত্তে আনুন** (আন্দোলনের ধরন : সংসদীয় ও অতি-সংসদীয়, আইনী ও বে-আইনী)।

(খ) **আন্দোলনের কোন কোন ধরন থেকে নিজেকে অন্যান্য ধরনে দ্রুত পরিবর্তনের উপযোগী করে নিতে** বা কতকগুলি ধরনকে অন্যান্য ধরন দিয়ে সম্পূরণ করতে শিক্ষা করুন, শিক্ষা করুন বৈধ ধরনের সঙ্গে অবৈধ ধরনকে, সংসদীয় ধরনের সঙ্গে অতি-সংসদীয় ধরনকে **সংযুক্ত** করতে (দৃষ্টান্ত : ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আইনী থেকে বে-আইনী ধরনে বলশেভিকদের দ্রুত উত্তরণ ; লেনা ঘটনাবলীর সময় অতি-সংসদীয় আন্দোলনের সঙ্গে ডুমাতে কার্যকলাপের সংযুক্তি)।

(১২) **ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে বা পরে কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল।** চারটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

(ক) অক্টোবর বিপ্লবের পর সাধারণভাবে ইউরোপে, বিশেষভাবে রাশিয়ায়, উদ্ভূত **সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ** বৈশিষ্ট্য ছিল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা (সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে **সম্বন্ধচ্যুতি**, গোপন চুক্তিগুলির **প্রকাশ-করণ,** সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিবর্তে গৃহযুদ্ধ, সৌভ্রাত্র প্রদর্শন করার জন্য সৈন্যবাহিনী-দের নিকট আহ্বান, শ্রমিকদের নিকট আহ্বান তাদের সরকারগুলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করতে) রাশিয়ার **ভূভাগে আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ফ্রন্টে ফাটল সৃষ্টি** (রুশ বুর্জোয়াদের উপর বিজয়লাভের পরিণতিতে)। এই ফাটল **বিশ্ব-ইতিহাসে একটি যুগসন্ধি** সূচিত করল, কেননা তা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র কাঠামোর পক্ষে সরাসরি ভয়াবহ বিপদ হিসেবে দেখা দিল এবং পশ্চিমের বিবদমান শক্তিগুলির সম্পর্ককে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর অনুকূলে মূলগতভাবে পরিবর্তন করল। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি একটি **জাতীয়** শক্তি থেকে একটি **আন্তর্জাতিক** শক্তিতে পরিবর্তিত হল, এবং তাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার পূর্বতন কর্তব্যকাজের স্থান গ্রহণ করল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের উৎখাত করার নতুন কর্তব্যকাজ। যেহেতু আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা, তাদের মারাত্মক বিপদ উপলব্ধি করে, **রাশিয়ায় সৃষ্ট ফাটল বন্ধ করার** আশু করণীয় কাজকে নিজেদের কাজ হিসেবে গ্রহণ করল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে

তাদের অনিয়োজিত বাহিনীসমূহকে (সংরক্ষিত বাহিনী) কেন্দ্রীভূত করল, সেইজন্য শেষোক্তটি (সোভিয়েত রাশিয়া), তার দিক থেকে, প্রতিরক্ষার জন্য তার সমস্ত শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করা থেকে বিরত থাকতে পারল না এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের মুখ্য আঘাত তার নিজের উপর টেনে নিতে বাধ্য হল। এ সবকিছুই পশ্চিমের শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তাকে বিরাটভাবে সহজতর করল এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী যোদ্ধা হিসেবে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাদের সহানুভূতি দশগুণ বর্ধিত হল।

এইরূপে, একদেশে বুর্জোয়াদের উৎখাত করার কর্তব্যকাজ সম্পাদনের ফলে একটা আন্তর্জাতিক আয়তনে একটি পৃথক স্তরে যুদ্ধ করবার নতুন কর্তব্যকাজ দেখা দিল—ঘটল শত্রুভাবাপূর্ণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের যুদ্ধ; এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, যা এপর্যন্ত ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম বাহিনী, তা তখন থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর, অগ্রগামী বাহিনী হয়ে দাঁড়াল।

এইরূপে, বিপ্লব সমাধা করতে তার, অর্থাৎ রাশিয়ার, পক্ষে সহজতর করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে বিপ্লবকে বল্গামুক্ত করার কর্তব্যকাজ একটা ইচ্ছা থেকে সেদিনের একটি বিশুদ্ধরূপে বাস্তব কর্তব্যকাজে রূপান্তরিত হল। অক্টোবর (বিপ্লব) কর্তৃক ঘটানো সম্পর্কের (বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের) পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে অক্টোবর (বিপ্লবের) জন্যই। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহের উপর এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করেনি।

(খ) অক্টোবরের পরে রাশিয়ায় যে পরিস্থিতি দাঁড়াল তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল রাশিয়ার অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি, উভয়ের অবস্থানে পরিবর্তন। পূর্বে, অক্টোবরের আগে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল বুর্জোয়াদের উৎখাত করার জন্য সমস্ত সংগ্রামী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করা; অর্থাৎ তার কর্তব্যকাজ ছিল প্রধানতঃ চরম সংকটপূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক চরিত্রের। এখন, অক্টোবরের পরে, যখন বুর্জোয়ারা আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই, রাষ্ট্র হয়ে গেছে শ্রমিকশ্রেণীর, তখন পুরানো কর্তব্য লোপ পেয়েছে; তার স্থান গ্রহণ করেছে, একদিকে, নতুন সোভিয়েত রাশিয়াকে, তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সংগঠনগুলিকে গড়ে তোলার জন্য এবং অন্যদিকে উৎখাত—কিন্তু তখনো পরিপূর্ণরূপে চূর্ণ হয়নি—বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ

চূর্ণ করার জন্য রাশিয়ার সমস্ত মেহনতী জনগণকে সংগঠিত করার নতুন কর্তব্যকাজ (কৃষক, মিস্ত্রী, কারিগর, বুদ্ধিজীবীরা এবং রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদ্‌পদ জাতিসত্তাগুলি)।*

(গ) রাশিয়ার অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানে পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নতুন কর্তব্যকাজ অনুসারে, **বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি** ও রাশিয়ার অধিবাসীদের স্তরগুলির সঙ্গে **সম্পর্কে শ্রমিক-শ্রেণীর নীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটেছে।** পূর্বে (বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের পূর্বমুহূর্তে) শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের সঙ্গে স্বতন্ত্র চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানাত, কারণ এরকম নীতি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের শক্তিশালী করত। এখন কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী স্বতন্ত্র চুক্তি সম্পাদনের অনুকূলে, কারণ এগুলি এখন তার ক্ষমতাকে জোরদার করে, বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাঙন ধরায়, বুর্জোয়াদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসমূহকে বশে আনতে, অঙ্গীভূত করতে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করে। **'সংস্কারবাদ'** এবং **স্বতন্ত্র চুক্তি সম্পাদনের** মধ্যেকার পার্থক্য (প্রথমটি বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পদ্ধতিকে পরিপূর্ণভাবে বাতিল করে, শেষোক্তটি তা করে না, এবং বিপ্লবীরা যখন তা প্রয়োগ করে, তারা তা বৈপ্লবিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই করে; প্রথমোক্তটি পরিধিতে সংকীর্ণতর, শেষোক্তটি প্রশস্ততর)। ('সংস্কার-বাদ' এবং 'চুক্তিনীতি' দেখুন।)

(ঘ) শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সঙ্গতির বিশাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে **কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতিগত কার্যকলাপের পরিধি বর্ধিত হল।** পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি সীমাবদ্ধ ছিল রণনীতিগত পরিকল্পনা রচনায়, আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির বিভিন্ন রূপের মধ্যে এবং আন্দোলনের (শ্লোগানগুলির) বিভিন্ন দাবির মধ্যে কৌশলী কাজ পরিচালনায়—কতকগুলিকে উপস্থাপিত করে, কতকগুলিকে পরিবর্তন করে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতার আকারে স্বল্প মজুতকে নিয়োগ করে। সাধারণতঃ, পার্টির দুর্বলতার দরুণ এই মজুতসমূহ নিয়োগ করা সংকীর্ণ সীমায় গণ্ডীবদ্ধ ছিল। কিন্তু, এখন, অক্টোবরের পরে, প্রথমতঃ **মজুতগুলির**

*অনুরূপভাবে, ধর্মঘট, উত্থান প্রভৃতি আন্দোলনের পুরানো ধরন লোপ পেয়েছে, এবং অনুরূপভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির (পার্টি, সোভিয়েতগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভগুলি, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি) চরিত্র এবং ধরনও (ক্রিয়াকলাপ) পরিবর্তিত হয়েছে।

বৃদ্ধি হয়েছে (রাশিয়ার সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিরোধিতা, বিরোধিতা চতুষ্পার্শ্বস্থ রাষ্ট্রগুলিতে শ্রেণী ও জাতিসত্তাগুলির মধ্যে, বিরোধিতা চতুষ্পার্শ্বস্থ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে, পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান সোশ্যালিষ্ট আন্দোলন, পূর্বে এবং সাধারণভাবে উপনিবেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন ইত্যাদি ; দ্বিতীয়ত:, **কৌশলী কাজ পরিচালনার উপায় ও সম্ভাবনাসমূহ বেড়েছে** (নতুন নতুন উপায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কূটনৈতিক কর্মতৎপরতা, পশ্চিমের সোশ্যালিষ্ট আন্দোলন এবং পূর্বের বিপ্লবী আন্দোলন, উভয়ের সঙ্গে অধিকতর কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠার আকারে পুরানো উপায়গুলির সম্পূরক হয়েছে) ;

তৃতীয়ত:, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এবং সংহতি বৃদ্ধিহেতু **মজুত নিয়োগের পক্ষে নতুন নতুন ও বিস্তৃততর সম্ভাবনাসমূহ উদ্ভূত হয়েছে**—এই শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ায় এখন প্রাধান্যপূর্ণ **রাজনৈতিক শক্তি** হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার রয়েছে নিজস্ব সশস্ত্রবাহিনীসমূহ, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগামী বাহিনী।

(১৩) **বিশেষ :** (ক) আন্দোলনের **গতিবেগের** প্রশ্ন এবং রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণে তার ভূমিকা ; (খ) **সংস্কারবাদের, চুক্তিসমূহের** নীতির প্রশ্ন, এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক।

(১৪) **'সংস্কারবাদ'** ('আপোষ-মীমাংসা'), **'চুক্তিসমূহের নীতি'** এবং **'স্বতন্ত্র চুক্তিসমূহ'** হল **'তিনটি বিভিন্ন জিনিস'** (প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলাদাভাবে লিখুন)। মনশেভিকদের সম্পাদিত **চুক্তিসমূহ** গ্রহণীয় নয়, কেননা সেগুলি **সংস্কারবাদ**, অর্থাৎ **বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রত্যাখানের** ভিত্তিতে সম্পাদিত, কিন্তু তাদ্বিপরীতে, বলশেভিকদের সম্পাদিত **চুক্তিসমূহ** বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্পাদিত। ঠিক ঠিক সেই কারণে মেনশেভিকদের সম্পাদিত চুক্তিসমূহ একটি প্রথায় পরিণত হয়, পরিণত হয় **চুক্তিসমূহের একটি নীতিতে**, পক্ষান্তরে, বলশেভিকরা কেবলমাত্র **স্বতন্ত্র**, বাস্তব চুক্তিসমূহের পক্ষে এবং তারা তাদের চুক্তিসমূহকে একটি বিশেষ নীতিতে পরিণত করে না।

(১৫) **রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশে তিনটি সময়পর্ব :**

(ক) **শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর (অর্থাৎ পার্টির) গঠনের সময়কাল, পার্টির ক্যাডার তালিকাভুক্ত করার সময়কাল** (এই সময়কালে পার্টি ছিল **দুর্বল** ; তার ছিল একটি কার্যসূচী ও রণকৌশলের সাধারণ নীতিসমূহ, কিন্তু ব্যাপক গণ-কর্মতৎপরতার পার্টি হিসেবে তা ছিল **দুর্বল**) ;

(খ) **কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী গণ-সংগ্রামের সময়পর্ব।** এই সময়পর্বে **গণ-বিক্ষোভ আন্দোলনের একটি সংগঠন থেকে** পার্টি একটি গণ-কর্মতৎপরতার সংগঠনে রূপান্তরিত হল; **প্রস্তুতির** সময়পর্বের স্থান গ্রহণ করল **বিপ্লবী কর্মতৎপরতার** সময়পর্ব।

(গ) **ক্ষমতা গ্রহণের পর, কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী পার্টি হবার পর সময়কাল।**

(১৬) **রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের** রাজনৈতিক **শক্তি** এখানেই রয়েছে যে কৃষকদের কৃষি-বিপ্লব (সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ) ঘটেছিল **শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে** (বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে নয়), এবং **এর ফলশ্রুতিতে** বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ভূমিকা হিসেবে কাজ করল; রাজনৈতিক শক্তি এখানেই রয়েছে যে কৃষকসমাজ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতী অংশগুলির মধ্যে **সংযোগ** এবং শেষোক্তরা প্রথমোক্তদের যে **সমর্থন** দেয়, তা শুধু রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিত ছিল না, তা সাংগঠনিকভাবে সোভিয়েতগুলিতেও সুসংহত হয়েছিল এবং এটাই শ্রমিকশ্রেণীর জন্য অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহানুভূতি জাগরিত করল (এবং এইজন্যই শ্রমিকশ্রেণী যদি দেশের অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ না-ও হয়, তাতে **কিছু আসে যায় না।**)

ইউরোপে (মহাদেশে) **শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দুর্বলতা এখানেই রয়েছে** যে, সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর গ্রামাঞ্চল থেকে **এই** সংযোগ এবং **এই** সমর্থনের অভাব আছে; **সেখানে** বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে কৃষকেরা সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে **মুক্ত হয়েছিল** (শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়, সেই সময় শ্রমিকশ্রেণী ছিল দুর্বল) এবং এটাই, গ্রামাঞ্চলের স্বার্থগুলির প্রতি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যে উদাসীনতা দেখিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বুর্জোয়াদের পক্ষে কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহানুভূতি দীর্ঘকালের জন্য নিশ্চিত করেছিল)।*

জুলাই, ১৯২১

সর্বপ্রথম প্রকাশিত

*এই সংক্ষিপ্তসার লেখক, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত পুস্তিকা, **লেনিনবাদের ভিত্তির** জন্য, ব্যবহার করেছিলেন এবং জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলীর** ষষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংক্ষিপ্তসারের প্রথম অংশ, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত, 'রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্ন সম্পর্কে', এই প্রবন্ধটির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯২১ সালের আগস্টে প্রকাশিত, 'ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে ও পরে', এই প্রবন্ধটির জন্য এই সংক্ষিপ্তসারের কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এই খণ্ডের মধ্যেও সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জর্জিয়া ও ট্রান্সককেশিয়ায় কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজ

(জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তিফলিস সংগঠনের
একটি সাধারণ সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট[২৮],
৬ই জুলাই, ১৯২১)

কমরেডগণ, আপনাদের সংগঠনের কমিটি জর্জিয়ায় কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজের উপর একটি রিপোর্ট প্রদান করতে আমাকে বলেছেন।

কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজগুলি হল রণকৌশলের প্রশ্ন। কিন্তু একটি পার্টির রণকৌশল, বিশেষ করে একটি সরকারী পার্টির রণকৌশল, নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল পার্টি যে সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে তার বিচার-বিবেচনা করা এবং পার্টি এটাকে অবশ্যই উপেক্ষা করবে না। এই পরিস্থিতি, তাহলে, কি ?

এটা প্রমাণ করবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবার সাথে সাথে পৃথিবী দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হল—আঁতাতের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ; প্রথম শিবিরে রয়েছে সমস্ত রকমের পুঁজিবাদী, 'গণতান্ত্রিক' এবং মেনশেভিক রাষ্ট্রগুলি, আর দ্বিতীয় শিবিরে রয়েছে জর্জিয়াসহ সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি। যে পরিস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি আজ নিজেদের অবস্থিত দেখছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, উপরে বর্ণিত দুটি শিবিরের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের সময়কাল শেষ হয়েছে তাদের মধ্যে কম-বেশি দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধবিরতি দ্বারা এবং যুদ্ধের সময়পর্বের স্থান গ্রহণ করেছে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্মাণপর্ব। পূর্বে, যুদ্ধের সময়কালে, বলতে গেলে, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ তাদের কাজকর্ম চালাত 'সমস্ত কিছুই যুদ্ধের জন্য' এই সাধারণ শ্লোগান অনুযায়ী, কেননা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি ছিল একটি অবরুদ্ধ শিবির, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অবরুদ্ধ। সেই সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টি লালফৌজ গঠনের কাজে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ফ্রন্টে সমস্ত সক্রিয় শক্তিগুলিকে নিক্ষেপ করতে তার সমস্ত কর্ম-

শক্তিকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিল। বলা বাহুল্য, সেই সময়পর্বে পার্টি অর্থনৈতিক গঠনযজ্ঞে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সমর্থ হয়নি। অতিশয়োক্তি না করে এটা বলা চলে যে, সেই সময়পর্বে সোভিয়েত দেশগুলির অর্থনীতি যুদ্ধশিল্পের অগ্রগতিতে এবং জাতীয় অর্থনীতির কতকগুলি শাখার—এগুলিও ছিল যুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যথাশক্তি রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ এটাই অর্থনৈতিক ধ্বংস, যা আমরা সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের সময়পর্ব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, তাকে ব্যাখ্যা করে।

এখন যখন আমরা অর্থনৈতিক গঠনকার্যের নতুন সময়পর্বে প্রবেশ করেছি, এখন যখন আমরা যুদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ শ্রমের কাজে অতিক্রান্ত হয়েছি, তখন 'সমস্ত কিছুই যুদ্ধের জন্য' এই পুরানো শ্লোগানের স্বাভাবিকভাবেই স্থানাপন্ন হচ্ছে এই নতুন শ্লোগানটি—'সমস্ত কিছুই জাতীয় অর্থনীতির জন্য'। এই নতুন সময়পর্ব কমিউনিস্টদের উপর অর্থনৈতিক ফ্রন্টে, শিল্পে, কৃষিতে, খাদ্য সরবরাহে, কো-অপারেটিভগুলিতে, যানবাহন প্রভৃতিতে তার সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করার কর্তব্য চাপাচ্ছে। কেননা আমরা যদি এটা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা অর্থনৈতিক ধ্বংস অতিক্রম করতে অক্ষম হব।

যেহেতু যুদ্ধের সময়কাল সামরিক ধরনের কমিউনিস্টদের উদ্ভব ঘটিয়েছিল—সরবরাহ, সমাবেশ, তৎপরতা-পরিচালনা ইত্যাদির অফিসারগণ, সেইহেতু নতুন সময়পর্বে, অর্থনৈতিক গঠনযজ্ঞের পর্বে, কমিউনিস্ট পার্টি, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্তব্যকাজে ব্যাপক জনসাধারণকে টানবার ক্ষেত্রে, অবশ্যই এক নতুন ধরনের কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট ব্যবসায়-কর্মাধ্যক্ষ—শিল্প, কৃষি, যানবাহন, কো-অপারেটিভ ইত্যাদির কর্মাধ্যক্ষদের শিক্ষিত করে তুলবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক গঠনকার্য এগিয়ে নেবার সময় কমিউনিস্টরা অবশ্যই উপেক্ষা করবে না দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা আমরা অতীত থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। এই ঘটনাগুলি হল: প্রথমতঃ, সোভিয়েত দেশগুলিকে পরিবেষ্টনকারী বিশিষ্টরূপে শিল্পায়িত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি; দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক কৃষক পেটি-বুর্জোয়ার অস্তিত্ব।

বিষয়টি হল এই যে, ইতিহাসের অভিপ্রায়ে সোভিয়েত ক্ষমতা বিজয়ী হয়েছে, কোন অধিকতর বিশিষ্টভাবে উন্নত দেশগুলিতে নয়, বিজয়ী হয়েছে পুঁজিবাদী বিষয়ের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলিতে। ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, জার্মানি, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মতো পুঁজিবাদের চিরায়ত

দেশগুলি, যেখানে পুঁজিবাদ কয়েক শতাব্দী ধরে বিদ্যমান রয়েছে এবং যেখানে বুর্জোয়ারা সমগ্র সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণকারী একটি ক্ষমতাশালী শক্তি হয়ে দাঁড়াতে সফল হয়েছে, সেইসব দেশগুলি অপেক্ষা রাশিয়ার মতো দেশগুলি, যেখানে পুঁজিবাদ অপেক্ষাকৃতভাবে তরুণ, শ্রমিকশ্রেণী সবল ও কেন্দ্রীভূত এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল, সেইসব দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

জার্মানি এবং ব্রিটেনের মতো দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সেসব দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত এবং সমাধা করা, নিঃসন্দেহে, অধিকতর সহজ হবে, অর্থাৎ সেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করা অধিকতর সহজ হবে, কেননা শিল্প সেখানে অধিকতর উন্নত, প্রযুক্তিগত দিক থেকে অধিকতর উন্নতভাবে সজ্জিত, এবং বর্তমানের সোভিয়েত দেশগুলির তুলনায় সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর। কিন্তু, আপাততঃ, আমরা এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যে, একদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইসব দেশগুলিতে, যারা শিল্পগতভাবে কম উন্নত এবং যাদের আছে ক্ষুদ্র পণ্যদ্রব্য উৎপাদকদের (কৃষকদের) বহুসংখ্যক শ্রেণী এবং, অন্যদিকে, বুর্জোয়া একনায়কত্ব বিদ্যমান সেইসব দেশগুলিতে, যারা শিল্পের দিক থেকে অধিকতর বিশিষ্টভাবে উন্নত এবং যাদের প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণী রয়েছে। এই ঘটনা উপেক্ষা করা হবে অবিজ্ঞজনোচিত এবং বিবেচনাহীন।

যেহেতু সোভিয়েত দেশগুলির রয়েছে কাঁচামাল ও জ্বালানির প্রচুর উৎস এবং যেহেতু শিল্পগতভাবে উন্নত বুর্জোয়া দেশগুলি এইসব জিনিসের ঘাটতি ভোগ করছে, সেইহেতু বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী গোষ্ঠীরা কাঁচামাল ও জ্বালানির এইসব উৎসকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তি সম্পাদনে নিঃসন্দেহে আগ্রহী। অন্যদিকে, যেহেতু সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষুদ্র উৎপাদকশ্রেণীর (কৃষকসমাজের) প্রয়োজন যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্রের (তন্তুজ দ্রব্যাদি, কৃষির উপকরণাদি), এই শ্রেণীও পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে (কৃষি-উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে) তার শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে নিঃসন্দেহে আগ্রহী।

তার দিক থেকে, সোভিয়েত সরকারও, বিদেশের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী

গোষ্ঠী এবং তার নিজের দেশের ক্ষুদ্র পণ্যদ্রব্য উৎপাদকশ্রেণী, উভয়ের সঙ্গে অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করতে আগ্রহী, কেননা এই সমস্ত চুক্তি যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রযুক্তিগত-শিল্পগত ভিত্তি, বৈদ্যুতীকরণের বিকাশ নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত ও সহজতর করবে।

এই ঘটনাগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রসমূহের কমিউনিস্টদের, পশ্চিমের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী গোষ্ঠী (তাদের পুঁজি ও প্রযুক্তিগত শক্তিসমূহকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে) এবং দেশের পেটি-বুর্জোয়া (প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য পাবার উদ্দেশ্যে), উভয়ের সঙ্গেই অস্থায়ী চুক্তিসমূহ সম্পাদন করার নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেয়।

কেউ কেউ বলতে পারে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের রণকৌশল মেনশেভিকবাদের আভাস দেয়, কেননা মেনশেভিকরা তাদের কাজকর্মে বুর্জোয়াদের সঙ্গে চুক্তির রণকৌশল নিয়োগ করে। কিন্তু তা সঠিক নয়। কমিউনিস্টদের এখন প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার রণকৌশল এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মেনশেভিক রণকৌশলের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। মেনশেভিকরা সচরাচর বুর্জোয়াদের সঙ্গে চুক্তির প্রস্তাব করে যখন পুঁজিবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যখন তাদের ক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদীরা উপর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকে কিছু কিছু 'সংস্কার', ছোটোখাটো সুযোগ-সুবিধা দিতে বিমুখ নয়। এরূপ চুক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং বুর্জোয়াদের পক্ষে লাভজনক, কেননা এগুলি বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দুর্বল করে না, পরন্তু শক্তিশালী করে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মতবিরোধ জাগায়, তাদের সাধারণ স্তরের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। ঠিক ঠিক এইজন্যই, বুর্জোয়ারা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মেনশেভিক রণকৌশলের বিরোধিতা বলশেভিকরা সর্বদাই করেছিল, এবং সর্বদাই বিরোধিতা করবে। ঠিক ঠিক এইজন্যই বলশেভিকরা শ্রমিক-শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তারের বাহন হিসেবে মেনশেভিকদের মনে করে।

যা হোক, মেনশেভিকদের রণকৌশলের সঙ্গে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যে বলশেভিকদের প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পাদনের রণকৌশল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চরিত্রের,

কেননা এগুলি একটা সমগ্রভাবে পৃথক পরিস্থিতি পূর্বেই মেনে নেয়, এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে বুর্জোয়ারা নয়, শ্রমিকশ্রেণীই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ; এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুর্জোয়াগোষ্ঠী এবং শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের অবশ্যম্ভাবী ফল যেমন একদিকে নিশ্চিতরূপে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা শক্তিশালী করে, তেমনি অন্যদিকে তা বুর্জোয়াদের মধ্যে ভাঙন ধরায় এবং তাদের কোন কোনটিকে পোষ মানায়। কেবলমাত্র প্রয়োজন হল যে, শ্রমিকশ্রেণী তাদের অর্জিত ক্ষমতাকে দৃঢ়হস্তে আঁকড়ে ধরবে এবং দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এইসব বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সঙ্গতি ও জ্ঞানের সুনিপুণ ব্যবহার করবে।

আপনারা দেখছেন এই রণকৌশলগুলি এবং মেনশেভিকদের রণকৌশলগুলির দূরত্ব স্বর্গ ও মর্ত্যের দূরত্বের অনুরূপ।

এইরূপে, সমস্ত সক্রিয় বাহিনীদের অর্থনৈতিক ফ্রন্টে নিক্ষেপ করা এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বুর্জোয়াগোষ্ঠীদের সঙ্গে চুক্তির সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে শেষোক্তদের সঙ্গতি, জ্ঞান ও সংগঠনী দক্ষতার সদ্ব্যবহার করা—এরূপই হল জর্জিয়ার কমিউনিস্টদের সহ সোভিয়েত দেশগুলির কমিউনিস্টদের নিকট সাধারণ পরিস্থিতি নির্দেশিত আশু কর্তব্যকাজ।

অবশ্য, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সোভিয়েত দেশগুলির, এক্ষেত্রে সোভিয়েত জর্জিয়ার, রণকৌশল নির্ধারণ করতে সক্ষম হবার জন্য সাধারণ পরিস্থিতির মূল্য নির্ণয় করা যথেষ্ট নয়। রণকৌশল নির্ধারণে সক্ষম হতে হলে প্রতিটি সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্টরা অবশ্য অনুসরণ করবে—বিশেষ অবস্থা হিসেবের বিষয়ীভূত করাও প্রয়োজন—প্রতিটি দেশের জীবনের বাস্তব অবস্থাসমূহ। সোভিয়েত জর্জিয়ার জীবনের বিশেষ, বাস্তব অবস্থাসমূহ কি কি যার মধ্যে জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম চালাতে হবে ?

এই অবস্থাসমূহের চরিত্র বর্ণনা করে, এমন কতকগুলি তথ্য নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত দেশগুলির প্রতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের চরম শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সন্দেহাতীত যে, কি সামরিক, কি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত জর্জিয়ার, তথা অন্য কোন সোভিয়েত দেশের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন হল একটি শর্ত যা ছাড়া এই রাষ্ট্রগুলির অগ্রগতি অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, এটা সুস্পষ্ট যে জর্জিয়া খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি ভোগ করছে, তার প্রয়োজন রাশিয়ার শস্যের এবং এই শস্য ছাড়া সে চলতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, জর্জিয়ার কোন তরল জ্বালানি নেই, তাই স্পষ্টরূপে তার প্রয়োজন আজারবাইজানের তৈল সামগ্রীর, এবং তার যানবাহন বা শিল্প বজায় রাখতে গেলে তার এইসব তৈল সামগ্রী ছাড়া চলতে পারে না।

চতুর্থতঃ, এটাও সন্দেহাতীত যে জর্জিয়া রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি ভোগ করছে, তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি মেটাতে রাশিয়া থেকে স্বর্ণের আকারে তার সাহায্যের প্রয়োজন।

সর্বশেষে, জর্জিয়ার অধিবাসীদের জাতীয় গঠন দ্বারা সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থাগুলি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব: এই জনসংখ্যার একটি বড় শতাংশ আর্মেনীদের দ্বারা গঠিত এবং জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিসে তারা হল অধিবাসীদের অর্ধেকের মতো। কোন ধরনের সরকারের অধীনে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত শাসনের অধীনে, এই ঘটনা, নিঃসন্দেহে, জর্জিয়ার এই কর্তব্য নিরূপিত করে যে সে জর্জিয়ার আর্মেনিগণ এবং আর্মেনিয়া, উভয়ের সঙ্গেই পুরোদস্তুর শান্তি এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা বজায় রাখবে।

এ বিষয়ে বড় একটা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না যে এই ঘটনাগুলি এবং অনুরূপ ধরনের অন্যান্য অনেক বাস্তব অবস্থা সোভিয়েত জর্জিয়া এবং সোভিয়েত আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের উপর—ধরা যাক—যানবাহনের উন্নতি সাধনের জন্য, বৈদেশিক বাজারে যুক্ত কার্যক্রমের জন্য, জমি পুনরুদ্ধার করার প্রকল্প সংগঠন (সেচ, নিষ্কাশনের ব্যবস্থা) ইত্যাদির জন্য কোন ধরনে তাদের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ, অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টাগুলি ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্য চাপায়। বাইরে থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা করার ঘটনায় ট্রান্সককেশিয়ার স্বাধীন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে এবং তাদের ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সমর্থন ও সংযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর আমি বেশি কিছু বলব না। এ সমস্তই সুস্পষ্ট এবং তর্কাতীত। এবং যদি আমি এইসব গতানুগতিক সত্যউল্লেখ করি, তা করছি এই জন্য যে গত দুই বা তিন বছরে এমন কতকগুলি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যা এরূপ ঐক্যপ্রচেষ্টা ব্যাহত করার ভীতি সৃষ্টি করছে। আমি উল্লেখ করছি স্বাদেশিকতার কথা—জর্জীয়, আর্মেনী এবং আজারবাইজানীয়—যা গত কয়েক বছরে জঘন্যরূপে ট্রান্সককেশিয়ার সাধারণতন্ত্রগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যা যুক্ত কর্মোদ্যমের পক্ষে অন্তরায়।

আমার মনে পড়ছে ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যেকার বছরগুলি; এই সময়কালে শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে ট্রান্সককেশিয়ার জাতিসত্তাগুলির মেহনতী অধিবাসীদের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌহার্দমূলক সংহতি লক্ষ্য করা যেত, যখন সৌহার্দমূলক বন্ধনগুলি আর্মেনী, জর্জীয়, আজারবাইজানীয় এবং রুশ শ্রমিকদের একটি সমাজতান্ত্রিক পরিবারে একত্রে বেঁধে রাখত। এখন, তিফলিসে পৌঁছিয়ে ট্রান্সককেশিয়ার জাতিসত্তাগুলির শ্রমিকদের মধ্যে পূর্বেকার সংহতির অভাব দেখে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছি। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে স্বাদেশিকতা উদ্ভূত হয়েছে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কমরেডদের উপর অবিশ্বাসবোধ প্রবলভাবে বেড়ে উঠেছে: আর্মেনী-বিরোধী, তাতার-বিরোধী, জর্জীয়-বিরোধী, রুশ-বিরোধী এবং স্বাদেশিকতার অন্যান্য প্রত্যেকটি রকম এখন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ভ্রাতৃপ্রতিম আস্থার পুরানো বন্ধনগুলি ছিন্নভিন্ন, অথবা অন্তত: গুরুতররূপে দুর্বল হয়েছে। স্পষ্টতঃই, জর্জিয়ায় (মেনশেভিকগণ), আজারবাইজানে (মুসাভাতিবাদীরা[২৯]) এবং আর্মেনিয়ায় (দাশ্‌নাকগণ[৩০]) জাতীয় সরকারগুলির তিন বছরের অস্তিত্বে তাদের ছাপ রেখে গেছে। তাদের স্বাদেশিকতার নীতি অনুসরণ করে, আগ্রাসী স্বাদেশিকতার নীতি ও মনোভাব নিয়ে মেহনতী জনগণের মধ্যে কাজ চলিয়ে এই স্বাদেশিকতাবাদী সরকারসমূহ সর্বশেষে বিষয়গুলি এমন অবস্থায় এনে ফেলল, যেখানে এই সমস্ত ছোট ছোট দেশের প্রত্যেকটি নিজেকে একটি শত্রুতাপূর্ণ স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত দেখল, যার ফলে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া রাশিয়ার শস্য ও আজারবাইজানের তেল থেকে বঞ্চিত হল এবং আজারবাইজান ও রাশিয়া বাতুমের ভিতর দিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত হল—স্বাদেশিকতাবাদী নীতির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ সশস্ত্র সংঘর্ষ (জর্জীয়-আর্মেনী যুদ্ধ) এবং এলোপাথাড়ি হত্যাকাণ্ডের (আর্মেনী-তাতার) কথা তো বলাই বাহুল্য। বিস্ময়ের কিছু নয় যে, এই বিষাক্ত স্বাদেশিকতাবাদী আবহাওয়ায় পুরানো আন্তর্জাতিক বন্ধনসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং শ্রমিকদের মন স্বাদেশিকতায় বিষিয়ে গেছে। এবং যেহেতু শ্রমিকদের মধ্য থেকে স্বাদেশিকতাবাদের অবশেষ নির্মূল হয়নি, সেইহেতু এই ঘটনা (স্বাদেশিকতাবাদ) ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের অর্থনৈতিক (এবং সামরিক) প্রচেষ্টা ঐক্যবদ্ধ করার পথে প্রধানতম অন্তরায়। তারপর, আমি আগেই বলেছি যে এরূপ ঐক্য ব্যতিরেকে ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের, বিশেষ করে সোভিয়েত জর্জিয়ার,

অর্থনৈতিক অগ্রগতি অচিন্তনীয়। অতএব জর্জিয়ার কমিউনিস্টদের আশু করণীয় কাজ হল, স্বাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম পরিচালনা করা, স্বাদেশিকতাবাদী মেনশেভিক সরকার রঙ্গমঞ্চে আসার পূর্বে যে পুরানো সৌভ্রাত্র্যমূলক আন্তর্জাতিক বন্ধনগুলি বিদ্যমান ছিল সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ও এইভাবে ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ঐক্যবদ্ধ করা এবং জর্জিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পারস্পরিক আস্থার সেই সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আর কোন স্বাধীন জর্জিয়া, স্বাধীন আজারবাইজান ইত্যাদির থাকা উচিত হবে না। আমার মতে, একটিমাত্র ট্রান্সককেশীয় সরকারের নেতৃত্বে পুরানো সরকারগুলি (গুবের্নিয়া) (তিফলিস, বাকু, এরিভান) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে যে খসড়া পরিকল্পনা প্রচারিত হচ্ছে, তা হল একটা স্বপ্নরাজ্য, এবং একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বপ্নরাজ্যও বটে; কেননা এই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের চাকা পেছনদিকে ঘুরাবার ইচ্ছা-প্রণোদিত। পুরানো সরকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার জাতীয় সরকারগুলি ভেঙে দেওয়া হবে জমিদারতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং বিপ্লবের সুফলগুলি নষ্ট করে দেওয়ার সমতুল্য। সাম্যবাদের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। পারস্পরিক আবহাওয়া দূরীভূত করার জন্য এবং ট্রান্সককেশিয়ার জাতিসত্তাগুলি ও রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাত্র্যের বন্ধনগুলি ফিরিয়ে আনার জন্যই ঠিক ঠিক জর্জিয়া, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। এটা নিবারিত করে না, কিন্তু, পক্ষান্তরে, পূর্বাহ্নেই মেনে নেয় পারস্পরিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা, মেনে নেয় স্বেচ্ছাধীন চুক্তির ভিত্তিতে, একটি সভা-আহ্বানের ভিত্তিতে, স্বাধীন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা।

আমি যে সংবাদ পেয়েছি সেই অনুসারে, মস্কোতে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানকে সোনায় ৬,৫০০,০০০ রুবল ঋণের আকারে কিছু সামান্য সাহায্য দেওয়া হবে। আরও, আমি জানতে পেরেছি যে, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া আজারবাইজান থেকে বিনা মূল্যে তৈল সামগ্রী পাচ্ছে; এটা এমন কিছু যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির জীবনে অচিন্তনীয়, এমনকি কুখ্যাত 'আঁতাত করডিয়েল'[৩১] দ্বারা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির

ক্ষেত্রেও। এটা প্রমাণ করার দরকারই পড়ে না যে এগুলি এবং অনুরূপ ব্যবস্থাগুলি এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা দুর্বল করে না, পরন্তু শক্তিশালী করে।

এইভাবে, স্বাদেশিকতাবাদী অবশেষগুলি নিশ্চিহ্ন করা, লোহিত-তপ্ত লোহা দিয়ে তাদের সেঁকা দেওয়া, ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহের ঐক্যবদ্ধতা সহজতর ও ত্বরান্বিত করার জন্য ট্রান্সককেশিয়ার জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করা (যা ছাড়া সোভিয়েত জর্জিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন অচিন্তনীয়) —এরূপই হল দ্বিতীয় আশু করণীয় কাজ যা জর্জিয়ার কমিউনিস্টদের নির্দেশ করছে সেই দেশের জীবনের বাস্তব অবস্থাসমূহ।

সর্বশেষে, সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমভাবে প্রয়োজনীয়, তৃতীয় আশু করণীয় কাজ হল জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিশুদ্ধতা, নীতিনিষ্ঠতা এবং নমনীয়তা রক্ষা করা।

কমরেডগণ, আপনারা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে, আমাদের পার্টি হল সরকারী পার্টি, প্রায়শঃ শ্রমিকশ্রেণীর নীতি ও মনোভাবের বিরোধী, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য, কর্মজীবনে উন্নতিলাভ করতে আগ্রহশীল লোকজনদের সমগ্র দলগুলি পার্টিতে ঢোকে বা ঢুকবার চেষ্টা করে এবং পার্টির ভিতর বহন করে আনে ভাঙন ধরানো এবং রক্ষণশীলতার নীতি ও মনোভাব। কমিউনিস্টদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল এইরূপ লোকজনদের বিরুদ্ধে পার্টিকে পাহারা দেওয়া। আমাদের চিরকালের জন্য মাত্র একবার মনে রাখতে হবে যে, একটি পার্টির, বিশেষতঃ একটি কমিউনিস্ট পার্টির, শক্তি ও প্রভাব সদস্যদের সংখ্যার উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে সদস্যদের গুণ ও যোগ্যতা এবং পার্টির আদর্শের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার উপর। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৭ লক্ষ। কমরেডগণ, আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পার্টি ইচ্ছা করলে এই সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ১০ লাখ করতে পারত, যদি কিনা পার্টি এটা না জানত যে অবাঞ্ছিত এবং সম্পূর্ণ অকেজো ১০ লক্ষ সহযাত্রীদের অপেক্ষা ৭ লক্ষ নীতিনিষ্ঠ সদস্য অনেক বেশি প্রবলতর শক্তি। রাশিয়া যদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে, যদি সে বহিঃস্থ ফ্রন্টসমূহে কতকগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে থাকে এবং যদি দুই বা তিন বৎসরকালের মধ্যে সে এমন

একটি শক্তিতে বিকশিত হয়ে থাকে যা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলছে, তাহলে তার কারণ হল, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, কঠিন ইস্পাতে গঠিত এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ইস্পাতদৃঢ়-হওয়া ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব; এই পার্টি কখনো সদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ব্যস্ত হয়নি, পরন্তু সদস্যদের গুণ ও যোগ্যতা বৃদ্ধি তার প্রথম মনোযোগের বিষয় হিসেবে দেখেছে। ল্যাসালে সঠিকভাবেই বলেছেন যে পার্টি নিজেকে আবর্জনা থেকে বিমুক্ত করেই শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে, এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, উদাহরণ হিসেবে, পৃথিবীতে বৃহত্তম সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি, জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়কালে কেন সাম্রাজ্যবাদের হাতে খেলার পুতুল প্রমাণিত হয়েছিল, কেন এই পার্টি যুদ্ধের পরে কর্দমগঠিত পায়ের কলোসাসের মতো ধ্বসে পড়ল, তার কারণ ছিল, এই পার্টি বছরের পর বছর সমস্ত রকমের পেটি-বুর্জোয়া জঞ্জাল ঢুকিয়ে তার সংগঠনগুলি সম্প্রসারিত করার কাজে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিল—এই আবর্জনাই তার প্রাণশক্তি হত্যা করেছিল।

এতদনুসারে, সাধারণ স্তরের কর্মীদের নীতিনিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, পার্টি-সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত না হওয়া, সুসম্বদ্ধভাবে পার্টি-সদস্যদের গুণ ও যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করা, বুদ্ধিজীবী, পেটি-বুর্জোয়া স্বাদেশিকতাবাদী লোকজনদের অন্তঃপ্রবেশের বিরুদ্ধে পার্টিকে পাহারা দেওয়া—এরূপই হল জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় ও সর্বশেষ আশু করণীয় কাজ।

কমরেডগণ, আমি আমার রিপোর্ট শেষ করছি। আমি এখন সিদ্ধান্তগুলতে যাচ্ছি:

(১) সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক গঠনকার্য সম্প্রসারিত করুন, এই কাজে আপনাদের সমস্ত শক্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত করুন এবং এই কাজে পশ্চিমের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীসমূহ এবং আভ্যন্তরীণ পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি, উভয়ের শক্তি ও সঙ্গতিসমূহ কাজে লাগান।

(২) স্বাদেশিকতাবাদের বহুশীর্ষ দানবকে (হাইড্রা) চূর্ণ করুন এবং ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের স্বাধীনতা বজায় রেখে তাদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহের ঐক্যবদ্ধতা সহজতর করার জন্য আন্তর্জাতিকতাবাদের এক সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করুন।

(৩) পেটি-বুর্জোয়া লোকদের অন্তঃপ্রবেশের বিরুদ্ধে পাহারা দিন, পার্টির

নীতিনিষ্ঠতা এবং নমনীয়তা বজায় রাখুন, সুসমঞ্জভাবে সদস্যপদের গুণ ও যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করুন।

এরূপই হল জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি প্রধান আশু করণীয় কাজ।

একমাত্র এই করণীয় কাজগুলি সম্পাদন করেই জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শক্তভাবে হাল ধরে রাখতে এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। (হর্ষধ্বনি)

প্রাভদা গ্রুজি (তিফলিস), সংখ্যা ১০৮
১৩ই জুলাই, ১৯২১

ক্ষমতা গ্রহণের আগে ও পরে পার্টি

আমাদের পার্টির বিকাশে তিনটি সময়পর্বের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে।

প্রথম সময়পর্ব হল আমাদের পার্টির গঠনের, পার্টির সৃষ্টির সময়পর্ব। এই সময়পর্বের অন্তর্ভুক্ত হল প্রায় ইস্ক্রার[৩২] প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় সহ তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়।

এই সময়পর্বে চালিকাশক্তি হিসেবে পার্টি ছিল দুর্বল। পার্টি যে দুর্বল ছিল তার কারণ শুধু এই নয় যে পার্টি নিজেই ছিল তরুণ, তার কারণ এটাও যে সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ছিল দুর্বল, বিপ্লবী পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলনের ছিল অভাব অথবা এসব ছিল স্বল্প-বিকশিত—বিশেষ করে এই সময়পর্বের প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে (কৃষকসমাজ ছিল নীরব অথবা তারা চাপা রাগে গোমড়া-মুখো হয়ে অসন্তোষ জানানোর চেয়ে বেশি কিছু করেনি; শ্রমিকেরা এ কথা সমগ্র শহর জুড়ে কেবলমাত্র আংশিক অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছে; আন্দোলনের ধরনগুলি ছিল গোপন অথবা আধা-আইনী চরিত্রের; শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের রূপগুলিও ছিল প্রধানতঃ গোপন চরিত্রের)।

পার্টির রণনীতি—যেহেতু রণনীতি মজুতসমূহের অস্তিত্ব এবং তাদের নিয়ে কৌশলী কাজ চালানোর সম্ভাবনা পূর্বাহ্ণেই মেনে নেয়—অপরিহার্যরূপে ছিল সংকীর্ণ ও সীমিত। আন্দোলনের রণনীতিগত পরিকল্পনা রচনায় পার্টি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, অর্থাৎ আন্দোলন কোন্ পথ ধরবে; এবং পার্টির মজুত বাহিনীসমূহ—রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের শিবিরের ভিতরে বিরোধিতাসমূহ—পার্টির দুর্বলতার জন্য অব্যবহৃত অথবা প্রায় অব্যবহৃত ছিল।

পার্টির রণকৌশলও, যেহেতু রণকৌশল আন্দোলনের সমস্ত ধরনের সদ্ব্যবহার, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের রূপসমূহ, তাদের সংযুক্তি ও পারস্পরিক সম্পূরণ ইত্যাদি, ব্যাপক জনসাধারণকে জয় করা এবং রণনীতিগত সাফল্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, পূর্বাহ্ণেই মেনে নেয়, তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে ছিল সংকীর্ণ এবং পরিধিবিহীন।

এই সময়কালে পার্টি তার মনোযোগ ও যত্ন তার নিজের উপর, তার নিজের অস্তিত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর কেন্দ্রীভূত করেছিল। এই পর্যায়ে পার্টি নিজেকে এক রকমের স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি হিসেবে গণ্য করত। এটা ছিল স্বাভাবিক: পার্টির উপর জারতন্ত্রের ভীষণ আক্রমণগুলি এবং ভিতর থেকে পার্টিকে উড়িয়ে দিতে এবং পার্টি ক্যাডারদের বদলে একটি অ-পার্টি সংস্থা স্থাপন করতে মেনশেভিকদের কঠোর প্রচেষ্টা (স্মরণ করুন, অ্যাক্সেলরডের কুখ্যাত পুস্তিকা—**একটি জনগণের ডুমা এবং একটি শ্রমিক কংগ্রেস**, ১৯০৫—এর সম্পর্কে প্রবর্তিত একটি শ্রমিক-কংগ্রেসের জন্য মেনশেভিকদের প্রচার-আন্দোলন) পার্টির অস্তিত্বই বিপন্ন করে ফেলেছিল এবং, এর ফলে, পার্টিকে নিরাপদ রাখার প্রশ্ন এই সময়পর্বে সর্বোচ্চ গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

সেই সময়কালে রাশিয়ায় কমিউনিস্টদের প্রধান করণীয় কাজ ছিল শ্রমিক-শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট লোকজন,যারা ছিল সর্বাধিক কর্মঠ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের প্রতি সর্বাধিক অনুরক্ত, তাদের পার্টিতে রিক্রুট করে আনা; শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের গড়ে তোলা এবং পার্টিকে তার পায়ের উপর দৃঢ়-রূপে স্থাপন করা। কমরেড লেনিন এই কর্তব্যকাজকে নিম্নোক্তভাবে সূত্রায়িত করেছেন: 'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকে কমিউনিজমের দিকে জয় করে আনা' (**'বামপন্থী' কমিউনিজম্** ..৩৩ দেখুন)।

দ্বিতীয় সময়পর্ব ছিল বিরাট-ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক সাধারণকে পার্টির দিকে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামীর দিকে জয় করে আনার সময়কাল। প্রায় ১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় এই সময়পর্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সময়পর্বে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি জটিল এবং ঘটনাসমৃদ্ধ ছিল। একদিকে, জারতন্ত্র মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরাজয় বরণ করেছিল তা এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর বিপ্লব, অন্যদিকে রুশ-জাপান যুদ্ধের সমাপ্তি, প্রতিবিপ্লবের বিজয় এবং বিপ্লবের লাভসমূহের অবসান এবং, তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বিপ্লব এবং প্রসিদ্ধ 'দ্বৈত ক্ষমতা'—এই সমস্ত ঘটনা রাশিয়ার সমস্ত শ্রেণীকে আলোড়িত করল এবং তাদের একের পর এককে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে ঠেলে দিল, কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করল এবং বিরাট-ব্যাপক কৃষকসাধারণকে রাজনৈতিক জীবনে জাগরিত করল।

রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মতো শক্তিশালী রূপ দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সমৃদ্ধ হল।

জমিদারদের বয়কট করা দ্বারা কৃষক-আন্দোলন সমৃদ্ধ হল (তাদের পল্লী-গ্রামের বিরাট বাসভবন থেকে জমিদারদের 'অতি দ্রুত যেতে বাধ্য করা'), এই আন্দোলন বিদ্রোহে বিকশিত হল।

অতি-সংসদীয়, আইনী, প্রকাশ্য ধরনের কাজ আয়ত্ত করা পার্টি এবং অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের কার্যকলাপ বলীয়ান করল।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন শুধু ট্রেড ইউনিয়নের মতো পরীক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ দ্বারা সমৃদ্ধ হল না, সমৃদ্ধ হল শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের মতো শক্তিশালী রূপ—যা হল ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব রূপ—তার দ্বারাও সমৃদ্ধ হল।

কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং কৃষকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ স্থাপন করল।

পার্টির মজুতবাহিনীসমূহও বৃদ্ধি পেল। সংগ্রামের গতিপথে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে কৃষকসমাজ শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির পক্ষে এক অফুরন্ত মজুতবাহিনী গড়ে তুলতে পারে এবং করবে। এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পুঁজির শাসন উৎখাত করতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে।

পার্টি পূর্বেকার সময়পর্বে যেমন দুর্বল ছিল এই সময়পর্বে পার্টি অবশ্যই তত দুর্বল ছিল না, চালিকাশক্তি হিসেবে পার্টি একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়াল। তখন আর পার্টি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি হয়ে থাকতে পারল না, কারণ তার অস্তিত্ব ও অগ্রগতি তখন সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল; একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি থেকে পরিবর্তিত হয়ে পার্টি হয়ে উঠল ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণকে জয় করে আনার একটা যন্ত্র, পুঁজির শাসন উৎখাত করতে ব্যাপক জনসাধারণকে পরিচালনা করবার একটা যন্ত্র।

এই সময়পর্বে পার্টির রণনীতি ব্যাপক পরিধি অর্জন করল; কৃষকসমাজকে একটি মজুতবাহিনী হিসেবে জয় করা ও কাজে লাগানোর দিকে এই রণনীতি প্রধানতঃ চালিত হল এবং এই কাজে তা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল।

ব্যাপক জনসাধারণের আন্দোলন, তাদের সংগঠন পার্টি এবং অন্যান্য বিপ্লবী

সংগঠনসমূহের কার্যকলাপ পূর্বে যে রূপগুলি অনুপস্থিত ছিল এমন সব নতুন নতুন রূপ দ্বারা সমৃদ্ধ হবার ফলে পার্টির রণকৌশলও ব্যাপক পরিধি অর্জন করল।

এই সময়পর্বে পার্টির প্রধান করণীয় কাজ ছিল বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব উচ্ছেদ এবং ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে বিরাট ব্যাপক জনসাধারণকে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর দিকে, পার্টির দিকে জয় করে আনা। পার্টি তখন আর তার নিজের উপর তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রাখল না, কেন্দ্রীভূত করল বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের উপর। কমরেড লেনিন এই কর্তব্যকাজকে নিম্নোক্তভাবে রূপায়িত করেছেন: সামাজিক ফ্রণ্টে 'বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের মেজাজ' এমন ধরনের যাতে 'আসন্ন চূড়ান্ত যুদ্ধগুলিতে' বিজয়লাভ নিশ্চিত হয় (কমরেড লেনিনের উপরিউক্ত পুস্তিকা দেখুন)।

আমাদের পার্টির বিকাশে এইরূপই হল প্রথম দুই সময়পর্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় সময়পর্বের মধ্যে পার্থক্য নিঃসন্দেহে বিরাট। কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কিছুটা সাদৃশ্যও আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় সময়পর্বে পার্টি ছিল, সমগ্রভাবে না হলেও, দশভাগের নয়ভাগ একটি জাতীয় বাহিনী, যা কার্যকর ছিল শুধুমাত্র রাশিয়ার জন্য ও রাশিয়ার অভ্যন্তরে (আন্তর্জাতিক সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম বাহিনী)। এইটি হল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হল, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়পর্বেই রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ছিল রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পার্টি, একটা বিপ্লবের পার্টি, সেইজন্য এই সময়পর্বগুলিতে পুরানো ব্যবস্থার সমালোচনা ও বিনাশের উপাদানগুলি কাজে প্রাধান্য পেয়েছিল।

তৃতীয় সময়পর্বের ছবি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এখন আমরা তাতেই আছি।

একদিকে, রাশিয়ার সমস্ত মেহনতী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও লালফৌজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে টেনে আনা, এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে তার পুঁজি উচ্ছেদ করার সংগ্রামে সাহায্য দেবার জন্য সমস্ত শক্তি ও সংহতি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় সময়পর্ব হল ক্ষমতা দখল করা ও আয়ত্তে রাখার পর্ব। ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় এই সময়পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে, এই ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে

এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে উভয়তঃ এমন একটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যা এর পূর্বে বিশ্বে কখনো ঘটেনি।

আরম্ভ হিসেবে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের সোশ্যাল ফ্রণ্টে একটি ফাটল সূচিত করল, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটা মোড় সূচিত করল। নিজেদের মনে ছবি আঁকুন সেই সীমাহীন সোশ্যাল ফ্রণ্টের, যা বিস্তৃত রয়েছে পশ্চাদ্‌পদ উপনিবেশগুলি থেকে অগ্রসর আমেরিকা পর্যন্ত এবং তারপরে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর রুশবাহিনীর দ্বারা সবলে সৃষ্ট এই ফ্রণ্টের বিরাট ফাটল, যা সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের পক্ষে আতংকজনক হয়েছে, যা সাম্রাজ্যবাদী হাঙরদের সমস্ত পরিকল্পনা উল্‌টিয়ে দিয়েছে, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাটভাবে, মূলগতভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যকাজ সহজতর করেছে—এই-ই হল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। সেই মুহূর্ত থেকে আমাদের পার্টি একটি জাতীয় শক্তি থেকে প্রধানতঃ একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হল এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর একটি পশ্চাদ্‌পদ বাহিনী থেকে তার অগ্রগামী বাহিনীতে রূপান্তরিত হল। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যকাজ হল রাশিয়ার সৃষ্ট এই ফাটলকে প্রশস্ত করা, যে অগ্রগামী বাহিনী আগ বাড়িয়েছে তাকে সাহায্য করা এই নির্ভীক অগ্রগামী বাহিনীকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তার ঘাঁটি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার শত্রুদের কাজকে ব্যাহত করা। অন্যপক্ষে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কর্তব্যকাজ হল রাশিয়ার সৃষ্ট এই ফাটলকে বন্ধ করা, নিশ্চিতরূপে বন্ধ করা। এই জন্যই আমাদের পার্টি, যদি তাকে ক্ষমতা আয়ত্তে রাখতে হয়, 'সমস্ত দেশেই বিপ্লবের বিকাশ, সমর্থন ও জাগরণের জন্য এক দেশে (তার নিজের —জে. স্তালিন) সম্ভাব্য যথাশক্তি করার' অঙ্গীকার করছে (লেনিনের বই **সর্বহারার বিপ্লব এবং দলত্যাগী কাউট্‌স্কি**[৩৪] দেখুন)। এইজন্যই, ১৯১৭ সালের অক্টোবর থেকে, আমাদের পার্টি একটি জাতীয় শক্তি থেকে একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে, আন্তর্জাতিক পরিধিতে একটি বিপ্লবের পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে দেশের অভ্যন্তরে পার্টির অবস্থানে একটি সমভাবে মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার সময়পর্বগুলিতে পার্টি পুরানো ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন, রাশিয়ায় পুঁজি উৎখাত করার একটা যন্ত্র

ছিল। পক্ষান্তরে, তৃতীয় পর্বে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটা বিপ্লবের পার্টি এখন একটা গঠনকার্যের পার্টিতে, অর্থনীতির নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করার পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতীতে পুরানো ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ডবেগে আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে পার্টি শ্রমিকদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনীগুলিকে রিক্রুট করত, এখন পার্টি তাদের রিক্রুট করছে খাদ্য সরবরাহ, যানবাহন ও মূল শিল্প-সমূহ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। অতীতে পার্টি জমিদারদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে কৃষকসমাজের বিপ্লবী অংশগুলিকে সমাবেশ করত; এখন পার্টি তাদের রিক্রুট করছে চাষবাস উন্নত করা, কৃষকসমাজের মেহনতী অংশসমূহের এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী সুসংহত করার উদ্দেশ্যে। অতীতে পার্টি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিলম্বে বিকশিত জাতিসত্তাগুলির শ্রেষ্ঠ অংশ-সমূহকে রিক্রুট করত; এখন পার্টি তাদের রিক্রুট করছে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে এইসব জাতিগোষ্ঠীর মেহনতী অংশসমূহের জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। অতীতে পার্টি সৈন্যবাহিনীকে—পুরানো যুদ্ধপ্রিয় সৈন্য-বাহিনীকে—ধ্বংস করেছে; পার্টিকে এখন অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে একটা নতুন, একটা শ্রমিক ও কৃষকদের সৈন্যবাহিনী, বহিঃস্থ শত্রুদের হাত থেকে বিপ্লবের লাভগুলি রক্ষা করার জন্য যার প্রয়োজন।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটি বিপ্লবের পার্টি থেকে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যের একটি পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এইজন্যই পার্টি এখন শ্রমিকশ্রেণীর অস্ত্রাগার থেকে ধর্মঘট, বিদ্রোহের মতো সংগ্রামের রূপকে অপসারিত করেছে, রাশিয়ায় এখন এগুলি অপ্রয়োজনীয়।

অতীতে সামরিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ ছাড়াই আমরা কাজ চালাতে পারতাম, কারণ সে সময়ে পার্টির কর্মতৎপরতা প্রধানতঃ ছিল সমালোচনামূলক, এবং সমালোচনা করা এত সহজ।...এখন পার্টি বিশেষজ্ঞ-দের ছাড়া কাজ চালাতে পারে না; পুরানো বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো ছাড়াও পার্টি অবশ্যই তার নিজের বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিত করে তুলবে: যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার, সরবরাহ করার, সৈন্যবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করার অফিসারসমূহ (সৈন্যবাহিনীর জন্য); খাদ্য-সংক্রান্ত আমলা, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, রেলওয়ে ম্যানেজার, সমবায়-সংক্রান্ত অফিসার, শিল্পে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞদের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে)। এ ছাড়া আমরা গড়ে তুলতে অক্ষম।

পার্টির অবস্থানেও একটা পরিবর্তন ঘটেছে, যেহেতু তার শক্তিগুলি, তার সঙ্গতি, তার মজুতবাহিনীসমূহ বেড়েছে, বেড়েছে বিপুল মাত্রায়।

পার্টির মজুতবাহিনীগুলি হল :

(১) রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধসমূহ।

(২) আমাদের চারিপাশে যে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আছে, তাদের মধ্যে বিরোধিতা ও সংঘর্ষসমূহ, যেগুলি কখনো কখনো সামরিক সংঘাতে পরিণত হয়।

(৩) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

(৪) পশ্চাদ্‌পদ এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন।

(৫) রাশিয়ার কৃষকসমাজ ও লালফৌজ।

(৬) কূটনৈতিক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কর্মচারীবর্গ।

(৭) রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত প্রচণ্ড শক্তি।

সাধারণভাবে এগুলিই হল শক্তি ও সম্ভাব্য বস্তুসমূহ, যাদের কাঠামোর মধ্যে—এবং এই কাঠামো পর্যাপ্তভাবে বিস্তৃত—পার্টির রণনীতি কৌশলী কাজ চালনা করতে পারে এবং এই রণনীতির ভিত্তিতে পার্টির রণকৌশল-সমূহ শক্তিগুলিকে সমাবেশ ও সক্রিয় করার দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করতে পারে।

এ সমস্তই হল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের অনুকূল দিনগুলি।

কিন্তু অক্টোবরের একটা প্রতিকূল দিকও আছে। ঘটনা হল এই যে, শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ায় বৈশিষ্ট্যসূচক আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ অবস্থার অধীনে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং ক্ষমতা দখলের পর পার্টির সমস্ত কাজের উপর তাদের ছাপ থেকে যায়।

প্রথমতঃ, রাশিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা পশ্চাদ্‌পদ দেশ; যদি সে কাঁচামালের বিনিময়ে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম না আনে, তাহলে তার নিজস্ব চেষ্টায় তার পক্ষে যানবাহন সংগঠিত করা, শিল্প বিকশিত করা এবং শহরের ও গ্রামীণ শিল্প বৈদ্যুতীকরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। দ্বিতীয়তঃ, আজ পর্যন্তও রাশিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দ্বীপ, এবং তাকে বেষ্টন করে আছে শত্রু মনোভাবাপন্ন, শিল্পগতভাবে অধিকতর উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি। যদি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবেশী হিসেবে থাকত একটি বৃহৎ শিল্পগতভাবে উন্নত সোভিয়েত রাষ্ট্র, যা কয়েকটি সোভিয়েত

রাষ্ট্র, তাহলে সে সহজেই কাঁচামালের বিনিময়ে কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম আনার ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সেরূপ ঘটনা না ঘটছে, ততদিন সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমাদের পার্টি, যা এই রাষ্ট্রের সরকারকে পরিচালনা করছে, তা যে পর্যন্ত না শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব একটি কিংবা কয়েকটি শিল্প পণ্যোৎপাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিজয়লাভ করছে, ততদিন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জাম পাবার জন্য, পশ্চিমের শত্রুতাপূর্ণ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার রূপ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করতে বাধ্য। সম্পর্কসমূহের সুবিধা-সুযোগ দেবার রূপ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য—এই উদ্দেশ্য সাধনের এগুলিই হল উপায়। এছাড়া, অর্থনৈতিক গঠনকার্যে, দেশের বৈদ্যুতীকরণে চূড়ান্ত সাফল্যসমূহ ভরসা করা দুরূহ হবে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে হবে মন্থরগতি ও বেদনা-দায়ক, কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য, এবং যা অপরিহার্য তা অপরিহার্য হওয়া থেকে বিরত হয় না, যেহেতু কিছু কিছু ধৈর্যহীন কমরেড একটুতেই ঘাবড়ে যান এবং দ্রুত ফলাফল ও সাজানো-গোছানো সুন্দর কার্যকলাপ দাবি করেন।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বর্তমানের সংঘর্ষ ও সামরিক সংঘাতসমূহ এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম আজকের দিনের উৎপাদিকাশক্তিগুলি এবং তাদের বিকাশের জাতীয় সাম্রাজ্য-বাদী কাঠামো ও নিজেদের অধিকারে আনার পুঁজিবাদী রূপসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের ভিত্তির উপর স্থাপিত। সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো এবং নিজেদের অধি-কারে আনার পুঁজিবাদী ধরন উৎপাদিকাশক্তিগুলির শ্বাসরোধ করে এবং তাদের বিকশিত হওয়া ব্যাহত করে। এ থেকে বের হবার একমাত্র উপায় হল অগ্রসর (শিল্প পণ্যোৎপাদী) এবং পশ্চাদ্‌পদ (জ্বালানি ও কাঁচামাল সরবরাহকারী) দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্ব-অর্থনীতি সংগঠিত করা (এবং প্রথমোক্ত কর্তৃক শেষোক্তকে লুণ্ঠন করার ভিত্তিতে নয়)। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রয়োজন। এই বিপ্লব ব্যতিরেকে বিশ্ব-অর্থনীতির সংগঠন ও স্বাভাবিক বিকাশের কথা চিন্তা করা নিরর্থক। কিন্তু যথাযথ পথে বিশ্ব অর্থনীতি সংগঠিত করা আরম্ভ করতে সক্ষম হতে হলে (অন্ততঃ আরম্ভ করতে) শ্রমিকশ্রেণীকে অন্ততঃ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশে বিজয়লাভ করতে হবে। যে পর্যন্ত ঘটনা সেভাবে না ঘটছে,

ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সহযোগিতার পরোক্ষ পথগুলি আমাদের পার্টিকে খুঁজতে হবে।

সেইজন্যই পার্টি আমাদের দেশে বুর্জোয়াদের উৎখাত করেছে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন করেছে; তৎসত্ত্বেও পার্টি আমাদের দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদন ও ক্ষুদ্র শিল্পের 'বাঁধন' খুলে দিতে, পুঁজিবাদের আংশিক পুনরুজ্জীবনকে—যদিও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল করে—অনুমতি দিতে, পাট্টাদার ও শেয়ারহোল্ডাদের প্রলুব্ধ করতে ইত্যাদি, ইত্যাদি, ততদিন পর্যন্ত সুবিধাজনক মনে করে, যতদিন না '**সমস্ত দেশে** বিপ্লবের বিকাশ, সমর্থন এবং জাগরণের জন্য একটি দেশে সম্ভাব্য যথাশক্তি করা', পার্টির এই যে নীতি তা বাস্তব ফল উৎপাদন করে।

এগুলিই হল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক সৃষ্ট অনুকূল ও প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থা যার মধ্যে আমাদের পার্টি, তার অস্তিত্বের তৃতীয় সময়পর্বে, কার্যকলাপ চালাচ্ছে এবং অগ্রসর হচ্ছে।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে এবং বাইরে আমাদের পার্টির যে বিশাল শক্তি এই অবস্থাগুলিই তা নির্ধারণ করছে। তারা নির্ধারণ করে সেই সমস্ত অবিশ্বাস্য অসুবিধা ও বিপদসমূহ পার্টি যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং যে সবকে পার্টির অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে, ক্ষয়ক্ষতি যতই লাগুক না কেন।

এই সময়পর্বে **বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে** পার্টির করণীয় কাজসমূহ আন্তর্জাতিক **বিপ্লবের** পার্টি হিসেবে তার যে অবস্থান তার দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। এই করণীয় কাজগুলি হল:

(১) সাম্রাজ্যবাদকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য আমাদের দেশের পরিবেষ্টনকারী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এবং সরকারগুলির মধ্যে যে বিরোধিতা ও সংঘর্ষগুলি রয়েছে, তাদের সবগুলিকে কাজে লাগানো।

(২) পশ্চিমী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকে সাহায্য করার জন্য যে-কোন শক্তি ও সম্পত্তি ব্যবহারে কার্পণ্য না করা।

(৩) পুবের দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্তরকম উপায় অবলম্বন করা।

(৪) লালফৌজকে শক্তিশালী করা।

এই সময়পর্বে **আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে** রাশিয়ার অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ

গঠনকার্যের পার্টি হিসেবে তার যে অবস্থান তার দ্বারা পার্টির করণীয় কাজ-সমূহ নির্ধারিত হচ্ছে। এই করনীয় কাজগুলি হল :

(i) শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকসমাজের মৈত্রী জোরদার করা :

(ক) রাষ্ট্র গঠনের জন্য কাজকর্মে কৃষকসমাজের যে সমস্ত অংশের সর্বাধিক উদ্যোগ ও কাজের ক্ষমতা রয়েছে তাদের রিক্রুট করে;

(খ) কৃষি-সংক্রান্ত জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া, কলকব্জা মেরামত করা ইত্যাদির দ্বারা কৃষকদের চাষবাসকে সাহায্য করে;

(গ) শহর ও গ্রামের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির যথাযথ বিনিময় সম্প্রসারিত করে;

(ঘ) ক্রমশঃ কৃষিকার্যকে বৈদ্যুতীকরণ করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। পশ্চিমী দেশগুলির বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহের তুলনামূলক বৈপরীত্যে, আমাদের বিপ্লবের একটি অনুকূল বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের পার্টির পক্ষে একটি বিশাল সম্পত্তি হল এই ঘটনা যে রাশিয়ায় পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী স্তর, অর্থাৎ কৃষকসমাজ, বুর্জোয়াদের একটি শক্তিশালী মজুতবাহিনী থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একটি খাঁটি মজুতবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই ঘটনা রাশিয়ার বুর্জোয়াদের দুর্বলতা নির্ধারিত করেছিল এবং রাশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেছিল। এর প্রধান হেতু হল এই ঘটনা যে, পশ্চিমে যা ঘটেছিল তার তুলনামূলক বৈপরীত্যে রাশিয়ায় জমিদারদের দাসত্ব থেকে কৃষকদের মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ঘটেছিল। এই ঘটনা রাশিয়ায় শ্রমিক-শ্রেণী এবং মেহনতী কৃষকসমাজের মৈত্রীর ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছিল। কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল এই মৈত্রীকে লালন করা, একে শক্তিশালী করা।

(ii) এইভাবে শিল্পকে উন্নত করা :

(ক) মূল শিল্পগুলি আয়ত্তে আনার কাজে সর্বাধিক শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত এবং এই সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য সরবরাহে উন্নতিবর্ধন করে;

(খ) কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত করে;

(গ) শেয়ারহোল্ডার ও পাট্টাদারদের প্রলুব্ধ করে ;

(ঘ) নিপুণভাবে কাজ চালানোর জন্য অন্ততঃ একটি সর্বনিম্ন খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করে ;

(ঙ) যানবাহন এবং বৃহদায়তন শিল্পকে বৈদ্যুতীকরণ করে।

অগ্রগতির বর্তমান সময়পর্বে সাধারণভাবে এগুলিই হল পার্টির করণীয় কাজ।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৯০

২৮শে আগস্ট, ১৯২১

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

অক্টোবর বিপ্লব এবং জাতি-সমস্যা সম্পর্কে রুশ কমিউনিস্টদের নীতি

অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, অক্টোবর বিপ্লবের শক্তি এখানেই নিহিত রয়েছে যে, পশ্চিমী দেশগুলিতে বিপ্লবসমূহের বৈসাদৃশ্যে, এই বিপ্লব লক্ষ লক্ষ পেটি-বুর্জোয়া, এবং সর্বোপরি, তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক এবং সর্বাধিক শক্তিশালী স্তর—কৃষকসমাজকে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে তাদের সমর্থনের জন্য জড়ো করেছিল। ফলে রাশিয়ার বুর্জোয়ারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাদের কোন বাহিনী থাকল না, আর রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দেশের ভাগ্যের সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াল। তা না হলে রাশিয়ার শ্রমিকেরা ক্ষমতা আয়ত্তে রাখতে পারত না।

শান্তি, কৃষি-বিপ্লব এবং জাতিসত্তাসমূহের জন্য স্বাধীনতা—এইগুলিই ছিল তিনটি প্রধান উপাদান যা রাশিয়ার বিরাট বিস্তৃতির বিশটির বেশি জাতিগোষ্ঠীর কৃষকদের রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত পতাকার চারিপাশে জড়ো করবার উপযোগী হল।

এখানে প্রথম দুটি উপাদানের কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই। এই বিষয়বস্তুর উপর মুদ্রিত সাহিত্যে এদের সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে এবং বাস্তবিক সেসব স্বতঃপ্রমাণিত। তৃতীয় উপাদানটি—রাশিয়ার কমিউনিস্টদের জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে নীতি—সম্পর্কে, আপাতঃদৃষ্টিতে, তার গুরুত্ব এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়নি। সেইজন্য এ বিষয়ে কিছু বলা বাড়তি কিছু বলা হবে না।

আরম্ভ হিসেবে, রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে (ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাত্ভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের বাদ দিয়ে) গ্রেট-রাশিয়ানরা সাড়ে সাত কোটির বেশি নয়। গ্রেট-রাশিয়ানদেব বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সাড়ে ছয় কোটি অন্য জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত।

তদতিরিক্ত, এই সমস্ত জাতিগুলি সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রধানতঃ বসবাস করে, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সীমান্ত অঞ্চলগুলি আক্রান্ত হবার সর্বাধিক যোগ্য এবং এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কাঁচামাল, জ্বালানি এবং খাদ্যসামগ্রী।

সর্বশেষে, শিল্প-সংক্রান্ত এবং সামরিক ব্যাপারে এই সীমান্ত অঞ্চলগুলি মধ্য রাশিয়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উন্নত (অথবা আদৌ উন্নত নয়) এবং, এর ফলে, মধ্য রাশিয়ার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য ব্যতিরেকে এরা তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম নয়, ঠিক যেমনভাবে মধ্য রাশিয়া, এইসব সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকে জ্বালানি, কাঁচামাল এবং খাদ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে, তার সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম নয়।

সাম্যবাদের জাতীয় কার্যসূচীর কতকগুলি বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজিত হয়ে এই ঘটনাগুলি রাশিয়ার কমিউনিস্টদের জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেছিল।

এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্য কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যায়: রুশ নয় এমন জাতিগুলি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সমস্ত 'দাবি' ও 'অধিকার' পরিত্যাগ করা; স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করার জন্য এইসব জাতিগুলির অধিকার (কথায় নয়, কাজে) স্বীকার করে নেওয়া; মধ্য রাশিয়ার সঙ্গে এইসব জাতিগুলির স্বেচ্ছাভিত্তিক সামরিক ও অর্থনৈতিক একটি সংঘ গঠন; এই সমস্ত পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলিকে তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য দান, যা ব্যতীত যাকে বলে 'অধিকারসমূহের জাতীয় সমতা' তা একটা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর হয়ে দাঁড়ায়; এই সমস্তের ভিত্তি স্থাপিত হবে কৃষকদের পরিপূর্ণ মুক্তি, সীমান্তের জাতিগুলির মেহনতী অংশসমূহের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার উপর—রাশিয়ার কমিউনিস্টদের এরূপই হল জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে নীতি।

বলা বাহুল্য, রাশিয়ার শ্রমিকেরা, যারা ক্ষমতা অধিকার করল, তারা অন্যান্য জাতিগুলির তাদের কমরেড, এবং সর্বোপরি অসম জাতিসমূহের নিপীড়িত ব্যাপক জনগণের সহানুভূতি ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হতো না, যদি না তারা (রাশিয়ার শ্রমিকেরা—অনুবাদক) জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এরূপ নীতি সম্পাদনে তাদের অভিপ্রায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমাণ করত, যদি না তারা ফিনল্যাণ্ডের উপর তাদের 'অধিকার' পরিত্যাগ করত, যদি না তারা উত্তর পারস্য থেকে তাদের বাহিনীসমূহ সরিয়ে আনত, যদি না তারা মঙ্গোলিয়া ও চীনের কতকগুলি অঞ্চলের উপর রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের দাবিসমূহ পরিত্যাগ করত এবং যদি না তারা পূর্বেকার রুশ সাম্রাজ্যের পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলিকে তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয়ত্ব বিকাশে তাদের সাহায্য করত।

একমাত্র এই আস্থাই রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসমূহের ধ্বংসাতীত সংঘগঠনের ভিত্তি স্থাপনের উপযোগী হতে পারল এবং এর বিরুদ্ধে সমস্ত 'কূটনৈতিক' ষড়যন্ত্রগুলি এবং সযত্নে সম্পাদিত 'অবরোধসমূহ' ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

এর বেশি আরও কিছু। রাশিয়ার শ্রমিকেরা কলচাক, ডেনিকিন এবং র‍্যাঙ্গেলকে হারাতে পারত না, যদি না তারা পূর্বতন রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের সহানুভূতি ও আস্থা উপভোগ করত। এটা অবশ্যই বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে এই বিদ্রোহী জেনারেলদের কর্মক্ষেত্র রুশ নয় এমন জাতিগুলির অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শেষোক্তরা কলচাক, ডেনিকিন এবং র‍্যাঙ্গেলকে ঘৃণা না করে পারেনি তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও রুশীকরণের নীতির জন্য। হস্তক্ষেপকারী ও জেনারেলদের সমর্থনকারী আঁতাত সীমান্ত অঞ্চলগুলির শুধু সেই অংশগুলির উপর ভরসা করতে পেরেছিল, যারা রুশীকরণ নীতির মাধ্যম ছিল। এই ঘটনা বিদ্রোহী জেনারেলদের প্রতি সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনগণের ঘৃণা প্রজ্বলিত করতেই শুধু সাহায্য করেছিল এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি তাদের সহানুভূতি বাড়িয়ে তুলেছিল।

এই ঘটনাই কারণস্বরূপ হয়েছিল কলচাক, ডেনিকিন এবং র‍্যাঙ্গেলের পশ্চাদ্ভাগগুলির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার, এবং সেজন্য কারণস্বরূপ হয়েছিল তাদের অগ্রভাগসমূহের দুর্বলতার, অর্থাৎ, অবশেষে, তাদের পরাজয়ের।

কিন্তু জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের নীতির লাভপ্রদ পরিণতিসমূহ রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের ভূভাগ ও তার সাথে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। সেগুলি পরিলক্ষিত হয়, সত্য বটে পরোক্ষ-ভাবে, রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রতিবেশী দেশগুলির মনোভাবের মধ্যেও। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশগুলির রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলগত উন্নতি—যে রাশিয়া পূর্বে এই দেশগুলির নিকট ছিল শয়তানপ্রতিম—হল এমন একটি ঘটনা যার বিরুদ্ধে এমনকি লর্ড কার্জনের মতো সাহসী রাজনীতিবিদ্ও এখন যুক্তি দিতে সাহস করেন না। এর জন্য বড় একটা প্রমাণের দরকার হয় না যে, উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে নীতি যদি সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার চার বছরের অস্তিত্বকালে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে সুসম্বদ্ধভাবে পালিত না হতো তাহলে রাশিয়ার

প্রতি প্রতিবেশী দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মূলগত পরিবর্তন অচিন্তনীয় থাকত।

মোটের উপর, এরূপই হল রাশিয়ার কমিউনিস্টদের জাতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে নীতির পরিণতিসমূহ। আজ, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার চতুর্থ জন্মবার্ষিকী দিনে, এই পরিণতিসমূহ বিশেষভাবে সুস্পষ্ট, যখন কঠিন যুদ্ধ শেষ হয়েছে, যখন বিস্তৃত গঠনকার্য শুরু হয়েছে, এবং এক নজরে দেখবার উদ্দেশ্যে যে পথ অতিক্রম করে আসা হয়েছে সেই পথের উপর দিয়ে কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে পেছনে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫১
৬-৭ই নভেম্বর, ১৯২১
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

পরিপ্রেক্ষিত

রাশিয়ার জীবনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের অন্যান্য প্রতিটি দেশের মতো রাশিয়া প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে অসংখ্য সূত্রে বাঁধা শুধু তার জন্যই ঘটনা এরকম নয়, ঘটনা এরকম এজন্যও যে প্রধানতঃ রাশিয়া একটা সোভিয়েত দেশ এবং সেজন্য বুর্জোয়া বিশ্বের নিকট একটা 'ভয়াবহ বিপদ' হওয়ায়, রাশিয়া, ঘটনাসমূহের অগ্রগতির ফলে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির একটি শত্রুতাপূর্ণ শিবির দ্বারাও পরিবেষ্টিত রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই শিবিরের ঘটনাবলীর অবস্থা, এই শিবিরের অভ্যন্তরে বিবদমান শক্তি-গুলির সম্পর্ক রাশিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে পারে না।

প্রধান উপাদানটি, যা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, তা হল এই যে, প্রকাশ্য যুদ্ধের সময়পর্বের বদলে তার স্থান গ্রহণ করেছে 'শান্তিপূর্ণ' সংগ্রামের একটি সময়পর্ব, বিবদমান শক্তিগুলির মধ্যে কিছুটা মাত্রায় পারস্পরিক স্বীকৃতি ও যুদ্ধবিরতি ঘটেছে, এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি ও যুদ্ধবিরতি ঘটেছেও, একদিকে, বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের নেতা হিসেবে আঁতাত এবং, অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে রাশিয়ার মধ্যে। সংগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমরা (শ্রমিকেরা) **এখনো পর্যন্ত** যথেষ্ট সবল **হইনি** যে আমরা অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদকে অবসান করতে পারি। কিন্তু সংগ্রাম এটাও দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা (বুর্জোয়ারা) সোভিয়েত রাশিয়ার শ্বাসরোধ করতে **আর** যথেষ্ট সবল **নয়**।

এর পরিণতিতে, যখন—উদাহরণস্বরূপ—লালফৌজ ওয়ারশ'র দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব বিশ্বের বুর্জোয়াদের মধ্যে যে 'ভীতি' বা 'বিভীষিকা' জাগিয়ে তুলেছিল, তা অন্তর্হিত হয়েছে, উবে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইউরোপের শ্রমিকেরা রাশিয়া সম্পর্কে প্রায় সামান্য সংবাদটুকুও গ্রহণ করত তাও অন্তর্হিত হচ্ছে।

শক্তিসমূহের একটা বিচক্ষণ মূল্যায়নের সময়কাল আরম্ভ হয়েছে, আরম্ভ হয়েছে প্রশিক্ষণের পুংখানুপুংখ কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের শক্তিসমূহ সঞ্চয় করার সময়কাল।

তার অর্থ এই নয় যে, ১৯২১ সালের প্রারম্ভে কিছু মাত্রার শক্তিসমূহের ভারসাম্য যা আগেই স্থাপিত হয়েছিল, তা এখনো অপরিবর্তিত আছে। আদৌ তা নয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণতিতে প্রাপ্ত বিপ্লবের আঘাতসমূহ থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং নিজেদের একত্রে সংযুক্ত করে বিশ্বের বুর্জোয়ারা প্রতিরক্ষা থেকে 'তাদের নিজেদের' শ্রমিকদের উপর আক্রমণে অতিক্রান্ত হল এবং শিল্প-সংকটের নিপুণ ব্যবহার করে জীবনযাত্রার অধিকতর মন্দ অবস্থার মধ্যে তারা শ্রমিকদের আবার ছুঁড়ে দিল (মজুরির হ্রাসপ্রাপ্তি, দীর্ঘতর কাজের দিন, ব্যাপক বেকারি)। এই আক্রমণের ফলাফল জার্মানির পক্ষে অস্বাভাবিকরূপে কঠোর হল, জার্মানিতে (অন্য সব কিছু ছাড়া) মার্কের বিনিময়-হারের খড়্গ হ্রাসপ্রাপ্তি শ্রমিকদের অবস্থা আরও বেশি মন্দতর করল।

এতে একটি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা সৃষ্টি এবং শ্রমিকদের একটি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে (বিশেষভাবে জার্মানিতে) একটি জোরদার আন্দোলনের উদ্ভব হল, উদ্ভূত হল এমন একটি আন্দোলন যা, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মোটামুটি সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির পক্ষে, 'নরমপন্থী' থেকে 'চরমপন্থী' শ্রমিকদের গোষ্ঠীগুলির পক্ষে, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একটি সমঝওতা এবং মিলিত সংগ্রামের আহ্বান জানাল। এই বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই যে, শ্রমিকদের একটি সরকারের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্টরা আগের সারিতে থাকবে, কেননা এরূপ একটি সংগ্রামের ফলে বুর্জোয়াদের মনোবল অবশ্যই আরও বেশি ভেঙে যাবে এবং বর্তমানের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সত্যি-কারের ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের পার্টিসমূহে পরিবর্তিত হবে।

'তাদের নিজেদের' শ্রমিকদের প্রতি বুর্জোয়াদের আক্রমণেই বিষয়টি অবশ্য সীমাবদ্ধ নয়। বুর্জোয়ারা জানে যে, তারা যদি রাশিয়াকে দমন করতে না পারে, তাহলে তারা 'তাদের নিজেদের' শ্রমিকদেরও চূর্ণ করতে পারে না। এইজন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি নতুন আক্রমণ—পূর্বেকার সমস্ত আক্রমণের তুলনায় একটি জটিলতর পুরাদস্তুর আক্রমণের প্রস্তুতিতে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা।

অবশ্য, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে ও হবে, এবং তা রাশিয়ার পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, বাণিজ্য-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য যে সমস্ত মিশন এখন রাশিয়ায় ক্রমাগত

আসছে, তার সাথে ব্যবসা করছে, তাকে সাহায্য দিচ্ছে, তারা আবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বুর্জোয়াদের সর্বাপেক্ষা কর্মদক্ষ গুপ্তচর এজেন্সী এবং, সেজন্ত, বিশ্বের বুর্জোয়ারা, পূর্বের যে-কোন সময়ের তুলনায়, এখন সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিবহাল, তার দুর্বল ও সবল দিকগুলি তারা বেশি করে জানে—এটা এমন একটি ঘটনা যা নতুন নতুন হস্তক্ষেপের কার্যকলাপ ঘটলে গুরুতর বিপদসংকুল হবে।

অবশ্য, প্রাচ্যের প্রশ্ন সম্পর্কে বিরোধ এখন 'ভুল বোঝাবুঝিতে' পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, সোভিয়েত রাশিয়ার চারি-পাশে একটি অর্থনৈতিক (এবং শুধু অর্থনৈতিক নয়) বেষ্টনী সৃষ্টি করার জন্ত তুরস্ক, পারস্ত, আফগানিস্তান এবং দূর প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদের দালালদের সোনা এবং অন্তান্ত 'দানে' প্লাবিত হচ্ছে। এটা প্রমাণ করার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে ওয়াশিংটনের তথাকথিত শান্তি সম্মেলন[৩৫] আমাদের পক্ষে সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না।

অবশ্যই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, রুমানিয়ার সঙ্গে এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের 'অত্যুৎকৃষ্ট' সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, এই দেশগুলি, বিশেষ করে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া, আঁতাতের সাহায্যে প্রবলভাবে সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে (রাশিয়ার বিরুদ্ধে যদি না হয়, তাহলে কার বিরুদ্ধে?), অতীতের মতোই তারা এখনো সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মজুতবাহিনী এবং তারাই সম্প্রতি রাশিয়ার ভূখণ্ডে (গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে?) স্যাভিনকভ এবং পেৎলুরা শ্বেতবাহিনীদের নামিয়েছিল।

এই সমস্ত ঘটনা, এবং অনুরূপ ধরনের আরও অনেক ঘটনা রাশিয়ার উপর একটি নতুন আক্রমণের প্রস্তুতির সামগ্রিক কর্মতৎপরতার স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন যোগসূত্র।

অর্থনৈতিক এবং সামরিক সংগ্রামের একটি সংযুক্তি, ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে একটি মিলিত আক্রমণ—এরূপই হল এই আক্রমণের সম্ভাব্য রূপ।

এই আক্রমণ অসম্ভব করে তুলতে, অথবা, আক্রমণ আরম্ভ হলে, আমরা তাকে বিশ্ব-বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করতে সফল হই কিনা, তা নির্ভর করছে পশ্চাদ্ভাগের এবং সৈন্তবাহিনীর কমিউনিস্টদের সতর্কতা, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকলাপের সফলতা এবং, সর্বশেষে, লালফৌজের দৃঢ়নিষ্ঠতার উপর।

সাধারণভাবে, এরূপই হল বহিঃস্থ পরিস্থিতি।

সোভিয়েত রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এর চেয়ে কম জটিল নয়—'অদ্ভুত'ও বলতে পারেন। এই পরিস্থিতিকে এই কথাগুলিতে বর্ণনা করা যেতে পারে: শিল্প, কৃষি ও যানবাহনের অগ্রগতির জন্য একটা নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী জোরদার করার জন্য সংগ্রাম; অথবা অন্য কথায়: অর্থনৈতিক ধ্বংসের একটি পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা ও জোরদার করার জন্য সংগ্রাম।

পশ্চিমী দেশগুলিতে একটা তত্ত্ব প্রচলিত আছে যে, শ্রমিকেরা ক্ষমতা দখল করতে ও ধরে রাখতে পারে একমাত্র সেই দেশে যেখানে তারা অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথবা, যে-কোন অবস্থায়, যেখানে শিল্পে নিযুক্ত লোকজন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাস্তবিক এইসব যুক্তিতেই কাউট্স্কি এবং তাঁর সহমতাবলম্বী মহাশয়রা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের 'উপযুক্ততা' অস্বীকার করেন, যেহেতু রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী হল অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই তত্ত্বের ভিত্তি হল এই অকথিত ধারণা যে, পেটি-বুর্জোয়ারা, প্রধানতঃ কৃষকসমাজ, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে শ্রমিকদের সমর্থন করতে পারে না এবং ব্যাপক কৃষকসমাজ বুর্জোয়াদের মজুতবাহিনী, শ্রমিকশ্রেণীর নয়। এই ধারণার ঐতিহাসিক ভিত্তি এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে যে, পশ্চিমী দেশগুলিতে, (ফ্রান্স ও জার্মানি) সংকটকালে পেটি-বুর্জোয়াদের (কৃষকসমাজ) সাধারণতঃ বুর্জোয়াদের পক্ষে দেখা গিয়েছিল (ফ্রান্সে ১৮৪৮ এবং ১৮৭১ সালে, ১৯১৮ সালের পরে জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব-প্রচেষ্টা)।

এর কারণগুলি হল:

(১) পশ্চিমী দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল (সে সময়ে শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র কড়ি-বরগার ন্যায় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের কাজ করেছিল); বলতে গেলে, সেখানে কৃষকসমাজ বুর্জোয়াদের হাত থেকে জমি এবং সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছিল এবং, এর ফলে কৃষক-সমাজের উপর বুর্জোয়াদের প্রভাব তখন নিশ্চিত বলে বিবেচনা করা হতো।

(২) পশ্চিমে বুর্জোয়া বিপ্লবের আরম্ভ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রচেষ্টা পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়কালে কৃষকসমাজ গ্রামাঞ্চলে একটা শক্তিশালী গ্রামীণ বুর্জোয়াদের স্তরের উদ্ভব

ঘটাতে সমর্থ হল, এদের গ্রামাঞ্চলে ছিল জোরালো প্রভাব, এরা কৃষক-সমাজ ও শহুরে বৃহৎ পুঁজির মধ্যে সংযোগকারী সেতুর কাজ করল এবং এর দ্বারা এরা কৃষকসমাজের উপর বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব জোরদার করল।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই উপরিউক্ত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল।

রাশিয়ায় উদ্ঘাটিত হয়েছে এক সম্পূর্ণ পৃথক চিত্র।

প্রথমতঃ, পশ্চিমের সঙ্গে তুলনামূলক বৈপরীত্যে, রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লব (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯১৭) ঘটেছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধগুলির ভিতর দিয়ে এবং এই যুদ্ধগুলির গতিপথে কৃষকসমাজ নেতার চারিপাশে যেমন তেমনিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে তাদের সমর্থন করার জন্য জমায়েত হল।

দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমের সঙ্গে তুলনামূলক বৈপরীত্যেও রাশিয়ায় (অক্টোবর, ১৯১৭) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রচেষ্টা (সফল) বুর্জোয়া বিপ্লবের অর্ধ শতাব্দী পরে আরম্ভ হয়নি, আরম্ভ হয়েছিল তার অব্যবহিত পরেই, ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে এবং এই সময়কালের মধ্যে কৃষকসমাজ থেকে একটা শক্তিশালী ও সংগঠিত গ্রামীণ বুর্জোয়াদের স্তরের জন্মলাভ, নিঃসন্দেহে, অসম্ভব ছিল; অধিকন্তু, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা উৎখাত হল, তারা কখনো পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হল না।

শেষোক্ত ঘটনা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার মৈত্রী আরও বেশি জোরদার করল।

এরজন্যই রাশিয়ার জনসংখ্যার সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও, রাশিয়ার শ্রমিকেরা দেশের শাসক হল, জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের, প্রধানতঃ কৃষকসমাজের, সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করল এবং ক্ষমতা দখল করে তা আয়ত্তে রাখল; তদ্বিপরীতে, সমস্ত তত্ত্ব সত্ত্বেও, বুর্জোয়ারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাদের আর কৃষক-মজুতবাহিনী থাকল না।

এ থেকে বেরিয়ে আসে যে:

(১) শ্রমিকশ্রেণী যে 'অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করবে', উপরে উল্লিখিত এই তত্ত্ব রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অপর্যাপ্ত ও ভুল, অথবা, যে-কোন অবস্থায়, এটা কাউট্স্কি ও তাঁর সহমতাবলম্বী মহাশয়দের দ্বারা অত্যন্ত সরল ও স্থূলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

(২) বর্তমানের ঐতিহাসিক অবস্থা অনুযায়ী বিপ্লবের সময়কালে শ্রমিক-

শ্রেণী এবং মেহনতী কৃষকসমাজের মধ্যে যে বাস্তব মৈত্রী গড়ে উঠেছিল, তা-ই হল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার ভিত্তি।

(৩) কমিউনিস্টদের কর্তব্যকাজ হল সেই বাস্তব মৈত্রী বজায় রাখা ও জোরদার করা।

বর্তমান ঘটনায় সমগ্র প্রশ্ন হল—এই মৈত্রীর রূপগুলি সব সময়েই এক নয়।

পূর্বে, যুদ্ধের সময়কালে, যা আমাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তা ছিল প্রধানতঃ একটি সামরিক-রাজনৈতিক মৈত্রী, অর্থাৎ আমরা রাশিয়া থেকে জমিদারদের বিতাড়িত করেছিলাম, কৃষকদের জমি দিয়েছিলাম তাদের ব্যবহারের জন্য এবং 'তাদের সম্পত্তি' পুনরুদ্ধার করতে জমিদারেরা যখন সংগ্রামে নামল, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিপ্লবের লাভসমূহ আয়ত্তে রাখলাম; প্রতিদানে, কৃষকেরা শ্রমিকদের জন্য খাদ্য ও সৈন্যবাহিনীর জন্য মানুষ জোগাল। এটা ছিল মৈত্রীর একটি রূপ।

এখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং দেশের উপর আর বিপদের ভীতি নেই, তখন মৈত্রীর পুরানো রূপ আর পর্যাপ্ত নয়। মৈত্রীর অন্যরকমের রূপের প্রয়োজন। এখন আর কৃষকদের জন্য জমি রক্ষা করার বিষয় নয়, এখন বিষয় হল কৃষকদের সেই জমির উৎপন্ন অবাধে বিক্রি করার অধিকারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এরূপ অধিকারের অবর্তমানে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবে: শস্যোৎপাদন অঞ্চলের আরও বেশি হ্রাসপ্রাপ্তি, কৃষির ক্রমবর্ধমান অবনতি, যানবাহন ও শিল্পের কর্মশক্তি লোপ (খাদ্য ঘাটতির জন্য), সৈন্যবাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হওয়া (খাদ্য ঘাটতির জন্য) এবং এই সমস্তের ফলশ্রুতিতে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার বাস্তব মৈত্রী অপরিহার্যরূপে ধ্বসে পড়া। এটা প্রমাণ করার বেশি কিছু দরকার পড়ে না যে, একটা নিশ্চিত সর্বনিম্ন খাদ্যভাণ্ডার রাষ্ট্রের দখলে থাকা শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণের মুখ্য প্রয়োজন। ক্রোনস্তাদ্ (১৯২১ সালের বসন্তকালে) ছিল এইরকম একটা সংকেতজ্ঞাপন যে মৈত্রীর পুরানো রূপ অচল হয়ে গেছে, প্রয়োজন একটা নতুন রূপের—অর্থনৈতিক রূপ, যা শ্রমিক ও কৃষক, উভয়ের পক্ষেই অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হবে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি অনুধাবন করার এটাই হল চাবিকাঠি।

উদ্বৃত্ত জিনিস নিয়ে নেবার প্রথা এবং অনুরূপ বাধা-নিষেধের বিলোপসাধন এই নয়া রাস্তার উপর ছিল প্রথম পদক্ষেপ, যা ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাত মুক্ত

করল এবং আরও খাদ্যশস্য, কাঁচামাল এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনে প্রেরণা দিল। এই পদক্ষেপের বিরাট গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হবে না, যদি এটা মনে রাখা যায় যে, উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের দিকে রাশিয়া একইরূপে সবেগে ধাবিত হচ্ছে, যেরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল উত্তর আমেরিকায়, গৃহযুদ্ধের পর। কোন সন্দেহ নেই যে, যখন ক্ষুদ্র উৎপাদকের উৎপাদনশীল প্রবল সক্রিয়তা মুক্ত করা এবং তার জন্য কতকগুলি সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে, তখন এই পদক্ষেপ তাকে, যে-কোন ধরনে, এমন অবস্থানে স্থাপন করবে—রাষ্ট্র যানবাহন ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এ কথা মনে রেখে—যাতে সে সোভিয়েত রাষ্ট্রের লাভের উৎস হতে বাধ্য হবে।

কিন্তু খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। যানবাহন, শিল্প, সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবশ্যক এইসব উৎপন্ন দ্রব্যের একটি নিশ্চিত সর্বনিম্ন ভাণ্ডার সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করাও প্রয়োজন। সেজন্য, জিনিসপত্রে কর দেওয়া—যা উদ্বৃত্ত নিয়ে নেবার প্রথার বিলোপসাধনকে সম্পূরণ করে মাত্র—তার কথা ছেড়ে দিয়ে খাদ্য ও কাঁচামালের সংগ্রহ ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায়গুলির কেন্দ্রীয় ইউনিয়নে (সেন্ট্রাল ইউনিয়ন অব্ কনজিউমার্স কোঅপারেটিভস্—সেন্ট্রোসোইউঝ) স্থানান্তরিত করাকে আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ কথা সত্য যে, সেন্ট্রোসোইউঝের আঞ্চলিক সংগঠনগুলিতে শৃংখলার অভাব, পণ্যদ্রব্যের বাজার, যা দ্রুত বিকশিত হয়েছে, তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের অক্ষমতা, বিনিময়ের একটি রূপ হিসেবে পণ্য বিনিময় প্রথার অনুপযোগিতা, মুদ্রারূপের দ্রুত বিকাশ, কারেন্সির ঘাটতি ইত্যাদি সেন্ট্রোসোইউঝকে অর্পিত কর্মাদির দায়িত্বপূরণে তাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু এটা সন্দেহ করার কোন কারণই নেই যে, খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রধান প্রধান দফার পাইকারী ক্রয়ের মুখ্য যন্ত্র হিসেবে সেন্ট্রোসোইউঝের ভূমিকা উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে। শুধুমাত্র প্রয়োজন যে রাষ্ট্র:

(ক) দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক কার্যকলাপে (রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ছাড়া) টাকা জোগানোর ব্যাপারে সেন্ট্রোসোইউঝকে কেন্দ্র করবে;

(খ) যারা এখনো রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবাপন্ন, সমবায়

সংগঠনের সেইসব অন্যান্য রূপকে সেন্ট্রোসোইউঝের নিকট আর্থিক দিক থেকে অধীন করবে;

(গ) কোন-না-কোন ধরনে সেন্ট্রোসোইউঝকে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশের অধিকার দেবে।

দেশের অভ্যন্তরে কারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাকে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। পণ্যদ্রব্যের বাজারের এবং কারেন্সির বিকাশের ফলে নিম্নলিখিত দুটি মুখ্য পরিণতি ঘটে।

(১) এই ঘটনা বাণিজ্যিক কার্যকলাপসমূহ (ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়) এবং উৎপাদনের কার্যকলাপসমূহ (মজুরির হার ইত্যাদি) রুবলের হারের ওঠা-নামার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করবে;

(২) এই ঘটনা রাশিয়ার জাতীয় অর্থনীতি, যা অবরোধের সময় একটি বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ছিল, তাকে বিনিময় অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করবে, যা বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, অর্থাৎ যা রুবলের বিনিময়-হারের আকস্মিক ওঠা-নামার উপর নির্ভরশীল হবে।

কিন্তু এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, কারেন্সিতে যদি শৃংখলা না আনা হয়, এবং রুবলের বিনিময়-হারে যদি উন্নতিসাধন না করা হয়, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক, দুইই, সাংঘাতিক অবস্থায় পড়বে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, কারেন্সির নিয়ন্ত্রক হিসেবে, শুধু পাওনাদার হতে সক্ষম নয়, বিরাট ব্যক্তিগত সঞ্চয়সমূহ, যা বাজারে চালু হয়ে আমাদের পক্ষে নতুন নতুন মুদ্রা বের না করা সম্ভবপর করে তুলত, সেই সঞ্চয়সমূহ টেনে বের করে আনার ক্ষেত্রেও সক্ষম—এই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এখনো 'ভবিষ্যতের সঙ্গীতধ্বনি', যদিও, সমস্ত তথ্য অনুসারে এর ভবিষ্যৎ বিরাট।

রুবলের বিনিময়-হার উর্ধ্বে তুলবার পরবর্তী উপায় অবশ্যই হবে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচণ্ডভাবে প্রতিকূল ভারসাম্যে উন্নতিসাধন। এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, সেন্ট্রো-সোইউঝকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিতর টেনে আনা এ বিষয়ে সহায়ক হবে।

আরও, আমাদের একটি বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন, শুধু অর্থাদি প্রদান করার উপায় হিসেবে নয়, একটা উপাদান হিসেবেও প্রয়োজন, যা বিদেশে আমাদের সুনামও বৃদ্ধি করবে, এবং সেজন্য, আমাদের রুবলের উপরেও আস্থা বাড়াবে।

আরও, মিশ্রিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং উত্তরণমূলক এবং অন্যান্য কোম্পানিসমূহ, যাদের সম্পর্কে সকোলনিকভ সম্প্রতি প্রাভদায় লিখেছিলেন, সেগুলিও নিঃসন্দেহে বিষয়সমূহকে সাহায্য করবে। এটাও অবশ্য নজরে রাখতে হবে যে, শিল্প-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা দান এবং বিদেশী কলকব্জা ও সাজসরঞ্জামের জন্য আমাদের কাঁচামালের যথাযথ বিনিময়ের অগ্রগতি, যে সম্পর্কে কিছুকাল আগে আমাদের সংবাদপত্রে এত কিছু লেখা হয়েছিল, সেসব মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশের উন্নতি বর্ধনের উপাদান হলেও, তারা নিজেরা আমাদের রুবলের বিনিময়-হারের প্রারম্ভিক উন্নতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

সর্বশেষে, চতুর্থ পদক্ষেপ অবশ্যই হবে আমাদের কর্মসংস্থাসমূহকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থাপন করা, ছোটখাট অ-লাভজনক কর্মসংস্থাগুলিকে বন্ধ করা বা ইজারা দেওয়া, বড় বড় কর্মসংস্থার সর্বাধিক সুপ্রতিষ্ঠিতগুলিকে বেছে নেওয়া, সরকারী অফিসগুলিতে অযথা বাড়ানো ষ্টাফসমূহকে কঠোরভাবে হ্রাস করা, একটি দৃঢ় বাস্তব ও আর্থিক রাষ্ট্রীয় বাজেট তৈরী করা, এবং এ সমস্তের ফল হিসেবে, আমাদের কর্মসংস্থা ও অফিসগুলি থেকে বদান্যতার মনোভাব বিতাড়িত করা, ফ্যাক্টরী ও অফিস শ্রমিকদের মাঝে সাধারণভাবে শৃংখলা আঁটসাট করা এবং তাদের শ্রমের উন্নতি ও তীব্রতা বৃদ্ধি।

সাধারণভাবে এরূপই হল কার্যসাধনের উপায়গুলি যা অবলম্বন করা হয়েছে ও যা অবলম্বন করতে হবে এবং যা নিয়ে তথাকথিত নয়া অর্থনৈতিক নীতি, মোটামুটিভাবে, গঠিত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই উপায়গুলি সম্পাদন করতে গিয়ে, যেমন আশা করা গিয়েছিল, আমরা বহুসংখ্যক ভুলভ্রান্তি করেছি এবং এই ভুলগুলি তাদের সত্যিকারের চরিত্র বিকৃত করেছে। তা সত্ত্বেও, এটা প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঠিক এই উপায়গুলিই রাস্তা উন্মুক্ত করে যার উপর দিয়ে অতিক্রম করে আমরা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উন্নতি বর্ধন করতে পারি, কৃষি ও শিল্প সম্প্রসারিত করতে পারি এবং জোরদার করতে পারি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক মৈত্রী, সব কিছু সত্ত্বেও, বাইরে থেকে হুমকি এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও।

শস্যাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ, ফ্যাক্টরীসমূহে শ্রমিকদের উৎপাদন-

ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং কৃষকদের মেজাজের উন্নতি (গণ-দস্যুতার নিবৃত্তি)-র আকারে নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রথম ফলসমূহ নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন ও অনুমোদন করে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮৬
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২১
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

প্রাভদার উদ্দেশ্যে

সুপ্রসিদ্ধ 'লেনা ঘটনাবলীর' সময়কালে বৈপ্লবিক আলোড়নের তরঙ্গের মাঝে প্রাভদার জন্ম হয়েছিল। ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের জন্য সংবাদপত্র, প্রাভদার আবির্ভাব ঠিক ঠিক সেই সমস্ত দিনগুলিতে সূচিত করেছিল:

(১) 'শান্তি ও স্বস্তির' স্তলিপিন আমলের পরবর্তীকালীন দেশের ভিতর সাধারণ ক্লান্তির সময়পর্ব অতিক্রান্ত হওয়া,

(২) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরে দ্বিতীয় বিপ্লব—একটি নতুন বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল জাগরণ,

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট ব্যাপক অংশকে বলশেভিকদের দিকে জয় করে আনার সূচনা।

১৯১২ সালের প্রাভদা ছিল ১৯১৭ সালের বলশেভিকদের বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৮
৫ই মে, ১৯২২

জে. স্তালিন

প্রাভদার দশম জন্মবার্ষিকী

(স্মৃতিকথাসমূহ)

১। লেনার ঘটনাবলী

লেনার ঘটনাবলী ছিল 'শান্তিস্থাপনীকরণের' স্তলিপিন শাসনের ফলশ্রুতি। পার্টির অধিকতর তরুণ সভ্য, অবশ্য, এই শাসনের মনোহারিত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি বা তাঁরা তা স্মরণও করে না। পুরানো সভ্যদের কথা বলতে গেলে, নিঃসন্দেহে, তাঁদের অভিশপ্ত স্মৃতিতে রয়েছে শাস্তিমূলক অভিযানগুলির কথা, রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির উপর বর্বর আক্রমণের কথা, রয়েছে কৃষকদের উপর গণ-বেত্রাঘাত এবং এসব কিছুর আবরণ হিসেবে ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড ক্যাডেট ডুমার কথা। বাধাপ্রাপ্ত জনমত, সাধারণ নিস্তেজভাব ও অনীহা, শ্রমিকদের মধ্যে অভাব ও নৈরাশ্য, পদদলিত ও আতংকগ্রস্ত কৃষকসমাজ, সর্বত্র অব্যাহতভাবে প্রসারণশীল পুলিশ বাহিনী, ভূস্বামী ও পুঁজিবাদী—স্তলিপিনের 'শান্তিস্থাপনীকরণের' এরূপই ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি।

ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণকারীর নিকট এটা প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে যে, বিপ্লবের যুগ চিরকালের জন্য অতিক্রান্ত হয়েছে এবং প্রুশিয়ার পদ্ধতিতে রাশিয়ার 'সাংবিধানিক' বিকাশের সময়পর্ব আরম্ভ হয়েছে। মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীরা খোলাখুলিভাবে চিৎকার আরম্ভ করল, এই রকমটিই ঘটেছে এবং একটি স্তলিপিন বৈধ শ্রমিকদের পার্টি সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রচার চালাল। এবং কিছু কিছু পুরানো 'বলশেভিক', যারা মনে মনে এই প্রচারের পক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তারা আমাদের পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করতে ত্বরান্বিত হল। রাশিয়ার চাবুকমারাদের বিজয় এবং অন্ধকারের শক্তিসমূহের বিজয় পরিপূর্ণ হল। সেই সময়কালে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবন 'নিরানন্দতার জঘন্য বস্তু' হিসেবে কীর্তিত হল।

লেনার ঘটনাবলী ঝঞ্ঝার মতো এই 'নিরানন্দতার জঘন্য বস্তুর' মধ্যে সবেগে আবির্ভূত হল এবং প্রত্যেকের নিকট একটি নতুন চিত্র উন্মোচিত করল। এটা ফলতঃ প্রমাণিত হল যে, স্তলিপিন শাসন মোটের উপর ততটা সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নয়, ডুমা ব্যাপক জনগণের অবজ্ঞা জাগরিত করছে এবং একটি

নতুন বিপ্লবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হবার পর্যাপ্ত কর্মশক্তি শ্রমিকশ্রেণী সঞ্চয় করেছে। সাইবেরিয়ার দূরবর্তী গভীরতম প্রদেশে (লেনা নদীর উপর বোদাইবো) গুলিবর্ষণে শ্রমিকদের হতাহত করা রাশিয়ায় ধর্মঘটের বন্যা প্রবাহিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করল এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকেরা স্রোতের ন্যায় রাস্তায় নেমে পড়ল এবং এক আঘাতে দাম্ভিক মন্ত্রী মারাকভ এবং তার উদ্ধত শ্লোগান, 'এইরকমই ছিল, এইরকমই হবে' পথ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যে শক্তিশালী আন্দোলন তখন আরম্ভ হচ্ছিল এগুলি ছিল তার প্রথম অগ্রদূত। **জ্‌ভেজ্‌দা**[৩৬] তখন সঠিকভাবেই চিৎকার করে বলেছিল: 'আমরা বেঁচে আছি! আমাদের টক্‌টকে লাল রক্ত খরচ-না-হওয়া শক্তির আগুনে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।...' একটি নতুন বিপ্লবী আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস স্পষ্টায়িত হল।

এই আন্দোলনের তরঙ্গ-স্ফীতির মধ্যেই ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্র **প্রাভদা** জন্মগ্রহণ করল।

২। প্রাভদার প্রতিষ্ঠা

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে, এক সন্ধ্যাকালে কমরেড পলিতায়েভের বাড়িতে, ডুমার দুজন সদস্য (পোক্রোভ্‌স্কি ও পলিতায়েভ), দুজন লেখক (অলমিন্‌স্কি এবং বাতুরিন) এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আমি (আমি পলাতক ছিলাম, পলিতায়েভ 'সংসদীয় নিরাপত্তা' ভোগ করতেন, তাই তাঁর বাড়িতে আমি 'আশ্রয়লাভ' করেছিলাম, যেহেতু তাঁর গৃহ থেকে গ্রেপ্তার করা ছিল অবৈধ), **প্রাভদার** কর্মসূচী নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছিলাম এবং সংবাদ-পত্রটির প্রথম সংখ্যা সংকলন করলাম। দেমিয়ান বিদনি, **প্রাভদার** দুই ঘনিষ্ঠ লেখক, এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আমার মনে পড়ে না।

জ্‌ভেজ্‌দা পরিচালিত প্রচার-আন্দোলনের কল্যাণে পত্রিকাটির পূর্বাহ্নেই অবশ্যপূরণীয় প্রযুক্তগত ও আর্থিক প্রয়োজনসমূহ এর মাঝেই জোগাড় হয়ে গিয়েছিল, সংগৃহীত হয়েছিল ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের সহানুভূতি এবং ফ্যাক্টরী ও মিলসমূহে **প্রাভদার** জন্য ব্যাপক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অর্থ-তহবিল সংগ্রহও। বাস্তবিকপক্ষে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, এবং সর্বোপরি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-শ্রেণীর কর্মপ্রচেষ্টার পরিণতিতে **প্রাভদা** জন্মলাভ করল। এই সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সংবাদপত্রটি বেঁচে থাকতে পারত না।

প্রাভদার আচরিত ধর্ম ছিল সুস্পষ্ট : এর নির্দিষ্ট কাজ ছিল ব্যাপক জনগণের মধ্যে **জ্‌ভেজ্‌দার** কর্মসূচী জনপ্রিয় করে তোলা। এর একেবারে প্রথম সংখ্যায় **প্রাভদা** লেখে, 'যে কেউ **জ্‌ভেজ্‌দা** পড়েন এবং এর লেখকদের জানেন—যাঁরা আবার **প্রাভদারও** লেখক—তাঁর পক্ষে **প্রাভদা** কি নীতি অনুসরণ করবে তা উপলব্ধি করা শক্ত হবে না।'[৩৭] **প্রাভদা** এবং **জ্‌ভেজ্‌দার** মধ্যে একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে শেষোক্তটি, প্রথমোক্তটির বৈসাদৃশ্যে, অগ্রসর শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লিখত না, লিখত ব্যাপক শ্রমিক সাধারণকে উদ্দেশ্য করে। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যারা একটি নতুন সংগ্রামের জন্য জাগ্রত হয়েছিল কিন্তু তখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল অগ্রসর, তাদের ব্যাপক স্তরকে পার্টির পতাকার চারিপাশে জড়ো করবার জন্য অগ্রসর শ্রমিকদের সাহায্য করা ছিল **প্রাভদার** কর্তব্যকাজ। ঠিক এইজন্যই সেই সময়কালে **প্রাভদার** অন্যতম নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে থেকে লেখকদের প্রশিক্ষিত করা এবং পরিচালনার কাজের মধ্যে তাঁদের টেনে আনা।

প্রাভদা তার সর্বপ্রথম সংখ্যায় লেখে, 'আমরা চাইব যে শ্রমিকেরা শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে না, চাইব যে তারা সংবাদপত্রটির পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। শ্রমিকেরা যেন না বলে তারা লিখতে 'অভ্যস্ত নয়'। শ্রমিকশ্রেণীর লেখকেরা একেবারে তৈরী হয়ে আকাশ থেকে পড়ে না ; কেবলমাত্র ধীরে ধীরে, সাহিত্য-সংক্রান্ত রচনার কর্মতৎপরতার গতিপথেই তাঁদের প্রশিক্ষিত করা যায়। যা কিছু প্রয়োজন তা হল সাহসের সঙ্গে কাজে নামা : একবার বা দুবার আপনি হোঁচট খেতে পারেন, কিন্তু পরিণামে আপনি লিখতে শিখবেন।...'[৩৮]

৩। প্রাভদার সাংগঠনিক তাৎপর্য

আমাদের পার্টির বিকাশের সেই সময়পর্বে **প্রাভদা** আবির্ভূত হল, যখন গোপন সংগঠন সামগ্রিকভাবে বলশেভিকদের হাতে (মেনশেভিকরা গোপন সংগঠন থেকে পালিয়ে গেছে), কিন্তু তখনো সংগঠনের বৈধ রূপগুলি—ডুমার গোষ্ঠী, প্রেস, অসুস্থদের উপকারার্থে সোসাইটিগুলি, বীমা সোসাইটিসমূহ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি—মেনশেভিকদের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে নেওয়া যায়নি। এটা ছিল এমন একটি সময়পর্ব যখন বলশেভিকরা শ্রমিকশ্রেণীর বৈধ সংগঠনগুলি থেকে বিলুপ্তবাদীদের (মেনশেভিকদের) বিতাড়িত

করার জন্য দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাচ্ছিল। 'মেনশেভিকদের তাদের পদ থেকে হটিয়ে দাও', এই শ্লোগানটি তখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের একটা সর্বাধিক জনপ্রিয় শ্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বীমা সোসাইটিগুলি, অসুস্থদের উপকারার্থে সোসাইটিগুলি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ, যেগুলিতে এক সময়ে বিলুপ্তি-বাদীরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেগুলি থেকে তাদের বিতাড়িত করার সংবাদে স্তম্ভগুলি ভরপুর হয়ে থাকত। শ্রমিকদের আইন-পরিষৎ-গৃহ থেকে ছয়টি ডেপুটির আসনের সবগুলিই মেনশেভিকদের হাত থেকে জয় করে নেওয়া হল। মেনশেভিকদের সংবাদপত্রের পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াল একই রকম, অথবা প্রায় একই রকম, অসহায়। পার্টির জন্য বলশেভিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রমিকেরা সত্যসত্যই একটি বীরত্বমণ্ডিত সংগ্রাম চালিয়েছিল, কেননা জারতন্ত্রের দালালরা ছিল পুরোপুরি সক্রিয়, তারা বলশেভিকদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে উৎপাটিত করছিল এবং সুগভীর গোপনতার মধ্যে বিতাড়িত পার্টি একটি বৈধ আবরণ ব্যতিরেকে আর এগুতে পারছিল না। এর চেয়ে আরও কিছু বেশি: তদানীন্তন বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থাসমূহের অধীনে, বৈধ সংগঠনগুলি জয় করে না নিলে ব্যাপক জনসাধারণের মতামত জানবার উদ্দেশ্যে পার্টি পরোক্ষ কৌশল প্রয়োগ করতে পারছিল না, পারছিল না পার্টির পতাকার চারিপাশে তাদের জড়ো করতে; এরকমটি না করতে পারলে পার্টি ব্যাপক জনসাধারণের নিকট থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতো, তার নিজের পরিধির মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হতো।

পার্টি নীতি এবং একটি ব্যাপক শ্রমিকদের পার্টি সৃষ্টির জন্য **প্রাভদা** ছিল এই সংগ্রামের কেন্দ্র। শ্রমিকদের বৈধ সংগঠনগুলি জয় করে নেবার ব্যাপারে বলশেভিকদের সাফল্য মোটামুটি বর্ণনা করার জন্য **প্রাভদা** একটি সংবাদপত্রই কেবলমাত্র ছিল না, **প্রাভদা** ছিল একটি সংগঠক কেন্দ্রও যা এই সমস্ত সংগঠনগুলিকে পার্টির গোপন কেন্দ্রগুলির চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ করত এবং একটিমাত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালনা করত। এর আগেই '**কী করতে হবে?** (১৯০২)' নামক তাঁর পুস্তকে কমরেড লেনিন লিখেছেন যে, একটি সুসংগঠিত সারা-রুশ জঙ্গী সংবাদপত্র অবশ্যই শুধু একটি যৌথ আন্দোলনকারী হবে না, তাকে একটি যৌথ সংগঠকও হতে হবে। গোপন সংগঠনকে রক্ষা করা এবং শ্রমিকদের বৈধ সংগঠনগুলি জয় করে নেবার জন্য বিলুপ্তিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়কালে **প্রাভদা** ঠিক

এই ধরনেরই সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল। এটা যদি সত্য হয় যে, আমরা যদি বিলুপ্তিবাদীদের পরাজিত না করতাম, তাহলে আমরা এমন পার্টি পেতাম না যা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি থাকার দরুণ তার ঐক্যে ছিল দৃঢ় এবং ছিল অজেয়, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সংগঠিত করেছিল, তাহলে এটাও সমভাবে সত্য যে পুরানো **প্রাভদার** দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং ঐকান্তিক সংগ্রাম খুব বেশি রকমে বিলুপ্তিবাদীদের উপর জয়লাভের প্রস্তুতি সাধন করেছিল, এবং এই জয়লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই অর্থে পুরানো **প্রাভদা** নিঃসন্দেহে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ যশোমণ্ডিত জয়গুলির অগ্রদূত ছিল।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৮
৫ই মে, ১৯২২
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

অবকাশের প্রশ্নে কমরেড লেনিন

(মন্তব্যাবলী)

আমার মনে হয় অবকাশকাল যখন শেষ হয়ে আসছে এবং কমরেড লেনিন যখন সত্বরই কাজে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন 'অবকাশের প্রশ্নে কমরেড লেনিন' সম্পর্কে লেখা যুক্তিযুক্ত হবে না। তা ছাড়া, আমার গভীর অনুভূতিসমূহ এত বেশি এবং এত মূল্যবান যে, **প্রাভদার** সম্পাদকীয় বোর্ড যেরূপ অনুরোধ করছেন, আমার অনুভূতিসমূহ একটি সংক্ষিপ্ত লেখায়, সেভাবে বিধৃত করা পুরোপুরি সুবিধাজনক হবে না। তৎসত্ত্বেও, যেহেতু সম্পাদকীয় বোর্ড জিদ করছেন, তখন অবশ্যই আমাকে লিখতে হবে।

রণাঙ্গণে ঝানু সংগ্রামীদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আমার হয়েছিল; তাঁরা না ঘুমিয়ে বা বিশ্রাম না নিয়ে 'একটানা' কয়েকদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করে গুলিগোলা দাগার লাইন থেকে সরে আসতেন, তাঁদের চেহারা হতো ছায়ামাত্র-সারের মতো এবং তাঁরা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ধপাস করে শুয়ে পড়তেন; কিন্তু 'ঘড়ির কাঁটা ধরে' ঘুমিয়ে তাঁরা নতুন শক্তি নিয়ে নতুন নতুন যুদ্ধে যাবার আগ্রহ নিয়ে জেগে উঠতেন, কেননা যুদ্ধ করা ছাড়া তাঁরা 'বাঁচতেই পারেন না'। ছয় সপ্তাহ না দেখার পর আমি যখন জুলাই মাসে কমরেড লেনিনের সঙ্গে দেখা করলাম, ঠিক সেই রকমই ছাপ তিনি আমার উপর বিস্তার করলেন—একজন অভিজ্ঞ সংগ্রামীর ছাপ, যিনি প্রতিনিয়ত শ্রান্তিহীন যুদ্ধের পর কিছুটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন সেই বিশ্রামের নতুন তেজ অর্জন করেছেন। তাঁকে সজীব এবং তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন এরূপ দেখাচ্ছিল, কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত খাটুনি ও ক্লান্তির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকট ছিল।

কমরেড লেনিন বিদ্রূপাত্মক সুরে মন্তব্য করলেন, 'আমার সংবাদপত্র পড়বার অনুমতি নেই এবং আমি অবশ্যই রাজনীতির কথা বলব না। টেবিলের উপর অবস্থিত প্রতিটি টুকিটাকি কাগজ আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি, পাছে তা একটা সংবাদপত্র হয়ে পড়ে এবং তার ফলে শৃংখলাভঙ্গ করে ফেলি।'

আমি প্রাণখোলা হাসি হেসে শৃংখলার প্রতি তাঁর এই আনুগত্যের জন্য

তাঁকে প্রশংসা করে আকাশে তুললাম। আমরা ডাক্তারদের নিয়ে হাসিঠাট্টা আরম্ভ করলাম, কেননা তাঁরা বুঝতে পারে না যে রাজনীতি যাঁদের পেশা তাঁরা যখন একত্রিত হন, তখন তাঁরা রাজনীতি আলোচনা না করে পারেন না।

কমরেড লেনিনের মধ্যে যা দেখে যে কেউ বিমুগ্ধ হতেন, তা ছিল তথ্য জানবার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা, কাজের জন্য তাঁর অদম্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। এটা সুস্পষ্ট যে তাঁকে সংবাদ জানা থেকে শুকিয়ে রাখা হয়েছে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিচার[৩৯], জেনোয়া এবং হেগ[৪০], ফসলের সম্ভাবনা, শিল্প, আর্থিক পরিস্থিতি—এই সমস্ত প্রশ্নই দ্রুত একের পর এক আলোচনা-স্তরে উঠল। ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই, এই অভিযোগ করে মতামত প্রকাশ করতে তাঁর কোন ব্যস্ততা ছিল না, অধিকাংশ সময়েই তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং নীরবে মন্তব্য টুকলেন। ফসলের সম্ভাবনা ভালই জেনে তিনি খুব খুশি হলেন।

একমাস পরে আমি একটা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চিত্র দেখলাম। এই সময় কমরেড লেনিনকে বইয়ের গাদা এবং সংবাদপত্রে পরিবেষ্টিত দেখলাম (তাঁকে পড়তে এবং প্রাণভরে রাজনীতি আলোচনা করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে)। ক্লান্তি বা অতিরিক্ত খাটুনির কোন ছাপ আর তাঁর চেহারায় ছিল না। কাজের জন্য তাঁর সেই ঘাব্‌ড়ে-যাওয়া আকুল আকাঙ্ক্ষার কোন চিহ্ন ছিল না—সংবাদ জানার ব্যাপারে তিনি আর শুকিয়ে ছিলেন না। স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাস পুরো-পুরি ফিরে এসেছে। এই হল আমাদের সেই পুরানো লেনিন, তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনাকারীর দিকে চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকায় অভ্যস্ত লেনিন।…

এইবার আমাদের আলাপ-আলোচনাও ছিল অধিকতর প্রাণবন্ত ধরনের।

আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ … ফসল … শিল্পের অবস্থা … রুবলের বিনিময়ের হার … বাজেট।…

'পরিস্থিতি দুরূহ। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে। ফসল মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করবে। বাধ্যতামূলকভাবে এরপরেই আসবে শিল্প ও আর্থিক পরিস্থিতিতে উন্নতি। এখন প্রয়োজন হল আমাদের প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থাসমূহে ছাঁটাই করে এবং তাদের উন্নতিসাধন করে রাষ্ট্রকে অনাবশ্যক খরচের দায় থেকে মুক্ত করা। এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই দৃঢ় হতে হবে, সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে এ ব্যাপারে আমাদের দৃঢ়রূপে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকতে হবে।'

বৈদেশিক বিষয়সমূহ ··· আঁতাত ··· ফ্রান্সের আচরণ ··· ব্রিটেন ও জার্মানি ··· আমেরিকার ভূমিকা।···

'তারা লোভী, তারা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ঘৃণা করে। তারা এখনো বিবদমান থাকবে। আমাদের তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের পথ নিশ্চিত : আমরা শান্তি ও চুক্তিসাধনের পক্ষে, কিন্তু আমরা ক্রীতদাসত্ব ও ক্রীতদাসে পরিণত করা চুক্তি-শর্তসমূহের বিরুদ্ধে। চাকার উপর আমাদের কব্জি অবশ্যই দৃঢ় রাখতে হবে এবং তোষামোদ বা ভীতি প্রদর্শনে আত্মসমর্পণ না করে আমাদের নিজেদের পথ কেটে এগুতে হবে।'

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষিপ্তবৎ আন্দোলন।···

'হাঁ, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা তারা তাদের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াই তারা সহজতর করছে। তারা পুঁজিবাদের পংকে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তারা অতল গহ্বরের দিকে পিছলিয়ে পড়ছে। তারা নাকানি-চোবানি খাক। শ্রমিকশ্রেণীর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তারা অনেকদিন আগেই মৃতবৎ হয়ে গিয়েছে।'

শ্বেতবাহিনীর পত্র-পত্রিকা ··· দেশান্তরীরা ··· পুংখানুপুংখ বিবরণসহ লেনিনের মৃত্যু সম্পর্কে অবিশ্বাস্য গল্পকথাসমূহ।···

কমরেড লেনিন মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন : 'তারা যদি মিথ্যা কথা বলে সান্ত্বনা পায়, তাদের তা পেতে দিন; মৃত্যুপথযাত্রীদের শেষ সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।'

'অবকাশের প্রশ্নে কমরেড লেনিন'
'প্রাভদার' চিত্রযোগে শোভাবর্ধক অতিরিক্ত সংখ্যা
সংখ্যা ২১৫, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

পেত্রোগ্রাদ, ডেপুটিদের সোভিয়েতের প্রতি অভিনন্দন

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পঞ্চম জন্মবার্ষিকীতে এই একনায়কত্বের জন্মস্থান লাল পেত্রোগ্রাদকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জে. স্তালিন

পেত্রোগ্রাদ্স্কায়া প্রাভদা, সংখ্যা ২৫১
৫ই নভেম্বর, ১৯২২

স্বাধীন জাতীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের প্রশ্ন

(প্রাভদার একজন সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কমরেড স্তালিন নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাগুলি দেন :৪১

স্বাধীন সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের জন্য আন্দোলনে কারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ?

—সাধারণতন্ত্রগুলি নিজেরাই এই আন্দোলনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। প্রায় তিনমাস আগে ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্রগুলির নেতৃস্থানীয় চক্রগুলি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক ফ্রন্ট এবং একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্ন আগেই উত্থাপন করে। আজারবাইজান, জর্জিয়া এবং আর্মেনিয়ার কতকগুলি জেলার ব্যাপক পার্টি-মিটিংসমূহে প্রশ্নটি তারপর উপস্থাপিত হয় এবং গৃহীত প্রস্তাব-গুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রশ্নটি অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ইউনিয়নের প্রশ্নটি ইউক্রেন এবং বিয়েলো-রাশিয়ায় উত্থাপিত হয় এবং এসব জায়গাতেও ট্রান্সককেশিয়ার মতোই প্রশ্নটি ব্যাপক পার্টি চক্রগুলিতে লক্ষণীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে।

এই ঘটনাবলী আন্দোলনটির প্রাণবন্ততার সন্দেহাতীত সাক্ষ্য বহন করে এবং দেখায় যে সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নটি নিশ্চিতরূপে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়েছে।

কিসে আন্দোলনটি সংঘটিত হয় ? এর মূল উদ্দেশ্যগুলি কী কী ?

—উদ্দেশ্যগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। কৃষকদের চাষবাসে সাহায্যদান, শিল্পোন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, আর্থিক বিষয়সমূহ, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ সম্পর্কে বিষয়াবলী, পণ্য-দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে বিদেশের বাজারে যুক্ত কার্যক্রম—এরূপ প্রশ্নগুলিই সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলনকে সংঘটিত করে। একদিকে, গৃহযুদ্ধের ফলে আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পতিসমূহ নিঃশেষিত হওয়া, অন্যদিকে, বিদেশী পুঁজির মোটা রকমের কোন

অন্তঃপ্রবাহের অভাব, এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যেখানে আমাদের কোন একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রও বিনা সাহায্যে তার নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা তার অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম নয়। এই অবস্থা এখন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে যখন, গৃহযুদ্ধের অবসানের পর, এই প্রথম সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র-সমূহ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের কাজে আগ্রহ সহকারে হাত দিয়েছে এবং এখানে, এই কাজের গতিপথে তারা এই প্রথম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রসমূহের বিচ্ছিন্ন উদ্যমের চরম অপর্যাপ্ততা উপলব্ধি করেছে, উপলব্ধি করেছে যে, শিল্প ও কৃষিকে প্রকৃতপক্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় হিসেবে এই সমস্ত উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টা সংযুক্ত করা এবং সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গড়ে তোলা কত চূড়ান্তভাবে অপরিহার্য।

কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক উদ্যমসমূহ সংযুক্ত করে তাদের একটিমাত্র অর্থনৈতিক ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ করার ধাপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলে একটি নির্দিষ্ট রাস্তা বরাবর এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম যথোপযুক্ত স্থায়িভাবে কর্মরত ইউনিয়ন সংস্থা-গুলি স্থাপন করা প্রয়োজন। এই জন্যই এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে পুরানো অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি এখন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। এই জন্যই সাধারণতন্ত্রগুলির জন্য একটি ইউনিয়নের আন্দোলন এই সমস্ত চুক্তিকে ছাপিয়ে গেছে এবং সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছে।

আপনি কি মনে করেন ঐক্যের জন্য এই প্রবণতা একটি সম্পূর্ণরূপে নতুন ঘটনা অথবা এর একটি ইতিহাস আছে?

—স্বাধীন সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলনটি কোন অপ্রত্যাশিত বা 'অভূতপূর্ব' ঘটনা নয়। এর একটি ইতিহাস আছে। এই ঐক্যসাধনের আন্দোলন তার বিকাশের দুটি পর্যায় এর মাঝেই অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখন তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

প্রথম পর্যায় ছিল ১৯১৮-১৯২১ পর্যন্ত সময়কাল,—হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময়কাল, যখন সাধারণতন্ত্রগুলির অস্তিত্বই মারাত্মক বিপদের মাঝে পড়েছিল, এবং যখন তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই সাধারণতন্ত্রগুলি তাদের সামরিক শক্তিপ্রয়োগ সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই পর্যায় একটি সামরিক ইউনিয়ন, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির সামরিক মৈত্রীতে পর্যবসিত হল।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ১৯২১ সালের সমাপ্তি এবং ১৯২২ সালের প্রারম্ভিক কালে, এটা ছিল জেনোয়া এবং হেগের সময়পর্ব, যখন পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তিগুলি, তাদের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতায় হতাশ হয়ে, সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রগুলিতে, সামরিক উপায়ে নয়, কূটনৈতিক উপায়ে, পুঁজিবাদী সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছিল, যখন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক ফ্রন্ট হয়ে দাঁড়াল একটি অপরিহার্য উপায়, একমাত্র যার দ্বারা পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম হল। এই ভিত্তিতেই জেনোয়া সম্মেলনের উদ্বোধনের পূর্বেই সম্পাদিত হল আটটি স্বাধীন, বন্ধুত্বপূর্ণ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সুবিদিত চুক্তি[৪২], যাকে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির কূটনৈতিক ইউনিয়ন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এইভাবে দ্বিতীয় পর্যায়, আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলির কূটনৈতিক ইউনিয়নের পর্যায়ের অবসান হল।

আজ জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থনৈতিক ইউনিয়নের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে তৃতীয় পর্যায়টি হল ঐক্যসাধনের জন্য আন্দোলনের দুটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের পরিণতি।

এ থেকে কি এটা বেরিয়ে আসে যে সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন রাশিয়ার সাথে পুনরৈক্যে, তার সাথে অন্তর্ভুক্তিতে পর্যবসিত হবে, যেমন কিনা ঘটছে দূর প্রাচ্যের সাধারণতন্ত্রের ব্যাপারে?

—না। তা বেরিয়ে আসে না! দূর প্রাচ্যের সাধারণতন্ত্র[৪৩] এবং উপরি উল্লিখিত জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

(ক) যেখানে প্রথমোক্তটি রণকৌশলগত কারণের জন্য কৃত্রিমভাবে (অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (এটা ভাবা হয়েছিল যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপ জাপান এবং অন্যান্য শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদী মতলবের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি হিসেবে কাজ করবে) এবং আদৌ জাতীয় ভিত্তিতে তা স্থাপিত হয়নি, পক্ষান্তরে, শেষোক্তগুলি নিজ নিজ জাতিসত্তা-সমূহের বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং তাদের প্রধানতঃ একটি জাতীয় ভিত্তি রয়েছে;

(খ) যেখানে প্রাধান্যপূর্ণ জনসংখ্যার জাতীয় স্বার্থসমূহের এতটুকু ক্ষতি না করে দূর প্রাচ্যের সাধারণতন্ত্রকে বিলুপ্ত করা যেতে পারে (কেননা রাশিয়ার

সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের মতোই তারা রুশী), সেখানে জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির বিলুপ্তিসাধন একটি প্রতিক্রিয়াশীল নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে, অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির বিলোপ, তাদের রুশীকরণ করা হবে, অর্থাৎ এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধ গোঁড়ামির কাজ হবে, যা এমনকি ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড সদস্য শুলগিনের ন্যায় জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী রুশ উৎকট জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদও জাগিয়ে তুলবে।

এতে এই ঘটনা ব্যাখ্যাত হয় যে, যেইমাত্র দূর প্রাচ্যের সাধারণতন্ত্রের দৃঢ়-প্রত্যয় জন্মাল যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হিসেবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপ অকেজো, তখনই সে নিজের বিলুপ্তিসাধন করতে এবং উরাল অথবা সাইবেরিয়ার ন্যায় রাশিয়ার গঠনকর (কন্‌স্টিট্যুয়েণ্ট) একটি অংশ, একটি অঞ্চল হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হল, তার থাকল না কোন গণ-কমিশার পরিষদ ব কোন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি; তদ্বিপরীতে জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলি, যারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভিত্তিতে গঠিত, তাদের বিলোপ করা যায় না এবং যতদিন পর্যন্ত যে জাতিসত্তাগুলি তাদের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তারা বিদ্যমান থাকবে, যত-দিন পর্যন্ত তাদের জাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন, অভ্যাস ও রীতি-নীতি বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি-সমূহ ও গণ-কমিশার পরিষদ এবং তাদের জাতীয় ঘাঁটিসমূহ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। এই জন্যই জাতীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির একটি-মাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাদের রাশিয়ার সঙ্গে পুনরৈক্যে এবং রাশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিতে অবসিত হতে পারে না।

আপনার মতে সাধারণতন্ত্রগুলির একটিমাত্র ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হবার চরিত্র ও রূপ কি হওয়া উচিত ?

—ইউনিয়নের চরিত্র হবে স্বেচ্ছাভিত্তিক, ব্যতিক্রমহীনভাবে স্বেচ্ছাভিত্তিক, এবং প্রতিটি জাতীয় সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার বজায় থাকবে। এইরূপে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠনের প্রশ্নে স্বেচ্ছাভিত্তিক নীতি অবশ্যই চুক্তির ভিত্তি হবে।

ইউনিয়নের চুক্তিতে আবদ্ধ পার্টিগুলি হল: রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র (একটি অখণ্ড ফেডারেল ইউনিট হিসেবে), ট্রান্সককেশীয়। ফেডারেশন[৪৪] (একটি অখণ্ড ফেডারেল ইউনিট হিসেবেও), ইউক্রেন এবং বিয়েলোরাশিয়া। বুখারা এবং খোরেজ্‌ম[৪৫], সমাজতান্ত্রিক না হয়ে, কিন্তু শুধুমাত্র জনগণের সোভিয়েত

সাধারণতন্ত্র হওয়ার দরুণ, যতদিন না তাদের স্বাভাবিক বিকাশ তাদের সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত করে, ততদিন পর্যন্ত তারা, সম্ভবতঃ, ইউনিয়নের বাইরে থাকতে পারে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংস্থাগুলি হল: জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ইউনিয়নের গঠনকর সাধারণতন্ত্রগুলি দ্বারা নির্বাচিত ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসেবে তার (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির) দ্বারা নির্বাচিত গণ-কমিশার ইউনিয়ন পরিষদ।

ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির কর্তব্যকাজ হল: যে সাধারণতন্ত্রগুলি ও ফেডারেশনসমূহ নিয়ে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক পথনির্দেশক নীতিগুলি রচনা করা।

গণ-কমিশারদের ইউনিয়ন পরিষদের কর্তব্যকাজ হল:

(ক) ইউনিয়নের সামরিক বিষয়গুলি, বৈদেশিক বিষয়াবলী, বৈদেশিক বাণিজ্য, রেল এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ;

(খ) যে সাধারণতন্ত্রগুলি ও ফেডারেশনসমূহ নিয়ে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে তাদের অর্থ, খাদ্য, জাতীয় অর্থনীতি, শ্রম এবং রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন বিভাগের কমিশারমণ্ডলীর কার্যকলাপের নেতৃত্ব; এই সমস্ত সাধারণতন্ত্র ও ফেডারেশনগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ, কৃষি, শিক্ষা, বিচার, সামাজিক সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের কমিশারমণ্ডলী এই সমস্ত সাধারণতন্ত্র ও ফেডারেশনগুলির পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের (মিলনের) জন্য আন্দোলনে যতদূর উপলব্ধি করা যায়, তাতে, আমার মতে, সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে মিলনের এরূপ সাধারণ রূপ হওয়া উচিত।

কিছু কিছু লোক এই মত পোষণ করেন যে, দুটি ইউনিয়ন সংস্থার (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদ) অতিরিক্ত আর একটি তৃতীয় ইউনিয়ন সংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন; এটি হবে একটি মধ্যবর্তী সংস্থা, বলা যেতে পারে একটা উচ্চতর কক্ষ, যাতে সমস্ত জাতিসত্তাগুলিরই সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলি থেকে এই মত কোনরূপ সমর্থন পাবে না, একমাত্র

এই যুক্তিতে হলেও যে একটি উচ্চতর কক্ষ সহ একটি দ্বিকক্ষ সম্বলিত প্রথা, যে-কোন অবস্থাতেই বিকাশের বর্তমান স্তরে, সোভিয়েত প্রথার বর্তমান কাঠামোর সঙ্গে বেমানান।

আপনার মতে, কত শীঘ্র, সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠিত হবে এবং এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য কি হবে?

—আমি মনে করি সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের গঠনের দিন দূরবর্তী নয়। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে ইউনিয়নের গঠন রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-সমূহের দশম কংগ্রেসের আসন্ন সম্মেলনের সঙ্গে সমকালীন হবে।

ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের বিষয়টি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার বড় একটা প্রয়োজন নেই। যদি গৃহযুদ্ধের সময়কালে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র-সমূহের সামরিক মৈত্রী আমাদের শত্রুদের সামরিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করতে আমাদের সক্ষম করে থাকে, এবং জেনোয়া ও হেগের সময়পর্বে ওই সাধারণ তন্ত্রগুলির কূটনৈতিক মৈত্রী আঁতাতের কূটনৈতিক প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সহজতর করে থাকে, তাহলে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মিলন নিঃসন্দেহে সর্বাঙ্গীণ সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার এমন একটি রূপ সৃষ্টি করবে যা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি বিরাটভাবে সহজতর করবে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের আক্রমণসমূহের বিরুদ্ধে তাদের একটি দুর্গে রূপান্তরিত করবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬১
১৮ই নভেম্বর, ১৯২২

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন

(সোভিয়েতসমূহের দশম সারা-রুশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট,[৪৬]
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২২)

কমরেডগণ, এই কংগ্রেস আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে, সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্রসমূহ, ইউক্রেন এবং বিয়েলোরাশিয়ার সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলি থেকে কতকগুলি প্রস্তাব পান, প্রস্তাবগুলি ছিল এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ঐক্য-বদ্ধ করার অভিপ্রায় ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী বিষয়টি বিবেচনা করে ঘোষণা করেছেন যে এইরকম ইউনিয়ন সময়োচিত। তার প্রস্তাবের ফলে সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্ন এই কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয়সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তিন বা চার মাস আগে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের জন্য প্রচার-আন্দোলন আরম্ভ হয়। উদ্যোগ গ্রহণ করে আজার-বাইজেনীয়, আর্মেনি এবং জর্জীয় সাধারণতন্ত্রসমূহ, তাদের সাথে পরে যোগ দেয় ইউক্রেনীয় ও বিয়েলোরাশিয়ান সাধারণতন্ত্রগুলি। এই প্রচার-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল যে পুরানো চুক্তি-সম্পর্কগুলি—রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কসমূহ—তাদের উদ্দেশ্য সাধন করেছে এবং সেগুলি আর পর্যাপ্ত নয়। প্রচার-আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল যে, পুরানো চুক্তি-সম্পর্কগুলি থেকে আমাদের অবশ্যই অপরিহার্যভাবে অতিক্রান্ত হতে হবে ঘনিষ্ঠতর ইউনিয়নের ভিত্তিতে স্থাপিত সম্পর্কসমূহে—এমন সম্পর্কসমূহ যা অনুরূপ ইউনিয়ন কার্যনির্বাহক এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাসমূহ সহ, একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং ইউনিয়নের গণ-কমিশার পরিষদ সমেত একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্র সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রচার-আন্দোলনের অগ্রগতিপথে এখন প্রস্তাব করা হচ্ছে যে চুক্তি-সম্পর্কসমূহের কাঠামোর মাঝে পূর্বে মাঝে মাঝে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, এখন সেগুলিকে স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে।

যে যুক্তিগুলি সাধারণতন্ত্রসমূহকে ইউনিয়নের পথ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করছে সেগুলি কী কী? কি সেই সমস্ত ঘটনা যা ইউনিয়নের জন্য প্রয়োজনীয়তাকে নির্ধারিত করেছে?

তিন শ্রেণীর ঘটনা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করা অপরিহার্য করেছে।

প্রথম শ্রেণীর ঘটনা আমাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যরাজি নিয়ে গঠিত।

প্রথমতঃ, সাত বছর যুদ্ধের পর সাধারণতন্ত্রগুলির আয়ত্তে থাকা অর্থনৈতিক সংস্থানগুলির স্বল্পতা। এই ঘটনা এই সমস্ত অপ্রচুর সংস্থানকে সংযুক্ত করতে আমাদের বাধ্য করছে যাতে সেগুলিকে আরও যুক্তিসম্মতভাবে নিয়োগ করা যায় এবং আমাদের অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখাগুলি, যা সমস্ত সাধারণতন্ত্রগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার মেরুদণ্ড গঠন করে, সেগুলিকে বিকশিত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চল এবং আমাদের ফেডারেশনের সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত শ্রমের স্বাভাবিক বিভাজন, শ্রমের অর্থনৈতিক বিভাজন। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্বকে তন্তুজ দ্রব্যাদি সরবরাহ করে, দক্ষিণ এবং পূর্ব উত্তরকে তুলো, জ্বালানি প্রভৃতি সরবরাহ করে। এবং অঞ্চলগুলির মধ্যে শ্রমের এই বিভাজন কলমের একটিমাত্র আঁচড়ে দুরীভূত করা যায় না: ফেডারেশনের অর্থনৈতিক বিকাশের সমগ্র ধারা কর্তৃক এই বিভাজন ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে। এবং শ্রমের এই বিভাজন, যা, যতদিন পর্যন্ত প্রতিটি সাধারণতন্ত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এলাকার পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব করে তুলছে, তা একটিমাত্র অর্থনৈতিক গোটা বস্তুতে ঐক্যবদ্ধ হতে সাধারণতন্ত্রগুলিকে বাধ্য করছে।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র ফেডারেশনে যোগাযোগের প্রধান প্রধান উপায়ের একত্রীকরণ, যা কোন সম্ভাব্য ইউনিয়নের স্নায়ুসমূহ ও ভিত্তি গঠন করে। বলা বাহুল্য, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলির আয়ত্তে, তাদের স্বার্থের অধীনে, যোগাযোগের উপায়গুলির বিভক্ত অস্তিত্ব দেওয়া যেতে পারে না, কেননা তা অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্নায়ু—পরিবহনকে—পরিকল্পনা ছাড়াই ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন অংশের একটি মিশ্রিত পিণ্ডে পরিণত করবে। এই ঘটনাও একটিমাত্র রাষ্ট্রে মিলনের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করে।

সর্বশেষে, আমাদের আর্থিক সঙ্গতির অপ্রচুরতা। কমরেডগণ, এটাও

স্পষ্টভাবে বলতে হবে, পুরানো রাজত্বের অধীনে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির বৃহদায়তন বিকাশের যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, আজ সোভিয়েত শাসনের অস্তিত্বের ষষ্ঠ বৎসরে আর্থিক পরিস্থিতির বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সেগুলির তুলনায় অনেক বেশি কম—উদাহরণস্বরূপ, পুরানো রাজত্বের ছিল ভদ্‌কা যা বছরে ৫০ কোটি রুবল দিত, আমাদের তা নেই এবং পুরানো রাজত্ব কয়েকশত মিলিয়ন রুবল বৈদেশিক ধার হিসেবে পেত, আমরা তা পাব না। এ সমস্তই প্রমাণ করে যে, আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে এরূপ স্বল্প সুবিধা-সুযোগ নিয়ে আমরা আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলির আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের মৌলিক ও চল্‌তি সমস্যাসমূহ সমাধান করতে সক্ষম হব না, যদি না আমরা আমাদের শক্তিসমূহকে একত্রিত করি এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলির আর্থিক ক্ষমতা একটিমাত্র গোটা বস্তুতে সংযুক্ত করি।

এরূপই হল প্রথম শ্রেণীর ঘটনাবলী যা আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলিকে ইউনিয়নের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনা যা আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নকে নির্ধারিত করেছে তা হল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী। আমার চেতনায় রয়েছে আমাদের সামরিক পরিস্থিতির কথা। আমার চেতনায় রয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যের কমিশারমণ্ডলীর মাধ্যমে বৈদেশিক পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের কথা। সর্বশেষে, চেতনায় রয়েছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা। কমরেডগণ, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদিও আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু বাইরে থেকে আক্রমণের কথা কোনক্রমে বাদ দেওয়া চলে না। এই বিপদ দাবি করে যে আমাদের সামরিক ফ্রন্টকে পুরোদস্তুরভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে হতে হবে পরিপূর্ণভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ বাহিনী, বিশেষ করে এখন যখন আমরা নিঃসন্দেহে নৈতিক নিরস্ত্রী-করণের পথ গ্রহণ করিনি, গ্রহণ করেছি সৈন্যবাহিনীকে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব হ্রাসকরণের একটা পথ। এখন যখন আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কমিয়ে ৬ লক্ষে নামিয়েছি, তখন বাইরের বিপদ থেকে সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সক্ষম এমন একটি একক অবিচ্ছেদ্য সামরিক ফ্রন্ট থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

আরও, সামরিক বিপদের কথা বাদ দিলেও, আমাদের ফেডারেশনের

অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিপদ রয়েছে। আপনারা জানেন যে যদিও জেনোয়া ও হেগের পর এবং আরকোহার্টের[৪৭] পর আমাদের সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ব্যর্থ হয়েছিল, তথাপি আমাদের অর্থনীতির প্রয়োজনের জন্য পুঁজির কোন বিশেষ অন্তঃপ্রবাহ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সাধারণ-তন্ত্রগুলির অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার বিপদ রয়েছে। এই নতুন ধরনের হস্তক্ষেপ, যা কিনা সামরিক হস্তক্ষেপের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়, তা, পুঁজিবাদী বেষ্টনীর মুখোমুখি আমাদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক ফ্রন্টের সৃষ্টির দ্বারাই একমাত্র এড়ানো যেতে পারে।

সর্বশেষে, রয়েছে আমাদের কূটনৈতিক পরিস্থিতি। আপনারা সকলেই দেখেছেন কিভাবে, সাম্প্রতিককালে, লুসায়ানা সম্মেলনের[৪৮] প্রাক্কালে আঁতাত রাষ্ট্রগুলি আমাদের ফেডারেশনকে নিঃসঙ্গ করার জন্য কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি। কূটনৈতিকভাবে, তারা অবশ্য সাফল্যলাভ করেনি। আমাদের ফেডারেশনকে সংগঠিত কুটনৈতিক দিক থেকে বয়কট করা ভেঙে গেল। আঁতাত আমাদের ফেডারেশনকে হিসেবে ধরতে, কিছুটা প্রত্যাহার করতে, পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। কিন্তু আমাদের ফেডারেশনকে কূটনৈতিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে এরূপ এবং অনুরূপ ঘটনাবলী পুনরাবৃত্ত হবে না তা ধরে নেবার কোন কারণ নেই। এইজন্য কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা।

এরূপই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনাবলী যা আমাদের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলিকে ইউনিয়নের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়শ্রেণীর ঘটনাবলীই আজ পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, সোভিয়েত শাসনের সমগ্র অস্তিত্বকাল ধরেই চালু রয়েছে। আমাদের অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনের কথা যা আমি এইমাত্র বলেছি এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের সামরিক ও কূটনৈতিক প্রয়োজনগুলি আজকের দিনের আগেও নিঃসন্দেহে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এখনই ওই সমস্ত ঘটনাবলী বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে, গৃহযুদ্ধের অবসানের পরে, যখন সাধারণতন্ত্রগুলি এই প্রথম অর্থনৈতিক নির্মাণযজ্ঞ আরম্ভ করার সুযোগ পেয়েছে, এবং এই প্রথম উপলব্ধি করছে তাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি কত স্বল্প, এই প্রথম উপলব্ধি করছে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্র সম্পর্কে ইউনিয়ন কত বেশি প্রয়োজনীয়। এইজন্যই এখন, সোভিয়েত

ইউনিয়নের অস্তিত্বের ষষ্ঠ বছরে, স্বাধীন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

সর্বশেষে একটি তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনাবলী আছে, যাও ইউনিয়নের দাবি রাখে এবং যা সোভিয়েত শাসনের কাঠামো এবং সোভিয়েত শাসনের শ্রেণী-চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গঠিত যে এর সহজাত চরিত্র আন্তর্জাতিক হওয়ায়, তা ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে ইউ-নিয়নের ধারণা সর্বরকমে উৎসাহিত করে এবং তা নিজেই ইউনিয়নের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য করে। যখন পুঁজি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণ জনগণের মধ্যে অনৈক্য ঘটায়, পারস্পরিক শত্রুতাপূর্ণ শিবিরে তাদের বিভক্ত করে, যার উদাহরণ, নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়সাধনের অসাধ্য আভ্যন্তরীণ জাতীয় স্ববিরোধিতাসমূহ, যা তাদের একেবারে ভিত্তিসমূহকেই ক্রমশঃ ক্ষয় করে, সেইগুলি নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং এমনকি পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লা-ভিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুজাতিক রাষ্ট্রসমূহ জোগায়—যখন, আমি বলতে চাই, পশ্চিমে যেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র রাজত্ব করে এবং যেখানে রাষ্ট্রগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে স্থাপিত, সেখানে রাষ্ট্রের একেবারে ভিত্তিই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ঝগড়া, সংঘর্ষ এবং সংগ্রাম লালন করে, তখন সোভিয়েত-সমূহের জগতে, যেখানে শাসনব্যবস্থা পুঁজির ভিত্তিতে স্থাপিত নয়, স্থাপিত শ্রমের ভিত্তিতে, যেখানে শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে স্থাপিত নয়, স্থাপিত যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে, যেখানে শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের ভিত্তিতে স্থাপিত নয়, স্থাপিত এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে, সেখানে, পক্ষান্তরে, শাসনব্যবস্থার ঠিক ঠিক চরিত্রই ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে ইউনিয়নের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবল আগ্রহ পরিপুষ্ট করে।

এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে, সেখানে, পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জগতে, যখন আমরা দেখছি যে, বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাচ্ছে এবং তাদের গঠনকর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হচ্ছে (যেমন গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষেত্রে, তাকে ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট এবং আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে বিবাদাদি মিটিয়ে নিতে হচ্ছে, কিভাবে আমি জানি না, অথবা পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে, তাকে রিয়েলো-রাশিয়ান ও ইউক্রেনীদের সঙ্গে বিবাদাদি মিটিয়ে নিতে হচ্ছে, কিভাবে তাও আমি জানি না) তখন এখানে, আমাদের ফেডারেশনে যাতে ৩০টির কম নয়

জাতিসত্তা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, আমরা, পক্ষান্তরে, দেখছি এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা স্বাধীন সাধারণতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় বন্ধন আরও জোরদার হচ্ছে, এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে স্বাধীন জাতিসত্তাগুলি একটিমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতরভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এইভাবে দুই ধরনের রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন রয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি হল পুঁজিবাদী ধরন যার ফলে রাষ্ট্র খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়, তদ্বিপরীতে দ্বিতীয়টি হল সোভিয়েত ধরন, যার ফলে, পক্ষান্তরে, পূর্বেকার স্বাধীন জাতিসত্তাসমূহ—ক্রমে ক্রমে একটি স্থায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র ইউনিয়নে পরিণত হয়।

এরূপই হল তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনাবলী যা স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলিকে ইউনিয়নের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের কি রূপ হওয়া উচিত? সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া এবং ট্রান্সককেশিয়ার সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির নিকট থেকে যে প্রস্তাবগুলি পেয়েছে তাদের মধ্যে ইউনিয়নের নীতিসমূহের উপরেখা রয়েছে।

চারটি সাধারণতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হবে: একটি অখণ্ড ফেডারেল ইউনিট হিসেবে রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্র, আর একটি অখণ্ড ফেডারেল ইউনিট হিসেবেও, ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্র, ইউক্রেন এবং বিয়েলোরাশিয়া। দুটি স্বাধীন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, খোরেজ্‌ম্‌ এবং বুখারা, যারা সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র নয়, কিন্তু জনগণের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, তারা যেহেতু এখনো সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র নয়, একমাত্র সেই বাধা থাকায় তারা আপাততঃ ইউনিয়নের বাইরে থাকছে। কমরেডগণ, আমার কোন সন্দেহ নেই এবং আমি আশা করি আপনাদেরও কোন সন্দেহ নেই যে, তারা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে যখন বিকশিত হবে, এই সাধারণতন্ত্রগুলি এখন যে ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে সেই ইউনিয়ন রাষ্ট্রে তারাও তখন যোগদান করবে।

একটি অখণ্ড ফেডারেল ইউনিট হিসেবে সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে যোগদান না করা রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক মনে হতে পারে, সুবিধাজনক মনে হতে পারে যে সাধারণতন্ত্রগুলি নিয়ে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র গঠিত সেগুলির স্বতন্ত্রভাবে যোগদান করা; এর জন্য অবশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজন হবে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রকে তার গঠনকর অংশসমূহে ভেঙে দেওয়া। আমি মনে করি এই পদ্ধতি হবে অযৌক্তিক এবং অনুপযোগী

এবং এই পদ্ধতি প্রচার-আন্দোলনের ঠিক অগ্রগতির দ্বারাই নিবারিত। প্রথমতঃ, এর ফল হবে যে, সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে পরিণতির দিকে যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে, তার সমান্তরালে চলবে আগে থেকেই অস্তিত্বশীল ফেডারেল ইউনিটগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার একটি প্রক্রিয়া, চলবে এমন একটি প্রক্রিয়া যা আগে থেকেই আরম্ভ হওয়া সাধারণতন্ত্রগুলির ইউ-নিয়নের সত্যিকারের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে উল্টিয়ে দেবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি এই ভুল পথ গ্রহণ করি, তাহলে আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে পৌছাব যেখানে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র থেকে আটটি স্বশাসিত সাধারণতন্ত্র আলাদা করে নেবার অতিরিক্ত, একটি নির্দিষ্টভাবে রাশিয়ান কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও গণ-কমিশারদের একটি রাশিয়ান পরিষদ রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে এবং এর ফলে একটি বেশি রকমের সাংগঠনিক অস্থিরতা ঘটবে, যা বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর এবং যাকে, কি আভ্যন্তরীণ, কি বহিঃস্থ পরিস্থিতি কিছুই এতটুকু দাবি করে না। এইজন্যই আমি মনে করি, ইউনিয়ন গঠনের অংশীদার পার্টিগুলি হবে চারটি সাধারণতন্ত্র: রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র, ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন, ইউক্রেন এবং বিয়েলোরাশিয়া।

নিম্নোক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে অবশ্যই ইউনিয়নের চুক্তি স্থাপিত হবে: বৈদেশিক বাণিজ্য, সামরিক ও নৌবাহিনী-সংক্রান্ত বিষয়, বৈদেশিক বিভাগ, পরিবহন এবং পোস্ট ও টেলিগ্রাফের কমিশারমণ্ডলী কেবলমাত্র ইউনিয়নের গণ-কমিশার পরিষদের মধ্যে অবশ্যই স্থাপিত হবে। অর্থ, জাতীয় অর্থনীতি, খাদ্য, শ্রম এবং রাষ্ট্রীয় পরিদর্শনের গণ-কমিশারমণ্ডলী চুক্তিবদ্ধ সাধারণতন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকবে কিন্তু শর্ত থাকবে যে ইউ-নিয়নের অনুরূপ কেন্দ্রীয় কমিশারমণ্ডলীর নির্দেশাদি অনুযায়ী তারা তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করবে। খাদ্য সরবরাহ, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, অর্থবিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলী এবং শ্রমবিভাগের গণ-কমিশারমণ্ডলী সম্পর্কে ইউনিয়ন কেন্দ্রের নির্দেশমতো সাধারণতন্ত্রগুলির ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের বাহিনীসমূহ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তার জন্য এটা প্রয়োজন। অবশেষে, অবশিষ্ট কমিশারমণ্ডলী অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী, বিচার, শিক্ষা, কৃষি প্রভৃতির কমিশারমণ্ডলী—যেগুলির মোট সংখ্যা হল ছয়—যেগুলি সাধারণতন্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত জনগণের জীবনযাত্রার ধরন, রীতিনীতি,

জমি বন্দোবস্তের বিশেষ বিশেষ রূপ, আইনগত কার্যবিধির বিশেষ বিশেষ রূপ, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত, সেগুলিকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিগুলি এবং চুক্তিবদ্ধ সাধারণতন্ত্রগুলির গণ-কমিশার সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বাধীন কমিশারমণ্ডলী হিসেবে রাখতে হবে। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের জাতিগুলির জন্য জাতীয় বিকাশের স্বাধীনতার প্রকৃত গ্যারান্টি দেবার পক্ষে এটা প্রয়োজন।

আমার মতে, আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে অল্পকালের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে এরূপই হল নীতিসমূহ যাদের অবশ্যই সেই চুক্তির ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে।

তদনুযায়ী, আমি নিম্নোক্ত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করছি; খসড়া প্রস্তাবটি সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে :

(১) রাশিয়ান সোশ্যালিষ্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, ইউক্রেনীয় সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র, ট্রান্সককেশীয় সোশ্যালিষ্ট ফেডারেটিভ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং বিয়েলোরাশিয়ান সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়ন সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি ইউনিয়নে পরিণত হওয়াকে সময়োচিত বলে গণ্য করতে হবে।

(২) স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির নীতি এবং সাধারণতন্ত্রগুলির সমান অধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠিত হবে; সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার প্রতিটি সাধারণতন্ত্রের বজায় থাকবে।

(৩) রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নির্দেশ দিতে হবে যে, ইউক্রেন, ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্র এবং বিয়েলোরাশিয়ার প্রতিনিধিমণ্ডলীর সহযোগিতায় সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠনের প্রশ্নে একটি ঘোষণার খসড়া তাদের রচনা করতে হবে, এই খসড়ায় সেই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করা থাকবে যেগুলি সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া নির্দেশিত করবে।

(৪) প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নির্দেশ দিতে হবে সেইসব শর্ত রচনা করতে, যার ভিত্তিতে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে প্রবেশ করবে এবং ইউনিয়নের চুক্তি পরীক্ষা করবার সময়, তাকে নিম্নোক্ত নীতিসমূহ মেনে নিতে হবে :

(ক) যথোপযুক্ত ইউনিয়ন আইনপ্রণয়নকারী এবং শাসনকার্য পরিচালক সংস্থাগুলির গঠন ;

(খ) সামরিক এবং নৌবিভাগের বিষয়গুলি, যানবাহন, বৈদেশিক বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কমিশারমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তিকরণ ;

(গ) চুক্তিবদ্ধ সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থ, খাদ্য, জাতীয় অর্থনীতি, শ্রম এবং শ্রমিকদের ও কৃষকদের পরিদর্শন বিভাগের কমিশারমণ্ডলীর পক্ষে সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের অনুরূপ কমিশারমণ্ডলীর নির্দেশের অধীনতা ;

(ঘ) চুক্তিবদ্ধ সাধারণতন্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির জন্য জাতীয় বিকাশের পরিপূর্ণ গ্যারান্টি।

(৫) সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে পেশ করবার পূর্বে সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী তার সভাপতিমণ্ডলীর অনুমোদনের জন্য খসড়া চুক্তিটি পেশ করতে হবে।

(৬) সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক ইউনিয়নের শর্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন (ইউ. এস. এস. আর—অনুবাদক) রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেন, ট্রান্সককেশিয়া এবং বিয়েলোরাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা প্রতিনিধিমণ্ডলীকে দিতে হবে।

(৭) অনুমোদনের জন্য চুক্তিটি সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসের নিকট পেশ করতে হবে।

এই খসড়া প্রস্তাবটিই আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করছি।

কমরেডগণ, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলি গঠিত হবার পর বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছে : সমাজতন্ত্রের শিবির এবং পুঁজিবাদের শিবির। পুঁজিবাদের শিবিরে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, নিপীড়ন, ঔপনিবেশিক দাসত্ব এবং উৎকট জাতীয়তাবাদ। সোভিয়েতদের শিবিরে, সমাজতন্ত্রের শিবিরে, পক্ষান্তরে, রয়েছে পারস্পরিক আস্থা, অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে সমতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জাতিসমূহের মধ্যে সৌহার্দমূলক সহযোগিতা। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, শোষণের

ব্যবস্থার সঙ্গে জাতিসত্তাসমূহের অবাধ বিকাশ সংযুক্ত করে জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধিতা দূরীভূত করার জন্য দশকের পর দশক ধরে চেষ্টা করে আসছে। এ ব্যাপারে তা এ পর্যন্ত কৃতকার্য হয়নি, কৃতকার্য হবেও না। পক্ষান্তরে, জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধিতা ক্রমেই বেশি বেশি করে জট পাকাচ্ছে, পুঁজিবাদকে মৃত্যুভয়ে আতংকিত করছে। একমাত্র এখানেই, সোভিয়েতসমূহের দুনিয়ায়, সমাজতন্ত্রের শিবিরে জাতীয় নিপীড়ন নির্মূল করা এবং জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং এটা স্থাপন করতে সোভিয়েতসমূহ কৃতকার্য হবার পরেই কেবলমাত্র একটি ফেডারেশন গঠন করা এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় শত্রুর আক্রমণ থেকে এই ফেডারেশনকে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

পাঁচ বছর পূর্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করতে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা কৃতকার্য হয়েছিল। এখন, যখন আমরা এখানে ইউনিয়নের অনুমোদনযোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, তখন আমাদের সম্মুখে করণীয় কাজ হল, শ্রমজীবী জনগণের একটি নতুন ও শক্তিশালী ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠন করে এই ভিত্তির উপর একটি সৌধ নির্মাণ করা। আমাদের সাধারণতন্ত্রসমূহের জাতিসমূহ, যারা সম্প্রতি তাদের কংগ্রেসসমূহে সমবেত হয়ে সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব্ রিপাবলিক্স্) গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল, তাদের এই অভিপ্রায়ই হল অকাট্য প্রমাণ যে ইউনিয়নের আদর্শ সঠিক পথ ধরেই চলেছে এবং তা স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির মহান নীতি এবং জাতিতে জাতিতে অধিকারসমূহের ক্ষমতার ভিত্তির উপর স্থাপিত। কমরেডগণ, আসুন আমরা এই আশা পোষণ করি যে, আমাদের ইউনিয়ন সাধারণতন্ত্র গঠন করে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা একটি নির্ভরযোগ্য দুর্গ সৃষ্টি করব এবং একটি বিশ্ব-সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের ইউনিয়নের দিকে এই নতুন ইউনিয়ন রাষ্ট্র আর একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ হবে। (**দীর্ঘকালীন হর্ষধ্বনি। 'আন্তর্জাতিক সংগীত' গীত হয়।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৫
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২২

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন গঠন

(ইউ. এস. এস. আরের সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট,৪৯
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২২)

কমরেডগণ, আজকের দিন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার একটি সন্ধিক্ষণ সূচিত করছে। পুরানো সময়কাল, যা এখন অতীতের কথা, যখন যদিও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ মিলেমিশে কাজ করত, তবুও প্রত্যেকটি তার নিজের পথ অনুসরণ করত এবং প্রধানতঃ তার নিজের নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকত এবং নতুন সময়কাল, যা আগেই আরম্ভ হয়েছে, যখন সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রসমূহের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটানো হচ্ছে, যখন অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে একটি সফল সংগ্রামের জন্য সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করা হচ্ছে এবং যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা শুধু তার নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয়, উদ্বিগ্ন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্ত-র্জাতিক শক্তিতে বিকশিত হওয়া সম্পর্কেও, যা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে, সক্ষম হবে এই পরিস্থিতিকে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে কিছুটা পরিবর্তিত করতেও—এই দিনটি এই দুটি সময়কালের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছে।

পাঁচ বছর পূর্বে সোভিয়েত রাষ্ট্র কি ছিল ? ছিল কদাচিৎ লক্ষণীয় একটি বস্তু যা তার সমস্ত শত্রুদের উপহাস এবং তার বন্ধুদের অনেকের করুণা উদ্রেক করত। এটা ছিল যুদ্ধকালীন ধ্বংসের সময়কাল, যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা ততটা তার নিজস্ব শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করত না, যতটা আস্থা স্থাপন করত তার প্রতিপক্ষীয়দের শক্তিহীনতার উপর; যখন সোভিয়েত রাষ্ট্র-ক্ষমতার শত্রুরা দুটি কোয়ালিশনে বিভক্ত হয়ে—অষ্ট্রো-জার্মান কোয়ালিশন এবং অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ কোয়ালিশন—পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঘুরিয়ে ধরতে তারা সক্ষম ছিল না। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার ইতিহাসে এইটেই ছিল অর্থনৈতিক ধ্বংসের সময়পর্ব। যা হোক, কলচাক ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা লালফৌজ সৃষ্টি করল এবং যুদ্ধকালীন ধ্বংসের সময়কাল থেকে সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

পরবর্তীকালে, সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সময়পর্ব আরম্ভ হল—অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়পর্ব। এই সময়পর্ব অবশ্যই এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু তা এর মাঝেই ফল প্রসব করেছে, কেননা এই সময়-কালে গত বছর যে দুর্ভিক্ষ দেশটিকে দুর্দশার মধ্যে ফেলেছিল, সোভিয়েত রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাকে সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। এই সময়কালে আমরা কৃষিতে বেশ কতকটা অগ্রগতি এবং হাল্কা শিল্পে বেশ কিছুটা পুনরুজ্জীবন দেখেছি। শিল্প-সংক্রান্ত নেতাদের ক্যাডাররা এর মাঝেই সম্মুখে এসে গেছেন এবং তাঁরা হলেন আমাদের আশা ও বিশ্বাসের পাত্র। কিন্তু অর্থনৈতিক ধ্বংস অতিক্রম করার ক্ষেত্রে তা এখনো যথেষ্ট থেকে অনেক দূরে। এই ধ্বংস পরাস্ত ও নিঃশেষ করতে হলে সমস্ত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের শক্তিসমূহকে অবশ্যই একত্রীভূত করতে হবে; সাধারণতন্ত্রগুলির সমস্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সমূহকে আমাদের মূল শিল্পগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এইজন্যই প্রয়োজন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করা। আমাদের অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত শক্তিসমূহকে একত্রীভূত করার উদ্দেশ্যে এই দিনটি হল আমাদের সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মিলিত হবার দিন।

যুদ্ধকালীন ধ্বংসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময়কাল আমাদের লালফৌজ দিয়েছিল, যা হল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্বের অন্যতম ভিত্তি। পরবর্তী সময়কাল, অর্থনৈতিক ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়কাল, রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের একটি নতুন কাঠামো আমাদের দিচ্ছে—সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন (ইউ. এস. এস. আর—অনুবাদক), যা নিঃসন্দেহে সোভিয়েত অর্থনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে উন্নতি বর্ধন করবে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার অবস্থা এখন কী? তা এখন শ্রমজীবী জনগণের একটি বিশাল রাষ্ট্র, যা আমাদের শত্রুদের মধ্যে উপহাস উদ্রেক করে না, তাদের দাঁত কড়্‌কড়্‌ করায়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার পাঁচ বৎসরের অস্তিত্বকালে এইগুলিই হল তার অগ্রগতির ফলশ্রুতি।

কিন্তু, কমরেডগণ, আজকের দিনটা শুধু বিষয়সমূহের পর্যালোচনা করার দিন নয়, একই সঙ্গে আজকের দিনটা হল পুরানো রাশিয়ার উপর নতুন রাশিয়ার বিজয়োৎসবের দিন—যে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সৈনিক-আরক্ষী,

যে রাশিয়া ছিল এশিয়ার জল্লাদ, সেই রাশিয়ার উপর বিজয়োৎসবের দিন। আজকের দিন হল নতুন রাশিয়ার বিজয়োৎসবের দিন, যে নতুন রাশিয়া জাতীয় নিপীড়নের শিকল চূর্ণ করেছে, পুঁজির উপর বিজয়লাভ সংগঠিত করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সৃষ্টি করেছে, প্রাচ্যের জাতিসমূহকে জাগরিত করেছে, প্রতীচ্যের শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করছে, লাল পতাকাকে পার্টি পতাকা থেকে রাষ্ট্রীয় পতাকায় রূপান্তরিত করেছে এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের জাতিসমূহকে একটিমাত্র রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য—এই রাষ্ট্র হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন, ভবিষ্যৎ বিশ্ব সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আদিরূপ,—সেই পতাকার চারিপাশে জড়ো করেছে।

আমাদের কমিউনিস্টদের প্রায় সময়েই গালাগালি দেওয়া হয়, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আমরা কিছু গড়ে তুলতে অক্ষম। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্বের এই পাঁচ বছরের ইতিহাস, কমিউনিস্টরা যে গড়ে তুলতেও সক্ষম তার প্রমাণস্বরূপ হোক। সোভিয়েতসমূহের আজকের দিনের কংগ্রেস, যার কাজ হল, গতকালকার পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিমণ্ডলী-সমূহের সম্মেলনে সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের যে ঘোষণা ও চুক্তি গৃহীত হয়েছিল তা অনুমোদন করা, এই ইউনিয়ন কংগ্রেস যারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা এখনো হারায়নি তাদের সকলকে দেখিয়ে দিক যে কমিউনিস্টরা যেমন পুরানোকে ধ্বংস করতে পারে তেমনিভাবে নতুনকেও গড়তে পারে।

কমরেডগণ, পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীসমূহের সম্মেলনে যে ঘোষণা গৃহীত হয়েছিল তা হল এই[৫০]। আমি এটা পড়ছি (১ নং পরিশিষ্ট দেখুন)।

এবং সেই একই সম্মেলনে যে চুক্তি গৃহীত হয়েছিল, তার বয়ান হল এই। আমি এটা পড়ছি (২ নং পরিশিষ্ট দেখুন)।

কমরেডগণ, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি-মণ্ডলীসমূহের সম্মেলনের নির্দেশে আমি প্রস্তাব করছি যে সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকস্) গঠনের প্রশ্নে ঘোষণা ও চুক্তির যে বয়ান দুটি আমি এইমাত্র পড়লাম, আপনারা সে দুটি অনুমোদন করুন।

কমরেডগণ, আমি প্রস্তাব করছি আপনারা বয়ান দুটিকে কমিউনিস্টদের বৈশিষ্ট্যমূলক সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করুন। (**হর্ষধ্বনি**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৮

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২২

রুশ কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলের বিষয় সম্পর্কে[৫১]

প্রেসনায়া জেলার শ্রমিকদের ক্লাবে এবং স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে[৫২] কমিউনিস্ট গ্রুপের নিকট আমি বিভিন্ন সময়ে 'রুশ কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলের উপর' যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলাম এই প্রবন্ধটি সেই বক্তৃতাগুলির ভিত্তিতে রচিত। আমি এটি প্রকাশ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুধু এই জন্য নয় যে, আমি মনে করি প্রেসনায়া এবং স্বের্দলভের কমরেডদের ইচ্ছা পূরণ করা আমার কর্তব্য, এইজন্যও যে, আমার মনে হয় আমাদের পার্টি-কর্মীদের নতুন প্রজননের পক্ষেও এটা কিছুটা কার্যকর হবে। তৎসত্ত্বেও এটা বলা আমি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করি যে, রাশিয়ার পার্টি পত্র-পত্রিকাসমূহে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা এর আগে বিভিন্ন সময়ে যা বলেছেন তার সাথে তুলনায় এই প্রবন্ধটি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নতুন কিছু উপস্থাপিত করার দাবি রাখে না। বর্তমান প্রবন্ধটিকে অবশ্যই কমরেড লেনিনের মৌলিক মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত ও সারমর্মমূলক বর্ণনা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

১। প্রাথমিক ধারণাসমূহ

(১) শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দুটি দিক

রাজনৈতিক রণনীতি, এবং রণকৌশলও, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নিজেরই ভিতরে দুটি উপাদান বিদ্যমান রয়েছে: বিষয়মুখী অথবা স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান, এবং বিষয়ীমুখী অথবা সচেতন উপাদান। বিষয়মুখী, স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান হল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-সমূহের সমষ্টি, যা শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন এবং নিয়ন্ত্রণকারী ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ঘটে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ, পুঁজিবাদের বিকাশ, পুরানো শাসনব্যবস্থা টুকরো টুকরো হওয়া, শ্রমিকশ্রেণী ও তার চারিপাশের শ্রেণীসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনসমূহ, শ্রেণীসমূহের সংঘর্ষ ইত্যাদি—এইগুলি হল এমন ঘটনারাজি যাদের বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এই হল আন্দোলনের বিষয়মুখী দিক। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে রণনীতির কোন

সম্পর্ক নেই, কেননা রণনীতি এগুলিকে থামাতেও পারে না, পরিবর্তনও করতে পারে না ; রণনীতি কেবল এগুলিকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে পারে এবং তা থেকে অগ্রসর হতে পারে। এটা হল একটি ক্ষেত্র যা মার্কসবাদের তত্ত্ব এবং মার্কসবাদের কর্মসূচীর সাহায্যে অনুধাবন করতে হবে।

কিন্তু আন্দোলনের একটা বিষয়ীমুখী, সচেতন দিকও রয়েছে। আন্দোলনের বিষয়ীমুখী দিক হল শ্রমিকদের মনে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের প্রতিফলন ; তা হল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন এবং সুসম্বদ্ধ আন্দোলন। আন্দোলনের এই দিকটা আমাদের আগ্রহ জাগায়, যেহেতু, বিষয়মুখী দিকের বৈসাদৃশ্যে, তা রণনীতি ও রণকৌশলের নির্দেশক প্রভাবের সামগ্রিকভাবে অধীন। যেখানে রণনীতি আন্দোলনের বিষয়মুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের ধারায় কোন পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ, পক্ষান্তরে, এখানে, আন্দোলনের বিষয়ীমুখী, সচেতন দিকে, রণনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও বিভিন্ন, কেননা রণনীতি তার নিজের উৎকর্ষ বা ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর নির্ভর করে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত বা তার গতিবেগ হ্রাস করতে পারে, সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাকে পরিচালনা করতে পারে, অথবা অধিকতর দুরূহ ও যন্ত্রণাদায়ক পথে তাকে ভিন্নমুখী করতে পারে।

আন্দোলনের গতিবেগ ত্বরান্বিত বা হ্রাস করা, তাকে সহজতর বা ব্যাহত করা—এরূপই হল ক্ষেত্র ও সীমা যার ভিতর রাজনৈতিক রণকৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(২) মার্কসবাদের তত্ত্ব ও কর্মসূচী

রণনীতি নিজে আন্দোলনের বিষয়মুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহ অনুধাবন করে না। তৎসত্ত্বেও, যদি আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থূল ও মারাত্মক ভুলসমূহ এড়াতে হয়, তাহলে রণনীতিকে সেগুলিকে অবশ্যই সঠিকভাবে জানতে হবে ও বিবেচনার বিষয়ীভূত করতে হবে। আন্দোলনের বিষয়মুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলি, প্রথমতঃ, মার্কসবাদের তত্ত্ব দ্বারা অনুধাবন করতে হয়, অনুধাবন করতে হয় মার্কসবাদের কর্মসূচী দ্বারাও। এইজন্য, মার্কবাদের তত্ত্ব ও কর্মসূচী যে তথ্যসমূহ জুগিয়ে দেয়, রণনীতিকে অবশ্যই সেই তথ্যসমূহের উপর তার ভিত্তি রচনা করতে হবে।

পুঁজিবাদের বিষয়মুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের বিকাশে ও ক্ষয়প্রাপ্তিতে

তাদের অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ থেকে মার্কসবাদের তত্ত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বুর্জোয়াদের পতন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখল অবশ্যম্ভাবী, এবং পুঁজিবাদ অবশ্যই অপরিহার্যভাবে সমাজকে পথ ছেড়ে দেবে। শ্রমিক-শ্রেণীর রণনীতিকে তখনই সত্যসত্যই মার্কসবাদী বলা যেতে পারে কেবলমাত্র যখন তার ক্রিয়াকলাপ মার্কসবাদের তত্ত্বের এই মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়।

তত্ত্বের তথ্যসমূহ থেকে অগ্রসর হয়ে, মার্কসবাদের কর্মসূচী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে, এই লক্ষ্যসমূহকে কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণসমূহে স্পষ্ট ও নিদিষ্টভাবে রূপায়িত করা হয়। পুঁজিবাদী বিকাশের সমগ্র সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সংগঠনকে লক্ষ্যে রেখে কর্মসূচীকে পরিকল্পনা করা যেতে পারে, অথবা, পুঁজিবাদের বিকাশের শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধাপকে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক-সার্বভৌম প্রথার অবশেষের উৎখাত এবং পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের জন্য অবস্থাসমূহের সৃষ্টি—লক্ষ্যে রেখে কর্মসূচীকে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তদনুযায়ী, কর্মসূচীতে দুটি অংশ বিদ্যমান থাকতে পারে: একটি সর্বোচ্চ এবং একটি সর্বনিম্ন। বলা বাহুল্য, কর্মসূচীর সর্বনিম্ন অংশের জন্য পরিকল্পিত রণনীতি, সর্বোচ্চ অংশের জন্য পরিকল্পিত রণনীতি থেকে পৃথক হতে বাধ্য; এবং রণনীতিকে কেবলমাত্র তখনই সত্যসত্যই মার্কসবাদী বলা যেতে পারে যখন মার্কসবাদের কর্মসূচীতে স্পষ্ট ও নিদিষ্টভাবে রূপায়িত আন্দোলনের লক্ষ্যসমূহের দ্বারা রণনীতি তার কার্যকলাপে পরিচালিত হয়।

(৩) রণনীতি

রণনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকাজ হল, শ্রমিকশ্রেণীকে আন্দোলনের কোন্ প্রধান গতিপথ নেওয়া উচিত, যাকে অবলম্বন করে কর্মসূচীতে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে রূপায়িত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণী সর্বাধিক সুবিধাজনক-ভাবে তার শত্রুর উপর মুখ্য আঘাত হানতে পারে, তা ধার্য করা। যে গতি-পথে আঘাতের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের সর্বাধিক সম্ভাবনা, একটি রণনীতিগত পরিকল্পনা হল সেই চূড়ান্ত আঘাত সংগঠনের পরিকল্পনা।

সামরিক রণনীতির সঙ্গে একটি উপমা টেনে রাজনৈতিক রণনীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণগুলি সহজেই বর্ণনা করা যেতে পারে: দৃষ্টান্তস্বরূপ, গৃহ-

যুদ্ধের সময় ডেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপমা। প্রত্যেকেরই মনে আছে ১৯১৯ সালের সমাপ্তিকালের কথা, যখন ডেনিকিনের বাহিনী তুলার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে, কোন্ নির্দিষ্ট স্থান থেকে ডেনিকিনের বাহিনীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে সেই প্রশ্নে আমাদের সামরিক লোকজনদের মধ্যে একটা চিত্তাকর্ষক বিতর্ক বাধল। কিছু কিছু সামরিক লোকজন প্রস্তাব করলেন যে আঘাতের প্রধান গতিপথ হিসেবে জারিৎসিন-নভরোসিস্ক পথ মনোনীত করা হোক। পক্ষান্তরে, অন্যরা প্রস্তাব করলেন, ভরোনেঝ-রস্তোভ পথ ধরে চূড়ান্ত আঘাত হানা হোক, এইভাবে এই পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ডেনিকিনের বাহিনীকে দুই অংশে বিভক্ত করে তারপর পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অংশকে চূর্ণ করা হোক। নিঃসন্দেহে প্রথম পরিকল্পনাটির গুণ ছিল এখানে যে, এতে নভরোসিস্ক অধিকার করার ব্যবস্থা ছিল, যাতে ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীসমূহের পশ্চাদপসরণের পথ বিচ্ছিন্ন হতো। কিন্তু, একদিকে, এটা এইজন্য ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ জেলাগুলির (ডন অঞ্চল) ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া এবং তাতে ছিল গুরুতর হতাহত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা; অন্যদিকে এটা ছিল বিপজ্জনক এইজন্য যে, ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীসমূহের পক্ষে তুলা এবং সার্পুখোভের পথে তা মস্কোর পথ খুলে দিত। মুখ্য আঘাতের পক্ষে একমাত্র সঠিক পরিকল্পনাটি ছিল দ্বিতীয়টি, কেননা, একদিকে, এই পরিকল্পনাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ জেলাগুলির (ভরোনেঝ্ গুবের্নিয়া-দনেৎস উপত্যকা) ভিতর দিয়ে আমাদের প্রধান দলের অগ্রসর হওয়া এবং সেজন্য বেশি রকমের হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; অন্যদিকে সম্ভাবনা ছিল ডেনিকিনের বাহিনীসমূহের প্রধান দল, যা মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তার সামরিক কার্যকলাপকে তছনছ করে দেওয়া। সামরিক লোকজনদের বেশির-ভাগ দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির অনুকূলে মত ঘোষণা করলেন, এবং এইটিই ডেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করল।

অন্য কথায়, মুখ্য আঘাতের গতিপথ ঠিক করার অর্থ হল, যুদ্ধের সমগ্র সময়পর্বে সামরিক কার্যকলাপের প্রকৃতি যথাসময়ের পূর্বেই ধার্য করা, অর্থাৎ সমগ্র যুদ্ধের ভাগ্য দশ ভাগের নয় ভাগ পর্যন্ত যথাসময়ের পূর্বেই ধার্য করা। তাই হল রণনীতির কাজ।

রাজনৈতিক রণনীতির সম্পর্কেও ঠিক একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্যের প্রশ্নে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে প্রথম গুরুতর সংঘর্ষ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়। আমরা জানি, সেই সময় আমাদের পার্টির একটি অংশ (মেনশেভিকগণ) এই মত পোষণ করত যে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে তার মুখ্য লক্ষ্য হবে শ্রমিকশ্রেণী এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি ব্লকের (সংঘ) নীতি অবলম্বন করে; একটি প্রধান বিপ্লবী উপাদান হিসেবে কৃষকসমাজকে তাদের এই পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, অথবা প্রায় সমগ্রভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের হাতে। পার্টির অন্য অংশ (বলশেভিকরা), অন্যপক্ষে, এই মত পোষণ করেছিল যে প্রধান আঘাত শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে একটি ব্লকের নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হবে এবং সাধারণ বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, তদ্বিপরীতে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করতে হবে।

যদি, ডেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্গে উপমা দ্বারা, এই শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত আমাদের সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনকে জারতন্ত্র ও জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা চালিত যুদ্ধ হিসেবে পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করি, তাহলে এটা স্পষ্ট হবে যে জারতন্ত্র ও জমিদারদের ভাগ্য, দুটি রণনীতিগত পরিকল্পনার (মেনশেভিকদের অথবা বলশেভিকদের) কোন্‌টি এবং কোন্ লক্ষ্য বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বাছাই করা হবে, এই দুটির উপর বিরাটভাবে নির্ভরশীল ছিল।

ঠিক যেমন ডেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়, আঘাতের প্রধান লক্ষ্য ধার্য করে, সামরিক রণনীতি ডেনিকিনের সৈন্যবাহিনীদের নির্মূল করা সমেত সমস্ত পরবর্তী সামরিক কার্যকলাপের দশ ভাগের নয় ভাগ পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল, সেইরূপ এখানে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে, আমাদের রাজনৈতিক রণনীতি, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য বলশেভিক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করবে,. এইটি ধার্য করে, রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের সমগ্র সময়কালে আমাদের পার্টির কাজকর্মের চরিত্র নির্ধারণ করেছিল।

মার্কসবাদের তত্ত্ব এবং কর্মসূচী দ্বারা যোগানো তথ্যসমূহের ভিত্তিতে রাজনৈতিক রণনীতির কাজকর্ম প্রধানতঃ রচিত হয় এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিবেচনার বিষয়ীভূত করে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে নির্দিষ্ট দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা রাজনৈতিক রণনীতির কাজও বটে।

(৪) রণকৌশল

রণকৌশল রণনীতির একটা অংশ, তার অধীন ও তার অগ্রগতি সাধনে সহায়ক। রণকৌশল সামগ্রিক সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট তার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাহিনীর সঙ্গে, যুদ্ধ ও লড়াই-এর সঙ্গে। রণনীতি প্রচণ্ড চেষ্টা করে সংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য অথবা শেষ পর্যন্ত—ধরা যাক জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে—সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য; পক্ষান্তরে, রণকৌশল কঠোর চেষ্টা করে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধ ও লড়াইয়ে জয়লাভ করতে বিশেষ বিশেষ সংগঠিত ব্যাপক প্রচারকার্য বা বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ, সফলভাবে পরিচালনা করতে, যেগুলি কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে কম-বেশি উপযোগী।

যুদ্ধ চালাবার উপায়-উপকরণ, রূপ ও পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট মুহূর্তে বাস্তব পরিস্থিতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং রণনীতিগত সাফল্যের জন্য পথ প্রস্তুত করবার পক্ষে সর্বাধিক নিশ্চিত, সেগুলি নির্ধারণ করা রণকৌশলের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকাজ। সুতরাং, রণকৌশলের ক্রিয়াপ্রণালী ও ফলাফল অবশ্যই বিচ্ছিন্নভাবে, তাদের আশু পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে না, বিবেচনা করতে হবে রণনীতির লক্ষ্য এবং সম্ভাবনাসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে।

এমন সময় আসে যখন রণকৌশলগত সাফল্যসমূহ রণনীতিগত লক্ষ্যসমূহের অর্জন সহজতর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এরূপ ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৯ সালের শেষভাগে ডেনিকিন ফ্রন্টে, যখন আমাদের সৈন্যবাহিনী ওরেল ও ভরোনেঝ্ মুক্ত করল, যখন ভরোনেঝে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর এবং ওরেলে আমাদের পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সাফল্যসমূহ রস্তোভে আঘাত হানবার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। এমন ঘটনা ঘটেছিল রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে, যখন পেত্রোগ্রাদ এবং মস্কোর সোভিয়েতসমূহ বলশেভিকদের

দিকে চলে এসেছিল এবং এর দ্বারা একটি নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তীকালে আমাদের পার্টি অক্টোবর মাসে যে আঘাত হেনেছিল তাকে সহজতর করল।

এমন সময়ও আসে যখন রণকৌশলগত সাফল্যগুলি, যা তাদের আশু পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে উজ্জ্বল, কিন্তু রণনীতিগত সম্ভাবনাসমূহের সঙ্গে মানানসই নয়, সেগুলি সমগ্র সামরিক অভিযানের পক্ষে মারাত্মক একটি 'অপ্রত্যাশিত' পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এরকম ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৯ সালের শেষভাগে ডেনিকিনের ব্যাপারে, যখন মস্কোর উপর দ্রুত ও লক্ষণীয় অগ্রগতির সহজ সাফল্যে অতি উৎফুল্ল হয়ে ডেনিকিন ভল্গা থেকে নীপার পর্যন্ত তার ফ্রন্ট বিস্তৃত করেছিল এবং তার দ্বারা তার বাহিনীসমূহের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করল। পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ১৯২০ সালে এরকম ঘটনা ঘটেছিল, যখন পোল্যাণ্ডের জাতীয় উপাদানের শক্তিকে কম গুরুত্ব দিয়ে এবং লক্ষণীয় অগ্রগতির সহজ সাফল্যে অতি খুশি হয়ে আমরা এমন এক কাজ হাতে নিলাম যা ছিল আমাদের ক্ষমতার বাইরে—কাজটি ছিল ওয়ারশ'র পথে ইউরোপে হুড়মুড় করে প্রবেশ করা, এতে পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে জড়ো হল এবং এইভাবে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যা মিন্‌স্ক ও ঝিতোমিরে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী-সমূহের সাফল্য নস্যাৎ করে দিল এবং পাশ্চাত্যে সোভিয়েত সরকারের মর্যাদার ক্ষতিসাধন করল।

সর্বশেষে, এমন সময়ও আসে যখন একটি রণকৌশলগত সাফল্যকে অবশ্যই উপেক্ষা করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ রণনীতিগত লাভসমূহের জন্য রণকৌশলগত ক্ষতি ও বিপর্যয়সমূহ অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে বরণ করতে হবে। যুদ্ধের সময় এটা প্রায়ই ঘটে, যখন একটি পক্ষ, তার সৈন্যবাহিনীর ক্যাডারদের রক্ষা করা এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্যবাহিনীসমূহের আক্রমণ থেকে অপসৃত হবার অভিপ্রায়ে একটি সুসম্বদ্ধ পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করে এবং ভবিষ্যতে নতুন নতুন চূড়ান্ত যুদ্ধসমূহের জন্য সময় হাতে পাওয়া এবং তার বাহিনীসমূহকে সমাবেশ করার উদ্দেশ্যে সমগ্র শহর ও এলাকাগুলি শত্রুর অধিকারে সমর্পণ করে। জার্মান আক্রমণের সময়কালে, ১৯১৮ সালে রাশিয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছিল, যখন, শান্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষী কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা, সাময়িক নিবৃত্তি লাভ করা, একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করা এবং তার দ্বারা

ভবিষ্যতে রণনীতিগত লাভসমূহ নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের পার্টি ব্রেস্ট শান্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল; সেই মুহূর্তে আশু রাজনৈতিক ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল অবস্থার একটা বিরাট অবনতি।

অন্য কথায়, রণকৌশলকে অবশ্যই মুহূর্তের স্বল্পকালস্থায়ী স্বার্থসমূহের অধীন করা চলবে না, রণকৌশল আশু রাজনৈতিক ফলাফলের বিবেচনাসমূহের দ্বারা অবশ্যই পরিচালিত হবে না, নিশ্চিতভাবে আরও কম তা দৃঢ় জমিন ছাড়বে, রচনা করবে আকাশকুসুম। রণনীতির লক্ষ্য এবং সম্ভাবনাসমূহ অনুযায়ী রণকৌশল অবশ্যই রচনা করতে হবে।

রণকৌশলের কর্তব্যকাজ হল—রণনীতির প্রয়োজনসমূহ অনুযায়ী এবং সমস্ত দেশে শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিবেচনার বিষয়ীভূত করে—প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী যুদ্ধের রূপ ও পদ্ধতিসমূহ প্রধানতঃ নির্ধারণ করা।

(৫) সংগ্রামের রূপসমূহ

যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতি, সংগ্রামের রূপসমূহ সর্বদা এক নয়। বিকাশের অবস্থা অনুযায়ী, প্রধানতঃ উৎপাদনের বিকাশের অবস্থা অনুযায়ী, সেগুলি পরিবর্তিত হয়। চেঙ্গিস খাঁর সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিসমূহ তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ের পদ্ধতিসমূহ থেকে পৃথক ছিল; বিংশ শতাব্দীতে সেগুলি আবার উনবিংশ শতাব্দীর পদ্ধতিসমূহ থেকে পৃথক।

আধুনিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধকৌশলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের সমস্ত রূপ আয়ত্ত করা, এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সমস্ত অর্জিত বস্তুতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেগুলির সদ্ব্যবহার করা, দক্ষতার সঙ্গে সেগুলির সংযোগ-সাধন করা, অথবা ঘটনার প্রয়োজনানুযায়ী এইসব রূপের এটা না হয় অন্যটার সময়োচিত ব্যবহার করা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের রূপগুলি সম্পর্কে অবশ্যই একই কথা বলতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের রূপসমূহ যুদ্ধবিগ্রহের রূপসমূহ থেকে আরও বেশি ভিন্ন। অর্থনৈতিক জীবনের, সামাজিক জীবনের এবং সংস্কৃতির বিকাশ, শ্রেণীসমূহের অবস্থা, বিবদমান শক্তিসমূহের সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহ ইত্যাদি অনুযায়ী সেগুলি পরিবর্তিত হয়। সর্বেসর্বা রাজ্যশাসনতন্ত্রের অধীনে সংগ্রামের বে-আইনী রূপ, তার সাথে সংযুক্ত

থাকে আংশিক ধর্মঘটসমূহ এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা; যখন 'বৈধ সম্ভাবনাসমূহ' বিদ্যমান থাকে তখন সংগ্রামের প্রকাশ্য রূপ এবং শ্রমিকদের ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটসমূহ; ধরা যাক, ডুমার সময়কালে সংগ্রামের সংসদীয় রূপ, এবং অতি-সংসদীয় গণ-কর্মতৎপরতা, যা সময় সময় সশস্ত্র বিদ্রোহে বিকশিত হয়; সর্বশেষে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর, তারা যখন সৈন্যবাহিনী সমেত রাষ্ট্রের সমস্ত সঙ্গতি এবং শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়, তখন সংগ্রামের রাষ্ট্রীয় রূপসমূহ—এরূপই, সাধারণতঃ, হল সংগ্রামের রূপসমূহ, যা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পুরোভাগে আনীত হয়।

পার্টির করণীয় কাজ হল, সংগ্রামের সমস্ত রূপেই পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা, যুদ্ধক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেগুলিকে সংযুক্ত করা এবং দক্ষতার সঙ্গে সেই সমস্ত রূপের সংগ্রামকে তীব্রতর করা যেগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে উপযোগী।

(৬) সংগঠনের রূপসমূহ

সৈন্যবাহিনীসমূহ এবং সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখাগুলির সংগঠনের রূপসমূহ সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের রূপ ও পদ্ধতিসমূহের উপযোগী করা হয়। শেষোক্ত-গুলির পরিবর্তন হলে প্রথমোক্তগুলিরও পরিবর্তন হয়। কৌশলী অভিযানের যুদ্ধে প্রায়ই বিষয়টির মীমাংসা করা হয় দলবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী দ্বারা। পক্ষান্তরে, অবস্থানমূলক যুদ্ধবিগ্রহে আশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী হয় আদৌ কোন ভূমিকা পালন করে না অথবা করলেও হীনতর ভূমিকা পালন করে; গুরুভার কামানে সজ্জিত গোলন্দাজবাহিনী এবং বিমানপোত, গ্যাস এবং ট্যাঙ্ক সব কিছু ধার্য করে।

যুদ্ধকৌশলের কাজ হল সৈন্যবাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকা নিশ্চিত করা, সেগুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করা এবং দক্ষতার সঙ্গে তাদের ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংগঠনের রূপগুলি সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে। সামরিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এখানেও সংগঠনের রূপসমূহ সংগ্রামের রূপগুলির উপযোগী করা হয়। সর্বেসর্বা রাজ্যশাসনতন্ত্রের সময়কালে পেশাদারী বিপ্লবীদের গোপন সংগঠনসমূহ; ডুমার সময়পর্বে শিক্ষা-সংক্রান্ত, ট্রেড

ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ এবং সংসদীয় সংগঠনসমূহ (ডুমা গ্রুপ ইত্যাদি); গণ-কর্মতৎপরতা এবং বিদ্রোহের সময়কালে ফ্যাক্টরী এবং ওয়ার্কশপ কমিটি-সমূহ, কৃষক কমিটিসমূহ, ধর্মঘট কমিটিসমূহ, শ্রমিকদের এবং সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ, এবং একটি ব্যাপক কমিউনিস্ট পার্টি যা সংগঠনের এইসব রূপকে ঐক্যবদ্ধ করে; সর্বশেষে যে সময়কালে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের রাষ্ট্রীয় রূপ—এরূপই হল, সাধারণতঃ, সংগঠনের রূপসমূহ যাদের উপর, কোন কোন অবস্থার অধীনে, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে আস্থা স্থাপন করতে পারে এবং অবশ্যই আস্থা স্থাপন করবে।

পার্টির করণীয় কাজ হল সংগঠনের এই সমস্ত রূপকে আয়ত্ত করা, তাদের চরম উৎকর্ষ সাধন করা এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে দক্ষতার সঙ্গে তাদের কার্য-প্রণালীকে সংযুক্ত করা।

(৭) শ্লোগান। নির্দেশ

দক্ষতার সঙ্গে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে রূপায়িত সিদ্ধান্তসমূহ, যেগুলি যুদ্ধের, অথবা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লড়াই-এর লক্ষ্যসমূহ প্রকাশ করে এবং যেগুলি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয়, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা, তার নৈতিক মনোবল বজায় রাখা প্রভৃতির উপায় হিসেবে কখনো কখনো ফ্রন্টে সেগুলি চরম গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যবাহিনীর নিকট যথোপযুক্ত নির্দেশ, শ্লোগান, আবেদন একটি যুদ্ধের সমগ্র সময়কালে প্রথমশ্রেণীর গুরুভার কামানসজ্জিত গোলন্দাজবাহিনী, অথবা প্রথমশ্রেণীর দ্রুতগামী ট্যাঙ্কের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ।

যখন লক্ষ লক্ষ অধিবাসিগণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, মোকাবিলা করতে হয় তাদের নানা দাবি ও প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্লোগানসমূহ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোগান হল, ধরা যাক, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় গ্রুপ, তার পার্টির দ্বারা প্রদত্ত, নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী সংগ্রামের উদ্দেশ্যসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট রূপায়ণের একটি সূত্র। সংগ্রামের বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ, একটি সমগ্র ঐতিহাসিক সময়কাল অথবা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পর্যায় এবং কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ্যসমূহ অনুযায়ী শ্লোগানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়। গত শতাব্দীর আশির দশকে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', এই শ্লোগানটি প্রথম উপস্থাপিত করে

"শ্রম-মুক্তি গ্রুপ'[৫৩]; শ্লোগানটি ছিল একটি **প্রচারের** শ্লোগান, যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক দৃঢ় ও বলিষ্ঠ সংগ্রামীদের মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও দলকে পার্টিতে জয় করে আনা। রুশ-জাপান যুদ্ধকালে, যখন স্বৈরতন্ত্রের অস্থায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর বৃহৎ বৃহৎ অংশসমূহের নিকট কম-বেশি স্পষ্ট হল, তখন এই শ্লোগানটি হয়ে দাঁড়াল **উত্তেজনার** শ্লোগান, কেননা শ্লোগানটি পরিকল্পিত হয়েছিল বিশাল ব্যাপক শ্রমজীবী সাধারণকে জয় করে আনার জন্য। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেকার সময়কালে, যখন ব্যাপক জনসাধারণের চোখে জারতন্ত্রের সুনামহানি পুরোদস্তরভাবে আগেই হয়ে গিয়েছিল, তখন 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', এই শ্লোগানটি উত্তেজনার শ্লোগান থেকে **সংগ্রামের** শ্লোগানে রূপান্তরিত হল, কেননা এটা পরিকল্পিত হয়েছিল বিরাট জনসাধারণকে জারতন্ত্রের উপর প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য নড়ানো। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় এই শ্লোগানটি হয়ে দাঁড়াল একটি পার্টি **নির্দেশ** অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট তারিখে জারতন্ত্র প্রথার কোন কোন প্রতিষ্ঠান এবং কোন কোন মর্যাদার পদ দখল করে নিতে সরাসরি আহ্বান, কেননা তখন ব্যাপারটি আগেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করা। নির্দেশ হল কোন সময়ে, কোন স্থানে সংগ্রামের জন্য পার্টির সরাসরি আহ্বান, যা পার্টির সমস্ত সদস্যেরই অবশ্য পালনীয়, এবং যদি এই আহ্বান সঠিক এবং যথাযথভাবে ব্যাপক জনসাধারণের দাবিসমূহের স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপদান করে এবং সময় যদি সত্যসত্যই এই নির্দেশের পক্ষে পরিপক্ব হয়, তাহলে নির্দেশটিকে বিরাট ও ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ সাধারণতঃ মেনে নেয়।

শ্লোগানকে নির্দেশের সঙ্গে, অথবা উত্তেজনার শ্লোগানকে সংগ্রামের শ্লোগানের সঙ্গে তালগোল পাকানো যথাসময়ের আগেই অনুষ্ঠিত অথবা বিলম্বিত কার্যকলাপের মতোই বিপজ্জনক, যা কখনো কখনো মারাত্মক হয়। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা', এই শ্লোগানটি ছিল একটি **উত্তেজনার** শ্লোগান। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে পেত্রোগ্রাদে যে সুপরিচিত বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' এই শ্লোগান তুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং শীত-প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছিল, তা ছিল এই শ্লোগানটি একটি **সংগ্রামের** শ্লোগানে পরিণত করার যথাসময়ের পূর্বেই প্রদত্ত সুতরাং মারাত্মক একটি প্রচেষ্টা।[৫৪] উত্তেজনার শ্লোগানের সঙ্গে সংগ্রামের শ্লোগানের তালগোল পাকানোর সেটা ছিল একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক

দৃষ্টান্ত। পার্টি সঠিক ছিল যখন তা এই বিক্ষোভ-শোভাযাত্রার প্রবর্তনকারীদের নিন্দা করেছিল, কারণ পার্টি জানত, এই শ্লোগানটিকে সংগ্রামের শ্লোগানে রূপান্তরিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির তখনো উদ্ভব হয়নি, এবং জানত যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যথাসময়ের পূর্বেই অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের ফলে তার বাহিনীসমূহের পরাজয় ঘটতে পারে।

অন্যদিকে, এমন ঘটনাও রয়েছে যে, শত্রুর পাতা ফাঁদের হাত থেকে সাধারণ স্তরের কর্মীদের রক্ষা করার জন্য, অথবা একটি নির্দেশকে অধিকতর অনুকূল মুহূর্তের জন্য কার্যকর করা স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তায়, পার্টি একটি গৃহীত শ্লোগান (অথবা নির্দেশ) যা সম্পাদনের সময় পরিপক্ক হয়েছে, তাকে 'রাতারাতি' বাতিল করা বা পরিবর্তন করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়। ১৯১৭ সালের জুন মাসে পেত্রোগ্রাদে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন, যেহেতু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল, সেইহেতু আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সযত্নে প্রস্তুত এবং ১০ই জুন অনুষ্ঠিত হবার জন্য স্থিরীকৃত শ্রমিক এবং সৈন্যদের শোভাযাত্রা 'হঠাৎ' বাতিল করে দেয়।

পার্টির কর্তব্য হল, দক্ষতার সঙ্গে এবং যথোপযুক্ত সময়ে উত্তেজনার শ্লোগানকে সংগ্রামের শ্লোগানে এবং সংগ্রামের শ্লোগানসমূহকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব নির্দেশাবলীতে রূপান্তরিত করা, অথবা যদি পরিস্থিতি দাবি করে, তাহলে এমনকি কোন নির্দিষ্ট শ্লোগান জনপ্রিয় এবং কার্যে পরিণত করার পক্ষে পরিপক্ক হলেও পার্টির কর্তব্য হল, যথাসময়ের বেশ আগেই সেই নির্দিষ্ট শ্লোগানকে কার্যে পরিণতকরণ বাতিল করবার পক্ষে নমনীয়তা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করা।

২। রণনীতিগত পরিকল্পনা

(১) ঐতিহাসিক মোড়সমূহ। রণনীতিগত পরিকল্পনাসমূহ

পার্টির রণনীতি অপরিবর্তনীয় কিছু নয়, নয় মাত্র একবারই স্থিরীকৃত কিছু। ইতিহাসের মোড়, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রণনীতি পরিবর্তিত হয়। রণনীতির এই সব পরিবর্তন এইঘটনার মধ্যেই প্রকাশ পায় যে, ইতিহাসের প্রতি আলাদা মোড়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোড়ের উপযুক্ত একটি আলাদা রণনীতিগত পরিকল্পনা রচিত হয় এবং তা সেই মোড় থেকে পরবর্তী মোড় পর্যন্ত কার্যকর থাকে। রণনীতিগত পরিকল্পনা বিপ্লবী শক্তিসমূহ এবং সামাজিক ফ্রন্টে বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের অনুরূপ মেজাজ দ্বারা যে মুখ্য

আঘাত হানতে হবে তার লক্ষ্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করে। স্বভাবতঃই, ইতিহাসের একটি সময়পর্ব, যার নিজস্ব নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে, তার পক্ষে যথাযোগ্য একটি রণনীতিগত পরিকল্পনা ইতিহাসের অন্য একটি সময়পর্ব, যার থাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ, তার পক্ষে যথাযোগ্য হতে পারে না। ইতিহাসের প্রত্যেকটি মোড়ের উপযুক্ত রণনীতিগত পরিকল্পনা এই মোড়ের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তার করণীয় কাজসমূহের পক্ষে উপযোগী।

যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কেও একইরকম বলা যেতে পারে। কলচাকের বিরুদ্ধে যে রণনীতিগত পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তা ডেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে যথাযোগ্য হতে পারত না, তার প্রয়োজন ছিল একটি নতুন রণ-নীতিগত পরিকল্পনার ; যা, আবার তার পালাক্রমে, যথাযোগ্য হতো না, ধরা যাক, ১৯২০ সালে পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যেহেতু মুখ্য আঘাতসমূহের লক্ষ্য এবং প্রধান প্রধান সংগ্রামী শক্তিসমূহের মেজাজ এই তিনটি ঘটনার প্রত্যেকটিতে পৃথক না হয়ে পারত না।

রাশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক মোড়ের কথা অবগত হওয়া যায়, যেগুলি আমাদের পার্টির ইতিহাসে তিনটি পৃথক পৃথক রণনীতিগত পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। পার্টির রণনীতিগত পরি-কল্পনাসমূহ সাধারণতঃ নতুন নতুন ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের সঙ্গে সংহতি রেখে কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তা দেখাবার জন্য আমরা সেগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

(২) প্রথম ঐতিহাসিক মোড় এবং রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রগতি

এই মোড় আরম্ভ হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়কালে, যখন জারের সৈন্যবাহিনীসমূহের পরাজয় এবং রুশ শ্রমিকদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ধর্মঘটসমূহ জনসমষ্টির সমস্ত শ্রেণীকেই আলোড়িত করেছিল এবং তাদের রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে এনে ফেলেছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিনগুলিতে এই মোড়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই সময়কালে আমাদের পার্টিতে দুটি রণনীতিগত পরিকল্পনা বিতর্কের বিষয়ীভূত ছিল : মেনশেভিকদের পরিকল্পনা (প্লেখানভ-মার্তভ, ১৯০৫) এবং বলশেভিকদের পরিকল্পনা (কমরেড লেনিন, ১৯০৫)।

উদারনৈতিক বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর একটি কোয়ালিশনের কর্মনীতি জারতন্ত্রের প্রতি মুখ্য আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল। সে সময় বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল—এই ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে এই পরিকল্পনায় আন্দোলনের কর্তৃত্বের (নেতৃত্বের) দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের হাতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য নির্দেশ করা হয়েছিল 'চরম বামপন্থী বিরোধীপক্ষ', বুর্জোয়াদের 'সক্রিয় করার' ভূমিকা গ্রহণে, যদিও অন্যতম প্রধান বিপ্লবী শক্তি, কৃষকসমাজকে সম্পূর্ণরূপে, অথবা প্রায় সম্পূর্ণরূপে, হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছিল। এটা বোঝা সহজ যে, যেহেতু এই পরিকল্পনায় রাশিয়ার মতো দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষককে হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছিল, সেইহেতু পরিকল্পনাটি ব্যর্থ কল্পনাবিলাস এবং যেহেতু এতে বিপ্লবের ভাগ্য উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের হাতে (বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে) অর্পিত হয়েছিল, সেইহেতু পরিকল্পনাটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা উদার-নৈতিক বুর্জোয়ারা বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনে আগ্রহী ছিল না, তারা সব সময়ে জারতন্ত্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দ্বারা ব্যাপারটির হেস্তনেস্ত করতে সব সময়েই প্রস্তুত ছিল।

বলশেভিক রণনীতিতে (কমরেড লেনিনের **দুইটি রণকৌশল**[৫] বইটি দেখুন) শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মধ্যে কোয়ালিশনের একটি কর্মনীতি অবলম্বন করে, সেই সঙ্গে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নিরপেক্ষ করে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রধান আঘাত হানার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদার-নৈতিক বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়লাভ সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না, বিপ্লবের বিজয় অপেক্ষা শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা জারতন্ত্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা অধিকতর পছন্দ করত—এই ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে এই পরিকল্পনায় রাশিয়ায় একমাত্র পুরোপুরি বিপ্লবীশ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি লক্ষণীয় ছিল শুধুমাত্র 'এজন্য নয় যে এটি বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিসমূহকে সঠিকভাবে বিবেচনার বিষয়ীভূত করেছিল, এজন্যও যে এর ভ্রূণের মধ্যে ছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের (শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের) ধারণার সূত্রপাত, এজন্যও যে পরিকল্পনাটি রাশিয়ায় বিপ্লবের পরবর্তী, উচ্চতর ধাপকে চমৎকারভাবে আগে থাকতেই দেখতে পেয়েছিল এবং সেই ধাপে উত্তরণ সহজতর করেছিল।

একেবারে ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিপ্লবের পরবর্তী অগ্রগতি এই রণনীতিগত পরিকল্পনার সঠিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছিল।

(৩) দ্বিতীয় ঐতিহাসিক মোড় এবং রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দিকে অগ্রগতি

জারতন্ত্র উৎখাত হবার পর, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সঙ্গে দ্বিতীয় মোড় আরম্ভ হয়েছিল—যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের মারাত্মক স্থায়ী অমঙ্গলের উৎসসমূহ উদ্ঘাটিত করেছে; যখন দেশের বাস্তব সরকার নিজেদের হাতে নিতে অসমর্থ হয়ে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা (অস্থায়ী সরকার) ধারণ করার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল; যখন প্রকৃত ক্ষমতা হাতে পাবার পর, শ্রমিকদের ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের সেই ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করার না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিপ্রায়; যখন রণাঙ্গনে সৈন্যগণ এবং পশ্চাদ্ভাগে শ্রমিক ও কৃষকেরা যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ভাঙনের বোঝার চাপে আর্তনাদ করছিল; যখন 'দ্বৈত ক্ষমতা' এবং 'সংযোগ (কণ্ট্যাক্ট) কমিটি'-র[৩৬] শাসন, আভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় বিদীর্ণ হয়ে, যুদ্ধ চালানো বা শান্তি ঘটানোর কোনটাতেই সক্ষম না হয়ে 'অচল অবস্থা থেকে বের হবার রাস্তা' খুঁজে পেতে শুধু ব্যর্থ হল না, পরিস্থিতিতে আরও বেশি তালগোলও পাকাল। এই সময়-কালের সমাপ্তি ঘটে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে।

সে সময়ে সোভিয়েতসমূহে দুটি রণনীতিগত পরিকল্পনা বিতর্কের বিষয় ছিল: মেনশেভিক-সোশ্যালিষ্ট-রিভলিউশনারি পরিকল্পনা এবং বলশেভিক পরিকল্পনা।

মেনশেভিক-সোশ্যালিষ্ট-রিভলিউশনারি পরিকল্পনা প্রথমে সোভিয়েতসমূহ এবং অস্থায়ী সরকারের মধ্যে, বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোদুল্যমান থেকে, গণতান্ত্রিক সম্মেলনের (সেপ্টেম্বর, ১৯১৭) আরম্ভের সময় চূড়ান্ত আকার নিল। সোভিয়েতসমূহকে ক্রমান্বয়ে, কিন্তু স্থায়ীভাবে, ক্ষমতা থেকে সরানো এবং একটি ভবিষ্যৎ বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের আদিরূপ 'প্রাক্-পার্লামেণ্টের' হাতে দেশের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার কর্মনীতি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সংবিধান পরিষদের সমাবেশের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নসমূহ, কৃষি-সংক্রান্ত ও শ্রমিকদের প্রশ্নসমূহ এবং জাতিগত প্রশ্নও মুলতুবী রাখা হল, আবার সংবিধান পরিষদের অধিবেশনও, তার বেলায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

রাখা হল। 'সংবিধান পরিষদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'—এইরূপেই সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা তাদের রণনীতিগত পরিকল্পনাকে নির্দিষ্ট রূপদান করল। বুর্জোয়া একনায়কত্ব, সত্য বটে একটি পরিপাটি, মেজে-ঘষে-উজ্জ্বল-করা 'সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক' একনায়কত্বের প্রস্তুতিসাধনের পক্ষে একটা পরিকল্পনা বটে, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তা হল একটি বুর্জোয়া একনায়কত্ব।

বলশেভিক রণনীতিতে (১৯১৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত কমরেড লেনিনের 'তত্ত্বমূলক প্রবন্ধসমূহ'[৫৭] দেখুন) প্রধান আঘাত পরিকল্পিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর ও গরিব কৃষকদের সম্মিলিত বাহিনীসমূহের দ্বারা বুর্জোয়াদের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করার কর্মনীতি অবলম্বনের পথে, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের আকারে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সংগঠিত করার কর্মনীতি অবলম্বনের পথে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি এবং যুদ্ধ থেকে হাত গোটানো; পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মুক্তি; জমিদার এবং পুঁজিপতিদের জমি ও সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করা; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সংগঠিত করার জন্য অবস্থাসমূহের প্রস্তুতিসাধন—সেই সময়কালে বলশেভিকদের রণনীতিগত পরিকল্পনার এরূপই ছিল উপাদানসমূহ। 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'—এইভাবেই বলশেভিকরা তখন তাদের রণনীতিগত পরিকল্পনার স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপদান করেছিল। এই পরিকল্পনাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুধু এইজন্য নয় যে তা রাশিয়ার নতুন, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রকৃত পরিচালিকা শক্তিসমূহকে সঠিকভাবে বিবেচনার বিষয়ীভূত করেছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজন্যও যে তা পশ্চিমের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বন্ধনমুক্ত উদ্ভবকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করল।

একেবারে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত পরবর্তী ঘটনাগুলি সম্পূর্ণরূপে এই রণনীতিগত পরিকল্পনার সঠিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করল।

(৪) তৃতীয় ঐতিহাসিক মোড় এবং ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে অগ্রগতি

তৃতীয় মোড় আরম্ভ হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে—যখন পশ্চিমের দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছিল; যখন পশ্চিমের বৈপ্লবিক সংকট সুস্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যখন দেউলিয়া এবং পরস্পর-বিরোধিতার জালে জড়ানো রাশিয়ার বুর্জোয়া সরকার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের

আঘাতে ধরাশায়ী হল; যখন বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ থেকে হাত গুটাল এবং তার দ্বারা পশ্চিমে সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশনসমূহের আকারে তীব্র শত্রু সৃষ্টি করল; যখন শান্তি, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা, পুঁজিবাদীদের সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুতি, নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মুক্তি সম্পর্কে নতুন সোভিয়েত সরকারের ডিক্রীসমূহ তার অনুকূলে সারা বিশ্বের লক্ষ কোটি মেহনতী জনগণের আস্থা অর্জন করল। এটা হল আন্তর্জাতিক পরিধিতে বিস্তৃত একটি মোড়, যেহেতু, এই প্রথম পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট বিদীর্ণ হল, এই প্রথম পুঁজিবাদকে উৎখাত করার প্রশ্ন এক বাস্তব অবস্থার উপর স্থাপিত হল। এতে অক্টোবর বিপ্লব একটি জাতীয়, রুশ শক্তি থেকে একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হল, রূপান্তরিত হল রুশ শ্রমিকেরা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর একটি পশ্চাদ্‌পদ বাহিনী থেকে তার একটি অগ্রগামী বাহিনীতে; এই বাহিনী তার একান্তভাবে নিয়োজিত সংগ্রামের দ্বারা প্রতীচ্যের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করছে। এই মোড় এখনো তার বিকাশের পরিসমাপ্তিতে আসেনি, কেননা তা এখনো আন্তর্জাতিক পরিধিতে বিকশিত হয়নি, কিন্তু তার আধেয় এবং সাধারণ লক্ষ্য এখনই যথেষ্ট সুস্পষ্ট হয়েছে।

সেই সময়ে দুটি রণনীতিগত পরিকল্পনা রাশিয়ার রাজনৈতিক মহলগুলিতে বিতর্কের বিষয় ছিল; প্রতিবিপ্লবীরা যারা মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সক্রিয় অংশগুলিকে তাদের সংগঠনসমূহের মধ্যে টেনে এনেছিল, তাদের পরিকল্পনা এবং বলশেভিকদের পরিকল্পনা।

প্রতিবিপ্লবীরা এবং সক্রিয় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা সমস্ত অসন্তুষ্ট অংশসমূহকে একটি শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করার কর্মনীতি পরিকল্পনা করেছিল: পশ্চাদ্‌ভাগের এবং রণাঙ্গনের পুরানো সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা, সীমান্ত অঞ্চলগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারসমূহ, বিপ্লবের দ্বারা জমি ও সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত পুঁজিপতি ও জমিদারেরা, আঁতাতের দালালেরা যারা হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তাদের, ইত্যাদি। বিদ্রোহ অথবা বৈদেশিক হস্তক্ষেপের দ্বারা সোভিয়েত সরকারের উৎখাত এবং রাশিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে তারা একটা গতিপথ পরিচালনা করল।

পক্ষান্তরে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর প্রচেষ্টাসমূহ এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের নিপীড়িত

জাতিসমূহের প্রচেষ্টাসমূহ সংযুক্ত করে রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব শক্তিশালী করা এবং বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার কর্মনীতি অবলম্বন বলশেভিকরা পরিকল্পনা করেছিল। কমরেড লেনিন **শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এবং দলত্যাগী কাউট্স্কি,** তাঁর এই পুস্তিকাটিতে রণনীতিগত পরিকল্পনার যে সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত সূত্রায়ণ করেছিলেন, তা প্রগাঢ়ভাবে উল্লেখযোগ্য: সূত্রায়ণটি হল, '**সমস্ত দেশে বিপ্লবের বিকাশ, সমর্থন ও জাগরণের জন্য একটি দেশে** (তার নিজের—জে. স্তালিন) **যথাসম্ভব করা**'। এই রণনীতিগত পরিকল্পনার মূল্য শুধু এখানে নিহিত নেই যে পরিকল্পনাটি বিশ্ব-বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিসমূহকে সঠিকভাবে বিবেচনার বিষয়ীভূত করেছিল, মূল্য এখানেও নিহিত যে, সারা বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলনের মনোযোগের কেন্দ্র-বিন্দুতে, প্রতীচ্যের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহের মুক্তির পতাকাতে সোভিয়েত রাশিয়া রূপান্তরিত হবার পরবর্তী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া পরিকল্পনাটি পূর্বে থেকেই জেনেছিল এবং সহজতর করেছিল।

সারা বিশ্বে বিপ্লবের পরবর্তী বিকাশ এবং রাশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্র-ক্ষমতার ৫ বছরের অস্তিত্বও সম্পূর্ণরূপে এই রণনীতিগত পরিকল্পনার সঠিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে। যখন প্রতিবিপ্লবীরা, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা এবং মেনশেভিকরা, যারা সোভিয়েত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তারা এখন দেশান্তরী, তখন সোভিয়েত সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর নীতির প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে—এই ঘটনা, এবং এই ধরনের অন্যান্য ঘটনা, বলশেভিকদের রণ-নীতিগত পরিকল্পনার অনুকূলে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৬
১৪ই মার্চ, ১৯২৩
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

পার্টির এবং রাষ্ট্রের বিষয়গুলিতে জাতিগত উপাদানসমূহ

(পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দ্বাদশতম কংগ্রেসের জন্য তত্ত্বমূলক প্রবন্ধসমূহ৫৮)

(১)

(১) গত শতাব্দীতেই পুঁজিবাদের বিকাশ উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতির আন্তর্জাতিকীকরণ, জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত করা, জাতিসমূহকে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে নিয়ে আসা এবং ক্রমান্বয়ে বিশাল ভূখণ্ডসমূহ একটি একক সংযুক্ত গোটা বস্তুতে ঐক্যবদ্ধ করার ধারা উন্মুক্ত করেছিল। পুঁজিবাদের অধিকতর বিকাশ, বিশ্ব-বাজারের উদ্ভব, বিরাট বিরাট সমুদ্র ও রেলপথের প্রতিষ্ঠা, পুঁজির রপ্তানি ইত্যাদি এই ধারাকে আরও বেশি জোরদার করল এবং অত্যধিক ভিন্ন ধরনের জাতিসমূহকে শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন এবং সর্বাঙ্গীণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা একত্রে আবদ্ধ করল। যতদূর পর্যন্ত এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিরাট অগ্রগতির প্রতিফলন ছিল, যতদূর পর্যন্ত তা জাতিতে জাতিতে দূরত্ব এবং বিভিন্ন জাতি-সমূহের স্বার্থের বিরোধ ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল, ততদূর পর্যন্ত তা ছিল এবং আছে একটি প্রগতিশীল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, কেননা তা বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্বাহ্নেই প্রয়োজনীয় বাস্তব বিষয়সমূহ সৃষ্টি করছে।

(২) কিন্তু এই ধারা বিশেষ বিশেষ ধরনে বিকশিত হল এবং এই ধরনগুলি তার স্বকীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ ছিল। জাতি-সমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভূভাগসমূহের অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (মিলন) পুঁজিবাদের বিকাশের পথে সংঘটিত হল, সম-অধিকারসম্পন্ন অস্তিত্বশীল বস্তু হিসেবে জাতিসমূহের সহযোগিতার ফলে নয়, ঘটল কয়েকটি জাতিকে অন্য কতকগুলি জাতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতিগুলিকে নিপীড়ন-এবং শোষণ করার উপায় দ্বারা। ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ও রাজ্যাদি অধিকার করা, জাতিগত নিপীড়ন ও অসমতা-সাম্রাজ্যবাদী, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা, ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও জাতীয় অধীনতা এবং, সর্বশেষে, 'অসভ্য' জাতিগুলির উপর আধিপত্যের জন্য 'সভ্য' জাতিসমূহের মধ্যে সংগ্রাম—

এগুলিই ছিল রূপসমূহ যাদের মধ্যে জাতিসমূহের ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের অগ্রগতি ঘটেছিল। এই জন্তই আমরা দেখতে পাই, ইউনিয়নের দিকে ঝোঁকের পাশাপাশি, এরূপ ইউনিয়নের বলপ্রয়োগ দ্বারা সাধিত ধরনগুলি ধ্বংস করার একটি ঝোঁক, সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে নিপীড়িত উপনিবেশসমূহ এবং পরাধীন জাতিসত্তাসমূহের মুক্তির জন্য সংগ্রামের উদ্ভব হয়েছিল। যেহেতু শেষোক্ত ঝোঁক ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী রূপসমূহের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ব্যাপক জনগণের বিদ্রোহ সূচিত করেছিল, যেহেতু তা সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছাভিত্তিক মিলনের ভিত্তিতে জাতিসমূহের ইউনিয়ন দাবি করেছিল, সেহেতু এটা ছিল এবং আছে একটি প্রগতিশীল ঝোঁক, কেননা তা ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য পূর্বাহ্নেই প্রয়োজনীয় ভাবগত বিষয়সমূহ সৃষ্টি করছে।

(৩) পুঁজিবাদের পক্ষে স্বাভাবিক রূপসমূহ প্রকাশিত, এই দুই মুখ্য ঝোঁকের মধ্যে সংগ্রামে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস পরিপূর্ণ। পুঁজিবাদী বিকাশের কাঠামোর মধ্যে এই ঝোঁকগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের পক্ষে অসাধ্য বিরোধিতাগুলি বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সুপ্রতিষ্ঠার অভাব এবং সাংগঠনিক স্থায়িত্বের অভাবের মূলগত কারণ। এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষসমূহ এবং তাদের মধ্যে অপরিহার্য যুদ্ধ; পুরানো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ভাঙন এবং নতুন নতুন রাষ্ট্রের গঠন; উপনিবেশের জন্য নতুন প্রচেষ্টা এবং বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলির নতুন ভাঙন, যার ফলে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র পুনরায় অংকিত হল—এইগুলিই হল এই মৌলিক বিরোধিতার ফলশ্রুতি। একদিকে পুরানো রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং তুরস্কের নানা অংশে ভাঙন, অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেন এবং পুরানো জার্মানির মতো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস; এবং সর্বশেষে, 'গুরুত্বপূর্ণ' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক ও অসম জাতিগুলির বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব—এই সমস্ত এবং অনুরূপ ঘটনাবলী বহুজাতিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার অভাব সুস্পষ্টভাবে সূচিত করে।

এইরূপে, জাতিসমূহের অর্থনৈতিক মিলনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এই মিলন সম্পাদন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে

সমন্বয়সাধনের পক্ষে অসাধ্য বিরোধ ছিল জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের পক্ষে একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেতে বুর্জোয়াদের অক্ষমতা, অসহায়তা এবং ব্যর্থতার কারণ।

(৪) আমাদের পার্টি এই সমস্ত ঘটনা বিচারের বিষয়ীভূত করল এবং জাতিগত প্রশ্নে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বে জাতিসমূহের অধিকারের ভিত্তিতে তার নীতি রচনা করল। পার্টির জন্মের মুহূর্ত থেকে, তার প্রথম কংগ্রেসে (১৮৯৮), পার্টি অপসারণের অসাধ্য জাতিসমূহের এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যখন জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে পুঁজিবাদের বিরোধিতাসমূহের সংজ্ঞা তখনো পরিপুর্ণ এবং সুস্পষ্ট-ভাবে নিরূপিত হয়নি। পরবর্তীকালে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত তার কংগ্রেস এবং সম্মেলনসমূহের বিশেষ সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলিতে পার্টি জাতিগত প্রশ্নে তার কর্মসূচী নিয়ত একরূপে এবং দৃঢ়তাসহকারে সমর্থন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ উপনিবেশগুলিতে যে শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তা জাতিগত প্রশ্নে পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের নতুন দৃঢ় সমর্থনই কেবল যুগিয়েছিল। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্য হল:

(ক) জাতিসত্তাগুলি সম্পর্কে দমন করার প্রত্যেকটি ধরনকে জোরালোভাবে পরিত্যাগ করা;

(খ) তাদের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিসমূহের সমতা এবং সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা;

(গ) এই নীতি স্বীকার করে নেওয়া যে, জাতিসমূহের একটি স্থায়ী ইউনিয়ন কেবলমাত্র সহযোগিতা এবং স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির ভিত্তিতেই অর্জিত হতে পারে;

(ঘ) এই সত্য ঘোষণা করা যে, এরূপ একটি মিলন পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদের পরিণতি হিসেবেই একমাত্র অর্জিত হতে পারে।

জারতন্ত্রের খোলাখুলি নিপীড়নমূলক নীতি এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের উৎসাহহীন আধা-সাম্রাজ্যবাদী নীতিরও বিরোধিতায় পার্টি তার কর্মধারায় জাতীয় মুক্তির এই কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে কখনো ধৈর্য হারায়নি। যখন জারতন্ত্রের রুশীকরণ নীতি জারতন্ত্র এবং পুরানো রাশিয়ার অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল এবং যখন মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের আধা-সাম্রাজ্যবাদী নীতি এই

সমস্ত জাতিসত্তাগুলির সর্বোৎকৃষ্ট অংশসমূহের কেরেন্স্কিবাদ পরিত্যাগ করার ঘটনা ঘটিয়েছিল, তখন আমাদের পার্টির অনুসৃত মুক্তির নীতি জারতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ান বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জাতিসত্তাগুলির সংগ্রামে ঐ সমস্ত জাতিসত্তাগুলির বিরাট, ব্যাপক জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন আমাদের পার্টির অনুকূলে জয় করে এনেছিল। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এই সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল অন্যতম চূড়ান্ত উপাদান যা অক্টোবর দিনগুলিতে আমাদের পার্টির অর্জিত বিজয়কে নির্ধারিত করেছিল।

(৫) অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত প্রশ্নে আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তসমূহকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করেছিল। জাতীয় নিপীড়নের মুখ্য মাধ্যমসমূহ—জমিদার ও পুঁজিপতিদের—ক্ষমতা উচ্ছেদ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে অক্টোবর বিপ্লব এক আঘাতে জাতীয় নিপীড়নের শৃংখলাসমূহ চূর্ণ করল, জাতিসমূহের মধ্যে পুরানো সম্পর্করাজি উল্টিয়ে দিল, জাতিতে জাতিতে পুরানো শত্রুতার মূলে আঘাত করল, জাতিসমূহের সহযোগিতার জন্য পথ পরিষ্কার করল এবং শুধু রাশিয়ায় নয়, এশিয়া এবং ইউরোপেও অন্যান্য জাতিসত্তা-সমূহের তাদের ভাইদের সহযোগিতা ও আস্থা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অনুকূলে অর্জন করে আনল। এটা প্রমাণের দরকারই পড়ে না যে, এই আস্থা অর্জন না করতে পারলে, রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কলচাক ও ডেনিকিন, য়ুদেনিচ এবং র‍্যাঙ্গেলকে পরাজিত করতে পারত না। পক্ষান্তরে, কোন সন্দেহই নেই যে, মধ্য রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে, নিপীড়িত জাতি-সত্তাসমূহ তাদের মুক্তি অর্জন করতে পারত না। যতদিন পর্যন্ত পুঁজি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, যতদিন পর্যন্ত পেটি-বুর্জোয়ারা, এবং সর্বোপরি, পূর্বতন 'আধিপত্যকারী' জাতির কৃষকসমাজ জাতীয়তাবাদী কুসংস্কারসমূহে ভরপুর থাকার দরুণ, পুঁজিপতিদের অনুসরণ করে, ততদিন জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও সংঘর্ষসমূহ অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য; এবং অন্যপক্ষে জাতীয় শান্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত বলে গণ্য করা যেতে পারে, যদি কৃষকসমাজ এবং জনসংখ্যার অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া অংশগুলি শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ যদি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নিশ্চিত হয়। এইজন্য, সোভিয়েতসমূহের বিজয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হল ভিত্তি, বনিয়াদ যার উপর একটি-মাত্র রাষ্ট্র ইউনিয়নের অভ্যন্তরে জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা গড়ে তোলা যেতে পারে।

(৬) কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফলসমূহ জাতীয় নিপীড়নের বিলোপ এবং জাতিসমূহের মিলনের জন্য ভিত্তি সৃষ্টি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার অগ্রগতির পথে অক্টোবর বিপ্লবও এই মিলনের রূপগুলি বিবর্ধন করে এবং একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে জাতিসমূহের মিলনের জন্য প্রধান প্রধান গতিপথ রচনা করে। বিপ্লবের প্রথম সময়পর্বে, যখন জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে ব্যাপক মেহনতী জনগণ প্রথম অনুভব করতে লাগল যে তারা স্বাধীন জাতীয় ইউনিট, সে সময়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের হুমকি তখনো প্রকৃত বিপদ হয়ে দাঁড়ায়নি, তাই জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা তখনো সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে নির্ধারিত, সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ গ্রহণ করেনি। গৃহযুদ্ধ এবং হস্তক্ষেপের সময়কালে যখন জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির সামরিক আত্মরক্ষার প্রয়োজনসমূহ একেবারে পুরোভাগে এসে দাঁড়াল, অর্থনৈতিক গঠনকার্যের বিষয়সমূহ তখনো সেই সময়ের নির্দিষ্ট কাজকর্ম হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই সহযোগিতা সামরিক মৈত্রীর রূপ গ্রহণ করল। সর্বশেষে, যুদ্ধোত্তর সময়কালে, যখন যুদ্ধ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপার একেবারে পুরোভাগে এসে দাঁড়াল, তখন সামরিক মৈত্রীকে সম্পূরণ করল একটি অর্থনৈতিক মৈত্রী। ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক্স (ইউ. এস. এস. আর—অনুবাদক)-এ জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন সহযোগিতার রূপগুলির বিকাশের শেষ পর্যায় সূচিত করে; এই রূপগুলি এখন একটিমাত্র, বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রে জাতিসমূহের একটি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইউনিয়নের চরিত্র ধারণ করেছে।

এইরূপে, সোভিয়েত ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় প্রশ্নের সঠিক সমাধানের চাবিকাঠি খুঁজে পেল, অধিকারসমূহের জাতীয় ক্ষমতা এবং স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক রাষ্ট্র সংগঠিত করার পথ আবিষ্কার করল।

(৭) কিন্তু জাতিগত প্রশ্নের সঠিক সমাধানের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়ার অর্থ এটা নয় যে একই সময়ে তাকে পুরোপুরি এবং চূড়ান্তরূপে সমাধান করা, অর্থ নয় একই সময়ে সমাধানের বাস্তব ও ব্যবহারিক আকার দেওয়া। অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক উপস্থাপিত জাতীয় কর্মসূচীকে কার্যকর করতে হলে, জাতীয় নিপীড়নের অতীত সময়কাল থেকে আমরা যে বাধাসমূহ উত্তরাধিকার

সূত্রে পেয়েছি সেগুলি কাটিয়ে ওঠাও প্রয়োজন, এবং এই বাধাগুলি এক আঘাতে, অল্পকালের মধ্যে কাটিয়ে ওঠা যায় না।

এই উত্তরাধিকার, প্রথমতঃ, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আধিপত্যকারী-জাতিসুলভ উৎকট জাতীয়তাবাদের অবশেষসমূহের মধ্যে; এই উৎকট জাতীয়তাবাদ হল গ্রেট-রাশিয়ানদের পূর্বতন সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানের প্রতিফলন। এই অবশেষসমূহ, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়, আমাদের উভয় ধরনের সোভিয়েত আমলাদের মনের মধ্যে নাছোড়বান্দারূপে বিদ্যমান রয়েছে; এগুলি, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়, আমাদের উভয় ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছে; 'নতুন' স্মেনা ভেক[৫৯] গ্রেট-রাশিয়ান উৎকট জাতীয়তাবাদের মনোভাব দ্বারা এগুলির শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এবং তা নেপ্-এর (নয়া অর্থনৈতিক নীতি—অনুবাদক) জন্য ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলি প্রকাশ পাচ্ছে জাতীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের অভাব ও প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের প্রতি রাশিয়ান সোভিয়েত আমলাদের পক্ষে উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ এবং নির্মমভাবে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে। বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্র সত্যসত্যই স্থায়ী হতে পারে এবং এর অভ্যন্তরে জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা প্রকৃতপ্রস্তাবে সৌহার্দমূলক হতে পারে, একমাত্র যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যস্ত কর্ম থেকে এই সমস্ত অবশেষ বলিষ্ঠভাবে এবং প্রত্যাহার করার অসাধ্যরূপে সমূলে উৎপাটিত করা যায়। এইজন্য, আমাদের পার্টির প্রথম জরুরী করণীয় কাজ হল, গ্রেট-রাশিয়ানদের উৎকট জাতীয়তাবাদের অবশেষগুলির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে লড়াই চালানো।

এই উত্তরাধিকার, দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের জাতিসত্তাসমূহের সত্যিকারের, অর্থাৎ, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অসমতার মধ্যে। অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক অর্জিত আইনানুমোদিত জাতীয় সমতা জাতি-সমূহের পক্ষে একটি বিরাট লাভ, কিন্তু তা নিজের থেকে সমগ্র জাতীয় সমস্যার সমাধান করে না। কিছুসংখ্যক সাধারণতন্ত্র ও জাতি, যারা পুঁজিবাদের পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়নি, বা গেলেও খুবই সামান্যভাবে গিয়েছে, যাদের নিজেদের কোন শ্রমিকশ্রেণী নেই, বা থাকলেও খুব সামান্যই আছে, এবং সেই জন্য যারা অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ, তারা অধিকার-সমূহের জাতীয় একতা কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে অক্ষম; তারা যদি বাইরে থেকে প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী সাহায্য

না পায়, তাহলে তারা বিকাশের উচ্চতর স্তরে উঠতে এবং এইরূপে যে জাতি-সত্তাগুলি দৃঢ়ভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে তাদের ধরে ফেলতে অসমর্থ হবে। শুধু এই জাতিসমূহের ইতিহাসে নয়, জারতন্ত্র এবং রাশিয়ার বুর্জোয়াদের দ্বারা অনুসৃত নীতির মধ্যেও এই সত্যিকারের অসমতার কারণগুলি নিহিত রয়েছে; জারতন্ত্র এবং রাশিয়ার বুর্জোয়ারা সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে শুধুমাত্র কাঁচামাল ছাড়া আর কিছু উৎপাদন না করার এবং শিল্পগতভাবে উন্নত কেন্দ্রীয় জেলাগুলি কর্তৃক শোষিত হবার এলাকাসমূহে পরিণত করার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল। সংক্ষিপ্তকালের মধ্যে এই অসমতাকে দূর করা যায় না, যায় না এক বা দুই বছরের মধ্যে এই উত্তরাধিকারকে নিশ্চিহ্ন করা। আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেস আগেই উল্লেখ করেছিল যে, 'প্রকৃত জাতীয় অসমতার বিলোপসাধন একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় নিপীড়ন এবং ঔপনিবেশিক দাসত্বের সমস্ত অবশেষসমূহের বিরুদ্ধে কঠিন এবং লাগাতর সংগ্রাম।'[৬০] কিন্তু এই উত্তরাধিকারকে পরাস্ত করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ইউনিয়নের পশ্চাদ্‌পদ জাতি-সমূহকে তাদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী সাহায্যদানের দ্বারাই একমাত্র তাকে পরাস্ত করা যেতে পারে। অন্যথায় একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতিসমূহের যথোপযুক্ত এবং স্থায়ী সহযোগিতা স্থাপন প্রত্যাশা করার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং আমাদের পার্টির দ্বিতীয় জরুরী করণীয় কাজ নিহিত রয়েছে জাতিসত্তা-সমূহের মধ্যে প্রকৃত অসমতা বিলোপ করার সংগ্রাম, পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্তর উন্নত করার সংগ্রামের মধ্যে।

এই উত্তরাধিকার, সর্বশেষে, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিছুসংখ্যক জাতি যারা জাতীয় নিপীড়নের গুরুভার জোয়াল বহন করেছে এবং পুরানো জাতীয় দুর্দশা থেকে মনকে মুক্ত করতে এখনো সম্ভবপর করে তুলতে পারেনি, তাদের ভিতর জাতীয়তাবাদের অবশেষসমূহের মধ্যে। এই সমস্ত অবশেষের বাস্তব প্রকাশ পায় একটা কোন জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্নতার মাঝে, প্রকাশ পায় রাশিয়ানদের নিকট থেকে আগত ব্যবস্থাসমূহে পূর্বেকার নিপীড়িত জাতিগুলির পরিপূর্ণ আস্থার অভাবের মাঝে। যাই হোক, যে সাধারণতন্ত্রসমূহ কয়েকটি জাতি নিয়ে গঠিত, তাদের কয়েকটিতে এই আত্মরক্ষামূলক জাতীয়তা একটি শক্তিশালী জাতিসত্তার পক্ষে এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রের দুর্বল জাতিসত্তাসমূহের

বিরুদ্ধে পরিচালিত আগ্রাসী জাতীয়তা, সোরগোল-তোলা উৎকট জাতীয়তা-বাদে অনেক সময় পরিণত হয়। আর্মেনি, ওস্সেত আজারীয় এবং আব্খাজীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত জর্জীয় উৎকট জাতীয়তাবাদ (জর্জিয়ায়); আর্মেনিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আজারবাইজানীয় উৎকট জাতীয়তাবাদ (আজারবাইজানে); তুর্কমেনীদের এবং কিরঘিজের বিরুদ্ধে পরিচালিত উৎকট জাতীয়তাবাদ (বুখারা এবং খোরেজ্মে)—উৎকট জাতীয়তাবাদের এই সমস্তরূপ, যেগুলি অধিকন্তু, নেপ্-এর অবস্থাসমূহের দ্বারা লালিত হয়, সেগুলি একটি গুরুতর অশুভ; এই অশুভ জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির কয়েকটিকে সরব কলহ এবং খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়ার ক্ষেত্রে পরিণত করার বিপদের লক্ষণ দেখায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সমস্ত ঘটনা একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে জাতিসমূহের সত্যিকারের মিলনকে ব্যাহত করে। যে পরিমাণে জাতীয়তা-বাদের অবশেষসমূহ গ্রেট-রাশিয়ার উৎকট জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি বৈশিষ্ট্যমূলক রূপ, সেই পরিমাণে তাদের পরাস্ত করার নিশ্চিততম উপায় গ্রেট-রাশিয়ার উৎকট জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্যে নিহিত। কিন্তু যে পরিমাণে এইসব অবশেষসমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রে দুর্বল জাতীয় গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়, সেই পরিমাণে পার্টি-সদস্যদের কর্তব্য হল এই অবশেষসমূহের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম চালানো। সুতরাং, আমাদের পার্টির তৃতীয় আশু করণীয় কাজ হল, জাতীয়তাবাদী অবশেষগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং প্রধানতঃ, এইসব অবশেষগুলির উৎকট জাতীয়তাবাদী রূপগুলির বিরুদ্ধে।

(৮) আমাদের অবশ্যই এই তথ্যটি অতীতের উত্তরাধিকারের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যে, কেন্দ্রে এবং স্থানীয় অঞ্চল-গুলিতে সোভিয়েত আমলাদের বেশ কিছু অংশ সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের মূল্যায়ন এইভাবে করে না যে এটি একটি সম-অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র-ইউনিটগুলির ইউনিয়ন যার নির্দিষ্ট কাজ হল জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির অবাধ বিকাশকে সুনিশ্চিত করা, এইভাবে মূল্যায়ন করে যে এটি জাতীয় সাধারণ-তন্ত্রগুলিকে গুটিয়ে ফেলার দিকে একটি পদক্ষেপ এবং যাকে বলে 'এক ও অবিভাজ্য' সেরকমটি গঠনের আরম্ভ হিসেবে। এই ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করে, কংগ্রেস পার্টি-সদস্যদের আহ্বান করছে সতর্কভাবে এদিকে নজর দেবার জন্য যাতে উৎকট জাতীয়বাদ মনোবৃত্তি-

সম্পন্ন সোভিয়েত আমলারা জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলি অগ্রাহ্য করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাসমূহের আবরণ হিসেবে সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন এবং কমিশারমণ্ডলীসমূহের অন্তর্ভূক্তি কাজে না লাগাতে পারে। কমিশারমণ্ডলীসমূহের অন্তর্ভূক্তি হল সোভিয়েত যন্ত্রপাতির পক্ষে একটি পরীক্ষা : যদি এই পরীক্ষা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি আধিপত্যকারী জাতিসুলভ ঝোঁক গ্রহণ করে, তাহলে এরূপ বিকৃতির বিরুদ্ধে, যে পর্যন্ত না সোভিয়েত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পুনঃশিক্ষাদানের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তী হয়, ততদিন পর্যন্ত কয়েকটি কমিশারমণ্ডলীর অন্তর্ভূক্তি এমনকি বাতিল করার প্রশ্ন উত্থাপিত করা পর্যন্ত দৃঢ়তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার্টি বাধ্য হবে, যাতে এই যন্ত্রপাতি ছোট ছোট এবং পশ্চাদ্‌পদ জাতিসত্তাসমূহের অভাব ও প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের দিকে আন্তরিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীসুলভ এবং আন্তরিকভাবে সৌহার্দমূলক মনোযোগ দেবে।

(৯) যেহেতু সাধারণতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন জাতিসমূহের সহ-অবস্থানের একটি নতুন রূপ, একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদের সহযোগিতার একটি নতুন রূপ, যা থেকে জাতিসমূহের যুক্ত কার্যকলাপের অগ্রগতির পথে উপরিবর্ণিত অবশেষগুলিকে অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে, ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংস্থাসমূহ অবশ্যই এমন ধরনে গঠন করতে হবে, যাতে তা পরিপূর্ণভাবে ইউনিয়নের জাতিসত্তাসমূহের সাধারণ অভাব ও প্রয়োজনগুলিই শুধু প্রতিফলিত করবে না, প্রতিফলিত করবে প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিশেষ অভাব এবং প্রয়োজনসমূহও। সেইহেতু, ইউনিয়নের বিদ্যমান কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ, যেগুলি জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমগ্র ইউনিয়নের ব্যাপক মেহনতী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেগুলির অতিরিক্ত একটি বিশেষ সংস্থা সৃষ্টি করতে হবে যা সমতার ভিত্তিতে জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করবে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের এরূপ একটি কাঠামো, জাতিসমূহের অভাব ও প্রয়োজনসমূহের দিকে মনোযোগসহ কর্ণপাত করা, যথাসময়ের বেশ আগেই তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া, পরিপূর্ণ আস্থার আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং এইভাবে সর্বাধিক যন্ত্রণাহীন পথে উপরিউল্লিখিত উত্তরাধিকারকে দূরীভূত করা পরিপূর্ণরূপে সম্ভবপর করে তুলবে।

(১০) উপরে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কংগ্রেস সুপারিশ করছে যে পার্টির সদস্যেরা নিম্নোক্ত বাস্তব উপায়গুলির সম্পাদন অর্জন করুন :

(ক) ইউনিয়নের উচ্চতর সংস্থাসমূহের প্রথার ভিতর একটি বিশেষ সংস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা সমতার ভিত্তিতে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং জাতীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবে;

(খ) ইউনিয়নের কমিশারমণ্ডলীসমূহ এরূপভাবে গঠন করতে হবে যাতে ইউনিয়নের জাতিসমূহের অভাব ও প্রয়োজনসমূহের প্রতিবিধান সুনিশ্চিত হয়;

(গ) জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলির সংস্থাগুলিতে কর্মচারীবৃন্দ প্রধানতঃ আঞ্চলিক অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত করতে হবে, যারা সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভাষা, জীবনযাত্রার ধরন, অভ্যাস ও রীতিনীতি-সমূহ জানে।

(২)

(১) জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির বেশিরভাগে আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলির বিকাশ এমন সব অবস্থার অধীনে অগ্রসর হচ্ছে, যেগুলি তার অগ্রগতি ও সংহতির পক্ষে পুরোপুরি অনুকূল নয়। এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতা, তাদের জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীসমূহের সংখ্যাল্পতা, স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত পুরানো পার্টি-কর্মীদের ক্যাডারদের ঘাটতি, অথবা এমনকি অভাব, স্থানীয় ভাষাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ মার্কসীয় সাহিত্যের অভাব, পার্টির শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজে দুর্বলতা, এবং, অধিকন্তু, যেগুলি এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়নি আমূল সংস্কারকামী-জাতীয়বাদী ঐতিহ্যসমূহের সেইসব অবশেষ-গুলির উপস্থিতি, আঞ্চলিক কমিউনিস্টদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্য-গুলিকে ন্যায্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্য দেওয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ-সমূহকে ন্যায্য অপেক্ষা কম মূল্য দেওয়ার দিকে একটি নির্দিষ্ট বিচ্যুতি, জাতীয়তাবাদের দিকে একটি বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এই ঘটনা বিশেষ-ভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই সমস্ত সাধারণতন্ত্রে, যেখানে কয়েকটি জাতিসত্তা রয়েছে, যেখানে অধিকতর শক্তিশালী জাতিসত্তার কমিউনিস্টদের মধ্যে দুর্বল জাতিসত্তাসমূহের (জর্জিয়া, আজারবাইজান, বুখারা, খোরেজম্) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পরিচালিত উৎকট জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির রূপ তা প্রায়শঃই গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি ক্ষতিকর, যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত প্রভাব থেকে জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর

মুক্তির প্রক্রিয়ায় বাধা জন্মিয়ে এই বিচ্যুতি একটিমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠনে বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ ব্যাহত করে।

(২) অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় পার্টি-প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনসমূহ, উভয় ক্ষেত্রেই রাশিয়া-জাত পার্টি-কর্মীদের বহুসংখ্যক ক্যাডার, যারা এই সমস্ত সাধারণতন্ত্রের ব্যাপক মেহনতী জনগণের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং ভাষার সঙ্গে অপরিচিত এবং যারা এইজন্য তাদের প্রয়োজনসমূহের প্রতি সর্বদা মনোযোগী নয়, তাদের উপস্থিতি, পার্টির কাজে নির্দিষ্টভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং জাতীয় ভাষাকে ন্যায্য অপেক্ষা কম মূল্য দেওয়ার দিকে বিচ্যুতি এবং এই সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে একটি উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব—গ্রেট-রাশিয়াসুলভ উৎকট জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির উদ্ভব আমাদের পার্টিতে ঘটিয়েছে। এই বিচ্যুতি ক্ষতিজনক শুধু এইজন্য নয় যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ, যারা জাতীয় ভাষা জানে, তাদের মধ্য থেকে কমিউনিস্ট ক্যাডারদের গঠন ব্যাহত করে এই বিচ্যুতি এমন বিপদ সৃষ্টি করে যাতে পার্টি জাতীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের ব্যাপক শ্রমিক-শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, ক্ষতিজনক এই জন্যও—এবং প্রধানতঃ—যে, তা জাতীয়তাবাদের দিকে উপরিউক্ত বিচ্যুতিকে জন্ম দেয়, লালনপালন করে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যাহত করে।

(৩) এই দুটি বিচ্যুতিকেই সাম্যবাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক বলে নিন্দা করে এবং গ্রেট-রাশিয়াসুলভ উৎকট জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির অসাধারণ ক্ষতিকারিত্ব ও অসাধারণ বিপদের দিকে পার্টি-সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কংগ্রেস আমাদের পার্টির কাজ থেকে অতীতের এই সমস্ত অবশেষকে দূরীভূত করার জন্য পার্টিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

কংগ্রেস নিম্নলিখিত ব্যবহারিক উপায়গুলি সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে :

(ক) জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির আঞ্চলিক পার্টি-কর্মীদের মধ্যে অগ্রসর মার্কসবাদী পাঠের পাঠচক্রসমূহ গঠন করা ;

(খ) আঞ্চলিক ভাষাসমূহে মার্কসীয় নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি সাহিত্য গড়ে তোলা ;

(গ) প্রাচ্য জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আঞ্চলিক শাখাগুলিকে শক্তিশালী করা ;

(ঘ) জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির দায়িত্বে আঞ্চলিক পার্টি-কর্মীদের মধ্য থেকে রিক্রুট করা শিক্ষকদের গ্রুপসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা ;

(ঙ) ব্যাপক জনগণের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় একটি পার্টি সাহিত্য গড়ে তোলা ;

(চ) সাধারণতন্ত্রগুলিতে পার্টির শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজ তীব্রতর করা ;

(ছ) সাধারণতন্ত্রগুলির যুবকদের মধ্যে কাজ তীব্রতর করা।

প্রাভদা, সংখ্যা ৬৫

২৪শে মার্চ, ১৯২৩

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র দ্বাদশ কংগ্রেস[61]

১৭ই-২৫শে এপ্রিল, ১৯২৩

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র
দ্বাদশ কংগ্রেস
আক্ষরিক রিপোর্ট
মস্কো, ১৯২৩

১। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট

১৭ই এপ্রিল

কমরেডগণ, আমার মনে হয় যে বিস্তারিত বিবরণের দিক থেকে **কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়ায়**[৬২] প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টটি যথেষ্টই হবে এবং এখানে, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টে, তা পুনরুল্লিখিত করার প্রয়োজন নেই।

আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টের তিনটি অংশ থাকা উচিত।

প্রথম অংশটি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পার্টির সাংগঠনিক বন্ধন, গণ চরিত্রের সেই সব হাতিয়ার ও বন্ধন যা পার্টিকে পরিবেষ্টন করে আছে, এবং যার সাহায্যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে প্রয়োগ করে থাকে ও শ্রমিকশ্রেণী পার্টির একটি সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবে।

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশটি, আমার মতে, সেই সাংগঠনিক বন্ধনগুলি ও গণ চরিত্রের সেইসব হাতিয়ার সম্পর্কে আলোচনা করবে যার মাধ্যমে শ্রমিক-শ্রেণী কৃষকসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এটিই হল রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজের ওপর নেতৃত্ব প্রয়োগ করে থাকে।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ অংশটি আলোচনা করবে খোদ পার্টি সম্পর্কেই, তাকে এমন এক জীবসত্তা হিসেবে যার নিজস্ব পৃথক জীবন আছে, একটি হাতিয়ার হিসেবে যে শ্লোগান তুলে থাকে এবং সেগুলির বাস্তব প্রয়োগকে তদারকী করে থাকে।

রিপোর্টের প্রথম অংশটি আমি আলোচনা করছি। পার্টিকে আমি অগ্রবাহিনী হিসেবে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আমাদের পার্টির সৈন্যবাহিনী হিসেবে বলে থাকি। এই উপমা থেকে মনে হতে পারে যে, এই ক্ষেত্রের সম্পর্কটি সামরিক ক্ষেত্রের অনুরূপ অর্থাৎ পার্টি আদেশ জারী করে, তারযোগে শ্লোগানগুলি প্রেরিত হয় এবং সৈন্যবাহিনী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী সেই নির্দেশ-

গুলিকে পালন করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্তরকম ভুল হবে। সোজা ব্যাপার হল এই যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিষয়গুলি আরও অনেক জটিল। সামরিক ক্ষেত্রে কম্যাণ্ডাররা নিজেরাই সৈন্যবাহিনী তৈরী করেন, তাঁরা নিজেরাই তাদেরকে নিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু পার্টি তার বাহিনীকে তৈরী করে না, সে তাকে তৈরী অবস্থাতেই পেয়ে যায়; সেই বাহিনীটি হল শ্রমিকশ্রেণী। দ্বিতীয় পার্থক্য হল এই যে, সামরিক ক্ষেত্রে কম্যাণ্ডারেরা শুধু সৈন্যবাহিনী তৈরীই করেন না, তাকে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ আর পায়ের জুতোও দেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যাপার তা নয়। পার্টি তার বাহিনীকে, শ্রমিকশ্রেণীকে, খাদ্য, পোশাক, জুতো যোগায় না। ঠিক এই কারণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিষয়গুলি আরও অনেক জটিল। ঠিক এই কারণেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী পার্টির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং উল্টোটাই হয়। ঠিক সেই জন্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীর অগ্রবাহিনী অর্থাৎ পার্টি যাতে নেতৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য তাকে সর্বদাই অ-পার্টি গণ-চরিত্রের হাতিয়ারগুলির এক বিস্তৃত জাল দ্বারা নিজেকে পরিবৃত রাখতে হয় যেগুলি তার প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করবে, যেগুলির মাধ্যমে সে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার অভিপ্রায় পৌছে দেবে এবং শ্রমিকশ্রেণী এক বিক্ষিপ্ত জনমণ্ডলী থেকে পার্টির সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত হবে।

এবং সেইজন্য আমি এখন এই হাতিয়ারগুলি, এই সংবাহক বলয়গুলি, যা পার্টিকে শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করে থাকে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে চাই এইটা দেখতে যে এই হাতিয়ারগুলি কি এবং গত বছরে পার্টি এগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য কতটুকুই-বা সফল হয়েছে।

প্রথম ও প্রধান সংবাহক বলয়, প্রথম ও প্রধান সংবাহক হাতিয়ার যার মাধ্যমে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে তা হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি। এই প্রধান সংবাহক বলয়টি যা পার্টিকে শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত করে তাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কতটা কি করা হয়েছে তৎসম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে গত বছরের কার্যধারায় পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলির শীর্ষ সংস্থাগুলিতে তার প্রভাব বাড়িয়েছে, শক্তিশালী করেছে। আমি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদ (অল-ইউনিয়ন সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অব্ ট্রেড ইউনিয়ন)-এর কথা উল্লেখ করছি না। সকলেই জানে তার গঠনটা কি। আমি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির কথাও উল্লেখ

করছি না। আমার মনে প্রধানতঃ আছে গুবের্নিয়া ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ-গুলি। গত বছর আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসের সময় গুবের্নিয়া ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদগুলির সভাপতিদের ২৭ শতাংশই ছিলেন প্রাক্-অক্টোবর পর্যায়ের পার্টি-সদস্য, এই বছর সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশেরও বেশি। খুব বড় একটা সাফল্য না হলেও সাফল্য তো বটেই। এটা দেখিয়ে দেয় যে আমাদের পার্টির প্রাক্-অক্টোবর পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই তাঁদের হাতে ইউনিয়নগুলির প্রধান সূত্রগুলি ধরে রেখেছেন যার সাহায্যে তাঁরা পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে গ্রথিত করছেন।

সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির গঠন নিয়ে আমি আলোচনা করব না। পরিসংখ্যান দেখায় যে, বিগত কংগ্রেসের সময় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ। এই বছর বর্তমান কংগ্রেসের সময় সদস্য-সংখ্যা হচ্ছে ৪৮ লক্ষ। এটা পিছু হটা বলে দেখাতে পারে, কিন্তু তা নিছক আপাতদৃষ্টিতে। গত বছরে—এখানে আমায় সত্য কথাটি বলতে দিন! —ইউনিয়ন সদস্যদের পরিসংখ্যানটি, ফাঁপানো হয়েছিল। প্রদত্ত পরিসংখ্যান বাস্তব পরিস্থিতিকে ঠিকমতো প্রতিফলিত করেনি। এই কংগ্রেসে প্রদত্ত পরিসংখ্যান, গত বছরটির তুলনায় ছোট হলেও, অধিকতর বাস্তব এবং সত্যেরও নিকটতর। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এ ঘটনা সত্ত্বেও আমি একে আগে বাড়ার পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য করি। সুতরাং একদিকে অবাস্তব ও আমলাতান্ত্রিক সংস্থা থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের নেতৃত্বদায়ী সংগঠনসমূহের সঙ্গে একটি সাধারণ জীবনসহ বাস্তব জীবন্ত ইউনিয়নে রূপান্তর এবং অপরদিকে গুবের্নিয়া ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদগুলিতে নেতৃস্থানীয় পার্টি ব্যক্তিদের হার ২৭ শতাংশ থেকে ৫৭ শতাংশে বৃদ্ধি—এই হল আমাদের সাফল্য যা বিগত বছরে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির কার্যধারায় আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এটা, অবশ্য, বলা যেতে পারে না যে এই ক্ষেত্রটিতে সব কিছুই ভাল মতো চলেছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রাথমিক শাখা—কারখানা কমিটিগুলি—এখনো পর্যন্ত সর্বত্র আমাদের নয়। উদাহরণস্বরূপ, খারকভ গুবের্নিয়াতে ১৪৬টি কারখানা কমিটির মধ্যে ৭০টিতে একজন কমিউনিস্টও নেই। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা বিরল। সাধারণভাবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে গুবের্নিয়া ও নিম্নতর শাখাগুলিতে পার্টির প্রভাব বাড়ার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিকাশ

নিঃসংশয়ে অগ্রগতির সূচক। পার্টির পক্ষে এই রণাঙ্গনটি নিরাপদ বলেই গণ্য করা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে আমাদের কোন শক্তিশালী বিপক্ষ নেই।

দ্বিতীয় সংবাহক বলয়টি, গণ-চরিত্রের দ্বিতীয় সংবাহক হাতিয়ারটি যার মাধ্যমে পার্টি নিজেকে শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত করে, তা হল সমবায়গুলি। সর্বপ্রথমেই আমার মনে আসছে ক্রেতা-সমবায়গুলি ও সেগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যদের কথা; এবং তারপর গ্রামীণ সমবায়গুলির কথা যাতে গ্রামের গরিবরা সংগঠিত। একাদশ কংগ্রেসের সময় সেন্ট্রোসোইউঝের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক অংশের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। এই বছর, বর্তমান কংগ্রেসের সময়, অল্প একটু বৃদ্ধি হয়েছে: মোট সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ৩৩ লক্ষ। এটা খুবই অল্প। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, নেপ্ (নয়া অর্থনৈতিক নীতি) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি আগে বাড়ার পদক্ষেপ। প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারে তিনজন করে ক্রেতা আছে ধরে নিয়ে দেখা যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক সেইসব ক্রেতাসমবায়ে ক্রেতা হিসেবে সংগঠিত যেখানে আমাদের পার্টির প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।...

বিগত কংগ্রেসে ক্রেতা-সমবায়গুলিতে পার্টির শক্তির আয়তন সম্পর্কে আমাদের কোনও তথ্য ছিল না; ২-৩-৫ শতাংশ হবে, তার বেশি নয়। বর্তমান কংগ্রেসের সময়ে সেন্ট্রোসোইউঝের গুবের্নিয়া শাখাগুলির সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হল কমিউনিস্ট। এটাও এক আগে বাড়ার পদক্ষেপ।

গ্রামীণ সমবায়গুলিতে পরিস্থিতি তেমন ভাল নয়। এই সমবায়গুলি অবশ্যই বাড়ছে। গত বছর কংগ্রেসের সময় কম করে ১৭ লক্ষ কৃষক পরিবার গ্রামীণ সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বছর বর্তমান কংগ্রেসের সময় তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৪০ লক্ষ্য কৃষক পরিবার। এতে গ্রামীণ গরিবদের একটি নিশ্চিত অংশ অন্তর্ভুক্ত যারা সর্বহারাশ্রেণীর দিকে ঝুঁকছে। সংক্ষেপে ঠিক এই কারণেই গ্রামীণ সমবায়গুলিতে পার্টির প্রভাব কতটা বেড়েছে তা নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের ব্যাপারে আমাদের কোনও পরিসংখ্যান নেই। এই বছর মনে হচ্ছে যে (যদিও আমার বোধ হয় যে পরিসংখ্যানগুলি সন্দেহজনক) গ্রামীণ সমবায়গুলির গুবের্নিয়া সংস্থাগুলির সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ হল কমিউনিস্ট। এটা যদি সত্য হয়, তবে তা আগে বাড়ার এক

বিরাট বিশাল পদক্ষেপ। নিম্নতর শাখাগুলিতে অবস্থা তত ভাল নয়; আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের তৈরী শক্তিসমূহের প্রভাব থেকে প্রাথমিক সমবায়িক সংগঠনগুলিকে মুক্ত করতে অক্ষম।

পার্টির সঙ্গে শ্রেণীকে যা সংযুক্ত করে সেই তৃতীয় সংবাহক বলয় হল যুব লীগগুলি। আমাদের পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে যুব লীগের এবং সাধারণভাবে যুবসমাজের সুবিশাল গুরুত্ব খুব কমই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। আমাদের হাতে যে পরিসংখ্যানগুলি রয়েছে তা দেখিয়ে দেয় যে, গত বছর একাদশ কংগ্রেসের সময় যুব লীগের সদস্যসংখ্যা ৪ লক্ষের কম ছিল না। পরে, ১৯২২ সালের মাঝামাঝি, কারখানাগুলিতে যুবক শ্রমিকদের জন্য স্থান মজুত রাখার পদ্ধতি পুরোপুরি প্রবর্তিত হওয়ার আগে, যখন কর্মীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন এবং নতুন পরিবেশে যুব লীগ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারার আগে সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষে নেমে যায়। বর্তমানে, বিশেষ করে গত শরৎকাল থেকে, আমরা যুব লীগে সদস্যসংখ্যার প্রচণ্ড বৃদ্ধি লাভ করেছি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল যে, এই সংখ্যাবৃদ্ধিটি মূলতঃ যুবক শ্রমিকদের প্রবাহের জন্য হয়েছে। যুব লীগগুলি মূলতঃ সেইসব জেলাতেই বেড়ে উঠছে যেখানে আমাদের শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

আপনারা জানেন যে শ্রমিকদের মধ্যে যুব লীগের প্রধান কার্যকলাপ রয়েছে কারখানা শিক্ষানবিশ বিদ্যালয়গুলিতে। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান দেখায় যে গত বছর, একাদশ কংগ্রেসের সময়ে, আমাদের ছিল মোট ৪৪ হাজার ছাত্র নিয়ে প্রায় ৫০০টি কারখানা-শিক্ষানবিশ বিদ্যালয়। এ বছরের জানুয়ারির মধ্যে আমাদের হল মোট ৫০ হাজার ছাত্র নিয়ে ৭০০টিরও বেশি বিদ্যালয়। মোদ্দা ব্যাপারটি অবশ্য এই যে, এই বৃদ্ধিটা আসছে যুব লীগের শ্রমিকশ্রেণী সদস্যদের থেকে।

পূর্বোল্লিখিত ফ্রন্টটি—গ্রামীণ সমবায়িক ফ্রন্টটির মতো—যুব ফ্রন্টকেও বিশেষ সন্ত্রাসের মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য করতে হবে কারণ আমাদের পার্টির শত্রুদের আক্রমণ এই ক্ষেত্রটিতে বিশেষ প্রবল। এই দুটি ফ্রন্টের ওপরেই পার্টি ও তার সংগঠনকে প্রাধান্যবিস্তারী প্রভাব অর্জনের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমি এরপর শ্রমজীবী মহিলাদের প্রতিনিধি সভাগুলির বিষয় আলোচনা করব। আর এটাও আমাদের সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ বিরলদৃশ্য, কিন্তু

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অতীব প্রয়োজনীয় এক সংবাহী পদ্ধতি যা আমাদের পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর মহিলাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে। আমাদের হাতের কাছের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ দেখায়: গত বছর, একাদশ কংগ্রেসের সময়, ৫৭টি গুবেনিয়া ও তিনটি অঞ্চলে আমাদের ছিল প্রায় ১৬ হাজার মহিলা প্রতিনিধি, প্রধানতঃ শ্রমজীবী মহিলা। এই বছর বর্তমান কংগ্রেসের সময় ঐ একই গুবেনিয়া ও অঞ্চলগুলিতে আমাদের আছে কম করে ৫২ হাজার মহিলা প্রতিনিধি যার মধ্যে ৩৩ হাজার হল শ্রমজীবী মহিলা। এটি আগে বাড়ার এক বিরাট বিশাল পদক্ষেপ। এটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, এ হল এমন একটি ফ্রন্ট যে যদিও তা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিরাট গুরুত্বের, তাহলেও এর প্রতি আমরা এখনো পর্যন্ত খুব কমই নজর দিতে পেরেছি। যেহেতু এইক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এই মহিলারা যে যুবকদের লালন করছে তাদের ওপর থেকে পুরোহিতদের প্রভাব অবদমিত করার উদ্দেশ্যে পার্টির সংগঠনকে প্রসারিত ও পরিচালিত করার জন্য এই হাতিয়ারটিকেও শক্তিশালী করার যেহেতু একটি ভিত্তি রয়েছে, সেইহেতু স্বভাবতঃই এটা অবশ্যই পার্টির একটি অন্যতম আশু কর্তব্য হবে যে এই ফ্রন্টেও, যা নিঃসংশয়ে বিপদের মধ্যে রয়েছে তাতেও, পূর্ণতম শক্তি প্রয়োগ করা।

আমি বিদ্যালয়গুলির কথা বলব। আমি রাজনৈতিক বিদ্যালয়, সোভিয়েত-পার্টি বিদ্যালয় ও কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উল্লেখ করছি। এগুলিও একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে পার্টি সাম্যবাদী শিক্ষাকে প্রসারিত করে, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্রের বীজ, সাম্যবাদের বীজ বপণ করে সেই শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃস্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তোলে এবং তদ্দ্বারা পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে সংযুক্ত করে থাকে। পরিসংখ্যান দেখায় যে গত বছরে প্রায় ২২ হাজার ছাত্র সোভিয়েত-পার্টি বিদ্যালয়গুলিতে যোগ দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষা দপ্তরের অর্থে পরিচালিত শহরের রাজনৈতিক শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে উপস্থিত সকলকেই ধরে নিয়ে এই বছর সংখ্যাটি হয়েছে কমপক্ষে ৩৩ হাজার: সাম্যবাদী শিক্ষার জন্য যা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সেই কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে বৃদ্ধিটা কম: আগে ছিল প্রায় ৬ হাজার ছাত্র, এখন হয়েছে ৬ হাজার ৪ শ'। পার্টির কর্তব্য হল সাম্যবাদী শিক্ষার জন্য কর্তৃস্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা ও গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজকে জোরদার করা।

আমি এবার পত্র-পত্রিকার কথায় আসছি। পত্র-পত্রিকা কোন গণ-হাতিয়ার, কোনও গণ-সংগঠন নয়, তথাপি তা পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক অদৃশ্য সংযোগ গড়ে তোলে, যে সংযোগ অন্য যে-কোনও গণ-সংবাহক হাতিয়ারেরই মতো শক্তিশালী। বলা হয়ে থাকে যে পত্র-পত্রিকা হল ষষ্ঠ হাতিয়ার। আমি জানি না যে তা সে রকমই কিনা, কিন্তু এটা যে এক শক্তিশালী হাতিয়ার এবং এর যে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে তা সংশয়ের অতীত। পত্র-পত্রিকা হল একটি সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যার মাধ্যমে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার যেমন ভাষা প্রয়োগ করা উচিত তেমনিই নিজস্ব ভাষাতে প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন বক্তব্য রেখে থাকে। পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আত্মিক বন্ধন গ্রন্থণা করার ভিন্ন কোনও মাধ্যম নেই, সমরূপ নমনীয়তাবিশিষ্ট অন্য কোনও হাতিয়ার নেই। ঠিক এই কারণেই পার্টিকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং এটা বলতেই হবে যে এখানে আমরা ইতোমধ্যেই কিছু সাফল্য অর্জন করেছি। সংবাদপত্রের কথা ধরা যাক। প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে গত বছরে আমাদের ছিল ৩৮০টি সংবাদ-পত্র ; এ বছর আমাদের আছে কম করে ৫২৮টি। গত বছর সর্বমোট প্রচার-সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ, কিন্তু এটা ছিল প্রায়-কৃত্রিম প্রচারসংখ্যা, জীবন্ত কিছু নয়। গত গ্রীষ্মে, যখন পত্র-পত্রিকাকে দেওয়া ভর্তুকী কমানো হল এবং পত্র-পত্রিকা তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হল তখন প্রচারসংখ্যা কমে দাঁড়াল ৯ লক্ষে। বর্তমান সংগ্রামের সময় আমাদের আছে প্রায় ২০ লক্ষের প্রচারসংখ্যা। এইভাবে, এটা কম কৃত্রিম হয়ে আসছে, পত্র-পত্রিকা তার নিজের সামর্থ্যের ওপর বেঁচে থাকছে এবং পার্টির হাতে এক তীক্ষ্ণ হাতিয়ার হয়েছে ; এটি পার্টিকে জনগণের সঙ্গে সংযোগ প্রদান করে, অন্যথায় প্রচারসংখ্যা বাড়তে পারত না এবং সেই বৃদ্ধি বজায়ও থাকত না।

আমি পরবর্তী সংবাহক হাতিয়ারটি—সৈন্যবাহিনীর কথা বলব। জনগণ সৈন্যবাহিনীকে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত। আমি কিন্তু সৈন্যবাহিনীকে শ্রমিক ও কৃষকদের সমাবিষ্ট হওয়ার একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত করে থাকি। সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাসই আমাদের বলে থাকে যে, সৈন্যবাহিনী হল একমাত্র সমাবেশ-কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন গুবেনিয়া থেকে আগত এবং পরস্পরের অপরিচিত সেই শ্রমিক ও কৃষকরা মিলিত হয় এবং মিলিত হয়ে কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক মতামত

প্রকাশ করে। এটা দৈবাৎ নয় যে বড় বড় সৈন্যসমাবেশগুলি ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলি সর্বদাই এই ধরনের বা সেই ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব, গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটিয়ে থাকে। এটা ঘটে থাকে এইজন্য যে সৈন্য-বাহিনীতেই সবচেয়ে ব্যাপক বিচ্ছিন্ন অংশগুলি থেকে শ্রমিক ও কৃষকরা সর্ব-প্রথম পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। সাধারণতঃ ভরোনেঝের কৃষকরা পেত্রোগ্রাদের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয় না, এবং প্স্কোভের লোকেরা সাইবেরিয়ার লোকদেরও দেখতে পায় না; কিন্তু ফৌজে তারা মিলিত হয়। সৈন্যবাহিনী হল শ্রমিক ও কৃষকদের একটি বিদ্যালয়, একটি সমাবেশ-কেন্দ্র এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে সৈন্যবাহিনীতে পার্টির শক্তি ও প্রভাবের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে এবং এই দিক থেকে সৈন্যবাহিনী হল এমন এক জোরদার হাতিয়ার যা পার্টিকে শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত করে। গোটা রাশিয়ার জন্য, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সৈন্যবাহিনী হল একমাত্র সমাবেশ-কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন গুবের্নিয়া ও অঞ্চল থেকে লোক একত্র হয়, শিক্ষা গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক জীবনে প্রবিষ্ট হয়। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ গণ-সংবাহক হাতিয়ারে নিম্নরূপ পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে: গত কংগ্রেসের সময়, সৈন্যবাহিনীতে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ৭·৫ শতাংশ; বর্তমান বছরে এই সংখ্যা ১০·৫ শতাংশে পৌছিয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে সৈন্যবাহিনী আয়তনে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু গুণের দিক থেকে তা উন্নত হয়েছে। পার্টির প্রভাব বেড়েছে; এই মুখ্য সমাবেশ-কেন্দ্রটিতেও কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধির দিক থেকে আমরা বিজয় অর্জন করেছি।

গত বছর কম্যাণ্ডিং স্টাফদের মধ্যে প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডার পর্যন্ত তাদের সকলকে হিসেবে নিয়ে ১০ শতাংশ ছিল কমিউনিস্ট; এ বছর ১৩ শতাংশ হল কমিউনিস্ট। প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডারদের বাদ দিলে কম্যাণ্ডিং স্টাফের মধ্যে কমিউনিস্টদের সংখ্যাগত হারের অনুরূপ পরিসংখ্যান হল: গত বছরে ১৬ শতাংশ এবং এ বছরে ২৪ শতাংশ।

এই হল সংবাহক বলয়গুলি, গণ-হাতিয়ারগুলি, যা আমাদের পার্টিকে ঘিরে রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে তাকে এক অগ্র-বাহিনীতে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে এক সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হতে সক্ষম করেছে।

এই হল সংযোজক ও সংবাহক কেন্দ্রগুলির জাল যার মাধ্যমে পার্টি এক

সামরিক কম্যাণ্ডিং স্টাফ থেকে সুস্পষ্ট পৃথকভাবে এক অগ্রবাহিনীতে রূপান্তরিত হয় এবং শ্রমিকশ্রেণী এক বিচ্ছিন্ন জনতা থেকে এক বাস্তব রাজনৈতিক ফৌজে রূপান্তরিত হয়।

এইসব সংযোগ শক্তিশালী করার ব্যাপারে এইসব ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি কর্তৃক প্রদর্শিত সাফল্যগুলি শুধু এই ঘটনার জন্য নয় যে এই বিষয়ে পার্টি অভিজ্ঞতায় বড় হয়ে উঠেছে এবং শুধু এই ঘটনার জন্য নয় যে এইসব সংবাহক হাতিয়ারগুলিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমগুলি উন্নত হয়েছে, পরন্তু এই ঘটনার জন্যও যে দেশের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি একে সহযোগিতা করেছে, একে ত্বরান্বিত করেছে। গত বছর আমাদের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, হয়েছিল দুর্ভিক্ষের পরিণাম, শিল্পক্ষেত্রে মন্দা, শ্রমিকশ্রেণীর বিলুপ্তি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, এই বছর আমাদের হয়েছিল খুব ভাল একটি ফসল, শিল্পক্ষেত্রের আংশিক পুনরুজ্জীবন, সর্বহারাশ্রেণীর পুনঃকেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ার এক সূচনা এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি। পুরানো শ্রমিক যারা আগে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা কল-কারখানায় আবার ফিরে আসছে এবং এই সবকিছু পার্টিকে উপরিলিখিত সংযোজক হাতিয়ারগুলি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এক অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

আমি এবার রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশটি—পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি। রাষ্ট্রযন্ত্র হল সেই মুখ্য গণ-হাতিয়ার যা ক্ষমতায় কায়েম শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী তার পার্টির সঙ্গে কৃষকসমাজকে সংযুক্ত করে এবং যা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী তার পার্টিকে কৃষকসমাজের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে। আমার প্রতিবেদনের এই অংশটিকে আমি কমরেড লেনিনের দুটি প্রসিদ্ধ নিবন্ধের[৬৩] সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করছি।

অনেক লোকের কাছে মনে হয়েছিল যে কমরেড লেনিন ঐ দুটি নিবন্ধে যে ভাবধারাকে বিশদ বিবৃত করেছেন তা পুরোপুরিই নতুন। আমি মনে করি যে ঐ নিবন্ধগুলিতে যে ভাবধারা বিশদ বিবৃত হয়েছে তা হল এমন একটি যা নিয়ে গত বছরেই ভ্লাদিমির ইলিচ চিন্তাবিষ্ট ছিলেন। গত বছর যে রাজনৈতিক বক্তব্য তিনি পেশ করেছিলেন তা নিঃসংশয়ে আপনাদের স্মরণে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের নীতি ছিল সঠিক কিন্তু হাতিয়ারটি ঠিকমতো কাজ করছিল না এবং সেইজন্য গাড়িটা ঠিক পথে চলছিল না, তা

এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল। আমার মনে আছে যে, এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে শ্লায়াপ্‌নিকভ বলেছিলেন যে, চালকরা ভাল ছিল না। এটা অবশ্যই ভুল, পুরোপুরিই ভুল। নীতি ঠিক, চালকরা চমৎকার আর গড়ির রকমটাও ভাল, এটা হচ্ছে একটি সোভিয়েত শকট কিন্তু রাষ্ট্রশকটের কিছু কিছু যন্ত্রাংশ অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু কর্মকর্তা খারাপ, তারা আমাদের লোক নয়। ঠিক এই কারণেই গাড়ি ঠিকমতো চলছে না এবং সামগ্রিকভাবে সঠিক রাজনৈতিক কর্মপন্থার একটি বিকৃত রূপই আমরা লাভ করছি। আমরা রূপায়ণ পাচ্ছি না, পাচ্ছি বিকৃতি। আমি আবার বলছি যে, রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারটি হল সঠিক ধরনের কিন্তু এর উপাদান অংশগুলি এখনো আমাদের কাছে অজানা-অচেনা, আমলাতান্ত্রিক, আধা-জারতন্ত্রী বুর্জোয়া ধরনের। আমরা এখন একটি রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার লাভ করতে চাই যা হবে জনগণের ব্যাপক অংশকে সেবার এক মাধ্যম, কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের কিছু লোক একে তাদের নিজেদের লাভের উৎসে পরিণত করতে চায়। সেই কারণেই হাতিয়ারটি সামগ্রিকভাবে ঠিক-মতো কাজ করছে না। একে মেরামত করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে শুধুমাত্র সঠিক রাজনৈতিক কর্মপন্থাটি নিজের থেকে আমাদেরকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না; তা বিকৃত হয়ে পড়বে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে এক ফাটল সৃষ্ট হবে। আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে পড়ব যখন আমরা স্টিয়ারিং হুইলে বসা সত্ত্বেও গাড়ি আমাদের কথায় আমল দেবে না। একটা বিপর্যয় হবে। এই হল সেই ভাবধারা যা একবছর আগেই কমরেড লেনিন বিশদভাবে বিবৃত করেছিলেন এবং এ বছর তা কেবল এক সুসমঞ্জস প্রক্রিয়ায় গ্রথিত করেছিলেন এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন সংস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে পুনঃসংগঠিত পরিদর্শন হাতিয়ারটি গাড়ির সব যন্ত্রাংশ পুনর্বিন্যাস করা এবং পুরানো অচল যন্ত্রাংশগুলিকে নতুন দিয়ে বদল করা, যা আমরা যদি সত্যসত্যই গাড়িটি সঠিক পথে চলুক এটা চাই তাহলে অবশ্যই সম্পাদিত করতে হবে, তার জন্য একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়।

এই ছিল কমরেড লেনিনের প্রস্তাবের সারবস্তু।

সোভিয়েত নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত ওরেখোভো-জুয়েভো অস্থি-সংস্থার (ট্রাস্ট) পরিদর্শনের একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে পারি, যার কাজ ছিল কৃষকদের কাছে যোগান দেওয়ার জন্য সর্বাধিক পরিমাণ যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্য

তৈরী করা, সে জায়গায় সোভিয়েত নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত এই অছি-সংস্থা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে তার উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ব্যক্তিগত হাতে চালান দিয়েছিল। গাড়িটি সঠিক দিকে চলছিল না।

আমি নিম্নলিখিত ঘটনাটিও উদ্ধৃত করতে পারি যা সেদিন কমরেড ভরোশিলভ আমাকে বলেছিলেন। আমাদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম হল শিল্প দপ্তর (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যুরো)। অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই হাতিয়ারটির প্রায় ২,০০০ কর্মী ছিল। এই হাতিয়ারের কাজ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে শিল্প পরিচালনা করা। ভরোশিলভ হতাশাভরে আমাকে বললেন যে এই হাতিয়ারটি পরিচালনা করা কঠিন কাজ, তা করতে হলে পরিচালক হাতিয়ারকে পরিচালনার জন্য তাদের অতিরিক্ত একটি ছোট হাতিয়ার তৈরী করতে হয়। যা হোক, আমরা কয়েকজন ভাল লোক পেয়ে গেলাম: ভরোশিলভ, আইসমোণ্ট এবং মিকোয়ান, তাঁরা একটি সামগ্রিক তদন্ত আরম্ভ করলেন। এবং জানা গেল যে ২,০০০ কর্মীর বদলে ১৭০ জনের কর্মীসংখ্যাই যথেষ্ট। এবং কি ঘটল? দেখা গেল যে তা আগের চাইতে আরও ভালই কাজ করছে। আগে এই হাতিয়ারটি যা কিছু উৎপাদন করত তা সবই আত্মসাৎ করত। এখন তা শিল্পের সেবা করছে। আমার মাথার চুলের চাইতেও বেশি এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

এইসব তথ্য একটিমাত্র বিষয়কে নির্দেশ করে যে, আমাদের সোভিয়েত হাতিয়ারগুলি ঠিক ধরনের হলেও তাতে প্রায়শঃই এমন সব লোক কর্মী হিসেবে থাকে যাদের অভ্যাস আর ঐতিহ্য আমাদের নিশ্চিত সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে উল্টে দেয়। সেই কারণেই গোটা ব্যবস্থাটাই ঠিকমতো কাজ করছে না এবং ফলশ্রুতি হচ্ছে এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয়, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে ফাটলের আশংকা।

ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম: হয় অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলিকে আমাদের উন্নত করতে হবে, তাদের কর্মীসংখ্যা কমাতে হবে, তাদেরকে সহজ-সরল করে তুলতে হবে, অল্প খরচে তাদেরকে চালাতে হবে, চিন্তার দিক থেকে পার্টির সগোত্র যারা এমন লোকদের সেগুলিতে কর্মী নিযুক্ত করতে হবে এবং তাহলেই আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব যার জন্য আমরা তথাকথিত নেপ্ প্রবর্তন করেছি অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলকে যোগান দেওয়ার জন্য শিল্পক্ষেত্র

সর্বাধিক পরিমাণ যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্য তৈরী করবে এবং তার যে উৎপাদিত দ্রব্য দরকার তা-ই পাবে এবং এইভাবেই আমরা কৃষি-অর্থনীতি ও শিল্প-অর্থনীতির মধ্যে এক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে পারব; অথবা এটা করতে আমরা ব্যর্থ হব এবং একটি বিপর্যয় হবে।

অথবা আবার: হয় খোদ রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারটি, কর-সংগ্রাহক হাতিয়ারটি সহজ-সরল হবে, ছোট হবে এবং তা থেকে চোর আর বদমায়েসদের তাড়ানো হবে এবং তাহলেই আমরা এখন যা করে থাকি তার চাইতে কৃষকদের কাছ থেকে কম নিতে পারব এবং জাতীয় অর্থনীতি নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হবে; অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমের ব্যাপারের মতো এই হাতিয়ারটিও আপনা-আপনি সাজ হয়ে পড়বে এবং কৃষকদের কাছ থেকে যা কিছুই নেওয়া হয় তা সবই খোদ হাতিয়ারটিকে চালু রাখতেই শেষ হয়ে যাবে এবং তখন হবে এক রাজনৈতিক বিপর্যয়।

আমি নিশ্চিত যে, ভ্লাদিমির ইলিচ যখন ঐ নিবন্ধগুলি লিখেছিলেন তখন এইসব চিন্তাই তাঁকে পরিচালিত করেছিল।

কমরেড লেনিনের প্রস্তাবগুলির অপর একটি দিকও রয়েছে। তাঁর লক্ষ্য শুধুমাত্র এইটাই নয় যে, পার্টি যেহেতু রাষ্ট্রকে তৈরী করেছে এবং সেটিকে উন্নত করাই তার দায়িত্ব, সুতরাং হাতিয়ারটিকে উন্নত করতে হবে এবং তাতে পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে সর্বাধিক বাড়াতে হবে; পরন্তু তাঁর মনে নৈতিক দিকটাও নিশ্চিতভাবে ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল এইটা যে দেশে এমন একজনও অফিসার থাকবেন না, তা তিনি যতই উচ্চপদস্থ হোক না কেন, যাঁর সম্পর্কে সাধারণ লোকে বলতে পারে যে তিনি আইনের ঊর্ধ্বে। এই নৈতিক দিক হল ইলিচের প্রস্তাবের তৃতীয় দিকটি; সংক্ষেপে বলা যায় যে এই প্রস্তাবটিই মাতব্বর আমলাদের সেইসব ঐতিহ্য ও অভ্যাস যা আমাদের পার্টির মর্যাদাহানি করছে তা থেকে শুধু রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকেই নয়, পার্টিকেও বিশুদ্ধ করার কর্তব্য নির্ধারণ করে।

আমি এবার কর্মী বাছাইয়ের প্রশ্নটি অর্থাৎ যে প্রশ্নটি নিয়ে ইলিচ ইতোমধ্যেই একাদশ কংগ্রেসে বক্তব্য রেখেছেন তা নিয়ে আলোচনা করছি। এটা যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, গঠন, অভ্যাস ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার কিছু ভাল নয় এবং এটা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটি ফাটল ধরানোর হুমকি দিয়ে থাকে তাহলে এটা স্পষ্ট যে শুধুমাত্র

নির্দেশ জারী করার ক্ষেত্রেই নয়, যারা আমাদের নির্দেশগুলি অনুধাবন করতে সক্ষম ও সেগুলি সৎভাবে পালন করতে সমর্থ তেমন তেমন লোকদেরকে কয়েকটি পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রেও পার্টির নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে স্পষ্ট প্রকাশ পেতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কাজ ও তার সাংগঠনিক কাজের মধ্যে যে কোন অনতিক্রম্য প্রাচীর তোলা যেতে পারে না তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আপনাদের মধ্যে খুব কমই এরকম কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, একটি সঠিক রাজনৈতিক লাইন দেওয়াই যথেষ্ট এবং ব্যাপারটার সেখানেই ইতি ঘটে। না, সেটা হল মাত্র অর্ধেক ব্যাপার। একটি সঠিক রাজনৈতিক লাইন দেওয়ার পর এমনভাবে কর্মী বাছাই আবশ্যক যাতে বিভিন্ন পদগুলি এমন লোকদের দ্বারা পূরণ করা যায় যারা নির্দেশগুলি পালন করতে সক্ষম, সেই নির্দেশগুলি অনুধাবন করতে সক্ষম, সেই নির্দেশগুলিকে তাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করতে সক্ষম এবং সেগুলিকে কার্যকরী করতে সক্ষম। অন্যথায় নীতি হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন, নিছক ভড়ং-এ পরিণত হয়। সেই কারণে রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সেই হাতিয়ারটি যার কাজ হল উপরে এবং নীচের তলাতেও আমাদের প্রধান কর্মীদেরকে তালিকাভুক্ত করা ও তাদেরকে বণ্টন করা, তা বিরাট গুরুত্ব অর্জন করেছে। এখনো পর্যন্ত এই দপ্তর উয়েজ্‌দ্‌ কমিটি, গুবের্নিয়া কমিটি ও আঞ্চলিক কমিটিগুলিরই জন্য কমরেডদের তালিকাভুক্ত করা ও বণ্টন করায় নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, এর বাইরে তা মাথাই ঘামায়নি। এখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ও আর কোনও সামগ্রিক, গণ-চরিত্রের কর্মী-জমায়েত নেই, এখন যখন এসব একেবারে উদ্দেশ্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে সেই এক হাজার পার্টি-কর্মীর জমায়েতে যা কেন্দ্রীয় কমিটির কাঁধে গত বছর চাপানো হয়েছিল এবং যা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমাদের কাজ আরও পুংখানুপুংখ হয়েছে ও আমরা বিশেষীকরণের দিকে এগিয়ে চলেছি, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতাবলী আদ্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতেই হবে তখন সামগ্রিক জমায়েত শুধু ব্যাপারগুলিকে আরও খারাপই করে তোলে, আর অঞ্চলগুলি তা থেকে কিছুই লাভ করতে পারে না—এখন রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তর নিজেকে গুবের্নিয়া ও উয়েজ্‌দ্‌ কমিটিগুলিতে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না।

আমি কতকগুলি পরিসংখ্যান উধৃত করতে পারি। একাদশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে কমপক্ষে এক হাজার মস্কোর পার্টি-কর্মীকে জমায়েত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি জমায়েতের জন্য প্রায় ১৫০০ জনকে তালিকাবদ্ধ করেছিল। অসুস্থতা ও অন্যবিধ সব কারণের জন্য ৭০০ জনকে মাত্র জমায়েত করা গেছিল; জেলাগুলির দেওয়া মতামতে জানা যায় যে এর মধ্যে ৩০০ জন মোটামুটি উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এ থেকে আপনারা এই তথ্য পেলেন যে অতীতে যেমনধারা করা হতো সেরকম পুরানো ধাঁচের সেই সামগ্রিক জমায়েত আজ আর উপযুক্ত নয়, কারণ আমাদের পার্টির কার্যধারা হয়ে উঠেছে আরও পুংখানুপুংখ, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশাখার জন্য তা হয়ে উঠেছে বিশেষীকৃত এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে এলোপাথাড়িভাবে লোকজন সরানোর অর্থই হল প্রথমতঃ তাদেরকে আলস্যে বিনষ্ট করা এবং দ্বিতীয়তঃ নতুন কর্মীর দাবি জানাচ্ছে যেসব সংগঠন তাদের ন্যূনতম চাহিদাটুকুও মেটাতে ব্যর্থ হওয়া।

রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তরে কর্মরত সোরোকিনের পুস্তিকাতে[৬৪] প্রদত্ত আমাদের শিল্পবিষয়ক কর্মকর্তাদের একটি সমীক্ষা থেকে অল্প কয়েকটি পরিসংখ্যান আমি উধৃত করতে চাই। কিন্তু এই পরিসংখ্যাগুলি উধৃত করার আগে কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্বশীল কর্মীদের তালিকাভুক্তি করার ক্ষেত্রে তার কাজের মাধ্যমে এই দপ্তরের যে সংস্কার সম্পাদন করেছে তার সম্পর্কে আমাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে, অতীতে রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তর গুবেনিয়া ও উয়েজ্‌দ্‌ কমিটিগুলিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখত। এখন যখন আমাদের কাজ আরও পুংখানুপুংখ হয়েছে এবং গঠনাত্মক কার্যক্রম সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত হচ্ছে তখন তা নিশ্চয়ই নিজেকে উয়েজ্‌দ্‌ আর গুবেনিয়া কমিটিতে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। তাকে এখন অবশ্যই ব্যতিক্রমহীন-ভাবে প্রশাসনের সকল শাখাগুলিকে ও সেই সমগ্র শিল্পবিষয়ক কর্মকর্তা, যাদের মাধ্যমে পার্টি আমাদের অর্থনৈতিক হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজের নেতৃত্বকে প্রয়োগ করে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রে এবং অঞ্চলগুলিতে উভয়তঃই রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তরের কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যাতে তাদের প্রধান কর্মকর্তারা অর্থনৈতিক ও সোভিয়েত ক্ষেত্র উভয়ের জন্যই সহযোগী (ডেপুটি) এবং সোভিয়েতসমূহ ও পার্টিতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়, কারখানা,

ট্রাস্ট' ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে কর্তৃস্থানীয় কর্মীদের তালিকাভুক্ত করার জন্য সহকারী (এ্যাসিস্টান্ট) পেতে পারেন।

এই সংস্কারসাধনের প্রভাব শীঘ্রই অনুভূত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় ১,৩০০ কারখানা-পরিচালক সম্বলিত শিল্পবিষয়ক কর্মকর্তাদের তালিকা-ভুক্তি সম্ভব হয়। এদের মধ্যে ২৯ শতাংশ হল পার্টি-সদস্য আর ৭০ শতাংশ অ-পার্টিভুক্ত। এটা বোধ হতে পারে যে বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ-পার্টি ব্যক্তিরাই গুরুত্বের দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তা সত্য নয়। এটা দেখা যায় যে কমিউনিস্টরা, ঐ ২৯ শতাংশরা, এমন বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধায়ক যাতে ৩ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত, সেখানে অ-পার্টি ব্যক্তিরা, ঐ ৭০ শতাংশ, হল এমন সব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক যাতে আড়াই লক্ষের বেশি শিল্প-শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে না। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করে অ-পার্টি ব্যক্তিরা আর বড়গুলির তত্ত্বাবধান হয় পার্টি-সদস্যদের দ্বারা। এ ছাড়াও, তত্ত্বাবধায়ক পার্টি-সদস্যদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী থেকে যাঁরা আসতেন তাঁরা অন্যদের তুলনায় প্রতি একে তিনজন হারে বেশি। এটা দেখায় যে, শিল্প কাঠামোর ওপরতলা—জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ ও তার দপ্তরগুলি—যেখানে খুব অল্পই কমিউনিস্ট আছেন তার চাইতে নীচের তলায়, বুনিয়াদী ইউনিটগুলিতে কমিউনিস্টরা, মূলতঃ শ্রমিকরাই প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হল এই যে, গুণগত মান ও উপযুক্ততার দিক থেকে অ-পার্টি ব্যক্তিদের চাইতে কমিউনিস্ট-দের মধ্যেই অধিকতর দক্ষ কারখানা-পরিচালক রয়েছেন। এটা দেখিয়ে দেয় যে, প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কমিউনিস্টদেরকে বণ্টন করার সময় পার্টি শুধুমাত্র পার্টি-চিন্তার দ্বারা, প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্টির প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যের দ্বারা নয়, পরন্তু বাস্তব চিন্তার দ্বারাও পরিচালিত হয়েছে। এর দ্বারা শুধু নিছক পার্টিই নয়, আমাদের গোটা অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যই লাভবান হয়েছে, কারণ এ থেকে বোঝা গেছে যে অ-পার্টি ব্যক্তিদের চাইতে কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেক বেশি সংখ্যায় দক্ষতর কারখানা-পরিচালক রয়েছেন।

তাহলে আমাদের শিল্পবিষয়ক কর্তৃস্থানীয় কর্মীদের তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এটাই হল প্রথম পরীক্ষা, একটি নতুন পরীক্ষা, যা আমি আগেই বলেছি যে কোনওক্রমেই সব কটি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে না কারণ এই পুস্তিকায় তালিকাভুক্ত ১,৩০০ কারখানা-পরিচালক এখনো-তালিকাভুক্তি-বাকী-আছে

এরকম প্রতিষ্ঠানগুলির মাত্র অর্ধেকেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু পরীক্ষাটি দেখিয়ে দেয় যে, এটা হল এক অফুরন্ত সমৃদ্ধ ক্ষেত্র, এবং পার্টি যাতে আমাদের বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানকার্যে কমিউনিস্টদেরকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ করতে ও তদ্দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর তার নেতৃত্বকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তার জন্য রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তরের কাজকে অবশ্যই যথাশক্তি প্রসারিত করতে হবে।

সাংগঠনিক প্রশ্নের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের বিবেচনার্থে যেসব প্রস্তাব পেশ করছে, পার্টি ও সোভিয়েত উভয় দিক সম্বন্ধীয় সেই প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কমরেডরা নিঃসন্দেহে পরিচিত। আমার রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে আমি যেটির সম্পর্কে এইমাত্র বললাম, সেই সোভিয়েত দিক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করছে যে, বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই প্রশ্নটিকে এক বিশেষ কমিটির কাছে পেশ করা হোক যা প্রশ্নটির সোভিয়েত ও পার্টি উভয় দিক সম্পর্কেই পর্যালোচনা করবে এবং কংগ্রেসের নিকট তার তদন্তলব্ধ তথ্য পেশ করবে।

আমি রিপোর্টের তৃতীয় অংশে আসছি: একটি জীবসত্তা হিসেবে পার্টি সম্পর্কে ও একটি হাতিয়ার হিসেবে পার্টি সম্পর্কে।

সর্বপ্রথমে আমাদের পার্টির সংখ্যাগত শক্তি সম্পর্কে আমাকে দু-একটি কথা বলতে হবে। পরিসংখ্যান দেখায় যে গত বছর একাদশ কংগ্রেসের সময় পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষের কয়েক হাজার বেশি। এই বছর যেহেতু কতকগুলি অঞ্চলে পার্টি অ-সর্বহারা চরিত্রের ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে সেইজন্য পার্টি সদস্যসংখ্যার পরবর্তীকালে হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দাঁড়িয়েছে, তা হয়েছে ৪ লক্ষের কিছু কম। এটা ক্ষতি নয়, বরং লাভ, কারণ পার্টির সামাজিক অন্তর্গঠন উন্নত হয়েছে। সামাজিক অন্তর্গঠনের উন্নয়নের দিক থেকে আমাদের পার্টির বিকাশে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল এই যে, পার্টির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের চাইতে অ-সর্বহারা ব্যক্তিদের দ্রুততর বৃদ্ধির পূর্বতন প্রবণতাটি সমীক্ষাধীন বৎসরে অবসিত হয়েছে; আরও ভালর দিকে একটা মোড় নিয়েছে, অ-সর্বহারা ব্যক্তিদের চাইতে শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের সদস্যসংখ্যার শতকরা হারের বৃদ্ধির দিকে একটা নিশ্চিত ঝোঁক প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিশুদ্ধীকরণ অভিযানের পূর্বে সংক্ষেপে বলা চলে যে এই সাফল্য অর্জনের জন্যই আমরা প্রয়াস পেয়েছিলাম এবং এখন

এইটাই আমরা লাভ করেছি। আমি বলব না যে এই ক্ষেত্রটিতে যা করণীয় তা সবই আমরা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি; প্রকৃত ঘটনা থেকে তা অনেক দূরে। কিন্তু আমরা আরও ভালর দিকে একটা মোড় নিতে পেরেছি, কিছুটা ন্যূনতম সামঞ্জস্য আমরা অর্জন করেছি, পার্টির শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গঠনটি আমরা সুনিশ্চিত করেছি এবং পার্টির মধ্যে অ-সর্বহারা ব্যক্তিদের আরও কমানো ও সর্বহারা ব্যক্তিদের আরও বাড়ানোর এই নীতিকে আমাদের স্পষ্টতঃই চালিয়ে যেতে হবে। পার্টি-সদস্যসংখ্যায় আরও উন্নতি অর্জনের জন্য যেসব ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি পেশ করছে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবাবলীতে তার রূপরেখা বিধৃত হয়েছে; আমি সেগুলির পুনরুল্লেখ করব না। স্পষ্টতঃই, অ-সর্বহারা ব্যক্তিদের প্রবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধগুলিকে আমাদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে, কারণ বর্তমান সময়ে, নেপ্ পরিস্থিতিতে, যখন পার্টি নেপ্-ওয়ালাদের দুর্নীতিবিস্তারী প্রভাবের কাছে নিশ্চিতভাবেই প্রকট তখন, আমাদের পার্টি-সদস্যদের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য অথবা অ-শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিদের ওপর শ্রমিক-শ্রেণীর সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রাধান্য অর্জন করা আবশ্যক। যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে বজায় থাকতে চায় তাহলে পার্টিকে এটা করতেই হবে, এটা করা তার কর্তব্য।

আমি গুবের্নিয়া কমিটিগুলির জীবনধারা ও কাজকর্মের প্রশ্ন আলোচনায় আসছি। গুবের্নিয়া কমিটিগুলি সম্পর্কে খবরের কাগজে প্রকাশিত কিছু কিছু নিবন্ধে অনেক সময়েই বক্রোক্তি উঁকি মারে; তাদেরকে প্রায়শঃই বিদ্রূপ করা হয় ও তাদের কাজকর্মের গুরুত্ব খাটো করা হয়। আমি কিন্তু, কমরেডগণ, বলবই যে গুবের্নিয়া কমিটিগুলি হল আমাদের পার্টির মূল দুর্গ, গুবের্নিয়া কমিটিগুলি ছাড়া, সোভিয়েত ও পার্টি কর্মধারায় তাদের নেতৃত্ব ছাড়া পার্টির দাঁড়ানোর কোন জমিই থাকত না। তাদের সকল বিচ্যুতি সত্ত্বেও, তারা এখনো যেসব ত্রুটিতে ভুগছে সেসব সত্ত্বেও, গুবের্নিয়া কমিটিগুলির মধ্যে তথা-কথিত চিৎকৃত বিবাদ আর কলহ সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে ধরলে, তারাই হল আমাদের পার্টির মূল দুর্গ।

গুবের্নিয়া কমিটিগুলি কেমনভাবে বেঁচে রয়েছে আর বেড়ে উঠছে? প্রায় দশ মাস আগে গুবের্নিয়া কমিটিগুলি থেকে আমি চিঠি পেয়েছি এই মর্মে যে, আমাদের গুবের্নিয়া কমিটিগুলির সম্পাদকেরা তখনো পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিষয়-সমূহের ব্যাপারে বিভ্রান্ত রয়েছেন, তাঁরা তখনো পর্যন্ত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে

নিজেদেরকে মানিয়ে নেননি। দশ মাস পরে লেখা চিঠিগুলিও আমি পড়েছি; সেগুলি আমি পড়েছি আনন্দের সঙ্গে, খুশির সাথে কারণ সেগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে গুবের্নিয়া কমিটিগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অগ্রগতি সাধন করেছে, নির্মাণকার্যে তারা আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছে, তারা স্থানীয় বাজেটকে যথাযথ বিন্যাসে নিয়ে এসেছে, স্থানীয় অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ন্ত্রণ তারা হাতে নিয়েছে, তাদের স্ব স্ব গুবের্নিয়ার গোটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের নেতৃত্ব দিতে তারা যথার্থই সফল হয়েছে। কমরেডগণ এটা হল এক বিরাট লাভ। নিঃসংশয়ে গুবের্নিয়া কমিটিগুলির ত্রুটিও রয়েছে, কিন্তু এটা বলবই যে তারা যদি পার্টির ও অর্থনৈতিক এই অভিজ্ঞতা লাভ না করত, স্থানীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুবের্নিয়া কমিটিগুলির পরিপক্কতার বিকাশের মাধ্যমে এই প্রচণ্ড অগ্রগতির পদক্ষেপ যদি না হতো তাহলে পার্টির পক্ষে কখনোই রাষ্ট্রযন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

গুবের্নিয়া কমিটিগুলিতে বিবাদ ও বিরোধের কথা বলা হয়। আমি অবশ্যই বলব যে, তাদের খারাপ দিকগুলি ছাড়াও, বিবাদ আর বিরোধের ভাল দিকটাও রয়েছে। বিষয়গুলিকে স্বচ্ছন্দভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম এমন এক ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ় অন্তঃসার নিজেদের মধ্যে তৈরী করার জন্য গুবের্নিয়া কমিটিগুলির প্রচেষ্টাই হল বিবাদ আর বিরোধের মূল কারণ। এই লক্ষ্য এবং প্রয়াস খুবই স্বাস্থ্যকর ও ন্যায়সঙ্গত, যদিও তারা অনেক সময়ই এমন পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় যা লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এর কারণ হল আমাদের পার্টি-সদস্যদের মধ্যে বিভিন্নতা এবং এই ঘটনাটি যে আমাদের পার্টির ভেতর আমাদের আছে পুরানো আর নতুন শক্তি, সর্বহারা আর বুদ্ধিজীবীরা, মধ্যাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী জেলা থেকে আগত লোক এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ; আর গুবের্নিয়া কমিটিগুলিতে এইসব বিভিন্ন শক্তি তাদের বিভিন্ন প্রথা ও অভ্যাসকে প্রবর্তন করে এবং সেইটাই বিরোধ আর বিবাদের উদ্ভব ঘটায়। এইসব কারণেই এই বিবাদ ও বিরোধ যদিও অননুমোদনীয় রূপ নেয় তাহলেও তার নয়-দশমাংশই সেই স্বাস্থ্যকর প্রয়াস থেকে উৎসারিত যা কার্য-ধারা পরিচালনায় সক্ষম এক সুদৃঢ় অন্তঃসার গড়ে তুলতে চায়। এটা প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না যে, গুবের্নিয়া কমিটিগুলির মধ্যে যদি সেরকম নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী না থাকত, যদি ব্যাপারগুলি এমনি বিন্যস্ত হতো যে 'ভাল' আর 'মন্দরা'

পরস্পরের ভারসাম্যে থাকত তাহলে গুবের্নিয়াগুলিতে কোনও নেতৃত্ব থাকত না, অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যের মাধ্যমে কর আদায় হতো না এবং আমরা কোনও-রকম অভিযান চালাতে পারতাম না। বিবাদের এই হল স্বাস্থ্যকর দিকটি যাকে কোনওক্রমেই এই ঘটনা দিয়ে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় না যে, তা অনেক সময় নোংরা রূপ নিয়ে ফেলে! এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পার্টি বিবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে তা যখন ব্যক্তিগত ভিত্তিতে চাগিয়ে ওঠে তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে না।

এই রকমই দাঁড়াচ্ছে গুবের্নিয়া কমিটিগুলির ব্যাপার।

গুবের্নিয়া কমিটিগুলির নিম্ন পর্যায়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পার্টি ততটা শক্তি-শালী নয় যতটা মনে হয়ে থাকে। হাতিয়ারটির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের পার্টির মূল দুর্বলতাগুলি রয়েছে আমাদের উয়েজ্‌দ্‌ কমিটিগুলির দৌবল্যে—মজুতের, যথা উয়েজ্‌দ্‌ সম্পাদকদের অভাবে। আমি মনে করি যে আমরা যে এখনো পর্যন্ত যেসব মুখ্য হাতিয়ার আমাদের পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত করে—যেসব হাতিয়ারের কথা আমি আমার রিপোর্টের প্রথম অংশে বলেছিলাম (আমার খেয়ালে আছে নিম্নতর পার্টি ইউনিট, সমবায়, নারী প্রতিনিধি সভা, যুব লীগ প্রভৃতির কথা), সেগুলির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারিনি, গুবের্নিয়া কমিটি-গুলি যে এখনো এইসব হাতিয়ারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি তার কারণ সংক্ষেপে এই যে আমরা উয়েজ্‌দ্‌গুলিতে খুবই দুর্বল।

আমি মনে করি যে এটা হল এক মৌলিক প্রশ্ন।

আমি মনে করি যে, আমাদের পার্টির অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হল কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সবচেয়ে তন্নিষ্ঠ ও সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে, কৃষকসমাজ ও শ্রমিকদের মধ্য থেকে উয়েজ্‌দ সম্পাদকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। পার্টি যদি আগামী বছরের মধ্যে উয়েজ্‌দ্‌গুলিতে কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুবের্নিয়া কমিটিগুলিকে সাহায্য করার জন্য পাঠানো যেতে পারে এরকম ২০০ বা ৩০০ উয়েজ্‌দ সম্পাদকের একটি মজুত নিজের চারিধারে গড়ে তুলতে পারে, তবে তার দ্বারা তা সমস্ত গণ-সংবাহী হাতিয়ারের পরিচালনাকে সুনিশ্চিত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে এমন একটিও ক্রেতা-সমবায়, একটিও গ্রামীণ সমবায়, একটিও কারখানা বা ওয়ার্কস কমিটি, একটিও নারী প্রতিনিধি সভা, একটিও যুব লীগ ইউনিট, একটিও গণ-হাতিয়ার থাকবে না যেখানে পার্টির প্রভাব প্রাধান্য পাবে না।

এইবার আঞ্চলিক হাতিয়ারগুলি সম্পর্কে। বিগত বৎসরটি দেখিয়ে দিয়েছে যে, অংশতঃ নির্বাচিত এবং অংশতঃ নিযুক্ত আঞ্চলিক হাতিয়ারগুলিকে কায়েম করার ক্ষেত্রে পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিকই ছিল। প্রশাসনিক এলাকাগুলিকে সীমিত করার সাধারণ প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আঞ্চলিক পার্টি-হাতিয়ারগুলি তৈরী করার ক্ষেত্রে পার্টিকে নিয়োগের নীতি থেকে নির্বাচনের নীতিতে অবশ্যই ক্রমশঃ উত্তরণ করতে হবে এটা মনে রেখে যে এরকম একটি পরিবর্তন আঞ্চলিক পার্টি কমিটি-গুলির চারিধারে নিঃসংশয়ে এক অনুকূল নৈতিক বাতাবরণ গড়ে তুলবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়া আরও সহজসাধ্য করে তুলবে।

আমি এবার পার্টির কেন্দ্রীয় হাতিয়ারগুলি উন্নত করার প্রশ্নে আসছি। আপনারা নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় কমিটির এই প্রস্তাবটি পড়েছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর কাজকর্মকে খুবই স্পষ্ট ও যথাযথভাবে সংগঠনী ব্যুরো এবং রাজনৈতিক ব্যুরোর কাজকর্ম থেকে পৃথকীকৃত করতে হবে। এই প্রশ্নটিকে আলাদা করে আলোচনার প্রয়োজন সামান্যই আছে, কারণ এটা পুরোপুরিই স্পষ্ট। কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েছে—খোদ কেন্দ্রীয় কমিটিরই সম্প্রসারণের বিষয়ে—যেটা নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতর কয়েকবার আলোচনা করেছি এবং যা এক সময় গুরুতর বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সদস্যের এই অভিমত যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সম্প্রসারিত করা চলবে না, বরং তা ছোট করতে হবে। আমি তাঁদের যুক্তিগুলি হাজির করব না; কমরেডরাই নিজেদের তরফে বলুন। আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্প্রসারণের সপক্ষের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে হাজির করব।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় হাতিয়ারের ভেতরকার সাম্প্রতিক অবস্থা হল এইরকম: কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের আছেন ২৭ জন সদস্য। প্রতি দু' মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি একবার বসে; কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে এমন ১০-১৫ জন ব্যক্তির এক অন্তঃসার রয়েছে যাঁরা আমাদের সংস্থাগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার বিষয়ে এতই দক্ষ হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা নেতৃত্বদানের বিদ্যায় অনেকটা মাতব্বর পুরোহিত ধরনের হয়ে যাওয়ার আশংকায় পড়েছেন। এটা একটা ভাল ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু এর একটা খুব বিপজ্জনক দিকও রয়েছে: এইসব কমরেড যাঁরা নেতৃত্বদানে বিরাট অভি-জ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁরা আত্মাভিমানে সংক্রামিত হতে পারেন, নিজেদেরকে

বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেন এবং জনগণের ভেতরে কাজ করা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। যদি কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সদস্য, অথবা ধরা যাক পনেরো জনের সেই শাসটি এমনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন ও এমনি দক্ষ হয়ে পড়েন যে দশটির মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই নির্দেশ নির্ণয়ে তাঁরা কোনও ভুল করছেন না তাহলে সেটা খুব ভালই ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের চারিধারে এমন ভবিষ্যৎ নেতাদের একটি নতুন উত্তরসূরী-ধারা না পান যাঁরা এলাকাগুলির কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তবে এমন সম্ভাবনাই প্রবল যে, এইসব অতি-দক্ষ ব্যক্তিরা অনুভূতিহীন নির্মম হয়ে পড়বেন এবং জনগণ থেকে হয়ে যাবেন বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় কমিটির সেই অন্তঃসার যাঁরা নেতৃত্বদানের বিদ্যায় বিরাট অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা বুড়িয়ে যাচ্ছেন; তাঁদের স্থান নেওয়ার মতো লোক আমাদের চাইই। আপনারা ভ্লাদিমির ইলিচের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানেন। আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল অন্তঃসারের অন্য সদস্যরাও যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সমস্যা এই যে তাঁদের স্থান নেওয়ার মতো নতুন ক্যাডার আমাদের এখনো নেই। পার্টি-নেতাদের প্রশিক্ষণ খুবই কঠিন ব্যাপার, তাতে সময় লাগে অনেক, ৫ থেকে ১০ বছর, বা ১০ বছরেরও বেশি। সাধারণ সারির ভেতর থেকে দেশের প্রকৃত নেতা হতে পারেন এরকম দু-তিনজন নেতাকে প্রশিক্ষিত করার চাইতে কমরেড বুদিয়োন্নির ঘোড়-সওয়ার ফৌজের সাহায্যে একটা দেশ জয় করা সহজতর এবং প্রবীণের স্থান নেওয়ার জন্য নতুন নেতাদের প্রশিক্ষিত করার এই হল সঠিক সময়। এটা করবার পথ হল একটাই যে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে নতুন, তাজা শক্তিকে নিয়ে আসা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদেরকে উন্নত করা, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সুবিবেচনাসম্পন্ন, সবচেয়ে সক্ষম ও স্বাধীনচিত্ত তাঁদেরকে উন্নত করা। পুঁথির সাহায্যে নেতাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায় না। পুঁথি সাহায্য করে অগ্রগতি সাধনে, কিন্তু তারা নেতা তৈরী করে না। নেতৃস্থানীয় কর্মীরা শুধু খোদ কাজের মাধ্যমেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হন। একমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন সদস্য নির্বাচিত করে, তাঁদেরকে নেতৃত্বের পুরো দায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে দিয়েই আমরা সেই বদলীদের প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হব, আজকের পরিস্থিতিতে যা আমাদের কাছে খুবই দরকার। সেই কারণেই আমি মনে করি যে কংগ্রেস যদি কেন্দ্রীয় কমিটির এই প্রস্তাবটিতে গররাজী হয় যে

তাকে অন্ততঃ চল্লিশজন সদস্যে সম্প্রসারিত করতে হবে তবে কংগ্রেস প্রচণ্ড ভুল করবে।

আমার রিপোর্টের উপসংহারে আমাকে একটা বিষয় বলতেই হবে যেটা খুবই সুপরিচিত বলেই হয়তো প্রকট নয়, কিন্তু তা উল্লেখ করতে হবে এই-জন্য যে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমাদের পার্টির ঐক্যের কথা বলতে চাইছি, সেই অতুল সংহতির সম্পর্কে যা আমাদের পার্টিকে নেপ্-এর প্রবর্তনের মতো মোড় পরিবর্তনের সময়েও কোনওরকম ভাঙন এড়াতে সক্ষম করেছে। দু'নিয়ার কোনও দল, কোনও রাজনৈতিক দলই বিভ্রান্তি ছাড়া, ভাঙন ছাড়া, দু-একটা গোষ্ঠীর দলছুট হয়ে যাওয়া ছাড়াই এরকম আকস্মিক মোড় পরি-বর্তনে সক্ষম হতে পারত না। এটা সুবিদিত যে, এই ধরনের মোড় পাল্টানো যখন সূচিত হয়, তখন গাড়ি থেকে দু-একটা গোষ্ঠী খসেই পড়ে এবং ভাঙন না হলেও পার্টির মধ্যে অন্ততঃ বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয়। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এরকম পরিবর্তন আমাদের নেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে, যখন, ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের পর, বিপ্লবী সংগ্রামে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে আমরা আর গতানুগতিক আইনী কর্মধারা গ্রহণ করতে চাইলাম না, ডুমাতে অংশ নিতে, আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করতে, আইনী সংস্থাসমূহে আমাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে আর আমরা চাইলাম না এবং সাধারণভাবে নতুন পদ্ধতি গ্রহণে পরাঙ্মুখ হলাম। এই মোড় নেওয়াটি নেপ্-এর প্রবর্তনের মতো ততটা আকস্মিক ছিল না, কিন্তু স্পষ্টতঃই আমরা যেহেতু তখনো একটা নবীন পার্টি ছিলাম এবং কৌশলগ্রহণে তখনো পর্যন্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি সেইজন্য ফল হয়েছিল এই যে সেই সময়ে দুটি গোটা গোষ্ঠী দলছুট হয়ে গেছিল। আমাদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের নীতির পরে আমাদের এই নেপ্-এর দিকে সাম্প্রতিক মোড় নেওয়া হল একটি আকস্মিক পরিবর্তন। এবং তথাপি, এমন এক মোড় নেওয়ার সময়েও, যখন সর্বহারাশ্রেণী সাময়িকভাবে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বর্জন করতে ও তার পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল, পশ্চাৎ অঞ্চলের কৃষকসমাজের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল যাতে তার সঙ্গে যোগসূত্র না হারিয়ে যায়, যখন সর্বহারাশ্রেণী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে তার মজুতকে শক্তিশালী করার, পুনঃশক্তিসম্পন্ন করার চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল—তেমন এক আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের সময়েও পার্টি শুধু কোনওরকম ভাঙনকেই যে এড়িয়ে গেছে

তা নয়, পক্ষান্তরে কোনও বিভ্রান্তি ছাড়াই এই মোড়টি নিতে পেরেছে।

এটা পার্টির অতুল নমনীয়তা, ঐক্য ও সংহতিকেই প্রমাণিত করে।

এটা হল এক গ্যারান্টি যে আমাদের পার্টি জয়যুক্ত হবে।

গত বছর আমাদের শত্রুরা আমাদের পার্টির মধ্যে বিভেদ সম্পর্কে চিৎকার করছিল, আর এ বছরেও তারা এই সম্পর্কেই চিৎকার করে যাচ্ছে। তথাপি নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা যেখানে আমাদের অবস্থান বজায় রেখেছি, জাতীয় অর্থনীতির সূত্রগুলি আমাদের হাতেই আমরা রেখে দিয়েছি এবং পার্টি একপ্রাণ হয়ে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে, সেখানে যারা বাস্তবে বিভেদ আর উচ্ছেদের কবলে পড়ছে তারা হল আমাদের শত্রুরাই। কমরেডগণ, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের একটি কংগ্রেস সম্প্রতি মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৬৫] ঐ কংগ্রেস আমাদের কংগ্রেসের কাছে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের জন্য আমাদের পার্টির দ্বার উন্মুক্ত রাখার আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, মেনশেভিকদের পূর্বতন দুর্গ জর্জিয়া, যেখানে মেনশেভিক পার্টির খুব কম করে ১০,০০০ সদস্য ছিল, মেনশেভিকবাদের সেই শক্তঘাঁটি ইতোমধ্যেই ধ্বসে পড়ছে এবং প্রায় ২,০০০ সদস্য মেনশেভিকদের সারি ত্যাগ করে এসেছে। এটা সম্ভবতঃ এইরকমই দেখিয়ে দেয় যে যেটা ভেঙে পড়ছে তা আমাদের পার্টি নয়, বরং আমাদের শত্রুরাই ভেঙে পড়ছে। এবং সবশেষে, আপনারা এটাও নিঃসন্দেহে জানেন যে মেনশেভিক নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ ও বাস্তবনিষ্ঠ যিনি—সেই কমরেড মার্তিনভ—মেনশেভিকদের সারি ত্যাগ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে আমাদের পার্টির একজন সদস্য বলে গ্রহণ করেছে এবং প্রস্তাব করছে যে, এই কংগ্রেস এই গ্রহণকে অনুমোদিত করুক (মৃদু হর্ষধ্বনি)। কমরেডগণ, এইসব তথ্য এটা দেখায় না যে আমাদের পার্টির ভেতরের ব্যাপার কিছু খারাপ, বরং দেখায় যে আমাদের পার্টি যেখানে দৃঢ় আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে এবং আন্দোলিত পতাকা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষের গোটা সারিতেই ভাঙন শুরু হয়েছে। (**উচ্চ ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনি**)

২। কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাব

১৯শে এপ্রিল

কমরেডগণ, আলোচনার ওপর আমার জবাবটি দুটি অংশে তৈরী। প্রথম অংশে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ তা বক্তাদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সেইসব সাংগঠনিক প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করব যা বক্তারা সমালোচনা করেননি এবং কংগ্রেস যা স্পষ্টতঃই মেনে নিয়েছে।

প্রথমে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের সমালোচকদের সম্পর্কে অল্প দু-এক কথা বলব।

লুতোভিনভ সম্পর্কে। আমাদের পার্টির ভেতরকার সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট: আমাদের পার্টির ভেতরে কোনও স্বাধীন মতপ্রকাশ নেই, কোনও আইনী ব্যাপার নেই, কোনও গণতন্ত্র নেই। তিনি অবশ্য এটা জানেন যে গত ছয় বছরে কখনোই একটি কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি এমন গণতান্ত্রিকভাবে প্রস্তুতি নেয়নি যেমনটি তা এইবারের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তিনি জানেন যে, ফেব্রুয়ারি প্লেনামের ঠিক পরেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থীসদস্যরা আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সকল অংশে ছড়িয়ে পড়েন ও কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের ওপর রিপোর্ট দেন। তিনি, লুতোভিনভ, নিশ্চয়ই জানেন যে আলোচনাপত্রের[৬৬] চারটি সংখ্যা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে কেন্দ্রীয় কমিটির কাযাবলী যথেষ্ট আগাগোড়াই, আমি আবার বলছি, আগাগোড়াই বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু লুতোভিন-ভের কাছে এটা যথেষ্ট নয়। তিনি চান 'প্রকৃত' গণতন্ত্র ; তিনি চান যে অন্ততঃ বড় বড় প্রশ্নগুলি নীচের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সমস্ত ইউনিটে আলোচিত হোক ; তিনি চান যে গোটা পার্টিটাই প্রত্যেকটি প্রশ্নেই আলোড়িত হয়ে উঠুক ও তার আলোচনায় অংশ নিক। কিন্তু কমরেডগণ, এখন যখন আমরা ক্ষমতায় রয়েছি, এখন যখন আমাদের কম করে ৪ লক্ষ সদস্য এবং অন্ততঃ ২০ হাজার পার্টি-শাখা রয়েছে তখন আমি জানি না যে তেমনধারা ব্যাপার

কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে। পার্টি এক বিতার্কিক সমিতিতে পরিণত হবে যা অনন্তকাল কেবল কথা বলে যাবে এবং কোনও কিছুই সিদ্ধান্ত করতে পারবে না। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও আমাদের পার্টিকে হতে হবে কাজের পার্টি, কারণ আমরা ক্ষমতায় রয়েছি।

এ ছাড়াও, লুতোভিনভ ভুলে যাচ্ছেন যে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আমরা ক্ষমতাশীল এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে আমরা সমস্ত আইনী সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করছি কিন্তু তাহলেও আমরা এমন একটি সময়কালের মধ্য দিয়ে চলেছি ঠিক যেমনটির মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করেছিলাম ১৯১২ সালে যখন আমাদের পার্টি ছিল আধা-আইনী বা বে-আইনী, যখন ডুমার ভেতরে গোষ্ঠীর আকারে, আইনী সংবাদপত্র ও সমিতিগুলির আকারে আমাদের পার্টির অল্প কিছু আইনী অবস্থিতি ছিল কিন্তু একই সঙ্গে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ও সম্মুখে আগুয়ান হওয়ার জন্য এবং আইনী কাঠামোকে প্রসারিত করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল। আন্তর্জাতিক পরিসরে আমরা ঠিক অনুরূপ সময়কালের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমরা যে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এটা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট; আমাদেরকে যারা ঘিরে রয়েছে সেই সাম্রাজ্যবাদী নেকড়েরা খুবই সজাগ। এমন এক মুহূর্তও যায়নি যে আমাদের শত্রুরা কিছু ফাঁক দখল করতে চেষ্টা করছে না যা দিয়ে হামাগুড়ি মেরে ঢোকা যায় ও আমাদের ক্ষতি করা যায়। এরকম জোর দিয়ে বলার কোনও ভিত্তিই নেই যে আমাদেরকে যারা ঘিরে রেখেছে সেই শত্রুরা একটি অবরোধের জন্য বা একটি হস্তক্ষেপের জন্য কিছু একটা প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে না। এই-রকমই হল পরিস্থিতি। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে যুদ্ধ এবং শান্তির সব প্রশ্ন কি জনসমক্ষে আলোচনা করা সম্ভব? ২০ হাজার পার্টি ইউনিটের সভাগুলিতে একটি প্রশ্নের আলোচনা করা তো জনসমক্ষে আলোচনা করারই সমার্থক। জেনোয়া সম্মেলনের জন্য আমাদের সব প্রাথমিক কাজগুলি যদি আমরা জনসমক্ষে আলোচনা করতাম তাহলে আমাদের পরিণতিটা কি হতো? আমরা এক বিপর্যয়ে তলিয়ে যেতাম। এটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, আমরা যখন শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এমন এক পরিস্থিতিতে একটি হঠাৎ আঘাত, আমাদের তরফ থেকে অপ্রত্যাশিত এক কৌশলপূর্ণ পদক্ষেপ, ঝটিতি অভিযানই সবকিছু নির্ধারণ করে। লোসান সম্মেলনে বিশ্বস্ত পার্টি ব্যক্তিদের সংকীর্ণ পরিসরে আমাদের রাজনৈতিক অভিযান নিয়ে আলোচনা করার

বদলে আমরা যদি সেইসব কাজ জনসমক্ষে আলোচনা করতাম, আমাদের কর্মকৌশল প্রকট করে দিতাম, তাহলে আমাদের পরিণতি কি হতো? আমাদের শত্রুরা সমস্ত দুর্বল আর সবল দিক্‌গুলি হিসেব করে নিত, আমাদের অভিযানকে করত পরাস্ত এবং আমরা হৃতমান হয়ে লোসান পরিত্যাগ করতাম। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নগুলি নিয়ে আগেভাগেই আমরা যদি জনসমক্ষে আলোচনা করতাম তাহলে আমাদের কি হতো? কারণ আমি আবার বলছি যে, ২০ হাজার ইউনিটের সভায় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা আর জনসমক্ষে সেগুলি আলোচনা করা সমার্থক। আমরা অবিলম্বেই বিধ্বস্ত হতাম। কমরেডগণ, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক উভয় কারণেই এটা স্পষ্ট যে লুতোভিনভের তথাকথিত গণতন্ত্র হল এক অলীক কল্পনা, গণতান্ত্রিক ম্যানিলভবাদ। এ হল ভুয়া এবং বিপজ্জনক। লুতোভিনভের রাস্তা আমাদের রাস্তা নয়।

এবার ওসিন্‌স্কির কথা আমি বলছি। কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাড়ানোর ক্ষেত্রে এতে আমাদের অবশ্যই স্বাধীন লোক পেতে হবে, আমার বিবৃতির এই বাক্য-বন্ধটির ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হাঁ হাঁ, সোরিন, স্বাধীন কিন্তু যথেচ্ছমার্গী নয়। ওসিন্‌স্কি ভেবেছেন যে এই বিষয়টিতে আমি ওসিন্‌স্কির সঙ্গে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার[৬৭] সঙ্গে কিছু একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে যাঁরা স্বাধীন এমন কমরেডদের দ্বারা পুনঃশক্তিসম্পন্ন করতে হবে। কি বিষয়ে স্বাধীন তা আমি বলিনি এইটা আগাম জেনে রেখে যে মূল ভাষণে সব দিক বিস্তারিত আলোচনা করা অজ্ঞতা, যে আলোচনার জবাবী ভাষণের জন্য কিছুটা ছেড়ে রাখা উচিত। (**হাস্যরোল, করতালি।**) কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমরা স্বাধীন লোক চাই, কিন্তু, না কমরেডগণ, ঈশ্বর না করুন—লেনিনবাদ থেকে স্বাধীন লোক নয়। আমরা স্বাধীন লোক চাই, ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত, কেন্দ্রীয় কমিটিতে আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের যে অভ্যাস ও ঐতিহ্য আমরা অর্জন করেছি এবং যা কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাঝে মাঝে উদ্বেগের সঞ্চার করে তা থেকে মুক্ত লোকদের চাই। কমরেড লেনিনের নিবন্ধটি স্মরণ করুন। তিনি এতে বলেছেন যে, আমরা এক ভাঙনের সম্ভাবনার সম্মুখীন। যেহেতু কমরেড লেনিনের নিবন্ধের ঐ অনুচ্ছেদটি সংগঠন-গুলিকে এইটা ভাবিয়ে তোলে যে পার্টিতে ইতোমধ্যেই একটা ভাঙন গড়ে উঠছে তাই যেসব সন্দেহ জাগতে পারে তা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বললেন যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনও ফাটল নেই, আর তা ঘটনার পুরোপুরি অনুরূপই বটে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি এটাও বললেন যে, একটি ফাটলের সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় না। এটাও ছিল পুরোপুরি সঠিক। বিগত ছয় বছরে তার কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি তার অভ্যন্তরে লড়াইয়ের কতকগুলি অভ্যাস ও ঐতিহ্য অর্জন করেছে (এবং অর্জন করতে বাধ্য হয়েছে) যা অনেক সময় এমন অবস্থা তৈরী করে যেটা আদৌ ভাল নয়। ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির গত প্লেনারি সভাগুলির মধ্যে একটিতে আমি এরকম অবস্থা অনুভব করেছিলাম এবং সে সময় আমি এই মন্তব্য করেছিলাম যে জেলাগুলি থেকে আগত ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপই অনেক সময় গোটা ব্যাপারটিকে স্থিরীকৃত করে। আমরা এমন লোক চাই যাঁরা সেইসব ঐতিহ্য ও সেইসব ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে স্বাধীন হবেন যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে ও তাকে বাস্তব কাজকর্মের অভিজ্ঞতায় সামিল করে এবং জেলাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে তারা পেষণযন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে আমাদের পার্টির নেতৃত্বদায়ী এক একক ও অবিভাজ্য সংস্থায় দৃঢ়সংবদ্ধ করা যায়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে পুরানো ঐতিহ্যগুলি কায়েম হয়ে পড়েছে তা থেকে মুক্ত এমন স্বাধীন কমরেডদের আমরা চাই, ঠিক যেসব ব্যক্তিরা এক নতুন, তেজদায়ী ভাবের প্রবর্তন করবে যা কেন্দ্রীয় কমিটিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করবে এবং তার ভেতরে কোনওরকম ফাটলের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করবে। আমি স্বাধীন লোকদের কথা যখন বলেছি তখন এই রকমই বুঝিয়েছি।

কমরেডগণ, জিনোভিয়েভের প্রতি ওসিন্স্কির ধাক্কাটা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। তিনি কমরেড স্তালিনের প্রশংসা করলেন, তিনি প্রশংসা করলেন কামেনেভকে, কিন্তু জিনোভিয়েভকে লাথি কশালেন এই হিসেব করে যে আপাততঃ একজনের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই যথেষ্ট, অন্যদের পালা আসবে পরে। বহু বছরের কাজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে অন্তঃসারটি তৈরী হয়েছে তা তিনি ভাঙতে উদ্যত হয়েছেন যাতে ক্রমান্বয়ে, পর্যায়ক্রমে, গোটাটাই ভেঙে ফেলা যায়। যদি ওসিন্স্কি এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাওয়ার চিন্তা গুরুত্ব নিয়েই করে থাকেন, যদি তিনি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তঃসারের সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে সবার বিরুদ্ধে অমনধারা আক্রমণ চালানোর চিন্তা গুরুত্ব নিয়েই করে থাকেন তবে আমি তাঁকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দেব যে, তিনি

এমন এক প্রাচীরের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়বেন আমার আশংকা যাতে তিনি তাঁর নিজের মাথাটাই ভাঙবেন।

সবশেষে মৃদিভানি সম্পর্কে। আমাকে কি এই প্রশ্নটি সম্পর্কে অল্প দু-চার কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে যা গোটা কংগ্রেসকে একঘেয়েমিতে ক্লান্ত করে দিয়েছে? তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির দোদুল্যমানতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, একদিন তা সিদ্ধান্ত নেয় তিনটি ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রয়াসকে ঐক্যবদ্ধ করার, পরদিন তা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সাধারণতন্ত্রগুলিকে এক যুক্তরাষ্ট্রে মেলাতে হবে, আর তার পরের দিনই তা তিন নম্বর সিদ্ধান্ত নেয় এই যে সবকটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রকেই এক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত করতে হবে। ঠিক এটাকেই তিনি বলছেন কেন্দ্রীয় কমিটির দোদুল্যমানতা। এটা কি ঠিক? না কমরেডগণ, এটা দোদুল্যমানতা নয়, এটা হল পদ্ধতি। স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলিকে প্রথমে এক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একত্র করা হল। এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল সেই ১৯২১ সালে। যখন দেখা গেল যে সাধারণতন্ত্রগুলিকে একত্র সামিল করার পরীক্ষা ভাল ফলই দিচ্ছে তখন পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হল—যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে ট্রান্সককেশিয়ার মতো স্থানে যেখানে জাতীয় শান্তির কোনও বিশেষ হাতিয়ারের মাধ্যম ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব। আপনারা জানেন যে, ট্রান্সককেশিয়া হল এমন এক দেশ যেখানে জারের অধীনে থাকতেই তাতার-আর্মেনীয় দাঙ্গা, এবং মুসাভাতিস্ত, দাশ্‌নাক ও মেনশেভিকদের অধীনে থাকতে যুদ্ধ বেধেছিল। সেই বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে দরকার ছিল জাতীয় শান্তির একটি হাতিয়ারের অর্থাৎ এমন এক সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের যার কথা গুরুত্ব পাবে। জর্জীয় জাতির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে জাতীয় শান্তির তেমন কোন হাতিয়ার তৈরী করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। এবং সেইজন্য, অর্থনৈতিক প্রয়াসসমূহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পর, পরবর্তী পদক্ষেপ—সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি যুক্তরাষ্ট্র—গৃহীত হয়েছিল, এবং তারপরে এক বছর বাদে সাধারণতন্ত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার পদ্ধতিতে চূড়ান্ত পর্যায় নির্দেশক আরও একটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল—এক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র তৈরী হয়েছিল। এতে দোদুল্যমানতা কোথায়? এ হল আমাদের জাতীয় কর্মনীতির পদ্ধতি মৃদিভানি যদিও নিজেকে একজন প্রবীণ বলশেভিক বলে গণ্য করেন তথাপি তিনি আমাদের সোভিয়েত নীতির সারটুকু অনুধাবন করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন

তিনি এই কটাক্ষ করে কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন যে ট্রান্সককেশিয়ার এবং বিশেষ করে জর্জিয়ার বিষয়ে জাতীয় দিক সম্পর্কিত প্রধান প্রশ্নগুলি হয় কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অথবা ব্যক্তিগতভাবে এক-একজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ট্রান্সককেশিয়ায় মৌলিক প্রশ্নটি হল ট্রান্সককেশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র। আমাকে একটি ছোট্ট দলিল পাঠ করার অনুমতি দিন যা ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে রু. ক. পা.র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশটির ইতিহাস বিবৃত করবে।

২৮শে নভেম্বর, ১৯২১ তারিখে কমরেড লেনিন ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্র-সমূহের একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য তাঁর প্রস্তাবের একটি খসড়া আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয় যে:

'(১) ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্রকে নীতিগত দিক থেকে সম্পূর্ণতঃ সঠিক বলে এবং এর রূপায়ণ সম্পূর্ণতঃ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করা, যদিও তা এই মুহূর্তেই বাস্তবে প্রয়োগ করা অকালোচিত হবে অর্থাৎ আলোচনা প্রচারের জন্য এবং নীচের তলা থেকে এর প্রয়োগের জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হবে;

'(২) জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের কেন্দ্রীয় কমিটিকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে নির্দেশ দেওয়া।'

আমি কমরেড লেনিনকে লিখেছিলাম এবং প্রস্তাব করেছিলাম যে এ ব্যাপারে কোনও তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়, যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকদেরকে কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য আমাদের খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে। আমি তাঁকে লিখেছিলাম:

'কমরেড লেনিন, আপনি যদি নিম্নরূপ সংশোধনটুকু গ্রহণ করতে রাজী থাকেন তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবের বিরোধী নই: ১নং পয়েন্টে "আলোচনার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হবে" শব্দগুলির পরিবর্তে বলা হোক: "আলোচনার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন হবে", এবং এরপর আপনার প্রস্তাব অনুসারে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপার হল এই যে জর্জিয়াতে এখন "কয়েক সপ্তাহ সময়ের" মধ্যে "সোভিয়েত পদ্ধতির" মাধ্যমে "নীচের তলা থেকে" যুক্তরাষ্ট্রকে "সফল করে তোলা" অসম্ভব, কারণ জর্জিয়াতে সোভিয়েত-গুলি সবেমাত্র সংগঠিত হতে শুরু করেছে। সেগুলি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায়নি। এক মাস আগে সেগুলি একেবারে ছিলই না এবং সেখানে "কয়েক সপ্তাহ সময়ের" জন্যে একটি সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস আহ্বান করা

অকল্পনীয়; এবং জর্জিয়াকে বাদ দিয়ে কোনও ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র হবে কাগুজে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র। আমি মনে করি যে জর্জিয়ার ব্যাপকতম জনগণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শকে জয়যুক্ত করতে হলে আমাদের নিশ্চয়ই দুই বা তিন মাস সময় দিতে হবে। স্তালিন।'

কমরেড লেনিন জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি এই সংশোধনে সম্মত।'

পরের দিন লেনিন, ট্রট্স্কি, কামেনেভ, মলোটভ এবং স্তালিনের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। জিনোভিয়েভ ছিলেন অনুপস্থিত, তাঁর স্থান নিয়েছিলেন মলোটভ। দেখতেই পাচ্ছেন যে ১৯২১ সালের শেষাশেষি পলিট-ব্যুরো কর্তৃক সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের বিরুদ্ধে ম্দিভানির নেতৃত্বে জর্জীয় কমিউনিস্টদের গোষ্ঠীটি যে লড়াই চালাচ্ছে তা সেই সময় থেকেই শুরু হয়। কমরেডগণ, আপনারাই দেখুন যে ব্যাপারটা ম্দিভানি যেমন উপস্থিত করেছেন তেমনটি নয়। ম্দিভানি যেসব অশোভন কটাক্ষ এখানে করেছেন তার বিরুদ্ধে আমি এই দলিল উদ্ধৃত করলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল: পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ম্দিভানির নেতৃত্বে কমরেডদের গোষ্ঠীটিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনাটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, এর পেছনে কারণটা কি? দুটি প্রধান ও সেই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কারণ বিদ্যমান। আমি এটা নিশ্চয়ই বিবৃত করব কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার করা হয়েছে।

প্রথম কারণ হল যে, তাদের নিজেদের জর্জীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে ম্দিভানি গোষ্ঠীর কোন প্রভাব নেই, খোদ জর্জীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারাই তারা পরিত্যক্ত হয়েছে। এই পার্টি দুটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করেছে: প্রথম কংগ্রেসটি ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত হয়, আর দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে। উভয় কংগ্রেসেই ম্দিভানি গোষ্ঠী এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যানের চিন্তাধারা তাদের নিজেদের পার্টির দ্বারাই সুনিশ্চিতভাবে প্রতিহত হয়। আমার মনে হয় যে মোট ১২২টি ভোটের মধ্যে তিনি ১৮টির কাছাকাছি পেয়েছিলেন; এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি পেয়েছিলেন মোট ১৪৪টির মধ্যে ২০টি ভোট। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ম্দিভানির নির্বাচন অবিচলভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তাঁর ভূমিকা বাতিল হয়েছিল রীতিমাফিক। প্রথম ক্ষেত্রে ১৯২২-এর গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির

আমরা জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে বোঝানোর জন্য চাপ দিয়েছিলাম এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এইসব প্রবীণ কমরেডদেরকে (মৃদিভানি নিশ্চয়ই একজন প্রবীণ কমরেড, এবং মাখারাদ্জেও অনুরূপই) গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করেছিলাম এইটা ভেবে যে দুটি গোষ্ঠী, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু, শেষ পর্যন্ত একসাথেই কাজ করবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালে অনেকগুলি শহরভিত্তিক ও সারা-জর্জীয় সম্মেলন হয় যার প্রত্যেকটিতেই মৃদিভানি গোষ্ঠী তার নিজের পার্টির দ্বারাই প্রচণ্ডভাবে পর্যুদস্ত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্তভাবে শেষ কংগ্রেসে মৃদিভানি ১৪০টির মধ্যে চেঁচেছুলে মাত্র ১৮টি ভোট পান।

ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি সংগঠন যা শুধু জর্জিয়া নয়, গোটা ট্রান্সককেশিয়াকেই প্রভাবিত করে। নিয়ম মতো জর্জীয় পার্টি কংগ্রেসের পর পরই হয় একটি ট্রান্সককেশীয় কংগ্রেস। সেখানেও আমরা পাই একই চিত্র। গত ট্রান্সককেশীয় কংগ্রেসে, আমার মনে হয় যে, মোট ২৪৪টি ভোটের মধ্যে মৃদিভানি মাত্র ১০টির মতো ভোট পেয়েছিলেন। এই হল ঘটনা। যেখানে পার্টি, খোদ জর্জীয় সংগঠনই মৃদিভানি গোষ্ঠীকে বরদাস্ত করতে পারে না সে রকম পরিস্থিতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কি করার রয়েছে? আমি জানি যে জাতিগত প্রশ্নে আমাদের নীতি হল অ-রুশদের প্রতি ও জাতীয় সংস্কারগুলির প্রতি রেয়াৎ-এর নীতি। এই নীতি সংশয়াতীতভাবে সঠিক। কিন্তু মৃদিভানি গোষ্ঠীকে যেখানে কাজ করতে হবে সেই পার্টির অভিপ্রায়কে ব্যাহত করে কি অনন্তকাল চলা অনুমোদনযোগ্য? আমার মতে তা নয়। পক্ষান্তরে, জর্জিয়ার পার্টির অভিপ্রায়ের সঙ্গে আমাদের কার্যধারার যথাসম্ভব সাযুজ্য রচনাই আমাদের করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি যখন এই গোষ্ঠীর কিছু সদস্যকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল তখন তা ঠিক এইটাই করেছিল।

যে দ্বিতীয় কারণটি এই গোষ্ঠীর কয়েকজন কমরেডকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে তৎপর করে তুলেছিল তা হল এই যে, তারা রু. ক. পা.র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বারংবার অমান্য করেছিল; আমি আপনাদেরকে ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ইতিহাসটি বলেছি; আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে এই হাতিয়ারটি ব্যতীত জাতীয় শান্তি অসম্ভব; বলেছি যে ট্রান্সককেশিয়াতে শুধু সোভিয়েত সরকারই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

মাধ্যমে জাতীয় শান্তি কায়েম করতে সফল হয়েছে। ঠিক এই কারণে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্তকে আমরা পুরোপুরি বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করেছিলাম। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? দেখলাম যে মৃদিভানি গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করল। তারও অতিরিক্ত বলা যায় যে তারা এটার বিরোধিতাই করেছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে কমরেড জারঝিন্স্কির কমিশন ও কামেনেভ-কুয়িবিশেভ কমিশন উভয়ের দ্বারাই। এমনকি এখনো, জর্জিয়া সম্পর্কে মার্চের প্লেনামের সিদ্ধান্তেরও পরে মৃদিভানি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে চলেছেন। এটা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অবমাননা ছাড়া আর কি হতে পারে?

এই রকমই হল সেই পরিস্থিতি যা কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাধ্য করেছিল মৃদিভানিকে প্রত্যাহার করে নিতে।

মৃদিভানি এরকম বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর প্রত্যাহার সত্ত্বেও তিনি হলেন বিজয়ী। তাই যদি হয় বিজয়, তবে পরাজয় যে কি তা আমি জানি না। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে পবিত্র স্মৃতির সেই ডন্ কুইক্-জোটও হাওয়াকলের পালের ধাক্কায় মাথা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েও নিজেকে বিজয়ী বলেই মনে করেছিল। আমার ধারণা যে কিছু কমরেড যাঁরা সোভিয়েত অঞ্চলের জর্জিয়া নামধেয় কোনও একটি ভূখণ্ডে কাজ করেছেন সেখানে তাঁদের সকলের মগজটিই নেই।

আমি কমরেড মাখারদ্জের কথায় আসছি। তিনি এখানে ঘোষণা করেছেন যে জাতিগত প্রশ্নে তিনি একজন পুরানো বলশেভিক, তিনি লেনিনের অনুগামীদের মধ্যেই রয়েছেন। কমরেডগণ, এটা সত্য নয়। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে[৬৮] কমরেড লেনিন এবং আমি কমরেড মাখারদ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি তখন ছিলেন জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরুদ্ধে, আমাদের কর্মসূচীর বনিয়াদের বিরুদ্ধে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে জাতিগুলির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরেন ও পার্টির বিরুদ্ধে লড়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পাল্টান (সেটা অবশ্য তাঁর গুণই), কিন্তু তা হলেও এটা তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত নয়! জাতিগত প্রশ্নে তিনি পুরানো বলশেভিক নন, বরং বেশ আনকোরা নবীনই।

কমরেড মাখারাদ্জে আমার প্রতি এক পার্লামেন্টসুলভ প্রশ্ন তুলেছেন: আমি কি স্বীকার করি বা কেন্দ্রীয় কমিটি কি স্বীকার করে যে জর্জীয়

কমিউনিস্টদের সংগঠন হল এমন একটি খাঁটি সংগঠন যার ওপর আস্থা রাখা যায়, আর তা যদি হয় তবে কেন্দ্রীয় কমিটি কি এতে রাজী যে এই সংগঠনের প্রশ্ন উত্থাপন করার ও তার প্রস্তাবসমূহ পেশ করার অধিকার থাকবে? এই সব কিছুই যদি স্বীকৃত হয় তবে কেন্দ্রীয় কমিটি কি সেখানে, জর্জিয়াতে যে শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে তাকে অসহ্য বলে পরিগণিত করে?

আমি এই পার্লামেণ্টসুলভ প্রশ্নের জবাব দেব।

কেন্দ্রীয় কমিটি অবশ্যই জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্বাস করে—অন্য আর কাকে তা বিশ্বাস করবে? জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জর্জীয় জনগণের অন্তঃসারের, সর্বোত্তম বস্তুর, প্রতিনিধিত্ব করে থাকে যা ব্যতীত জর্জিয়া শাসন করা অসম্ভব হতো। কিন্তু প্রত্যেকটি সংগঠনই তৈরী হয় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুকে নিয়ে। আমাদের এমন একটিও সংগঠন নেই যেখানে একটি সংখ্যাগুরু ও একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নেই। এবং বাস্তবে আমরা দেখি যে জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি একটি সংখ্যাগুরু, যা পার্টি লাইনকে রূপায়িত করে চলেছে এবং একটি সংখ্যালঘু যা পার্টি লাইনকে সব সময় রূপায়িত করে না তাকে, নিয়ে গঠিত। স্পষ্টতঃই, আমরা সংগঠনটিতে সংখ্যাগুরুর যা প্রতিনিধিত্ব করে তার ওপর আস্থা রাখার কথাই বলছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি: জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির কি উদ্যোগ গ্রহণের, প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার রয়েছে; তাদের কি প্রস্তাব পেশ করার অধিকার আছে?

অবশ্যই তাদের তা আছে। সেটা তো নিশ্চিতই। আমি যা বুঝতে পারছি না তা হল এই যে কমরেড মাখারাদ্জে কেন আমাদেরকে এই ধরনের তথ্য সরবরাহ করছেন না যা প্রমাণ করে যে জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব পেশ করার ও সেগুলি আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না? আমি এ ধরনের কোনও ঘটনা জানি না। কমরেড মাখারদ্জের কাছে যদি আদৌ কিছু থাকে তবে আমি মনে করি যে তিনি সে ধরনের তথ্যাবলী কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নিশ্চয়ই পেশ করবেন।

তৃতীয় প্রশ্নটি: জর্জিয়াতে যে শাসনব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে তা কি সহ্য করা যায়?

দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রশ্নটিতে সুসম্বদ্ধতার অভাব আছে। কোন্ শাসনব্যবস্থা? তিনি যদি সেই শাসনব্যবস্থার কথা বুঝিয়ে থাকেন যাতে জর্জিয়ায় সোভিয়েত শক্তি সম্প্রতিকালে অভিজাতদের এবং মেনশেভিক ও প্রতিবিপ্লবীদেরকে

তাদের নীড় থেকে উচ্ছেদ করছে, যদি তিনি সেই শাসনব্যবস্থাই বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আমার মতে তাতে মন্দ কিছুই নেই। এটা হল আমাদের সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা। অবশ্য যদি তিনি বলতে চান যে ট্রান্সককেশীয় আঞ্চলিক কমিটি এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বিকশিত হয়ে ওঠা অসম্ভব করে দিয়েছে, তাহলেও আমার কাছে এমন তথ্য নেই যা সেটা যে তা-ই তা দেখিয়ে দেবে। জর্জীয় কেন্দ্রীয় কমিটি যা জর্জীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিগত কংগ্রেসে ১৮টির বিরুদ্ধে ১১০টি ভোটে নির্বাচিত হয়েছে তা আমাদের কাছে এ প্রশ্ন তোলেনি। তা আমাদের পার্টির ট্রান্সককেশীয় আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখেই কাজ করছে। যদি এমন কোনও ছোট গোষ্ঠী, কোনও প্রবণতা, সংক্ষেপে পার্টি-সদস্যরা থাকেন যাঁরা পার্টির শাসনব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট তবে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁদের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দাখিল করা উচিত। এই ধরনের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য ইতোমধ্যেই জর্জিয়াতে দুটি কমিশন গেছে, একটি জারঝিন্স্কির, অপরটি কামেনেভ ও কুয়িবিশেভের। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তৃতীয় একটি কমিশন তৈরী করতে পারি।

এই সঙ্গেই আমি গত বছরে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কাজকর্মের ওপর আলোচনার প্রতি আমার জবাবের প্রথম অংশের ইতি টানছি।

আমি দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় যাচ্ছি, সংগঠনের বিষয়ে প্রস্তাবসমূহে যা কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করেছে। আমি যতদূর জানি, কোনও বক্তাই কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলির কোন-টিরই সমালোচনা করেননি। কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাদের বিবেচনার জন্য যেসব প্রস্তাব পেশ করেছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের অভিব্যক্তি হিসেবেই এটাকে আমি ব্যাখ্যা করছি। তথাপি, আমি, কতকগুলি সংশোধনে সহায়তা করতে ও তা উত্থাপন করতে চাই। আমি এই সংশোধনগুলি সেই কমিটির কাছে, সাংগঠনিক কমিটির কাছে পেশ করব যা তৈরী করা উচিত বলে কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, যাতে কমরেড মলোটভ পার্টি বিষয়ে ও কমরেড জারঝিন্স্কি সোভিয়েত বিষয়ে মূল কাজের দায়িত্বে থাকবেন।

প্রথম সংশোধন হল এই যে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রার্থী-সদস্যের সংখ্যা পাঁচ থেকে অন্ততঃ পনেরোতে বাড়ানো হোক।

দ্বিতীয় সংশোধনটি হল এই যে রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন দপ্তরকে উপর ও

নীচের তলায় উভয় পর্যায়েই শক্তিশালী ও প্রসারিত করার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে, কারণ এই সংস্থাগুলি এখন বিরাট, অগ্রগণ্য গুরুত্ব অর্জন করছে কারণ তারা হল সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম যার দ্বারা পার্টি আমাদের অর্থনীতির সকল সূত্রের ও সোভিয়েত হাতিয়ারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

তৃতীয় সংশোধনটি হল এই যে, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে উয়েজ্‌দ্‌ সম্পাদকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে কংগ্রেসের অনুমোদন দেওয়া উচিত যাতে বছরের শেষদিকে গুবের্নিয়া কমিটি-গুলি তাদের আয়ত্তে ২০০ থেকে ৩০০ জন উয়েজ্‌দ্‌ সম্পাদক পেতে পারে।

এবং চতুর্থ সংশোধনটি হচ্ছে পত্র-পত্রিকা বিষয়ে। এই ব্যাপারে আমার সুসম্বদ্ধ কিছু প্রস্তাব করার নেই, কিন্তু আমি চাই যে সংবাদপত্রকে যথাযথ স্তরে উন্নীত করার কাজে কংগ্রেস বিশেষ নজর দিক। এতে অগ্রগতি ঘটছে, এতে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু যতটা প্রয়োজন ততটা হয়নি। পত্র-পত্রিকাকে অবশ্যই প্রত্যহই উন্নত হতে হবে—এ হল আমাদের পার্টির তীক্ষ্ণতম ও সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার।

উপসংহারে, বর্তমান কংগ্রেস সম্পর্কে অল্প দু-চার কথা। কমরেডগণ, আমাকে এটা বলতেই হবে যে দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এমন এক চিন্তাধারায় এত ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ কংগ্রেস দেখিনি। আমি দুঃখিত যে কমরেড লেনিন এখানে নেই। তিনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে বলতে পারতেন: 'আমি পার্টিকে পঁচিশ বছর ধরে লালন করেছি এবং একে করে তুলেছি মহান্‌ আর শক্তিশালী।' (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)

৩। পার্টি এবং রাষ্ট্র বিষয়ে জাতীয় উপাদান সম্পর্কে রিপোর্ট

২৩শে এপ্রিল

কমরেডগণ, অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে এই তৃতীয়বার আমরা জাতিগত প্রশ্ন আলোচনা করছি: প্রথমবার অষ্টম কংগ্রেসে, দ্বিতীয়বার দশমে এবং তৃতীয়বার দ্বাদশে। এটা কি নির্দেশ করে এই যে জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে? না, জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে ও পরে তা যা ছিল আজও তা-ই রয়েছে। কিন্তু দশম কংগ্রেসের সময় থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এই ক্ষেত্রে যে প্রাচ্যের যে দেশগুলি বিপ্লবের বিশাল মজুত এখন তৈরী করেছে তারা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই হল এক নম্বর পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হল এই যে দশম কংগ্রেস থেকে আমাদের পার্টি নয়া অর্থনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতেও কতকগুলি পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে। এইসব নতুন লক্ষণগুলিই বিবেচনাধীনে আনতে হবে এবং সেগুলি থেকে সিদ্ধান্ত টানতে হবে। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলা যেতে পারে যে, দ্বাদশ কংগ্রেসে জাতিগত প্রশ্নটিকে এক নতুন ধারায় উপস্থিত করা হচ্ছে।

জাতিগত প্রশ্নের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব। কমরেডগণ, আপনারা জানেন যে ইতিহাসের অভীপ্সা অনুসারে আমরা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, এখন বিশ্ব-বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে প্রতিভাত। আপনারা জানেন যে, আমারই প্রথম সাধারণ পুঁজিবাদী শিবিরকে ভেঙেছি, অন্য সবাইয়ের চাইতে এগিয়ে থাকাই আমাদের নির্ধারিত। আপনারা জানেন যে আমাদের অগ্রগতির সময় আমরা সুদূর ওয়ারশ'তে পৌঁছেছিলাম, তারপর আমরা পশ্চাদপসারণ করেছি এবং যে অবস্থানকে শক্তিশালীতম বলে আমরা বিবেচনা করেছি সেখানেই নিজেদেরকে সুরক্ষিতভাবে কায়েম করেছি। সেই মুহূর্ত থেকে আমরা নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে উত্তরণ করেছি, আমরা সেই মুহূর্ত থেকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের গতিহ্রাস বিবেচনা করেছি এবং সেই মুহূর্ত থেকেই আক্রমণ

থেকে আত্মরক্ষায় আমাদের নীতি হয়েছে রূপান্তরিত। ওয়ারশ'তে আমরা বিপর্যয় ভোগ করার পর আমরা অগ্রসর হতে পারতাম না (আমাদের সত্য গোপন করতে নেই); যেহেতু পশ্চাদ্‌ভূমি, যা আমাদের ক্ষেত্রে হল একটি কৃষক পশ্চাদ্‌ভূমি, তা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল, সেইহেতু আমরা অগ্রসর হতে পারতাম না; এবং সর্বশেষে আমরা পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মজুত, বিপ্লবের সেই মজুত যা ভাগ্য আমাদেরকে দিয়েছে তা থেকে অনেক বেশিদূর এগিয়ে যাওয়ার বিপদে পড়তাম। ঠিক এই কারণেই আমরা দেশের অভ্যন্তরে নয়া অর্থনৈতিক নীতির দিকে এবং বহিঃক্ষেত্রে মন্থরতর অগ্রগতির দিকে মোড় নিয়েছিলাম; কারণ আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমাদের ক্ষত, অগ্রগামী বাহিনী, সর্বহারাশ্রেণীর ক্ষত নিরাময় করার জন্য, কৃষক পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য, এবং পাশ্চাত্ত্যের মজুত ও প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ মজুত যা বিশ্ব-পুঁজিবাদের মূল পশ্চাদ্‌ভাগ—আমাদের পেছনে পড়ে থাকা সেই মজুতের মধ্যে আরও কাজ পরিচালনার জন্য একটি অবকাশের প্রয়োজন রয়েছে। জাতিগত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাকালে এই মজুতগুলি—এই গুরুত্বপূর্ণ মজুতগুলি যা একই সঙ্গে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্‌ভূমি—এগুলির কথাই আমাদের মনে ছিল।

এটা বা সেটা: হয় সাম্রাজ্যবাদের দূর পশ্চাদ্‌ভূমি—প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে—আলোড়িত করায়, বিপ্লবায়িত করায় আমরা সফল হব এবং তার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের পতন ত্বরান্বিত করব; অথবা আমরা তা করতে ব্যর্থ হব এবং তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করব এবং আমাদের আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করব। এই রকমই প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে।

মোদ্দা ব্যাপার হল এই যে, গোটা প্রাচ্যই আমাদের সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রকে একটি গবেষণাক্ষেত্র বলে গণ্য করে। এই যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই হয় আমরা জাতিগত প্রশ্নটির এক সঠিক কার্যকরী সমাধান পাব, হয় এইখানে, এই যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই আমরা জনগণের মধ্যে সত্যকার বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ও সত্যকারের সহযোগিতা কায়েম করব—যে ক্ষেত্রে গোটা প্রাচ্যভূমি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রকে তার মুক্তির পতাকা হিসেবে, তার অগ্রগামী বাহিনী যার পদাংক তাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে সেই হিসেবে দেখবে—এবং সেটিই হবে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়ের সূচনা। অথবা এখানে

আমরা একটি ভুল করব, রাশিয়ার সর্বহারাদের মধ্যে পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের বিশ্বাসকে আহত করব এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রকে সেই আকর্ষণের শক্তি যা প্রাচ্যের চোখে সে বজায় রাখে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করব—সে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ জিতবে আর আমরা যাব হেরে।

জাতিগত প্রশ্নের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এখানেই নিহিত রয়েছে।

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিক থেকেও জাতিগত প্রশ্ন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই কারণেই নয় যে, পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতিগুলির জনসংখ্যা প্রায় ৭৫,০০০,০০০ এবং অন্যান্য জাতির ৬৫,০০০,০০০ (কোনরকমেই খুব সামান্য অঙ্ক নয়), এবং শুধু এইজন্য নয় যে পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলি সেই-সব অঞ্চলেই বাস করে থাকে যা আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও সামরিক রণকৌশলের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; পক্ষান্তরে সর্বোপরি এই কারণেও যে বিগত দু'বছরে আমরা যাকে নেপ্ বলে তা-ই প্রবর্তন করেছি, যার ফলে গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদ বেড়ে উঠতে শুরু করেছে এবং আরও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্মেনা-ভেখিস্ত ভাবধারা বাস্তব রূপ পেয়েছে এবং ডেনিকিন যা সম্পাদন করতে অর্থাৎ তথাকথিত 'এক ও অবিভাজ্য' সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেটাকেই শান্তিপূর্ণ পথে সম্পাদনের ইচ্ছাটা যে-কেউ উপলব্ধি করতে পারছে।

এইভাবে, নেপের ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের দেশের অন্তর্জীবনে এক নতুন শক্তি জেগে উঠছে, তার নাম হল, গ্রেট-রাশিয়ান দাম্ভিকতা, তা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিজের সুরক্ষিত ঘাঁটি গেড়েছে, শুধু সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান-সমূহেই নয়, পার্টি-সংস্থাগুলির ভেতরেও তা অনুপ্রবেশ করেছে এবং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সব অংশেই তা প্রত্যক্ষ হবে। ফলতঃ এই নতুন শক্তির বিরুদ্ধে আমরা যদি দৃঢ়ভাবে না লড়াই করতে পারি, একে যদি মূল থেকে না উৎপাটন করতে পারি—এবং নেপ্ পরিবেশ একে লালন করে—তাহলে আমরা পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতির সর্বহারাশ্রেণী ও পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির কৃষক-সমাজের মধ্যে এমন এক বিচ্ছেদের বিপদের সম্মুখীন হব যার অর্থ হবে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

কিন্তু নেপ্ শুধু গ্রেট-রাশিয়ান দাম্ভিকতাকেই লালন করে না—তা আঞ্চলিক দাম্ভিকতাও লালন করে, বিশেষ করে সেইসব সাধারণতন্ত্রে যেখানে কতকগুলি জাতিসত্তা রয়েছে। জর্জিয়া, আজারবাইজান, বুখারা ও অংশতঃ

তুর্কিস্তানের কথা আমার মনে আসছে ; এদের প্রত্যেকটিতেই কতকগুলি করে জাতিসত্তা রয়েছে যাদের মধ্যে অগ্রসর যারা তারা নিজেদের মধ্যে মাতব্বরী পাওয়ার জন্য লড়াই শুরু করতে পারে। অবশ্য, এই আঞ্চলিক দাম্ভিকতা তার শক্তির দিক থেকে গ্রেট-রাশিয়ান দাম্ভিকতার মতো ততটা বিপজ্জনক নয়। তথাপি তা বিপজ্জনক কারণ সাধারণতন্ত্রগুলির কয়েকটিকে তা জাতীয় কলহের অঙ্গনে পরিণত করার এবং সেখানে আন্তর্জাতিকতাবাদের বন্ধন দুর্বল করার হুমকি দিচ্ছে।

এই হল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি যা জাতীয় প্রশ্নটিকে সাধারণভাবে এবং এই মুহূর্তে বিশেষভাবে বিরাট, অগ্রগণ্য গুরুত্বের করে তুলেছে।

জাতিগত প্রশ্নের শ্রেণী-অন্তঃসারটুকু কি? সোভিয়েত বিকাশের বর্তমান স্তরে, জাতিগত প্রশ্নের শ্রেণী-অন্তঃসার নিহিত রয়েছে পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতি ও পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির কৃষকসমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বন্ধনের প্রশ্নটি এখানে যথেষ্টাতিরেক আলোচিত হয়েছে, কিন্তু কামেনেভ, কালিনিন, সোকোল্‌নিকভ, রায়কভ এবং ট্রট্‌স্কির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যখন এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল তখন প্রধানতঃ রুশ সর্বহারাশ্রেণী এবং রুশ কৃষকসমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের কথাই মনে ছিল। এখানে, জাতীয় পরিসরে, আমাদের রয়েছে এক জটিলতর ব্যবস্থা। এখানে আমরা পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতির সর্বহারাশ্রেণী, যা আমাদের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সংস্কৃতিসম্পন্ন অংশ, তার সঙ্গে প্রধানতঃ পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির কৃষকসমাজের সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তিত। জাতিগত প্রশ্নের এই হল শ্রেণী-অন্তঃসার। যদি সর্বহারাশ্রেণী অন্যান্য জাতিসত্তার কৃষকসমাজের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপনে সফল হয় যা সব-কিছু-রুশের বিরুদ্ধে সেই অবিশ্বাসের সকল অবশেষকে দূরীভূত করতে পারে যে অবিশ্বাস জারতন্ত্রের নীতির দ্বারা দশকের পর দশক ধরে রোপিত ও লালিত হয়েছিল—এ ছাড়াও যদি রুশ সর্বহারাশ্রেণী শুধু সর্বহারাশ্রেণী ও রুশ কৃষকসমাজের মধ্যেই নয়, সেই সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণী ও পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির কৃষকসমাজের মধ্যে এক অকৃত্রিম মৈত্রী কার্যকরী করার জন্য পারস্পরিক পূর্ণ সমঝওতা ও বিশ্বাস স্থাপনে সফল হয়, তাহলেই সমস্যার সমাধান হতে পারবে। এটা অর্জন করতে হলে সর্বহারাশ্রেণীর শক্তিকে ঠিক যেমনটি তা রুশ কৃষকসমাজের কাছে ঠিক তেমনটিই অন্যান্য জাতিসত্তার

কৃষকসমাজের কাছে প্রিয় হতে হবে। এবং সোভিয়েত শক্তি যাতে এইসব জাতিসত্তার কৃষকদের কাছেও প্রিয় হতে পারে সেইজন্য তাকে নিশ্চয়ই এইসব কৃষকদের দ্বারা উপলব্ধ হতে হবে, তাকে তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় কাজ চালাতে হবে, বিদ্যালয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবশ্যই এমন সব স্থানীয় লোকদের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে যারা অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির ভাষা, অভ্যাস, প্রথা আর জীবনযাত্রার ধারা সম্পর্কে অবহিত। সোভিয়েত শক্তি যা অনতিকাল আগে পর্যন্ত ছিল রুশ শক্তি, তা একমাত্র সেই মুহূর্তেই ও সেই মাত্রা পর্যন্তই এমন এক শক্তি হয়ে উঠবে যা শুধু রুশ নয়, পরন্তু পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসত্তার কৃষকদের কাছে প্রিয় এক আন্তরজাতীয় শক্তি হবে, যখন এইসব দেশের সাধারণতন্ত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থাসমূহ স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করবে।

সাধারণভাবে এবং সোভিয়েত পরিবেশে বিশেষভাবে জাতিগত প্রশ্নের মৌল বিষয়গুলির অন্যতম হল এইটা।

বর্তমান মুহূর্তে, ১৯২৩ সালে জাতিগত প্রশ্নের সমাধানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কি? জাতীয় পরিসরে সমাধান-প্রত্যাশী সমস্যাগুলি ১৯২৩ সালে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে? অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার রূপ। আমার মনে রয়েছে আন্তর-জাতীয় সম্পর্কের কথা। জাতিগত প্রশ্নটি, যার ভিত্তিতে নিহিত রয়েছে পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতির সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের কৃষকসমাজের সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের কর্তব্য, তা বর্তমান সময়ে সেইসব জাতি যা আগে ছিল অনৈক্যবদ্ধ ও বর্তমানে এক একক রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ তাদের সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জাতিগত প্রশ্নটি ১৯২৩ সালে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার অন্তঃসার হল এই রকমই।

এই রাষ্ট্র ঐক্যের সুসম্বদ্ধ রূপ হল সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র যার সম্পর্কে আমরা গত বছরের শেষদিকে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি এবং যা তখন আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি।

এই যুক্তরাষ্ট্রের বনিয়াদ হল যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যদের স্বেচ্ছাসম্মতি এবং আইনগত সমতা। স্বেচ্ছাসম্মতি ও আইনগত সমতা—কারণ আমাদের জাতীয়

কর্মসূচীটি জাতিগুলির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্বের অধিকার যা পূর্বে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলে অভিহিত ছিল তৎসম্পর্কিত ধারা থেকেই শুরু হয়েছে। এইখান থেকে শুরু করে আমরা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এক একক রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের কোনও ঐক্যই স্থায়ী হতে পারে না যদি না তা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তির ওপর কায়েম থাকে, যদি না জনগণ নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। দ্বিতীয় বনিয়াদটি হল, যে জনগণ যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করছে তাদের আইনগত সমতা। এ তো স্বাভাবিকই। আমি প্রকৃত সমতার কথা বলছি না—সে বিষয়ে পরে আমি আসব—কারণ যেসব জাতি সম্মুখে এগিয়ে এসেছে তাদের এবং পশ্চাদ্‌পদ জাতির মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা হল খুবই জটিল ব্যাপার, খুবই কঠিন ব্যাপার, এ ব্যাপারটাতেই কয়েকটা বছর লেগে যায়। আমি এখন আইনগত সমতার কথা বলছি। এই সমতা প্রতিভাত হয় এই ঘটনায় যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সব কটি সাধারণতন্ত্রই, এ ক্ষেত্রে চারটি সাধারণতন্ত্র : ট্রান্সককেশিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, ইউক্রেন এবং রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্র সমমাত্রাতেই যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং যুগপৎভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে তাদের স্বতন্ত্র অধিকারের কিয়দংশ সমমাত্রাতেই ত্যাগ করে। যদি রু. স. প্র. সো যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া এবং ট্রান্সককেশীয় সাধারণতন্ত্রেব প্রত্যেকের তার নিজস্ব বৈদেশিক বিষয়সম্পর্কিত গণ-কমিশারমণ্ডলী না থাকে তাহলে এটা নিশ্চিত যে, এইসব কমিশারমণ্ডলীর বিলুপ্তি এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত এক সাধারণ কমিশারমণ্ডলীর গঠন সেই স্বাতন্ত্র্যের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে যা এই সাধারণতন্ত্রগুলি পূর্বে ভোগ করত, এবং এই নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সকল সাধারণতন্ত্রের ক্ষেত্রেই সমান হবে। স্পষ্টতঃই পূর্বে যদি এই সাধারণতন্ত্রগুলির নিজস্ব বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী থাকে এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক এক সাধারণ কমিশারমণ্ডলী গঠনের উদ্দেশ্যে এই কমিশারমণ্ডলীসমূহকে এখন যদি রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাধারণতন্ত্রগুলিতে উভয়তঃই বিলুপ্ত করা হয় তাহলে এটাও সেই স্বাতন্ত্র্যের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে যা পূর্বে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা হতো কিন্তু এখন এক সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে সংকুচিত করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু লোক একটা পুরোপুরি নির্ভেজাল কূট প্রশ্ন তোলেন, যেমন : যুক্তবন্ধনের পর সাধারণতন্ত্রগুলি

কি স্বাধীন থাকছে ? এ হল এক কূট প্রশ্ন। তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কারণ প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রই সেই যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারদের পূর্বতন অধিকারের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেই। কিন্তু এইসব সাধারণতন্ত্রের প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্যের বুনিয়াদী বিষয়গুলি নিশ্চিতভাবে বজায় থাকে অন্ততঃ এই কারণে যে, প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রেরই স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার রয়ে যায়।

সুতরাং, আমাদের দেশে বর্তমানে যে ধরনের পরিস্থিতি কায়েম আছে তাতে জাতিগত প্রশ্নটি এই মোদ্দা রূপটিই পরিগ্রহ করেছে যে কিভাবে অর্থনৈতিক, বৈদেশিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এই জনগণের সহযোগিতা অর্জন করা যায়। এই ধারার ভিত্তিতেই সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে যার নাম হল ইউ. এস. এস. আর.। এই হল সেই সুসম্বদ্ধ রূপ বর্তমানে জাতিগত প্রশ্নটি যা পরিগ্রহ করেছে।

কিন্তু কাজে করার চাইতে এইটা মুখে বলা সহজতর। মোদ্দা ব্যাপারটি এই যে, আমাদের দেশে কায়েম পরিস্থিতিতে একটি একক রাষ্ট্রে জনগণের ঐক্যের পক্ষে সহযোগী উপাদানগুলি ছাড়া এমন সব উপাদানও রয়েছে যা এই ঐক্যকে ব্যাহত করে।

আপনারা জানেন এইসব সহযোগী উপাদানগুলি কি: সর্ব প্রথমে হল জনগণের অর্থনৈতিক দিক থেকে একত্রীভূত হওয়া যা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও যা সোভিয়েত ক্ষমতার দ্বারা সংহত হয়েছিল; জনসাধারণের মধ্যে আমাদের আমলের আগেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সোভিয়েত ক্ষমতার মাধ্যমে আমাদের দ্বারা সংহত কিছুটা শ্রমবিভাগ। সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সেটাই হল বুনিয়াদী সহযোগী উপাদান। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রকৃতিকে ঐক্যের দ্বিতীয় সহযোগী উপাদান হিসেবে গণ্য করতে হবে। সেইটাই স্বাভাবিক। সোভিয়েত ক্ষমতা হল শ্রমিকদের ক্ষমতা, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব যা তার প্রকৃতিগতভাবেই সাধারণতন্ত্রগুলির শ্রমজীবী জনগণকে ও যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী জনগণকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যাতে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে বাস করা যায়। সেইটাই স্বাভাবিক। এবং ঐক্যের সহযোগী তৃতীয় উপাদানটি হল সাম্রাজ্যবাদী পরিবেষ্টনী যা এমন এক পরিস্থিতি গড়ে তোলে যেখানে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হতে বাধ্য।

কিন্তু এমন সব উপাদানও রয়েছে যা এই ঐক্যকে প্রতিহত, ব্যাহত করে। সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে মূল শক্তিটি বাধা দিচ্ছে তা হল সেই শক্তি যা, আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের দেশের মধ্যে নেপ্‌ পরিস্থিতিতে জেগে উঠছে : সেটা হল গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ। কমরেডগণ, এটা কিছু দৈবাৎ নয় যে স্মেনা-ভেখাইৎরা সোভিয়েত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাটসংখ্যক সমর্থক জুটিয়েছে। এটা কোনমতেই দৈবাৎ নয়। এটাও দৈবাৎ নয় যে স্মেনা-ভেখাইৎ মহাশয়েরা বলশেভিক কমিউনিস্টদের এতদূর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইছে এই বলে যে: আপনারা বলশেভিকবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট বলতে পারেন, আপনাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রবণতা সম্পর্কে আপনারা যত চান বকতে পারেন কিন্তু আমরা জানি যে ডেনিকিন যা অর্জন করতে পারেনি আপনারা তা-ই অর্জন করবেন, আপনারা বলশেভিকরা এক বৃহৎ রাশিয়ার ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বা সর্বপ্রকারে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এসব কিছু দৈবাৎ নয়। এটাও দৈবাৎ নয় যে এই ধরনের ভাবধারা আমাদের পার্টির কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ফেব্রুয়ারি প্লেনামে যেখানে একটি দ্বিতীয় সংসদ-কক্ষের প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সদস্য কিভাবে এরকম ভাষণ দিলেন যা সাম্যবাদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন—এমন ভাষণ যার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের কিছুমাত্র সাযুজ্য নেই। এসবই হল সময়ের চিহ্ন, এক মহামারী। এ থেকে যে প্রধান বিপদ ঘনিয়ে উঠছে তা হল এই যে নেপ্‌-এর জন্য আমাদের দেশে মাতব্বর-জাতিসুলভ দাম্ভিকতা প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে চলছে, যা-কিছুই রুশ নয় তা সবই মুছে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে যাতে সরকারের সমস্ত লাগাম রুশদের হাতে থাকে এবং যা রুশ নয় সেই সব কিছুকেই শ্বাসরুদ্ধ করা যায়। মূল বিপদ হল এই যে এই ধরনের একটি নীতি অনুসরণ করলে আমাদেরকে এই ঝুঁকি বহন করতে হবে যে রুশ সর্বহারাশ্রেণী পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির সেই আস্থা হারাবে যা তারা অক্টোবর আমলে অর্জন করেছিল, যখন তারা জমিদার ও রুশ পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করেছিল, যখন তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে জাতীয় নিপীড়নের শৃংখল চূর্ণ করেছিল, পারস্য আর মঙ্গোলিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেছিল, ফিনল্যাণ্ড আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং সাধারণভাবে জাতীয় প্রশ্নটিকে এক পুরোপুরি নতুন ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেছিল। আমরা যদি এই নতুন, আবার বলি,

এই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত না করি, যা আমাদের কর্মকর্তাদের চক্ষুকর্ণের মধ্যে তিলে তিলে অগ্রসর হচ্ছে, চুপিসারে এগোচ্ছে, কৌশলে প্রবিষ্ট হচ্ছে এবং তাদেরকে ক্রমে ক্রমে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে তাহলে আমরা সেই আমলে যে আস্থা অর্জন করেছিলাম তার শেষ টুকরো-টুকুও হারিয়ে ফেলব। কমরেডগণ, এই বিপদকে আমাদের যে-কোন মূল্যে পরাস্ত করতেই হবে। অন্যথায় আমরা পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের শ্রমিক ও কৃষকদের আস্থা হারানোর সম্ভাবনার বিপদে পড়ব, এইসব জনগণ ও রুশ সর্বহারাশ্রেণীর বন্ধন বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনার বিপদে পড়ব এবং এটা আমাদের একনায়কত্বের ব্যবস্থায় এক ফাটল তৈরীর বিপদের হুমকি দেবে।

কমরেডগণ, এটা ভুলে যাবেন না যে কেরেনস্কির বিরুদ্ধে আমরা যদি উড়ন্ত নিশান নিয়ে অগ্রসর হতে এবং অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়ে থাকি তবে অন্য সব কিছু ছাড়া তার পেছনে এই কারণও ছিল যে আমরা সেই নিপীড়িত জনগণের আস্থা পেয়েছিলাম যারা রুশ সর্বহারাশ্রেণীর হাতে মুক্তি প্রত্যাশা করেছিল। নিপীড়িত জনগণের মতো সেই মজুতদের ভুলবেন না যারা মৌন থাকে কিন্তু যারা তাদের সেই মৌনতার মাধ্যমেই চাপ সৃষ্টি ও অনেক কিছুই স্থির করে থাকে। এটা অনেক সময় অনুভূত হয় না, কিন্তু তবু এই জনগণ প্রাণবন্ত, তারা বর্তমান এবং তাদেরকে কিছুতেই ভোলা চলবে না। ভুলে যাবেন না যে কলচাক, ডেনিকিন, র‍্যাঙ্গেল ও ইয়ুদেনিচের পশ্চাদ্‌ভাগে আমরা যদি সেই তথাকথিত 'বিদেশীদের' না পেতাম, সেই পূর্বতন নিপীড়িত জনগণকে আমরা যদি না পেতাম যারা রুশ সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি তাদের নীরব সহমর্মিতার মাধ্যমে সেইসব সেনাধ্যক্ষদের পশ্চাদ্‌ রণাঙ্গন ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল—কমরেডগণ, আমাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এটা এক বিশেষ উপকরণ, এই নীরব সহমর্মিতা যা কেউ দেখতে বা শুনতে পায় না কিন্তু যা সব কিছুকেই স্থির করে—এই সহমর্মিতার জন্য যদি না হয় তবে আমরা কোনও মতেই এই সেনাধ্যক্ষদের একজনকেও বিধ্বস্ত করতে পারতাম না। আমরা যখন তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন তাদের পশ্চাদ্‌ রণাঙ্গনে ভাঙন শুরু হয়েছিল। কেন? কারণ এই সেনাধ্যক্ষরা কশাক ঔপনিবেশিক শক্তির ওপর নির্ভর করত, নিপীড়িত জনগণের সামনে তারা আরও নিপীড়নের সম্ভাবনা প্রসারিত করেছিল এবং নিপীড়িত জনগণ সেইজন্যই আমাদের বাহুপাশে ধাবিত হয়েছিল, আমরা সেখানে এই নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পতাকা খুলে ধরেছিলাম।

এইটাই সেইসব সেনাধ্যক্ষের ভাগ্য নির্ধারিত করেছিল ; এই হল সেই উপাদান-গুলির সমষ্টিফল যা আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিজয়লাভে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সব কিছুকেই নির্ধারণ করেছিল। এটা কিছুতেই ভোলা চলবে না। সেই কারণেই নতুন জাতিদম্ভের প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেসব আমলা ও যেসব পার্টি-কমরেড অক্টোবরে আমরা যা অর্জন করেছি অর্থাৎ পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের সেই আস্থা, সেই আস্থা যা আমাদের লালন করতেই হবে, তা ভুলে যাচ্ছে তাদের নস্যাৎ করার দিকে আমাদের একটি দ্রুত মোড় নিতেই হবে।

এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের মতো একটা শক্তি যদি গড়ে ওঠে ও প্রসারিত হয় তাহলে পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের তরফে কোনও আস্থাই থাকবে না, একটি একক জোটের ভেতরেও আমাদের কোন সহযোগিতা থাকবে না, এবং আমাদের কোন সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রও থাকবে না।

এই হল প্রথম ও সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদানটি যা একটি একক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জনগণ ও সাধারণতন্ত্রসমূহের ঐক্যকে ব্যাহত করছে।

কমরেডগণ, যে দ্বিতীয় উপাদানটিও রুশ সর্বহারাশ্রেণীর চতুষ্পার্শে পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের ঐক্যকে প্রতিহত করছে তা হল জাতিগুলির মধ্যে এক প্রকৃত অসাম্য যা আমরা জারতন্ত্রের আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি।

আমরা আইনগত সমতা ঘোষণা করেছি এবং তা কার্যকরী করছি ; কিন্তু আইনগত সমতা যদিও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের বিকাশের ইতিহাসে স্বয়ং অতি ব্যাপক গুরুত্বসম্পন্ন তবু তা প্রকৃত সাম্য থেকে এখনো দূরে রয়েছে। রীতি অনুযায়ী সকল পশ্চাদ্‌পদ জাতিসত্তা ও জনগণই ঠিক ততটা অধিকার ভোগ করে যতটা পরিমাণে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছে এমন অন্যান্য, আরও অগ্রসর, জাতিগুলি ভোগ করে। কিন্তু সমস্যা এই যে, কয়েকটি জাতিসত্তার নিজস্ব কোনও শ্রমিকশ্রেণী নেই, শিল্প বিকাশের পথে তারা যায়নি, এ পথে যাত্রার সূচনাটুকুও করেনি, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অতীব পশ্চাদ্‌পদ এবং বিপ্লব তাদেরকে যেসব অধিকার প্রদান করেছে তার সুযোগ নিতেও পুরোপুরি অক্ষম। বিদ্যালয়ের প্রশ্ন থেকে, কমরেডগণ, এটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কিছু কিছু কমরেড এখানে মনে করেন যে, বিদ্যালয় ও ভাষার প্রশ্নকে সামনে আনার মাধ্যমেই জটটি খোলা সম্ভব।

কমরেডগণ, এটা সে রকম নয়। বিদ্যালয় আপনাকে খুব দূরে নিয়ে যেতে পারবে না। এই বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠছে, উঠছে ভাষাগুলিও, কিন্তু প্রকৃত অসাম্য সকল অসন্তোষ আর সংঘাতের ভিত্তি হিসেবে থেকেই যাচ্ছে। বিদ্যালয় আর ভাষা বিষয়টিকে সমাধান করবে না; যেটা দরকার তা হল সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ জাতিসত্তাগুলির শ্রমজীবী জনগণের প্রতি আমাদের তরফে প্রকৃত, রীতিমাফিক, সৎ ও অকৃত্রিম সর্বহারাশ্রেণীর সহ-যোগিতা। বিদ্যালয় এবং ভাষা ছাড়াও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ সাধারণতন্ত্রগুলিতে—আর তারা তাদের নিজেদের কিছু অপরাধের জন্য পশ্চাদ্‌পদ নয়, এর কারণ হল এই যে তাদেরকে পূর্বে কাঁচামালের উৎস হিসেবেই গণ্য করা হতো—রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ঐসব সাধারণতন্ত্রে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা সুনিশ্চিত করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কতকগুলি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। জর্জিয়া মস্কো থেকে একটি কারখানা নিয়েছে এবং শীঘ্রই তার কাজ শুরু করতে হবে। বুখারা নিয়েছে একটি কারখানা, কিন্তু নিতে পারত চারটি। তুর্কিস্তান নিচ্ছে একটি বড় কারখানা। এইভাবে, সব ঘটনাই এটা দেখিয়ে দেয় যে এইসব অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ সাধারণতন্ত্রগুলি, যাদের কোনও শ্রমিকশ্রেণী নেই, তাদেরকে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতায় নিজেদের শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, এই কারণে যাতে এইসব কেন্দ্রে স্থানীয় শ্রমিকদের গোষ্ঠী গড়ে তোলা যায় যারা রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে এইসব সাধারণতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে একটি সেতুর কাজ করতে পারে। এইক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে এবং শুধুমাত্র বিদ্যালয়গুলি গোটা ব্যাপারটিকে নির্ধারণ করবে না।

কিন্তু এখনো একটি তৃতীয় বিষয় রয়েছে যা একটি একক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণতন্ত্রগুলির ঐক্য ব্যাহত করছে, তা হল এককভাবে সাধারণতন্ত্রগুলিতে জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব। নেপ্‌ শুধু রুশ নয়, অ-রুশ জনগণকেও প্রভাবিত করছে। নয়া অর্থনৈতিক নীতি শুধু রাশিয়ার মধ্যভাগেই নয়, এককভাবেই সাধারণতন্ত্রগুলিতেও বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প বিকশিত করছে। এবং ঠিক এই নেপ্‌ই আর তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পুঁজি যুক্ত হয়ে জর্জীয়, আজার-বাইজানীয়, উজবেক এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদকে লালনপালন করছে। অবশ্য গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ যদি না থাকত—যা শক্তিশালী বলে মারমুখী,

আগেও তা শক্তিশালী ছিল এবং এখনো তার নিপীড়ন করার ও অপরকে হেয় করার অভ্যাস বজায় রেখেছে—সেই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ যদি না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বদলা হিসেবেই আঞ্চলিক জাতিদম্ভের অস্তিত্ব থাকত কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপে; বলা যেতে পারে ক্ষুদ্র সংস্করণে; কারণ চূড়ান্ত বিচারে রুশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ হল গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, এক জঘন্য ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এই জাতীয়তাবাদ যদি শুধু আত্মরক্ষাত্মক হতো তাহলে এ নিয়ে হৈচৈ হতো নিরর্থক। আমরা আমাদের কাজকর্মের গোটা শক্তিটাই, আমাদের সংগ্রামের গোটা শক্তিটাই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম এই প্রত্যাশায় যে যে-মুহূর্তে এই শক্তিশালী শত্রুকে পর্যুদস্ত করা যাবে, সে-মুহূর্তেই তার মাধ্যমে রুশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদকেও পর্যুদস্ত করা যাবে; কারণ, আমি আবার বলছি যে, চূড়ান্ত বিচারে এই জাতীয়তাবাদ হল গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের একটি প্রতিক্রিয়া, তার একটি প্রতিশোধ, এক ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। হাঁ, ব্যাপারটা তাই হতো যদি অঞ্চলগুলিতে রুশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের একটি প্রতিক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু না হতো। কিন্তু সমস্যা এই যে, কয়েকটি সাধারণতন্ত্রে এই আত্মরক্ষাধর্মী জাতীয়তাবাদ মারমুখী জাতীয়তাবাদে মোড় নিচ্ছে।

জর্জিয়ার কথাই ধরুন। তার জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি হল অ-জর্জীয়। তাদের মধ্যে রয়েছে আর্মেনীয়, আব্‌খাজীয়, আজারীয়, ওস্‌সেতীয়, এবং তাতাররা। জর্জীয়রা রয়েছে শীর্ষস্থানে। কিছু জর্জীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে এই চিন্তা হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে ও শক্ত ভিৎ নিচ্ছে যে, এইসব ছোট জাতি-সত্তাগুলিকে আমল দেওয়ার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নেই; তাঁরা বলেন যে এগুলি হল কম কৃষ্টিসম্পন্ন, কম উন্নত, সুতরাং তাদেরকে আমল দেওয়ার দরকার নেই। এই-ই হল জাতিদম্ভ—ক্ষতিকর আর বিপজ্জনক জাতিদম্ভ; কারণ তা জর্জিয়ার ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রকে সংঘর্ষের চত্বর করে তুলতে পারে। বস্তুতঃ, ইতোমধ্যেই তা সংঘর্ষের অঙ্গনে পরিণত হয়েছে।

আজারবাইজান। এখানকার মূল জাতিসত্তা হল আজারবাইজানীয়, কিন্তু আর্মেনীয়রাও আছে। আজারবাইজানীয়দের একটি অংশের মধ্যেও এরকম ভাবনার একটি প্রবণতা আছে, কখনো কখনো তা একেবারে নগ্নই হয়ে পড়ে যে

আজারবাইজানীয়রা হল দেশীয় জনগণ, আর আর্মেনীয়রা অনুপ্রবেশকারী, এবং সেই কারণে, আর্মেনীয়দের কিছুটা পেছনে ঠেলে দেওয়া, তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করা সম্ভব। এটাও জাতিদম্ভ। জাতিসত্তাসমূহের যে সমমর্যাদার ওপর সোভিয়েত ব্যবস্থার ভিত্তি সেটিকে তা ক্ষুণ্ণ করে।

বুখারা। বুখারায় আছে তিনটি জাতিসত্তা—মূল জাতিসত্তা উজ্‌বেকরা; বুখারা জাতিদম্ভের চোখে এক 'কম গুরুত্বপূর্ণ' জাতিসত্তা তুর্কমেনীয়রা; এবং কিরঘিজ্‌রা যারা এখানে সংখ্যায় অল্প এবং 'কম গুরুত্বপূর্ণ' বলে প্রতীয়মান।

খোরেজ্‌মেও আপনারা পাবেন একই জিনিস: তুর্কমেনীয় আর উজ্‌বেকরা। উজ্‌বেকরা হল মূল জাতিসত্তা, আর তুর্কমেনীয়রা 'কম গুরুত্বপূর্ণ'।

এই সবকিছু সংঘাতে পরিণত হয় এবং সোভিয়েতরাজকে দুর্বল করে তোলে। আঞ্চলিক জাতিদম্ভের প্রতি এই ঝোঁককে মূলেই উৎপাটিত করতে হবে। অবশ্য গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ, তুলনায় যা জাতিগত প্রশ্নের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে সমগ্রের তিন-চতুর্থাংশই অধিকার করে, তার তুলনায় আঞ্চলিক জাতিদম্ভ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আঞ্চলিক কাজের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক জনগণের ক্ষেত্রে, জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির নিজেদেরই শান্তিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এই জাতিদম্ভ হল প্রথম সারির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কখনো কখনো এই জাতিদম্ভ একটি খুব চিত্তাকর্ষক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করে। ট্রান্সককেশিয়ার কথা আমি বলছি। আপনারা জানেন যে ট্রান্সককেশিয়া দশটি জাতিসত্তা নিয়ে তিনটি সাধারণতন্ত্রের দ্বারা গঠিত। খুব পুরানো আমল থেকেই ট্রান্সককেশিয়া একটা দাঙ্গা আর সংঘাতের চত্বর এবং মেনশেভিক ও দাশ্‌নাকদের অধীনে এটা ছিল এক যুদ্ধাঙ্গন। আপনারা জর্জীয়-আর্মেনীয় যুদ্ধের কথা জানেন। ১৯০৫ সালের গোড়ায় আর শেষদিকে আজারবাইজানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার কথাও আপনাদের জানা আছে। আমি সেই জেলাগুলির একটা গোটা তালিকা উল্লেখ করতে পারি যেখানে আর্মেনীয় সংখ্যাগুরুরা জনসংখ্যার বাদবাকী অংশ তাতারদের নিকেশ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ জাঙ্গেজুর। আরেকটি প্রদেশ—নাখিশেভানের কথা আমি উল্লেখ করতে পারি। সেখানে তাতাররা আধিপত্য বিস্তার করত এবং তারা সমস্ত আর্মেনীয়কে খতম করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে আর্মেনিয়া

ও জর্জিয়ার মুক্তিলাভের ঠিক আগেই এটা হয়েছিল। (কণ্ঠস্বর : 'জাতিগত প্রশ্ন সমাধানের ঐটাই ছিল তাদের পথ।') অবশ্যই তা জাতিগত প্রশ্ন সমাধানের একটা পথও বটে। কিন্তু সেটা সোভিয়েত পথ নয়। অবশ্য পারস্পরিক এই জাতীয় বৈরিতার জন্য রুশ শ্রমিকদের অভিযুক্ত করলে চলবে না, কারণ যারা লড়ছিল তারা হল তাতার আর আর্মেনীয়রা, রুশদের ছাড়াই। সেই কারণে জাতিসত্তাগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ট্রান্স-ককেশিয়াতে একটি বিশেষ হাতিয়ার প্রয়োজন।

এটা আস্থার সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতির সর্বহারাশ্রেণী এবং অন্য সব জাতিসত্তার মজদুরদের মধ্যেকার সম্পর্ক গোটা জাতগত প্রশ্নটির তিন-চতুর্থাংশ গঠন করে। কিন্তু এই প্রশ্নের বাকী এক-চতুর্থাংশ আসছে নিশ্চিতভাবেই পূর্বতন নিপীড়িত জাতিসত্তাগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক থেকে।

এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের এই আবহাওয়ায় সোভিয়েত সরকার যদি ট্রান্সককেশিয়াতে সকল বিরোধ ও সংঘাত সমাধানে সক্ষম এ-রকম জাতীয় শান্তির একটি হাতিয়ার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হতো তাহলে আমাদেরকে সেই জারতন্ত্রের যুগে অথবা দাশ্‌নাক, মুসাভাতিস্ত আর মেনশেভিকদের যুগে প্রত্যাবর্তন করতে হতো যখন মানুষ একে অপরকে বিকলাঙ্গ করে দিত ও জবাই করত। সেই কারণেই ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রকে জাতীয় শান্তির একটি হাতিয়ার হিসেবে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি তিনটি দফায় জোর দিয়েছিল।

জর্জীয় কমিউনিস্টদের এ-রকম একটি গোষ্ঠী আগেও ছিল এবং এখনো রয়েছে যারা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জর্জিয়ার ঐক্যের বিরুদ্ধে নন কিন্তু ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মিলনকে প্রযুক্ত করার তারা বিরুদ্ধে। আপনারা দেখছেন যে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে চাইছেন, তাঁরা বলছেন যে তাঁদের—জর্জীয়দের—এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের আকারে এই সীমানা-প্রাচীরটির কোনও প্রয়োজন নেই, তাঁদের মতে ঐ যুক্তরাষ্ট্রটি (ট্রান্সককেশীয়—অনুবাদক) হল অনাবশ্যক। তাঁরা ভাবেন যে এসব কথা খুব বিপ্লবী শোনায়।

কিন্তু এর পেছনে অন্যতর অভিসন্ধি বর্তমান। প্রথমতঃ, এইসব বিবৃতি দেখিয়ে দেয় যে জাতিগত প্রশ্নে জর্জিয়াতে রুশদের প্রতি মনোভাবটি হল গৌণ

গুরুত্বের, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জর্জিয়ার প্রত্যক্ষ মিলনের প্রতি এইসব কমরেডের, এই ভ্রষ্টাচারীদের (তাদেরকে এমনটিই অভিহিত করা হয়) কোনও বিরোধিতাই নেই; অর্থাৎ তারা গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভকে ভয় পায় না এই বিশ্বাসে যে তার গোড়াগুলিকে কোন-না-কোনভাবে উৎপাটিত করা হয়েছে অথবা যে-কোনও অবস্থাতেই তা কোনও নির্ণায়ক গুরুত্বের নয়। স্পষ্টতঃই, যেটাকে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তা হল ট্রান্স-ককেশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র। কেন? কেন সেই তিনটি জাতি যারা ট্রান্স-ককেশিয়ায় বসবাস করে, যারা নিজেদের মধ্যে এত দীর্ঘকালব্যাপী লড়াই করেছে, একে অপরকে খতম করেছে ও একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কেন এই জাতিগুলি, যখন সোভিয়েত ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এক যুক্তরাষ্ট্রের রূপের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যের বন্ধনে একত্র করেছে, যখন এই যুক্তরাষ্ট্র সদর্থক ফল দিয়েছে, তখন কেন তারা এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধনগুলি ছিন্ন করবে? ব্যাপারটি কি, কমরেডগণ?

ব্যাপারটি এই যে ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রটি জর্জিয়াকে তার সেই খানিকটা সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে বঞ্চিত করে যা সে তার ভৌগোলিক অবস্থিতির মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। আপনারাই বিচার করুন। জর্জিয়ার তার নিজস্ব বন্দর রয়েছে—বাতুম—যা দিয়ে পশ্চিম থেকে মালপত্র আসে; তিফ-লিসের মতো একটি রেলওয়ে জংশন জর্জিয়ার রয়েছে যা আর্মেনীয়রা এড়িয়ে চলতে পারে না, এড়াতে পারে না আজারবাইজানও কারণ সে তার মাল নিয়ে আসে বাতুম দিয়ে। জর্জিয়া যদি একটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র হয়, যদি সে ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ না হয় তাহলে সে আর্মেনিয়া যে তিফলিস ছাড়া চলতে পারে না এবং আজারবাইজান যে বাতুম ছাড়া চলতে পারে না তাদের উভয়ের কাছেই অল্পবিস্তর চরমপত্র গোছের কিছু একটা হাজির করতে পারে। এতে জর্জিয়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাই হবে। এটা দৈবাৎ নয় যে সীমান্তে কর্ডন কায়েমকারী কুখ্যাত জংলী আইনটি জর্জিয়াতেই খসড়াকৃত হয়েছিল। সেরেব্রিয়াকভকে এখন এর জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁকে অভিযুক্ত হতে দিন, কিন্তু আইনটি উদ্ভূত হয়েছিল জর্জিয়াতেই, আজার-বাইজানে বা আর্মেনিয়ায় নয়।

এ ছাড়া আরও একটি কারণ রয়েছে। তিফলিস হল জর্জিয়ার রাজধানী, কিন্তু সেখানে জর্জীয়রা জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বেশি নয়, আর্মেনীয়রা ৩৫

শতাংশের কম নয়, আর তারপর আসে অন্যান্য জাতিসত্তাগুলি। জর্জিয়ার রাজধানী হল এমনি ধারার। জর্জিয়া যদি একটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র হতো তাহলে জনসংখ্যাকে কিছুটা অদলবদল করানো যেত—উদাহরণস্বরূপ, আর্মেনীয় জনসংখ্যাকে তিফলিস থেকে সরানো যেত। তিফলিসের জনসংখ্যা 'নিয়ন্ত্রণ' করার জন্য জর্জিয়াতে কি সেই সুবিখ্যাত একটি আইন গৃহীত হয়নি যার সম্পর্কে কমরেড মাখারাদ্জে বলেছিলেন যে তা আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নয়? উদ্দেশ্যটা ছিল জনসংখ্যাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা যাতে তিফলিসে আর্মেনীয়দের সংখ্যা বছর বছর কমে যায়, জর্জীয়দের চাইতে তারা সংখ্যালঘু হয় এবং এইভাবে তিফলিসকে একটি প্রকৃত জর্জীয় রাজধানীতে রূপান্তরিত করা যায়। আমি স্বীকার করছি যে তারা সেই উচ্ছেদ আইনটি বাতিল করেছে কিন্তু তাদের এমন বহুসংখ্যক সুযোগ, বহুসংখ্যক নমনীয় উপায় রয়েছে—যেমন 'জনাধিক্যবোধ'—যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতার একটি ছায়া বজায় রাখার সাথে সাথেই ব্যাপারগুলিকে এমনভাবে সাজানো সম্ভব যাতে তিফলিসে আর্মেনীয়রা সংখ্যালঘু হয়ে যায়।

জর্জীয় ভ্রষ্টাচারীরা যা হারাতে চায় না সেই এতদুল্লিখিত ভৌগোলিক সুবিধাগুলি এবং আর্মেনীয়দের চাইতে জর্জীয়রা যেখানে সংখ্যালঘু সেই খোদ তিফলিসে জর্জীয়দের প্রতিকূল অবস্থান—এই সবই আমাদের ভ্রষ্টাচারীদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। মেনশেভিকরা তিফলিস থেকে আর্মেনীয় ও তাতারদের সরাসরিই উচ্ছেদ করেছিল। এখন কিন্তু সোভিয়েত জমানায় সেই উচ্ছেদ অসাধ্য; সুতরাং তারা যুক্তরাষ্ট্র বর্জন করতে চায় এবং এতে সেই ধরনের কিছু কার্যক্রম স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার মতো আইনী সুযোগ সৃষ্ট হবে যা আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে পুরোপুরি ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে জর্জীয়দের অনুকূল এক সুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটাবে। আর এই সবকিছুই ট্রান্সককেশিয়াতে জর্জীয়দের জন্য এক সুবিধাভোগী অবস্থার সৃষ্টি করবে। এইখানেই রয়েছে গোটা বিপদটা।

আমরা কি ট্রান্সককেশিয়াতে জাতীয় শান্তির স্বার্থকে উপেক্ষা করতে এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে দিতে পারি যেখানে জর্জীয়রা আর্মেনীয় ও আজার-বাইজানীয় সাধারণতন্ত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এক সুবিধাভোগী অবস্থায় থাকবে? না, আমরা তা হতে দিতে পারি না।

দেশ শাসনের এক আদিম বিশেষ পদ্ধতি আছে যেখানে বুর্জোয়া কর্তৃপক্ষ

কিছু কিছু জাতিকে আনুকুল্য দেখায়, তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেয় এবং অন্য জাতিগুলি সম্পর্কে উদ্বেগ পোষণে অনিচ্ছুক থেকে তাদেরকে অবহেলা করে। এইভাবে একটি জাতিকে আনুকূল্য দিয়ে অন্যদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য তাকে তারা ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রিয়ায় এই ধরনের সরকারী পদ্ধতিই প্রযুক্ত হয়েছিল। অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী বেউস্টের বিবৃতিটি প্রত্যেকেরই স্মরণে আছে যিনি হাঙ্গেরির মন্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন: 'তুমি তোমার জাতিগুলিকে শাসন কর আর আমি সামলাবো আমার গুলিকে।' অন্যভাবে বলা যায় যে: হাঙ্গেরিতে তোমার জাতিগুলিকে তুমি পিষে রাখ আর দমন কর এবং আমি অস্ট্রিয়াতে আমারগুলিকে দাবিয়ে রাখব। তুমি আর আমি সুবিধাভোগী জাতিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে থাকি, এসো, বাদবাকীদের আমরা দাবিয়ে রাখি।

এই অস্ট্রিয়াতেই পোলদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ছিল একই। অস্ট্রীয়রা পোলদের আনুকূল্য দিয়েছিল, তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল যাতে পোলরা পোল্যাণ্ডে অস্ট্রীয়দের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করে; এবং এর বিনিময়ে তারা পোলদের গ্যালিশিয়া গ্রাস করতে সুযোগ দিয়েছিল।

কিছু জাতিকে বেছে নেওয়া ও বাদবাকীদের সামলানোর জন্য তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করার পদ্ধতি হল অকৃত্রিমভাবে ও বিশেষতঃ অস্ট্রীয়। আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হল শাসন চালানোর এক 'মিতব্যয়ী' পদ্ধতি কারণ একে কেবল একটি জাতি নিয়েই মাথা ঘামাতে হয়; কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হল রাষ্ট্রের নিশ্চিত মৃত্যু, কারণ জাতিসমূহের ক্ষমতা লংঘন ও কোনও একক জাতিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অর্থ হল সেই দেশের জাতীয় নীতিকে নিশ্চিত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা।

ব্রিটেন এখন ভারতকে ঠিক এমনি ধারায় শাসন করছে। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের জাতিগুলিকে চালানোর জন্য ব্রিটেন ভারতকে ব্রিটিশ-ভারত (২৪০,০০০,০০০ জনসংখ্যা) আর দেশীয় (নেটিভ) ভারত (৭২,০০০,০০০ জনসংখ্যা)-য় ভাগ করেছে। কেন? কারণ ব্রিটেন জাতিগুলির একটি গোষ্ঠীকে বেছে নিতে ও তাকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে চেয়েছিল যাতে বাদবাকী জাতিগুলিকে আরও সহজভাবে শাসন করা যায়। ভারতে কয়েক শ' জাতি রয়েছে এবং ব্রিটেন

স্থির করল যে এই সবকটি জাতি নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে অল্প কটি জাতি বেছে নেওয়া, তাদেরকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া ও তাদেরই মাধ্যমে বাদবাকীদের শাসন করাই হল ভাল; কারণ, প্রথমতঃ, অন্য সব জাতির অসন্তোষটি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নয় বরং ঐ আনুকূল্যপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হবে এবং দ্বিতীয়তঃ, দু-তিনটি মাত্র জাতি নিয়ে 'মাথা ঘামানো'-য় খরচও হবে স্বল্পতর।

এটা হল এক শাসন পদ্ধতি, ব্রিটিশ পদ্ধতি। এ থেকে ফলটা দাঁড়ায় কি? ব্যবস্থাপনার 'অর্থ সাশ্রয়' হয়—এটা সত্য। কিন্তু কমরেডগণ, আমলাতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার কথা বাদ দিলে এর দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিশ্চিত অবসানও সূচিত হয়; এই পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে, ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ প্রাধান্যের অবসানকেই আশ্রয় দেয় ঠিক যেমন দুই আর দুইয়ে হয় চার।

একটি সুবিধাজনক অবস্থান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পার্টির সকল বিধান লংঘন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাহৃত হতে চেয়ে আমাদের কমরেডরা, জর্জীয় ভ্রষ্টাচারীরা, আমাদেরকে ঠিক এই বিপজ্জনক রাস্তাতেই ঠেলে দিচ্ছে। আর্মেনীয় আর আজারবাইজানীয় সাধারণতন্ত্রের ক্ষতি-সাধন করে তাদেরকে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার রাস্তাতেই তারা আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এ হল এমন এক পথ যা আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ এর অর্থ হল ককেশাসে সোভিয়েত ক্ষমতার ও আমাদের সামগ্রিক কর্মনীতিরই নিশ্চিত মৃত্যু।

এটা দৈবাৎ নয় যে আমাদের জর্জিয়ার কমরেডরা এই বিপদ অনুধাবন করেছেন। এই জর্জীয় জাতিদম্ভ যা আর্মেনীয় ও আজারবাইজানীয়দের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে তা জর্জিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে সশংক করে তুলেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই জর্জিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, যা আইনী অবস্থায় আসার পর থেকে দুটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করেছে, তা উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রষ্টাচারী কমরেডদের নীতিকে সর্বসম্মতভাবে বর্জন করেছে, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ককেশাসে শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব, সাম্য প্রতিষ্ঠা অসাধ্য। একটি জাতিকে অন্যের চাইতে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া চলতেই পারে না। এটা আমাদের কমরেডরা অনুধাবন করেছেন। সেই জন্যই, দু'বছরের বিবাদের পর মৃদিভানিগোষ্ঠী খোদ জর্জিয়াতেই বারংবার পার্টি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় হয়ে রয়েছে।

এটাও দৈবাৎ নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যাতে আশু প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য কমরেড লেনিন এত ব্যস্ত ও এত সনির্বন্ধ। দৈবাৎ এটাও নয় যে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রান্সককেশিয়াতে নিজস্ব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও নিজস্ব শাসন কর্তৃপক্ষ সহ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনটি দফায় জোর দিয়েছে। এটা আকস্মিক নয় যে কমরেড জারঝিন্স্কি এবং কামেনেভ ও কুয়িবিশেভ—উভয়ের কমিশনই মস্কোয় তাদের পৌছানোর পর বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র হল অপরিহার্য।

সর্বশেষে, এটাও আকস্মিক নয় যে **সৎসিয়ালিস্তিশেস্কি ভেস্তনিক**[৬৯]-এর মেনশেভিকরা আমাদের ভ্রষ্টাচারী কমরেডদের প্রশংসা করছে ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাদেরকে প্রশস্তির গগনশীর্ষে তুলে দিচ্ছে: সব শেয়ালের একই রা।

আমি সেইসব পথ ও মাধ্যমের বিষয়ে আলোচনায় আসছি যার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই এই তিনটি বিষয়কে দ্রবীভূত করতে পারব যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রকে বাধা দিচ্ছে, যথা: গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ, জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত অসমতা এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে যখন তা জাতিদম্ভে বিকশিত হয়ে উঠছে। যেসব পদ্ধতি আমাদেরকে সেই সমস্ত অতীতের অপ-ঐতিহ্যের হাত থেকে যন্ত্রণাহীনভাবে মুক্ত করতে পারে যা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা দিচ্ছে আমি সেগুলির মধ্যে তিনটির উল্লেখ করব।

প্রথম পদ্ধতি হল সোভিয়েত শাসনকে সকল সাধারণতন্ত্রে অবহিত ও প্রীতি-সিক্ত করার জন্য সোভিয়েত শাসনকে শুধু রুশ নয়, পক্ষান্তরে, আন্তর-জাতিক গড়ে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই জন্য প্রয়োজন হল শুধু বিদ্যালয়গুলিকে নয়, সেই সঙ্গে পার্টি ও সোভিয়েতের সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে জাতীয় চরিত্রের করে তোলা, তাদেরকে এমন ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত করা যা জনগণ বুঝতে পারে, তাদেরকে এমন পরিবেশে কার্যকর করা যা সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একমাত্র এই অবস্থাতে আমরা সোভিয়েত শাসনকে রুশ থেকে এমন এক আন্তর-জাতিকে পরিণত করতে সক্ষম হব যা সকল সাধারণতন্ত্রের, বিশেষ করে যেগুলি অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ সেগুলির মেহনতী জনগণের দ্বারা অবহিত হবে ও তাদের কাছের এবং প্রীতির হবে।

জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের উত্তরাধিকার থেকে যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আমাদেরকে

যন্ত্রণাহীনভাবে মুক্তি দিতে সাহায্য করতে পারে তা হল সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কমিশারমণ্ডলীসমূকে এমনভাবে তৈরী করা যাতে তা অন্ততঃ প্রধান জাতিসত্তাগুলিকে কলেজিয়ামে তাদের লোক পাঠাতে সক্ষম করে এবং এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে একক সাধারণতন্ত্রগুলির অভাব ও চাহিদা অব্যর্থভাবে পূরণ করা যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি: আমাদের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় হাতিয়ারগুলির মধ্যে এমন একটির থাকা প্রয়োজন যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল সাধারণতন্ত্র ও জাতিসত্তার অভাব ও চাহিদা প্রতিফলনে সাহায্য করবে।

এই শেষ পদ্ধতিটির প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই।

আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির মধ্যে সমক্ষমতাবিশিষ্ট এমন দুটি কক্ষ তৈরী করতে পারি যার একটি সোভিয়েতসমূহের যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস কর্তৃক জাতিনির্বিশেষে নির্বাচিত হবে এবং আরেকটি সাধারণতন্ত্র ও জাতীয় অঞ্চলগুলি কর্তৃক নির্ধারিত হবে (সাধারণতন্ত্রগুলিকে সমান প্রতিনিধিত্ব দিয়ে এবং জাতীয় অঞ্চলগুলিকেও সমান প্রতিনিধিত্ব দিয়ে) এবং সাধারণতন্ত্র-সমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সেই একই সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত হবে তাহলে, আমি মনে করি যে, আমাদের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানগুলি শুধু ব্যতিক্রম-হীনভাবে সকল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীস্বার্থেরই নয়, সেইসঙ্গে অকৃত্রিম জাতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলিরও প্রতিফলন করবে। আমরা এমন একটি হাতিয়ার পাব যা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী জাতিসত্তাগুলির ও জনগণের বিশেষ চাহিদাগুলির প্রতিফলন ঘটাবে। আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রে যা সামগ্রিক-ভাবে কম করে ১৪০,০০০,০০০ জন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে আর তার মধ্যে প্রায় ৬৫,০০ ,০০০ জন হল অ-রুশ, এই ধরনের একটি দেশে যেরকম পরিস্থিতি বিদ্যমান তাতে শাসনকার্য চালানো অসম্ভব, যদি না আমরা জাতিগুলি থেকে এইখানে মস্কোতে, আমাদের সর্বোচ্চ হাতিয়ারটিতে, সামগ্রিকভাবে সর্বহারা-শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ স্বার্থ ও সেই সঙ্গে বিশেষ, নির্দিষ্ট, জাতীয় স্বার্থের প্রতি-ফলন ঘটানোর মতো প্রতিনিধিদের পাই। এছাড়া, কমরেডগণ, শাসন চালানো অসাধ্য। এই ব্যারোমিটার ছাড়া, এবং একক জাতিসত্তাগুলির এই বিশেষ চাহিদা সংগঠিতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম মানুষ ছাড়া, শাসনকার্য চালানো অসম্ভব।

একটি দেশ শাসন করতে দু'রকম পদ্ধতি আছে। একটি পথ হল এক 'সরল' ব্যবস্থা গ্রহণ করা যার শীর্ষে থাকবে এমন একদল মানুষ বা একজন ব্যক্তি অঞ্চলগুলিতে যার চোখ আর হাতের মতো থাকবে অঞ্চলপালেরা (গভর্নর)। এ হল খুব সহজ ধাঁচের সরকারী ব্যবস্থা যাতে শাসনকর্তা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ঠিক সেই ধরনের খবরাখবরই পেয়ে থাকেন যা অঞ্চলপালেরা দিয়ে থাকে এবং নিজেকে তিনি এই আশায় আনন্দিত রাখেন যে তিনি সৎভাবে আর ভাল-ভাবেই শাসনটা চালাচ্ছেন। যেই বিরোধ জাগছে, তখনি বিরোধ পরিণত হচ্ছে সংঘাতে আর সংঘাত বিদ্রোহে। পরে বিদ্রোহগুলি অবদমিত করা হচ্ছে। এই ধরনের সরকারী ব্যবস্থা আমাদের ব্যবস্থা নয়, আর তা ছাড়া এটা সহজ-সরল হলেও খুব ব্যয়বহুল। কিন্তু আরেক ধরনের সরকারী ব্যবস্থা আছে—সোভিয়েত ব্যবস্থা। আমাদের সোভিয়েত দেশে আমরা এই অন্য ধরনের সরকারী ব্যবস্থাটিই চালাচ্ছি, এটি এমন ব্যবস্থা যা আমাদেরকে একে-বারে ঠিক ঠিক সকল পরিবর্তন, কৃষকদের মধ্যে, দেশীয়দের মধ্যে, তথাকথিত 'বিদেশীদের' ও রুশদের মধ্যে সকল পরিস্থিতিকে আগাম দেখিয়ে দিতে সক্ষম করে; সর্বোচ্চ হাতিয়ারগুলির এই ধরনের ব্যবস্থায় রয়েছে এমন কতকগুলি ব্যারোমিটার যা সকল পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যা কোনও বাস্‌মাখ আন্দোলন[10], দস্যু বিদ্রোহ, ক্রোনস্তাদ্ এবং সকল সম্ভাব্য ঝঞ্ঝা ও বিপর্যয়কে সূচিত ও সতর্ক করে। এর নাম হল সোভিয়েত ক্ষমতা, জনগণের ক্ষমতা কারণ সাধারণ জনগণের ওপর নির্ভর করে তা যে-কোনও পরিবর্তনকে সর্বপ্রথম নজর করতে পারে, তা যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে পারে ও ঠিক সময়েই কর্মনীতি পাল্টাতে পারে যদি সেটা বিকৃত হয়ে পড়ে, আত্মসমালোচনা করতে পারে ও কর্মনীতিকে সংশোধন করতে পারে। এই সরকারী ব্যবস্থা হল সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং এর জন্য দরকার হল এই যে, আমাদের উচ্চতর সংস্থাগুলি সেই ধরনের সকল সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে যা সমস্ত জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে।

প্রতিবাদ তোলা হয় এই মর্মে যে এই পদ্ধতিটি প্রশাসনের কার্যধারাকে জটিল করে তুলবে, এর অর্থ হবে আরও বেশি বেশি সংস্থা স্থাপন করা। এটা সত্য। এখনো পর্যন্ত আমাদের ছিল রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি, তারপরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি তৈরী করেছি এবং এখন আমাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিটি দু'ভাগে

বিভক্ত করতে হবে। কিন্তু এটা এড়ানো চলে না। আমি আগেই বলেছি যে, সহজতম সরকারী পদ্ধতি হল একটিমাত্র ব্যক্তিকে জোটানো ও তাকে অঞ্চলপাল প্রদান করা। কিন্তু এখন, অক্টোবর বিপ্লবের পরে, আমরা এই ধরনের নিরীক্ষায় লিপ্ত থাকতে পারি না। পদ্ধতিটি আরও জটিল হয়েছে কিন্তু তা সরকারকে সহজতর করে তুলেছে এবং গোটা সরকারী ব্যবস্থাকে একটি নিবিড় সোভিয়েত চরিত্র প্রদান করেছে। সেই কারণেই আমি মনে করি যে, এই কংগ্রেস নিশ্চয়ই একটি বিশেষ সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির মধ্যে একটি দ্বিতীয় কক্ষ গঠনে রাজী হবে কারণ সেটা হল খুবই প্রয়োজন।

আমি এটা বলছি না, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা সংগঠিত করার এই হল সঠিক পন্থা; আমি বলছি না যে বিজ্ঞানের এই হল শেষতম কথাটি। আমরা জাতিগত প্রশ্নটি বারংবার উত্থাপন করব কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আবার পরিবর্তিত হতে পারে। আমি এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছি না যে যেসব কমিশারমণ্ডলীকে আমরা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করছি তাদের কয়েকটিকে হয়তো আবার পৃথকীকৃত করতে হতে পারে যদি অন্তর্ভুক্তির পরে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে সেগুলি সন্তোষজনক নয়। কিন্তু একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে বর্তমান পরিবেশে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নততর কোনও পদ্ধতি এবং যোগ্যতর কোনও হাতিয়ার নাগালে নেই। একটি দ্বিতীয় কক্ষ কায়েম করা ব্যতীত একক সাধারণতন্ত্রগুলিতে যে দোদুল্যমানতা ও পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে সেগুলির সমস্তকে নজরের মধ্যে আনতে সক্ষম এরকম আরেকটি হাতিয়ার তৈরী করার মতো উন্নততর কোনও পথ বা মাধ্যম আমাদের এখনো নেই।

এটা বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় কক্ষটিকে, শুধু যে চারটি সাধারণতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের নয়, পরন্তু গোটা জনগণের প্রতিনিধিদেরই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; কারণ প্রশ্নটি শুধু যেসব সাধারণতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে (এদের মধ্যে রয়েছে চারটি) তাদেরই নয়, পরন্তু সাধারণতন্ত্র-সমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সকল জনগণ ও জাতিসত্তারই বিষয়সম্পৃক্ত। সেই কারণে আমাদের দরকার এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল জাতিসত্তা ও সাধারণতন্ত্রের চাহিদাকেই প্রতিফলিত করবে।

কমরেডগণ, আমি সারসংকলিত করছি।

এইভাবে জাতিগত প্রশ্নটির গুরুত্ব নির্ণীত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির দ্বারা এবং এই ঘটনার দ্বারা যে এখানে রাশিয়াতে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমাদেরকে জাতিগত প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে এক সঠিক, এক আদর্শ পন্থায় যাতে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ মজুত গঠনকারী প্রাচ্যের সামনে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যায় এবং তদ্দারা আমাদের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা ও তাদের কাছে এর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়।

আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিক থেকে নেপ্ কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং বর্ধমান গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ ও আঞ্চলিক জাতিদম্ভ ও জাতিগত প্রশ্নটির বিশেষ গুরুত্বের ওপর আমাদের জোর দিতে বাধ্য করে।

আমি আরও বলেছি যে জাতিগত প্রশ্নটির সারবস্তু নিহিত রয়েছে পূর্বতন প্রভুত্ববিস্তারী জাতিগুলির সর্বহারাশ্রেণী ও পূর্বতন পদানত জাতিগুলির কৃষক-সমাজের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভেতর এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, একটি একক রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের সহযোগিতা সংগঠিত করার পন্থা ও মাধ্যম অনুসন্ধানের দ্বারাই জাতিগত প্রশ্নটির এই মুহূর্তের সুসম্বদ্ধ রূপটি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আমি সেইসব উপাদানের কথাও বলেছি যেগুলি জনগণের ঐধরনের সম্মিলিত হওয়ার অনুপন্থী। এই রকম একটি ঐক্যের প্রতিবন্ধী উপাদানগুলির কথাও আমি বলেছি। আমি বিশেষ করে একটি শক্তি হিসেবে সেই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিষয়ে আলোচনা করেছি যা ক্ষমতা সঞ্চয় করছে। এই শক্তিটি হল এক মৌলিক বিপদ যা রুশ সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি পূর্বতন নিপীড়িত জনগণের আস্থা বিনাশ করতে সক্ষম। এটি হল এক চরম বিপজ্জনক শত্রু, একে আমাদের পরাস্ত করতেই হবে; কারণ একবার একে পরাস্ত করতে পারলে আমরা সেই জাতীয়তাবাদের নয়-দশমাংশই পরাস্ত করতে পারব যা টিঁকে আছে এবং যা কিছু কিছু সাধারণতন্ত্রে বেড়ে উঠছে।

পুনশ্চ। আমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন যে কমরেডদের কয়েকটি গোষ্ঠী আমাদেরকে অন্যান্যদের ক্ষতি করে কয়েকটি জাতিকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করার রাস্তায় ঠেলে দিতে পারে। আমি বলেছি যে আমরা এ পথ নিতে পারি না কারণ এতে জাতীয় শান্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সোভিয়েত

শক্তির প্রতি অন্যান্য জাতির জনগণের আস্থা বিনষ্ট হতে পারে।

আমি আরও বলেছি যে, যুক্তরাষ্ট্রকে যেসব কারণ বাধা দিচ্ছে তাকে সবচেয়ে যন্ত্রণাহীনভাবে দূর করতে আমাদেরকে যে মূল মাধ্যমগুলি সক্ষম করবে তা নিহিত রয়েছে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের মধ্যে যার সম্পর্কে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারি প্লেনামে আরও খোলাখুলি বলেছিলাম এবং যা আরও অবগুণ্ঠিত রূপেই রিপোর্টগুলিতে বিধৃত হয়েছে যাতে কমরেডরা স্বয়ং জাতিসত্তাসমূহের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনে সক্ষম আরও কোন নমনীয় রূপ, আরও কোন যোগ্যতর হাতিয়ারের নির্দেশ সম্ভবতঃ দিতে পারেন।

এই হল উপসংহার।

আমি মনে করি যে একমাত্র এইভাবেই আমরা জাতিগত প্রশ্নটির একটি সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারব এবং সর্বহারা বিপ্লবের পতাকা প্রসারিতভাবে খুলে ধরতে ও তার সমর্থনে প্রাচ্যের সেই দেশগুলির সহমর্মিতা ও আস্থা অর্জন করতে পারব যারা বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ মজুত ও যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামগুলিতে এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। (**হর্ষধ্বনি**)

৪। পার্টিতে ও রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহে জাতীয় উপাদানগুলি সম্পর্কে রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাব

২৫শে এপ্রিল

কমরেডগণ, জাতিগত প্রশ্নের ওপর কমিটির কার্যাবলীর বিষয়ে বক্তব্য রাখা শুরু করার আগে আমার রিপোর্টের ওপর আলোচনায় বক্তাদের উত্তরে দুটি মূল বিষয় বিশ্লেষণ করতে আমাকে অনুমতি দিন। এতে বিশ মিনিটটাক সময় লাগবে, তার বেশি নয়।

প্রথম বিষয়টি এই যে বুখারিন এবং রাকোভ্‌স্কির নেতৃত্বে কমরেডদের একটি গোষ্ঠী জাতিগত প্রশ্নটির গুরুত্বের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, একে অতিরঞ্জিত করেছেন এবং একে সামাজিক প্রশ্নটি, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিতে সুযোগ দিয়েছেন।

এটা আমাদের কাছে কমিউনিস্ট হিসেবে স্পষ্ট যে আমাদের সকল কাজের ভিত্তিই রয়েছে শ্রমিকদের ক্ষমতা শক্তিশালী করার ভেতরে এবং একমাত্র তার পরেই আমরা অন্য প্রশ্নটির, একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথাপি প্রথমটির অনুবর্তী প্রশ্ন, জাতিগত প্রশ্নটির সম্মুখীন হই। আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা যেন অবশ্যই অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির বিরুদ্ধাচরণ না করি। এটা যথার্থ সত্য ; আমি স্বীকার করি যে তাদের আমরা যেন অবশ্যই না বিরুদ্ধাচরণ করি। কিন্তু এ থেকে এই নতুন তত্ত্বটির উদ্ভাবনা যে গ্রেট-রাশিয়ান সর্বহারাশ্রেণীকে পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির তুলনায় অসম আসনে নিশ্চয়ই বসাতে হবে, এটা কিম্ভূত কল্পনা। কমরেড লেনিনের প্রসিদ্ধ নিবন্ধে যেটা ছিল নিছক বক্তৃতালংকার, বুখারিন তাকে একটা রীতিমতো শ্লোগানে পরিণত করেছেন। তথাপি এটা স্পষ্ট যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাজনৈতিক বনিয়াদ হল প্রাথমিকভাবে ও প্রধানতঃ মধ্য এলাকার শিল্পাঞ্চলগুলি, যেগুলি কৃষক এলাকা সেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি নয়। শ্রমিক্‌শ্রেণীর জেলাগুলির ক্ষতি করে আমরা যদি সীমান্তবর্তী কৃষক অঞ্চলগুলিকে অতিরঞ্জিত করি তবে তা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ব্যবস্থায় একটি বিপর্যয়ে পরিণত হতে পারে। কমরেডগণ, সেটা বিপজ্জনক। রাজনীতিতে বিষয়গুলিকে আমাদের যেমন লঘু করতে নেই, তেমনি সেগুলিকে অতিরঞ্জিতও করতে নেই।

এটা মনে রাখতে হবে যে জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়াও শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার আছে তার শক্তিকে সংহত করার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হল এই শেষোক্তটির অনুবর্তী। এরকম ক্ষেত্র আছে যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সঙ্গে অন্যটির—উচ্চতর অধিকারটির—যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে তার নিজের শক্তি সংহত করার অধিকারের সংঘাত হয়। এরকম ক্ষেত্রে খোলাখুলি এটা বলতেই হবে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তার একনায়কত্বের অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে না এবং অবশ্যই তা হয়ে উঠবে না। প্রথমোক্তটি শেষোক্তটির কাছে অবশ্যই বশবর্তী হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২০ সালে এ রকমই ব্যাপার হয়েছিল, তখন শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমাদের ওয়ারশ'র দিকে অভিযান করতে হয়েছিল।

সুতরাং অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির কাছে সমস্ত অঙ্গীকার প্রদানের সময়ে, এইসব জাতিসত্তার প্রতিনিধিবর্গের প্রতি এই কংগ্রেসে কিছু কিছু কমরেড যেমন করেছেন তেমন সাতিশয় সম্মান প্রদর্শনের সময় এটা ভোলা চলবে না, এটা মনে রাখতে হবেই যে আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তর পরিস্থিতিতে জাতিগত প্রশ্নটির প্রয়োগের পরিসর এবং বলা যায় যে তার অধিক্ষেত্রের সীমানাটি সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে 'শ্রমিক প্রশ্নটির' প্রয়োগের পরিসর ও অধিক্ষেত্রের দ্বারা সীমিত।

অনেক বক্তাই ভ্লাদিমির ইলিচের টীকা ও নিবন্ধগুলিকে উদ্ধৃত করেছেন। আমি আমার শিক্ষক কমরেড লেনিনকে উদ্ধৃত করতে চাই না কারণ তিনি এখানে নেই এবং আমার আশংকা যে আমি হয়তো তাঁকে ভুলভাবে ও অযথার্থ-ভাবে উদ্ধৃত করতে পারি। তথাপি জাতিগত প্রশ্নটির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে কমরেডদের মনে যাতে কোন সংশয় অবশেষ না থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমি একটি অনুচ্ছেদকে উদ্ধৃত করতে বাধ্য যেটি স্বতঃসিদ্ধবৎ এবং কোনও বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটাতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি নিবন্ধে জাতিগত প্রশ্নের ওপর মার্কসের চিঠি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড লেনিন নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

'শ্রমিক প্রশ্নটির' তুলনায় জাতিগত প্রশ্নটির অনুবর্তী গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কসের কোনও সংশয় ছিল না।'৭১

এখানে দুটি মাত্র লাইন রয়েছে, কিন্তু তা-ই হল চূড়ান্ত। আর

সেইটাকেই আমাদের কমরেডদের মধ্যে কয়েকজন যারা বুদ্ধিমানের চাইতে উদ্যোগী বেশি তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ ও আঞ্চলিক জাতিদম্ভ সম্পর্কে। এই বিষয়ে রাকোভ্স্কি ও বিশেষ করে বুখারিন বক্তব্য রেখেছিলেন এবং শেষোক্তজন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আঞ্চলিক জাতিদম্ভের ক্ষতিকারিত্ব সম্বন্ধে ধারাটি বর্জন করতে হবে। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, আমরা যখন 'গলিয়াথ' সদৃশ গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের সম্মুখীন তখন আঞ্চলিক জাতিদম্ভের মতো ক্ষুদে পোকাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বুখারিন ছিলেন অনুতপ্ত মনোভাবে। সেটা তো স্বাভাবিকই: তিনি বছরের পর বছর ধরে জাতিসত্তাগুলির বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে পাপ করে এসেছেন। তাঁর অনুতাপ করার এই তো হল পরম সময়। কিন্তু অনুতাপ করতে গিয়ে তিনি আরেক চরমে পৌঁছেছেন। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে বুখারিন তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্য ও অনুতপ্ত হওয়ার জন্যও পার্টিকে আহ্বান করছেন যদিও গোটা পৃথিবী জানে যে পার্টি কোনওভাবেই জড়িত নয়, কারণ তার একেবারে জন্মলগ্ন (১৮৯৮) থেকেই তা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সেই কারণে অনুতপ্ত হওয়ার তার কিছুই নেই। মোদ্দা ব্যাপার হল এই যে, বুখারিন জাতিগত প্রশ্নটির সারবস্তু অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যখন জাতিগত প্রশ্নটির আবশ্যিক ভিত্তিপ্রস্তর করতে বলা হয় তখন উদ্দেশ্য থাকে রুশ কমিউনিস্টদের কর্তব্য নির্দেশ করা; এর দ্বারা বোঝানো হয় যে রুশ কমিউনিস্টদের নিজেদের কর্তব্য হল রুশ জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। রুশ জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যদি রুশদের দ্বারা সংগঠিত না হয়ে তুর্কিস্তানীয় বা জর্জীয় কমিউনিস্টদের দ্বারা হয় তবে তা রুশ-বিরোধী জাতিদম্ভ বলেই প্রতিভাত হবে। তা গোটা বিষয়টিকেই গুলিয়ে দেবে এবং গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভকে শক্তিশালী করবে। গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াই একমাত্র রুশ কমিউনিস্টরাই সংগঠিত করতে ও তাকে আসমাপ্তি পরিচালিত করতে পারে।

আর আঞ্চলিক জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে যখন কোনও সংগ্রাম প্রস্তাবিত হয় তখন তার দ্বারা কি বোঝায়? উদ্দেশ্যটা থাকে আঞ্চলিক কমিউনিস্টদের, অ-রুশ কমিউনিস্টদের তাদের নিজেদের জাতিদাম্ভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের

কর্তব্যের প্রতি নির্দেশ করা। রুশ-বিরোধী জাতিদম্ভের প্রতি বিচ্যুতির অস্তিত্বকে কি অস্বীকার করা যায়? কেন, গোটা কংগ্রেসই তো স্বয়ং দেখেছে যে আঞ্চলিক জাতিদম্ভ, জর্জীয়, বাশ্‌কির এবং অন্যান্য জাতিদম্ভ রয়েছে আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। রুশ কমিউনিস্টরা তাতার, জর্জীয় বা বাশ্‌কির জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না; তাতার বা জর্জীয় জাতিদম্ভের সংগ্রামের কঠোর দায়িত্ব যদি কোন রুশ কমিউনিস্টকে নিতে হয় তবে তা তাতার বা জর্জীয়দের বিরুদ্ধে একজন গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদাম্ভিকের পরিচালিত লড়াই বলে গণ্য হবে। তা গোটা বিষয়টিকেই গুলিয়ে দেবে। একমাত্র তাতার, জর্জীয় এবং অন্যান্য কমিউনিস্টরাই তাতার, জর্জীয় এবং অন্যান্য জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়তে পারে; একমাত্র জর্জীয় কমিউনিস্টরাই জর্জীয় জাতীয়তাবাদ বা জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে। সেটাই হল অ-রুশ কমিউনিস্টদের কর্তব্য। সেই কারণে এই রিপোর্টে দ্বিমুখী কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, একটি হল রুশ কমিউনিস্টদের (আমি গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছি) এবং আরেকটি হল অ-রুশ কমিউনিস্টদের (আমি আর্মেনীয়-বিরোধী, তাতার-বিরোধী, রুশ-বিরোধী জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের কথা বলছি)। অন্যথায়, রিপোর্টটি হবে একপাক্ষিক, কী রাষ্ট্রীয় কী পার্টি কোন বিষয়েই কোনও আন্তর্জাতিকতাবাদ থাকবে না।

আমরা যদি শুধুমাত্র গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াই করি তবে তা তাতার এবং অন্যান্য জাতিদাম্ভিকদের পরিচালিত সেই লড়াইকে আড়াল করে দেবে, যে লড়াই অঞ্চলগুলিতে চাগিয়ে উঠছে এবং এখন নেপ্‌ পরিস্থিতিতে যা বিশেষ করে বিপজ্জনক। দুটি রণাঙ্গনে লড়াই চালানোকে আমরা এড়াতে পারি না কারণ একমাত্র দুই রণাঙ্গনে লড়াই করেই আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি—একদিকে গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে যা আমাদের নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে প্রধান বিপদ এবং অপরদিকে আঞ্চলিক জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে; এই দ্বিমুখী লড়াই যদি আমরা গড়ে তুলতে না পারি তাহলে রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে অন্যান্য জাতিসত্তার শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে কোনও সংহতি থাকবে না। এই লড়াই চালানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আঞ্চলিক জাতিদম্ভকে উস্কানি দেওয়ায়, আঞ্চলিক জাতিদম্ভের দালালি করার এক নীতিতে পর্যবসিত হতে পারে যা আমরা অনুমোদন করতে পারি না।

এখানে আমায় কমরেড লেনিনকে উদ্ধৃত করতে অনুমতি দিন। আমি এটা করতাম না কিন্তু যেহেতু আমাদের কংগ্রেসে এমন বহু কমরেড আছেন যাঁরা কমরেড লেনিনকে ডাইনে-বাঁয়ে উদ্ধৃত করেছেন ও তিনি যা বলেছেন তাকে বিকৃত করেছেন, তাই তাঁরা একটি প্রসিদ্ধ নিবন্ধ থেকে আমাকে দু-একটি কথা পাঠ করতে দিন।

'সর্বহারাশ্রেণীকে "তার নিজের" জাতির দ্বারা নিপীড়িত উপনিবেশ ও জাতিগুলির জন্য রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি অবশ্যই করতে হবে। তারা তা না করলে সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ নিছক অর্থহীন কথা হয়ে থাকবে; নিপীড়ক ও নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমিকদের মধ্যে কী পারস্পরিক বিশ্বাস কী শ্রেণী-সংহতি কোনটাই সম্ভব হবে না।'[১২]

সুতরাং প্রভুত্বকারী বা পূর্বতন প্রভুত্বকারী জাতির সর্বহারাদের এই হল কর্তব্য। তারপর তিনি পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির সর্বহারা বা কমিউনিস্ট-দের কর্তব্যের কথা বলেছেন:

'পক্ষান্তরে, নিপীড়িত জাতিগুলির সমাজতন্ত্রীদের নিপীড়িত জাতির ও শ্রমিকদের সঙ্গে, নিপীড়ক জাতির শ্রমিকদের সাংগঠনিক ঐক্যসহ পূর্ণ ও নির্ব্যূঢ় ঐক্যের জন্য ও তাকে কার্যকরী করার জন্য বিশেষ করে লড়াই করতে হবেই। অন্যথায়, বুর্জোয়াশ্রেণীর সকল পলায়নী কৌশল, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও কূট চালের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র নীতিকে ও অন্য দেশের সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে তার শ্রেণী-সংহতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে অসম্ভব। কারণ নিপীড়িত জাতিগুলির বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বদাই জাতীয় মুক্তির শ্লোগান-গুলিকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার একটি মাধ্যমে রূপান্তরিত করে থাকে।'

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কমরেড লেনিনের পদাংক যদি আমাদের অনুসরণ করতেই হয়—আর কিছু কমরেড তো এখানে তাঁর নামে শপথবদ্ধ—তাহলে এই উভয় তত্ত্বই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তত্ত্ব ও আঞ্চলিক জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তত্ত্বকে একই বিষয়ের দুটি দিক হিসেবে সাধারণভাবে জাতিদাম্ভিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তত্ত্ব হিসেবে প্রস্তাবটিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

এই সঙ্গে আমি এখানে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের জবাবী বক্তব্যের ইতি টানলাম।

এবার আমায় জাতিগত প্রশ্নের ওপর কমিটির কাজ সম্পর্কে বক্তব্য পেশের

অনুমতি দিন। কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবলীকে একটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তা এই তত্ত্বাবলীর ছয়টি সূত্রকে, যথা ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬-কে পুরোপুরি অপরিবর্তিত রাখে। রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বায়ত্তশাসিত সাধারণতন্ত্রগুলিকে এবং ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ককেশাসকে যাতে তারা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে একক স্বতন্ত্রভাবে যোগ দিতে পারে সেইজন্য প্রথমেই বের করে নেওয়া ঠিক কিনা প্রাথমিকভাবে সেই প্রশ্নের ওপর কমিটিতে একটি বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। জর্জীয় কমরেডদের একাংশের প্রস্তাব ছিল এইটাই, কিন্তু জানাই আছে যে এটা ছিল এমনি এক প্রস্তাব যা জর্জীয়, আর্মেনীয় ও আজারবাইজানীয় প্রতিনিধিবর্গের কাছ থেকে সহানুভূতি পাবে না। কমিটি এই প্রশ্নটি আলোচনা করে এবং ঐ তত্ত্বাবলীতে প্রদত্ত প্রস্তাবকে বজায় রাখার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয় যথা রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র একটি অখণ্ড ইউনিট হিসেবেই থাকবে, ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রও থাকবে একটি অখণ্ড ইউনিট এবং প্রত্যেকেই তদনুসারেই সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। জর্জীয় কমরেডদের এই অংশটির প্রদত্ত সবকটি প্রস্তাবকে ভোটে দেওয়া হয়নি কারণ সেগুলির প্রবক্তারাই সেই প্রস্তাবগুলি কোনও সহানুভূতি পাচ্ছে না দেখে সেগুলি প্রত্যাহার করে নেন। এই প্রশ্নটির ওপর বিতর্ক ছিল গুরুতর ধরনের।

যে দ্বিতীয় প্রশ্নটির ওপর একটি বিতর্ক হয়েছিল তা হল এই প্রশ্ন যে দ্বিতীয় কক্ষগুলিকে কিভাবে গড়তে হবে। কমরেডদের একাংশ (সংখ্যালঘু) প্রস্তাব দিয়েছিল যে দ্বিতীয় কক্ষটিকে সবকটি সাধারণতন্ত্র, জাতিসত্তা ও অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী করতে হবে না, তা চারটি সাধারণতন্ত্রের, যথা: রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র, ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র, বিয়েলোরাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠন করতে হবে। সংখ্যাগুরুরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কমিটি এর বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে সকল সাধারণতন্ত্রের (স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত উভয়ই) এবং সকল জাতীয় অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় কক্ষটি গড়ে তোলাই হবে শ্রেয়তর। আমি এই বিষয়ে যুক্তিগুলি হাজির করব না কারণ সংখ্যালঘুর মুখপাত্র রাকোভ্স্কি এখানে তাঁর সেই প্রস্তাবকে সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বলতে চান, কেন্দ্রীয় কমিটি যেটিকে নাকচ করেছে। তাঁর বলার পর আমি আমার যুক্তি হাজির করব।

খুব উত্তপ্ত না হলেও এই প্রশ্নের ওপরেও একটি বিতর্ক হয়েছিল যে জাতিগত প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্যের প্রতি তাকানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করার জন্য তত্ত্বটিকে সংশোধিত করতে হবে কিনা। এই সংশোধনীটি ভোটে দেওয়া হয়। এটা ছিল রাকোভ্স্কির উত্থাপিত সংখ্যালঘুর সংশোধনী। কমিটি এটা নাকচ করে। রাকোভ্স্কি বলবার পর এই প্রশ্নটি সম্পর্কেও আমি বলব।

যেসব সংশোধনী আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি আমি পাঠ করছি। ছ'টি সূত্রকে সেগুলি যেমন ছিল তেমনই গ্রহণ করা হয়েছে। ৭নং সূত্রের ২নং অনুচ্ছেদের ৩য় লাইনে 'সুতরাং, আমাদের পার্টির প্রথম আশু কাজ হল প্রচণ্ডভাবে লড়াই করা' শব্দগুলির পূর্বে নিম্নরূপ অন্তর্ভুক্তি করা হবে :

'কতকগুলি জাতীয় সাধারণতন্ত্রে (ইউক্রেন, বিয়েলোরাশিয়া, আজারবাইজান, তুর্কিস্তান) পরিস্থিতি এই ঘটনার জন্য জটিল যে শ্রমিকশ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যারা সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রধান প্রাকার তারা গ্রেট-রাশিয়ান জাতির অন্তর্ভুক্ত। এইসব জেলায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে বন্ধন স্থাপন পার্টি ও সোভিয়েত উভয় সংস্থাতেই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের উদ্বর্তনের রূপধারী অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবন্ধের সম্মুখীন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে রুশ সংস্কৃতির উন্নততর মানের কথা বলা এবং উন্নততর রুশ সংস্কৃতি আরও পশ্চাদ্পদ জনগণের (ইউক্রেনীয়, আজারবাইজানীয়, উজবেক, কিরঘিজ প্রভৃতি) সংস্কৃতির ওপর অবধারিতভাবে বিজয় অর্জন করবে এই যুক্তি প্রসার করা গ্রেট-রাশিয়ান জাতির প্রভুত্বকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।'

আমি এই সংশোধনীটি গ্রহণ করেছি কারণ এটি তত্ত্বটিকে উন্নত করছে।

দ্বিতীয় সংশোধনীটিও ৭নং সূত্র বিষয়েই। 'অন্যথায় প্রত্যাশা করবার কোনও ভিত্তিই নেই যে' শব্দগুলির পূর্বে নিম্নরূপ সংযোজন করতে হবে :

'পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির সাধারণতন্ত্রসমূহে স্থানীয় জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ সমেত শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি বাস্তব বিধান গ্রহণের মধ্যেই এই সহযোগিতাকে প্রাথমিকভাবে অভিব্যক্ত হতে হবে। সবশেষে, নেপের পরিণতি হিসেবে যে স্থানীয় ও বহিরাগত শোষণকারী ওপরমহল গজিয়ে উঠছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর তার নিজস্ব সামাজিক অবস্থান শক্তিশালী করার সংগ্রামের সঙ্গে দশম কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে এই

সহযোগিতাকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। যেহেতু এই সাধারণতন্ত্রগুলি হল প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক জেলা, তাই প্রাথমিকভাবে প্রাপ্তিসাধ্য রাষ্ট্রীয় ভূমি ভাণ্ডার থেকে মেহনতী মানুষের মধ্যে জমি বণ্টনের মধ্যেই আভ্যন্তর সামাজিক বিধানগুলিকে সংগঠিত হতে হবে।'

পুনশ্চ, ঐ ৭নং সূত্রেই, ২য় অনুচ্ছেদের মাঝখানে যেখানে জর্জীয় জাতিদম্ভ, আজারবাইজানীয় জাতিদম্ভ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে সেখানে 'আর্মেনীয় জাতিদম্ভ প্রভৃতি' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর্মেনীয় কমরেডরা আর্মেনীয়দেরকে উপেক্ষিত হতে দিতে চাননি, তাঁরা তাঁদের জাতিদম্ভেরও উল্লেখ চেয়েছেন।

পুনশ্চ, তত্ত্বাবলীর ৮নং সূত্রে 'এক এবং অবিভাজ্য' শব্দগুলির পরে জুড়তে হবে :

'রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি সরকারী দপ্তর যে স্বশাসিত সাধারণতন্ত্রগুলির স্বাধীন কমিশারমণ্ডলীসমূহের তাদের নিজেদের বশবর্তী করার ও সেগুলির বিলুপ্তিসাধনের ভিত্তি তৈরী করার প্রয়াস পেয়ে থাকে তাকেও আমাদের অবশ্যই অতীতের এক অনুরূপ অপ-উত্তরাধিকার বলে গণ্য করতে হবে।'

৮নং সূত্রে আরও জুড়তে হবে :

'এবং জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলির অস্তিত্বের ও আরও উন্নয়নের চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করছে।'

পুনশ্চ, ৯নং সূত্র। এটাকে নিম্নরূপভাবে শুরু করতে হবে :

'বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রের শ্রমিক ও কৃষকদের সমমান ও স্বেচ্ছাসম্মতির নীতির ওপর গড়ে তোলা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র হল স্বাধীন দেশগুলির পারস্পরিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণীর প্রথম পরীক্ষা এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ বিশ্ব সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।'

১০নং সূত্রের একটি উপ-সূত্র রয়েছে 'ক'; তার আগে একটি নতুন উপ-সূত্র 'ক' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিম্নরূপ মর্মে :

'(ক) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একক সাধারণ-তন্ত্রগুলির অধিকার ও কর্তব্যের সমতাকে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়তঃই সুনিশ্চিত করতে হবে।'

এর পর আসছে উপ-সূত্র 'খ', যেটি পূর্বতন 'ক' উপ-সূত্রটির অনুরূপ শব্দ-সম্বলিত :

'(খ) যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর সংস্থাগুলির ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটি বিশেষ সংস্থাকে প্রবর্তিত করতে হবে যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সমতার ভিত্তিতে সবকটি জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও জাতীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবে ঐসব সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতিসত্তাকে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে।'

এর পর যা আসছে সেটা ছিল উপ-সূত্র 'খ' এবং বর্তমানে সেটা উপ-সূত্র 'গ', তা নিম্নরূপ শব্দসম্বলিত :

'(গ) যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগীয় সংস্থাগুলিকে এমন নীতির ভিত্তিতে গঠন করতে হবে যা সেগুলিতে সাধারণতন্ত্রগুলির প্রতিনিধিদের বাস্তব অংশগ্রহণ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণকে সুনিশ্চিত করবে।'

এরপর আসে উপ-সূত্র 'ঘ', একটি সংযোজনী :

'(ঘ) সাধারণতন্ত্রগুলিকে যথেষ্ট বিস্তৃত আর্থিক ও বিশেষ করে আয়-ব্যয়ক (বাজেটারি) ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে উদ্যোগ দেখাতে সক্ষম হয়।'

এরপর আসছে উপ-সূত্র 'ঙ' রূপে পূর্বতন উপ-সূত্র 'গ'।

'(ঙ) জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির সংস্থাগুলিতে প্রধানতঃ সেই-সব স্থানীয় অধিবাসীর মধ্য থেকে কর্মী নিযুক্ত করতে হবে যারা সংশ্লিষ্ট জনগণের ভাষা, জীবনধারা, অভ্যাস এবং প্রথা অবহিত।'

পুনশ্চ, একটি দ্বিতীয় উপ-সূত্র, যথা 'চ' সংযোজিত হয়েছে :

'(চ) স্থানীয় ও জাতীয় জনগণ এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের সেবারত সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সকল প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করে এমন বিশেষ আইন—জাতীয় অধিকার বিশেষতঃ জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার যারা লংঘন করে তাদেরকে সকল বৈপ্লবিক কঠোরতা নিয়ে বিচার ও শাস্তি বিধান করবে এমন আইনও গ্রহণ করতে হবে।'

এর পর আসে উপ-সূত্র 'ছ', একটি সংযোজনী :

'(ছ) যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য এবং সংহতির আদর্শকে লালন ও জাতীয় সামরিক ইউনিটগুলি সংগঠিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে লালফৌজে শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রসারিত করতে হবে, সাধারণ-

তন্ত্রগুলির পূর্ণ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।'

কমিটি কর্তৃক গৃহীত সংযোজনীগুলি এই ধরনের এবং যেহেতু সেগুলি তত্ত্বাবলীকে পূর্ণতর করেছে আমি তাই এর বিরুদ্ধে নই।

দ্বিতীয় ভাগটি সম্বন্ধে কোনও সত্যকারের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গৃহীত হয়নি। কতকগুলি সামান্য সংশোধনী রয়েছে যা ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করা হবে বলে জাতিগত প্রশ্নের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কমিশনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুতরাং, ২য় ভাগটি ঠিক সেইরূপেই রইল যেমনটি মুদ্রিত নথিপত্রে তা বণ্টন করা হয়েছে।

৫। প্রতিবেদনের উপর সংশোধনীসমূহের জবাব

২৫শে এপ্রিল

রাকোভ্স্কি যদিও কমিটিতে যে প্রস্তাবটি তিনি উত্থাপন করেছিলেন তার দুই-তৃতীয়াংশ পরিবর্তিত করেছেন এবং তা এক-চতুর্থাংশে সংক্ষেপিত করেছেন তবুও আমি তাঁর সংশোধনীর দৃঢ়ভাবে বিরোধী এবং তার কারণ হল নিম্নরূপ। জাতিগত প্রশ্নের ওপর আমাদের তত্ত্বাবলী এমনভাবে সংগঠিত হয়েছে যে আমরা যেন প্রাচ্যের প্রতি সেখানকার সংক্ষিপ্ত ভারী মজুতের কথা মনে ভেবে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছি। আমরা গোটা জাতিগত প্রশ্নটিকে ইলিচের নিবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছি, আমার যতদূর জানা আছে, তিনি কখনো পাশ্চাত্য সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি কারণ জাতিগত প্রশ্নের প্রাণকেন্দ্র সেখানে নয়, বরং প্রাচ্যের উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ-গুলিতেই বর্তমান। রাকোভ্স্কির যুক্তি এই যে প্রাচ্যের দিকে তাকানোর পর পাশ্চাত্যের প্রতিও আমাদের অবশ্যই ফিরতে হবে। কিন্তু কমরেডগণ, তা অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক, কারণ নিয়মমতো জনসাধারণ হয় এই পথে নয় ঐ পথে যেতে পারে; একই সঙ্গে দুই পথে তাকানো অসম্ভব। তত্ত্বা-বলীর সাধারণ সুরটি, প্রাচ্য সুরটি আমরা লংঘন করতে পারি না, অবশ্যই তা করবও না। সেই জন্যই আমি মনে করি যে রাকোভ্স্কির সংশোধনীটি নাকচ করতে হবে।

আমি এই সংশোধনীটিকে মৌলিক গুরুত্বের বলে গণ্য করি। আমি নিশ্চয়ই বলব যে কংগ্রেস যদি এটিকে গ্রহণ করে তাহলে তত্ত্বসমূহ একেবারে আগাগোড়া উল্টে যাবে। রাকোভ্স্কির প্রস্তাব এই যে, দ্বিতীয় কক্ষটিকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তা রাষ্ট্রিক সত্তাসমূহের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি ইউক্রেনকে এক রাষ্ট্রিক সত্তা বলে গণ্য করেন, কিন্তু বাশ্কিরিয়াকে নয়। কেন? সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমরা গণ-কমিশার পরিষদগুলি বিলুপ্ত করছি না। বাশ্কিরিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কী একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়?! তাহলে বাশ্কিরিয়া কেন একটি রাষ্ট্র

নয়? যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির পর ইউক্রেন কি আর রাষ্ট্র থাকবে না? রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় অন্ধ ভক্তিপরায়ণতা রাকোভ্স্কিকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। জাতিসত্তাগুলির যেহেতু সমান অধিকার রয়েছে, যেহেতু তাদের নিজস্ব ভাষা, অভ্যাস, জীবনধারা ও প্রথা রয়েছে, যেহেতু এই জাতিসত্তাগুলি তাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদসমূহ স্থাপন করেছে সেহেতু এটা কি নিশ্চিত নয় যে এইসব জাতীয় ইউনিটগুলি হল রাষ্ট্রিক সত্তা? আমি মনে করি যে আমরা দ্বিতীয় কক্ষে সাধারণতন্ত্রগুলি ও জাতিসত্তাগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ প্রাচ্যের জাতিসত্তাগুলির সঙ্গে, সম্পর্কের দিক থেকে, সমতার নীতি থেকে বিচ্যুত হতে পারি না।

রাকোভ্স্কি স্পষ্টতঃই প্রুশীয় ধাঁচের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার দ্বারা আবদ্ধ। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুমাত্র সমতা বিদ্যমান নেই। আমার প্রস্তাব এই যে বিষয়গুলিকে আমাদের এমন ধারায় বিন্যস্ত করতে হবে যাতে শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব ছাড়াও—আমি সোভিয়েতসমূহের সারা-যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত প্রথম কক্ষের কথা বলছি—আমরা সমতার ভিত্তিতে জাতিসত্তাগুলির প্রতিনিধিত্ব পেয়ে থাকি। বিপ্লবের পক্ষে প্রাথমিক গুরুত্বের হল সেই প্রাচ্যের জনগণ যারা চীনের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে ভাষা, ধর্ম, প্রথা প্রভৃতির দ্বারা সংযুক্ত থেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত। ইউক্রেনের চাইতে এইসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব আরও অনেক বেশি।

ইউক্রেনে আমরা যদি সামান্য কিছু ভুল করে ফেলি তবে প্রাচ্যের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কিছু বেশি হবে না। কিন্তু তুরস্কের ওপর, গোটা প্রাচ্যেরই ওপর প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে হলে মাত্র একটি ক্ষুদ্র দেশে, আজারিস্তানে (১২০,০০০ জনসংখ্যা) একটি সামান্য ভুলই আমাদের করতে হবে কারণ তুরস্ক হল প্রাচ্যের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ক্ষুদ্র কালমিয়াক অঞ্চলে, যার অধিবাসীরা তিব্বত আর চীনের সঙ্গে যুক্ত, একটিমাত্র সামান্য ভুল যদি আমরা করি তবে আমাদের কার্যক্রমের ওপর তার প্রতিক্রিয়া ইউক্রেনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত কোনও ত্রুটির চাইতে অনেক বেশি খারাপ হবে। আমরা প্রাচ্যে এক শক্তিশালী আন্দোলনের সম্ভাবনার মুখোমুখি এবং প্রাথমিকভাবে প্রাচ্যকে উজ্জীবিত করার দিকেই আমাদের কাজকে আমাদের পরিচালিত করতে হবে এবং তেমন কিছু করাকে এড়াতে হবে যা প্রাচ্যের সীমান্তবর্তী

অঞ্চলের যে-কোন, এমনকি ক্ষুদ্রতম একক জাতিসত্তারও গুরুত্বকে কী পরোক্ষ-ভাবে কী সুদূর সম্ভাবনায় হেয় জ্ঞান করে। সেই কারণে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের মতো ১৪০,০০০,০০০ জনসংখ্যার এই বিশাল দেশ শাসন করার দিক থেকে এটা আরও সঠিক, আরও উপযোগী ও আরও সুবিধাজনক হবে, আমার মতে বিষয়গুলি এমনভাবে বিন্যস্ত করাই শ্রেয়তর হবে যাতে দ্বিতীয় কক্ষে সকল সাধারণতন্ত্র ও জাতীয় অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে। আমাদের আছে আটটি স্বশাসিত সাধারণতন্ত্র এবং আরও আটটি স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র; রাশিয়া একটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে যোগ দেবে; আমাদের আছে চোদ্দটি অঞ্চল। এই সবকিছুই সেই দ্বিতীয় কক্ষটি তৈরী করবে যা জাতি-সত্তাগুলির সকল চাহিদা ও অভাবকে প্রতিফলিত করবে ও এমন এক বিশাল দেশে শাসনকার্যকে করবে সম্ভব। সেই কারণে আমি মনে করি যে রাবো ভূঁইস্কর সংশোধনীটিকে বাতিল করতে হবে।

৬। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত কমিশনের রিপোর্টের পরিশিষ্ট

২৫শে এপ্রিল

কমরেডগণ, জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত কমিটির কাজের বিষয়ে আপনাদের কাছে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি এমন দুটি ছোট সংযোজনীয় কথা বলতে ভুলে গিয়েছি যা নিশ্চয়ই অবশ্যউল্লেখ্য। ১০নং অনুচ্ছেদের 'খ' সূত্রে যেখানে বলা হয়েছে যে এমন একটি বিশেষ সংস্থা প্রবর্তিত করতে হবে যা ব্যতিক্রমনির্বিশেষে সমতার ভিত্তিতে সবকটি জাতীয় সাধারণতন্ত্রের ও জাতীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবে, সেখানে নিম্নরূপ সংযোজন প্রয়োজন: 'এইসব সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই সবকটি জাতিসত্তাকে যথাসম্ভব স্থান দিয়ে', কারণ দ্বিতীয় কক্ষে যে সব সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা হবে তার মধ্যে কিছু সংখ্যকে কয়েকটি জাতিসত্তা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তুর্কিস্তান। সেখানে উজবেক ছাড়াও তুর্কমেনীয়, কিরঘিজ ও অন্যান্য জাতিসত্তা রয়েছে এবং প্রতিনিধিদের বিন্যাস করতে হবে এমনভাবে যাতে এইসব জাতিসত্তার প্রত্যেকটিই প্রতিনিধিত্ব পায়।

দ্বিতীয় সংযোজনীটি হল ৫ম ভাগে, একেবারে শেষাংশে। এটি হল:

'স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলিতে এবং সাধারণভাবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে দায়িত্বশীল কর্মীদের কার্যক্রমের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে (সংশ্লিষ্ট সাধারণতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাদবাকী সমগ্র এলাকার শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা), এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে এই মর্মে বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে যাতে জাতিগত প্রশ্ন বিষয়ে পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তব রূপায়ণ পুরোপুরি সুনিশ্চিত করার মতো দায়িত্বশীল কর্মীদের মনোনীত করা হয়।'

এবং এইবারে রাদেক তাঁর ভাষণে যে একটি মন্তব্য করেছেন তার সম্পর্কে দু-এক কথা। আমি এটা বলছি আর্মেনীয় কমরেডদের অনুরোধে। আমার মতে, ঐ মন্তব্যটি হল বাস্তবের সঙ্গে অসমঞ্জস। রাদেক এখানে বলেছেন যে আর্মেনীয়রা আজারবাইজানে আজারবাইজানীয়দের নিপীড়ন করে বা নিপীড়ন করতে পারে এবং বিপরীতভাবে আজারবাইজানীয়রা আর্মেনীয়দের

আর্মেনিয়াতে নিপীড়ন করতে পারে। আমি নিশ্চয়ই বলব যে এরকম ব্যাপার ঘটে না। ঘটে উল্টোটাই : আজারবাইজানে আজারবাইজানীয়রা সংখ্যাগুরু হয়ে আর্মেনীয়দের নিপীড়ন করে ও তাদেরকে জবাই করে, এমনটিই হয়েছিল নাগিশেভানে, সেখানে প্রায় সমস্ত আর্মেনীয়কে নিকেশ করা হয়েছিল; এবং আর্মেনীয়রা আর্মেনিয়াতে প্রায় সমস্ত তাতারকে নিকেশ করেছিল। এরকমই হয়েছিল জাঙ্গেজুরে। একটি বিদেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা সেইসব মানুষকে নিপীড়ন করছে যারা সংখ্যাগুরুর অন্তর্ভুক্ত—এমনধারা অস্বাভাবিক ব্যাপার কখনো ঘটেনি।

এক যৌথ সংগঠক হিসেবে সংবাদপত্র

ইঙ্গুলভ তাঁর 'মূল অভিমুখে' নিবন্ধে (**প্রাভদা**, সংখ্যা ৯৮ দ্রষ্টব্য) রাষ্ট্র ও পার্টির পক্ষে সংবাদপত্রের গুরুত্বের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছিলেন। স্পষ্টতঃই তাঁর মতামতকে দৃঢ় করার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টটির সেই জায়গাটির উল্লেখ করেন যেখানে সেটি বলেছিল যে সংবাদপত্র 'পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক অনির্দেশ্য সংযোগ কায়েম করে, এমন এক সংযোগ যা যে-কোন গণ সংবাহী হাতিয়ারের কর্মশক্তিবিশিষ্ট', যে 'সংবাদপত্র হল এমন এক শক্তিশালীতম হাতিয়ার যার মাধ্যমে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যহ, প্রতি ঘণ্টায় কথা বলে থাকে।'

কিন্তু সমস্যাটি সমাধান করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ইঙ্গুলভ দুটি ভুল করেছেন : প্রথমতঃ, তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট থেকে গৃহীত অনুচ্ছেদটির অর্থকে বিকৃত করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংবাদপত্র একটি সংগঠক হিসেবে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে সেটিকে দৃষ্টিগোচরে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি মনে করি যে, প্রথমটির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা উচিত।

(১) রিপোর্টের অর্থ এই নয় যে, পার্টির ভূমিকা শুধু শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে **কথা বলাতেই** সীমাবদ্ধ। পার্টির সেখানে তার সঙ্গে শুধু কথা বলা নয়, **আলোচনাও** করতে হবে। এই 'কথা বলা' সূত্রের সঙ্গে 'আলোচনা করা' সূত্রটির তুলনা নিছক বাকচাতুরীর অতিরিক্ত কিছু নয়। কার্যক্ষেত্রে, এই দুটি এমন এক অপৃথকসাধ্য সমগ্রকে তৈরী করে যা পাঠক ও লেখকের মধ্যে, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, রাষ্ট্র ও ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অবিরত মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এটা ঘটে আসছে গণ-সর্বহারা পার্টির একেবারে গোড়াপত্তন থেকে, পুরানো **ইস্ক্রার** আমল থেকে। ইঙ্গুলভ এরকমটি ভেবে ভুল করেছেন যে এই ধরনের মিথষ্ক্রিয়া শুরু হয়েছে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অল্প কয়েক বছর মাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির মূল বিষয় 'কথা বলা'য় নিহিত নয়, নিহিত এইখানে যে সংবাদপত্র 'পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে',

এমন একটি সংযোগ 'যা অন্য যে-কোন গণ-সংবাহী হাতিয়ারের সমশক্তি-বিশিষ্ট'। অনুচ্ছেদটির মূল বিষয় নিহিত রয়েছে সংবাদপত্রের সাংগঠনিক গুরুত্বের মধ্যে। সংক্ষেপে সেই কারণেই কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টের মধ্যে সংবাদপত্রকে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্যতম সংবাহী বলয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ইঙ্গুলভ অনুচ্ছেদটি অনুধাবনে ব্যর্থ হন ও এর অর্থটি অজান্তেই বিকৃত করেন।"

(২) ইঙ্গুলভ বিক্ষোভ প্রচার ও অন্যায়কে প্রকট করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন এইটি ভেবে যে সাময়িকপত্রের কার্যক্রম এতেই সীমাবদ্ধ। তিনি আমাদের দেশের কতকগুলি অন্যায়ের কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে সমস্যাটির 'মূল' হচ্ছে সংবাদপত্রে সত্যোদ্ঘাটন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রচার। এটা অবশ্য স্পষ্ট যে সংবাদপত্রের বিক্ষোভ প্রচারক ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক বর্তমান মুহূর্তে তার সাংগঠনিক ভূমিকাটিই আমাদের নির্মাণকার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মোদ্দা ব্যাপারটি হল এই যে, একটি সংবাদপত্র অবশ্যই শুধু বিক্ষোভ প্রচার ও সত্যোদ্ঘাটন করবে না, সর্বোপরি প্রাথমিকভাবে একদিকে পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এবং অপরদিকে শিল্প ও কৃষি জেলাগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য পার্টি থেকে ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল শ্রমিকশ্রেণীর ও সকল জেলাগুলির দিকে সূত্র সংবাহিত করার উদ্দেশ্যে তার (সংবাদপত্রের—অনুবাদক) নিশ্চয়ই গোটা দেশে, সকল শিল্প ও কৃষিকেন্দ্রে, সকল উয়েজদ্ ও ভোলস্তে সহযোগী প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের একটি বিস্তৃত জাল থাকবে। যদি, ধরা যাক, বেদনোতার[১৩] মতো একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্র মাঝে-মধ্যে মতামত আদান প্রদান ও অভিজ্ঞতা সংহত করার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে তার প্রধান প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করে, এবং এই প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ তরফে একই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের জেলা, কেন্দ্র ও ভোলস্তের নিজের সংবাদদাতাদের সম্মেলন আহ্বান করে তাহলে সেটা শুধু পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, রাষ্ট্র ও আমাদের দেশের দূরতম অংশগুলির মধ্যে সাংগঠনিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেই নয়, সেই সঙ্গে খোদ সংবাদপত্রকেই উন্নত ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে, আমাদের সাময়িক সংবাদপত্রের সকল কর্মীদেরকে উন্নত ও প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে এক প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির পদক্ষেপ হবে। আমার মতে সাংবাদিকদের 'সারা-রুশ' ও অন্যান্য কংগ্রেসের চাইতে এই ধরনের সম্মেলনগুলি হবে অনেক বেশি

বাস্তব গুরুত্বসম্পন্ন। পার্টি ও সোভিয়েত শাসনের তরফে সংবাদপত্রগুলিকে যৌথ সংগঠক করে তোলা, সেগুলিকে আমাদের দেশের ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ও তাদেরকে পার্টি ও সোভিয়েত শাসনের চতুষ্পার্শে শামিল করার একটি মাধ্যমে পরিণত করা—এই হল সংবাদপত্রের এখনকার আশু কর্তব্য।

আমাদের পার্টির জীবনে সাময়িক সংবাদপত্রগুলির সংগঠনী ভূমিকা সম্পর্কে কমরেড লেনিনের নিবন্ধ 'কোথায় শুরু করতে হবে' (১৯০১ সালে লেখা) থেকে পাঠককে অল্প কয়েকটি লাইন স্মরণ করিয়ে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় হবে না:

'একটি সংবাদপত্রের ভূমিকা কিন্তু নিছক আদর্শ সম্প্রসারণে, শুধু রাজনৈতিক শিক্ষায় ও রাজনৈতিক মিত্রদের আকর্ষণ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। একটি সংবাদপত্র শুধু এক যৌথ প্রচারক ও যৌথ বিক্ষোভ সংগঠকই নয়, একটি যৌথ সংগঠকও বটে। এদিক থেকে তার সঙ্গে নির্মীয়মান এক অট্টালিকার চারিধারে তৈরী মাচান-ভারার তুলনা করা চলে যা কাঠামোটির নক্শা চিহ্নিত করে, নির্মাতাদের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করে এবং তাদেরকে কাজ বাঁটোয়ারা করে দিতে ও তাদের সংগঠিত শ্রমের দ্বারা অর্জিত সাধারণ ফলশ্রুতির নিরিখ করতে সুযোগ দেয়। একটি সংবাদপত্রের সাহায্যে ও সংযোগে এমন একটি স্থায়ী সংস্থা স্বতঃই বিকশিত হয়ে উঠবে যা তার সদস্যদেরকে সযত্নে রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করতে, সেগুলির গুরুত্ব ও যে প্রভাব তারা জনগণের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার করে তার মূল্যায়ন করতে ও বিপ্লবী পার্টি এইসব ঘটনাকে যেসব যথোপযুক্ত মাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে তা উদ্ভাবন করতে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে শুধু আঞ্চলিক নয়, নিয়মিত সাধারণ কার্যক্রমেও নিযুক্ত থাকবে। শুধুমাত্র প্রায়োগিক কাজটুকুই—কাগজের জন্য নিয়মিত লেখা যোগান সুনিশ্চিত করা ও তার যথাযথ বন্টন করা—সেইটাই ঐক্যবদ্ধ পার্টির আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের এক বিস্তৃত জাল তৈরী করার প্রয়োজন সৃষ্টি করবে, এই প্রতিনিধিরা এমন যাদের পরস্পরের সঙ্গে থাকবে জীবন্ত যোগাযোগ, যারা সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে হবে ওয়াকিবহাল, সারা-রুশ কার্যক্রমের বিস্তৃত কার্যধারা নিয়মিত পরিচালনায় ও বিভিন্ন বিপ্লবী কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাদের শক্তি যাচাইয়ে হবে অভ্যস্ত। প্রতিনিধিদের

এই জালটি ঠিক সেই সংযোগের একটি কাঠামো গড়ে তুলবে যা আমাদের দরকার অর্থাৎ এমন একটি যা গোটা দেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে যথেষ্ট বিশাল; একটি কঠোর ও বিস্তৃত শ্রমবিভাগকে কার্যকরী করার মতো যথেষ্ট বিস্তৃত ও বহুমুখী; সকল পরিস্থিতিতে, সকল "ঘূর্ণাবর্তে" এবং সকল আকস্মিকতায় তার নিজের কাজ অবিচলভাবে চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরীক্ষিত ও পোড়-খাওয়া; বিরাট পরিমাণ অদম্য ক্ষমতার শত্রু যখন একটিমাত্র স্থানে তার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে তখন তার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট নমনীয় কিন্তু এই শত্রুর অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ নিতে ও যেখানে যখন তার সামান্যতম প্রত্যাশিত তখনি তাকে আক্রমণ করতে সক্ষম।'[৭৪]

সেই সময়ে কমরেড লেনিন আমাদের পার্টিকে গড়ে তোলার একটি যন্ত্র হিসেবে সংবাদপত্রকে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এতে সন্দেহের কোনও ভিত্তিই নেই যে কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন তা আমাদের পার্টির ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতেও সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য।

ইঙ্গুলভ তাঁর নিবন্ধটিতে সাময়িক সংবাদপত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনী ভূমিকাটি দৃষ্টিগোচরে আনতে পারেননি। সেটাই হল তাঁর মুখ্য ভ্রান্তি।

এটা কি করে হল যে আমাদের মুখ্য সংবাদপত্র-কর্মীদের একজন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দৃষ্টি থেকে হারিয়ে ফেললেন? গতকাল আমাকে জনৈক কমরেড বলছিলেন যে আপাতত: মনে হয় যে সংবাদপত্রের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইঙ্গুলভের আরও একটি, একটি দূরবর্তী, উদ্দেশ্য ছিল, যথা 'কাউকে আঘাত হানা, আর অন্য কাউকে ভাল ফল দেওয়া'। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে রাজী নই যে ব্যাপারটা এরকম এবং আমি কারুর এই অধিকার অস্বীকার করারও পুরোপুরি বিরুদ্ধে যে আশু লক্ষ্য ছাড়াও সে দূরবর্তী লক্ষ্যের জন্য নিজেকে নিয়োগ করবে। কিন্তু দূরবর্তী লক্ষ্য যেন কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সংগঠনী ভূমিকাকে অভিব্যক্ত করার আশু দায়িত্বকে অস্বচ্ছ না করে দিতে পারে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৯
৬ই মে, ১৯২৩
স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৯-এ সংবাদপত্রের সংগঠনী ভূমিকা সম্পর্কিত আমার নিবন্ধে সংবাদপত্রের প্রশ্নে ইস্কুলভ যে দুটি ভুল করেছিলেন তার প্রতি আমি নির্দেশ করেছি। এর জবাবে ইস্কুলভ তাঁর নিবন্ধে (**প্রাভদা,** সংখ্যা ১০১ দ্রষ্টব্য) অজুহাত দেন যে সেগুলি তাঁর ভ্রান্তি ছিল না, ছিল 'ভুল বোঝাবুঝি'। আমিও ইস্কুলভের ভুলকে 'ভুল বোঝাবুঝিই' বলতে চাইছি। কিন্তু সমস্যা এই যে ইস্কুলভের জবাবে এমন তিনটি নতুন ভ্রান্তি, অথবা যদি চান তাহলে এমন তিনটি নতুন 'ভুল বোঝাবুঝি' রয়েছে যা দুর্ভাগ্যবশতঃ সংবাদপত্রের বিশেষ গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবতঃ উপেক্ষা করা যায় না।

(১) ইস্কুলভ জোর দিয়ে বলছেন যে তাঁর প্রথম নিবন্ধে তিনি সংবাদপত্রের সংগঠনী ভূমিকার প্রশ্নটির ওপর গুরুত্ব কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন বোধ করেননি, এবং তিনি এক 'সীমিত উদ্দেশ্য' অনুসরণ করেছিলেন, যথা 'কে আমাদের পার্টি সংবাদপত্রকে তৈরী করে' সেটা স্থির করা। ঠিক আছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ইস্কুলভ তাঁর নিবন্ধের শীর্ষলেখ হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে এমন একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেন কেন যে অনুচ্ছেদটি শুধুমাত্র আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংগঠনী ভূমিকাটি সম্পর্কেই বক্তব্য রাখে? হয় এটা অথবা ওটা: হয় ইস্কুলভ অনুচ্ছেদটির অর্থই বুঝতে পারেননি, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে গৃহীত পত্র-পত্রিকার সংগঠনী গুরুত্ব সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটির সঠিক অর্থ সত্ত্বেও এবং তার বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর গোটা নিবন্ধটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। যে-কোন ক্ষেত্রেই ইস্কুলভের ভ্রান্তি হল অত্যন্ত প্রকট।

(২) ইস্কুলভ জোর দিয়ে বলছেন যে 'দু-তিন বছর আগে আমাদের সংবাদপত্র জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না,' 'পার্টিকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেনি,' যে সাধারণভাবে সংবাদপত্র ও জনগণের মধ্যে সংযোগ 'ছিল না'। ইস্কুলভের নিবন্ধটি যে কি রকম চূড়ান্ত গরমিলে ভরা, প্রাণহীন ও বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন তা বুঝতে হলে এই জোরালো মতটি সযত্নে পাঠ করাই যথেষ্ট। সত্যিই যদি আমাদের পার্টির সংবাদপত্র ও তন্মাধ্যমে খোদ পার্টিই 'দু-তিন বছর আগে'

ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে 'সংযুক্ত না থাকত' তাহলে এটা কি নিশ্চিত নয় যে আমাদের পার্টি বিপ্লবের আভ্যন্তর ও বাহ্যিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো না, তা 'অচিরাৎ' কবরে যেত, শূন্যে যেত মিলিয়ে? একবারটি ভাবুন: গৃহযুদ্ধ রয়েছে তার চূড়ান্ত মাত্রায়, পার্টি অনেকগুলি চমৎকার সাফল্য লাভ করে শত্রুদেরকে পিটিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে; সংবাদপত্রের মাধ্যমে পার্টি শ্রমিক ও কৃষকদেরকে তাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমি রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে; শত শত প্রস্তাবে শত-সহস্র শ্রমজীবী মানুষ পার্টির আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে এবং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গে প্রস্তুত হয়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছে; কিন্তু ইষুলভ এসব কিছু জেনেশুনেও এটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব দেখছেন যে 'দু-তিন বছর আগে আমাদের সংবাদপত্র জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না এবং স্বভাবতঃ তা পার্টিকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেনি।' এটা কি হাস্যকর নয়? আপনারা কি 'জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত নয়' এরকম কোনও পার্টির কথা কখনো শুনেছেন যা একটি গণ-সংবাদপত্রের মাধ্যমে শত-সহস্র শ্রমিক ও কৃষককে লড়াইয়ে উদ্দীপিত করেছে? কিন্তু যেহেতু শত-শহস্র মানুষকে পার্টি তা সত্ত্বেও লড়াইয়ে উদ্দীপিত করতে পেরেছে সেহেতু এটা কি নিশ্চিত নয় যে সংবাদপত্রের সাহায্য ছাড়া একটি গণ-পার্টি তা সম্ভবতঃ করতে পারত না? হাঁ, কেউ নিশ্চয়ই জনগণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছিল, কিন্তু তা আমাদের পার্টি নয়, নয় তার সংবাদপত্রও; তা অন্য কিছু। সংবাদপত্রকে অবশ্যই দোষ দেওয়া চলবে না। মোদ্দা ব্যাপার এই যে 'দু-তিন বছর আগে' পার্টি নিশ্চয়ই তার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এটা অন্য কিছু হতে পারতও না; কিন্তু সেই সংযোগ ছিল আপেক্ষিকভাবে দুর্বল, আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেস এটা যথার্থই লক্ষ্য করেছিল। এখনকার কর্তব্য হল এই সংযোগকে প্রসারিত করা, তাকে সর্বাধিকভাবে শক্তিশালী করা, তাকে দৃঢ়তর ও আরও নিয়মিত করা। সেইটা হল গোটা ব্যাপারটি।

(৩) ইষুলভ আরও জোর দিয়ে বলছেন যে 'দু-তিন বছর আগে সংবাদপত্রের মাধ্যমে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোনও মিথস্ক্রিয়া ছিল না।' কেন? কারণ দেখা যায় যে সেই সময় 'আমাদের সংবাদপত্র প্রত্যহই সংগ্রামের আহ্বান দিয়েছিল, সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী ও পার্টির সিদ্ধান্তসমূহ বিবৃত করেছিল, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পাঠকদের কাছ থেকে কোনও সাড়া ছিল না।' তিনি সেইটাই বলছেন যে 'শ্রমিকশ্রেণীর পাঠকদের

কাছ থেকে কোনও সাড়া ছিল না।'

এটা অবিশ্বাস্য, দানবিক, কিন্তু একটি ঘটনাই।

প্রত্যেকেই জানে যে পার্টি যখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'পরিবহনকে সাহায্যের জন্য সকলে!' আহ্বানটি দিয়েছিল তখন জনগণ তাতে সর্বসম্মতভাবে সাড়া দিয়েছিল, পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নীত করার জন্য সহমর্মী ও প্রস্তুত মনোভাব প্রকাশ করে সংবাদপত্রের কাছে শত শত প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং তা অব্যাহত রাখতে তাদের শত-সহস্র সন্তানদের পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইঙ্গুলভ একে শ্রমিকশ্রেণীর পাঠকদের কাছ থেকে সাড়া বলে গণ্য করতে রাজী নন, তিনি একে সংবাদপত্রের মাধ্যমে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বলতে রাজী নন কারণ এই মিথষ্ক্রিয়া পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যতটা সরাসরিভাবে, অবশ্যই সংবাদপত্রের মাধ্যমে, সাধিত হয়েছিল ততটা সংবাদদাতাদের মাধ্যমে হয়নি।

প্রত্যেকেই জানে যে পার্টি যখন 'দুর্ভিক্ষকে রোধ!' আহ্বানটি দিয়েছিল তখন জনগণ সর্বসম্মতভাবে পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, পার্টির সংবাদপত্রে অসংখ্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তাদের শত-সহস্র সন্তানদের পাঠিয়েছিল। ইঙ্গুলভ কিন্তু একে শ্রমিকশ্রেণীর পাঠকের কাছ থেকে সাড়া বলে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া বলে গণ্য করতে রাজী নন কারণ এই মিথষ্ক্রিয়া 'রীতিমাফিক' ঘটেনি, কিছু সংবাদদাতারা উপেক্ষিত হয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইঙ্গুলভের মতানুসারে এটাই দাঁড়ায় যে, যদি শত-সহস্র শ্রমিক পার্টির সংবাদপত্রের আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সেটা পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোনও মিথষ্ক্রিয়াই নয়, কিন্তু ঐ একই আহ্বানে পার্টি সংবাদপত্র যদি গোটাকুড়ি সংবাদদাতার কাছ থেকে লিখিত জবাব পায় তবে সেইটাই হল পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাস্তব, অকৃত্রিম মিথষ্ক্রিয়া। আর এইটাকেই বলে পার্টি সংবাদপত্রের সংগঠনী ভূমিকার সংজ্ঞা দেওয়া! ভগবানের দোহাই, ইঙ্গুলভ, মিথষ্ক্রিয়ার মার্কসীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে তার আমলাতান্ত্রিক ব্যাখ্যা গুলিয়ে ফেলবেন না।

কিন্তু পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিথষ্ক্রিয়াকে কোনও আমলার চোখে নয়, একজন মার্কসবাদীর চোখে যদি নিরিখ করা যায় তাহলে

এটা স্পষ্ট হবে যে এই মিথস্ক্রিয়াটি সর্বদাই সাধিত হয়েছে, 'দু-তিন বছর আগেও' এবং তার আগেও, আর এটা সাধিত না হলে চলতও না কারণ অন্যথায় পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারত না এবং শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় বজায় থাকতে পারত না। নিশ্চিতভাবেই এখনকার মূল বিষয় হল এই মিথস্ক্রিয়াকে আরও অবিরাম ও সুস্থায়ী করা। ইঙ্গুলভ যে শুধু সংবাদপত্রের সংগঠনী গুরুত্বকে লঘু করেই দেখেছেন তা নয়, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়ার মার্কসীয় ধারণাকে আমলাতান্ত্রিক, আপাতঃকৌশলী ধারণা দিয়ে সরিয়ে রেখে তিনি এর ভুল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আর একেই তিনি বলেছেন একটি 'ভুল বোঝাবুঝি'।...

ইঙ্গুলভের 'দূরবর্তী উদ্দেশ্য' যা তিনি খুব জোর দিয়ে অস্বীকার করছেন সে সম্পর্কে আমি এটা অবশ্যই বলব যে তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধটি সেই বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহকে অপসারণ করেনি যা আমি আমার পূর্বতন নিবন্ধে প্রকাশ করেছিলাম।

প্রাভদা, সংখ্যা ১০২
১০ই মে, ১৯২৩
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি(ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সম্মেলন[১৫]

৯-১২ই জুন, ১৯২৩

জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের
দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে রু.ক.পা.-র
কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সম্মেলন
আক্ষরিক রিপোর্ট
মস্কো, ১৯২৩

১। চতুর্থ সম্মেলনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত জাতিগত প্রশ্ন বিষয়ে খসড়া কর্মসূচী[৭৩]

জাতিগত প্রশ্নের ওপর পার্টির কার্যক্রমের সাধারণ লাইন

দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত অবস্থান থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কে জাতিগত প্রশ্নের ওপর পার্টির কার্যক্রমের সাধারণ লাইনটিকে ঐ কংগ্রেসের গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তাবের তৎসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলির দ্বারা স্থিরীকৃত হবে, যথা প্রস্তাবটির প্রথম ভাগের ৭নং সূত্র এবং দ্বিতীয় ভাগের ১, ২ এবং ৩নং সূত্র।

পার্টির মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনগণের মধ্যেকার সর্বহারা ও আধা-সর্বহারা চরিত্রের ব্যক্তিদের নিয়ে নবীন কমিউনিস্ট সংস্থা লালিত ও বিকশিত করা; এইসব সংগঠনগুলি যাতে তাদের নিজেদের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সবকিছু করা, সঠিক কমিউনিস্ট শিক্ষা অর্জন করা এবং খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্ট ক্যাডারদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা, এমনকি প্রথমদিকে তারা সংখ্যায় অল্প হলেও। সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত শাসন একমাত্র তখনি শক্তিশালী হবে যখন সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি সেখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্টদের নিজেদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেখানকার পরিস্থিতি জনগণের শুধুমাত্র বিভিন্ন সামাজিক অন্তর্গঠনের জন্য হলেও সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পকেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি পৃথক এবং এই কারণে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যবিধি প্রয়োগ করা প্রায়শঃই আবশ্যক। বিশেষতঃ, মধ্যাঞ্চলগুলির চাইতে এইখানে, স্থানীয় জনগণের শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন জয়ের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী গণতন্ত্রী ব্যক্তিদের, এমনকি যারা সোভিয়েত-শাসনের প্রতি তাদের মনোভাবে নিছক অনুগত তাদেরও, দাবির কিছুটা অংশ আপসে ছেড়ে দেওয়া আরও বেশি করে প্রয়োজন। সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য অঞ্চলগুলির বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা থেকে বহু ক্ষেত্রে পৃথক। সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এত কম সংখ্যক স্থানীয় বুদ্ধিজীবী কর্মী রয়েছে যে তাদের প্রত্যেককে সোভিয়েত শাসনের পক্ষে টানার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অবশ্যই চালাতে হবে।

সীমান্ত অঞ্চলগুলির কোনও কমিউনিস্টকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সে হল একজন কমিউনিস্ট এবং **সেই কারণে** স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে গিয়ে তাকে সেইসব স্থানীয় জাতীয় ব্যক্তিদেরকে রেয়াৎ দিতে হবে যারা সোভিয়েত কাঠামোর মধ্যে অনুগতভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। এটা অবশ্য মার্কসবাদের নীতির জন্য ও অকৃত্রিম আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্য এবং জাতীয়তাবাদের দিকে এক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এক রীতিমাফিক মতাদর্শগত সংগ্রামকে নিবারণ করে না, পক্ষান্তরে তা পূর্বাহ্নেই প্রয়োজনীয় বোধ করে। একমাত্র এই পথেই স্থানীয় জাতীয়তাবাদকে সাফল্যের সঙ্গে দূরীভূত করা ও স্থানীয় জনগণের ব্যাপক স্তরকে সোভিয়েত শাসনের সপক্ষে জয় করা সম্ভব হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি দ্বিতীয় কক্ষ প্রবর্তন এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশারমণ্ডলীসমূহের সংগঠন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

এখনো পর্যন্ত অসম্পূর্ণ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সব সমেত এ ধরনের সাতটি প্রশ্ন রয়েছে:

(ক) **দ্বিতীয় কক্ষের গঠন**। এই কক্ষটি অবশ্যই স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্রগুলির প্রতিনিধিদের (প্রত্যেকটি থেকে চার বা তদূর্ধ্ব নিয়ে) এবং জাতীয় অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের (প্রত্যেকটি থেকে একজনই যথেষ্ট হবে) নিয়ে গঠিত হবে। এটা বাঞ্ছনীয় যে বিষয়গুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হবে যাতে প্রথম কক্ষের সদস্যরা নিয়মমতো যুগপৎভাবে দ্বিতীয় কক্ষের সদস্য হতে পারবে না। সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিরা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হবে। প্রথম কক্ষ অভিহিত হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত বলে, দ্বিতীয়টি—জাতিসত্তাসমূহের সোভিয়েত।

(খ) **প্রথমটির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষটির অধিকার।** দুটি কক্ষের প্রত্যেকেরই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতাসহ **সমান** অধিকার থাকতে হবে, এই শর্তসাপেক্ষে যে কোনও একটি কক্ষে উত্থাপিত বিলটি আইনে পরিণত হতে পারবে না যতক্ষণ না তা উভয় কক্ষেরই, পৃথকভাবে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে, সম্মতিলাভ করছে। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে, বিতর্কিত প্রশ্নগুলি উভয়-কক্ষের একটি সালিশী কমিশনে পেশ করতে হবে এবং কোনও মীমাংসায় যদি উপনীত না হওয়া যায় তাহলে সেগুলি আরেকবার উভয় কক্ষের একটি যুগ্ম অধিবেশনে ভোটে দেওয়া হবে। যদি বিতর্কিত বিলটি এইভাবে সংশোধিত হয়েও দুটি কক্ষের সংখ্যাধিক্যের সমর্থনলাভে ব্যর্থ হয় তবে বিষয়টিকে সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের এক বিশেষ বা সাধারণ অধিবেশনে পেশ করতে হবে।

(গ) **দ্বিতীয় কক্ষের অধিক্ষেত্র।** (প্রথমটির মধ্যে) দ্বিতীয় কক্ষের অধিক্ষেত্রের বিবেচ্য বিষয়গুলি ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানের ১নং সূত্রে নির্দেশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর (প্রেসিডিয়াম) এবং যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের আইনবিষয়ক কাজ-কর্ম চালু থাকবে।

(ঘ) **সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী।** কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি সভাপতিমণ্ডলী থাকবে। এটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির উভয় কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবে, অবশ্য তাতে জাতিসত্তাগুলির, অন্ততঃ তাদের মধ্যে যেগুলি বৃহত্তম তাদের, প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি একক সভাপতিমণ্ডলীর বদলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির প্রত্যেক কক্ষের জন্য আইনবিষয়ক কার্যাবলীসম্পন্ন দুটি সভাপতিমণ্ডলী তৈরী করার বিষয়ে ইউ-ক্রেনীয়দের প্রস্তাবটি সুপারিশের অযোগ্য। এক অধিবেশন থেকে অন্য অধি-বেশনে নিয়ত, অবিরাম কার্যরত সভাপতিমণ্ডলী হল যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। আইনবিষয়ক কার্যাবলীসম্পন্ন দুটি সভাপতিমণ্ডলী গঠনের অর্থ হবে এক দ্বিধাবিভক্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং তা অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কক্ষগুলির নিজস্ব সভাপতিমণ্ডলী থাকতে হবে কিন্তু তাদের আইনবিষয়ক কাজ থাকা উচিত নয়।

(ঙ) **মিশ্র (মার্জড্) কমিশারমণ্ডলীসমূহের সংখ্যা।** কেন্দ্রীয়

কমিটির পূর্বতন প্লেনামগুলির সিদ্ধান্তসমূহ অনুসারে পাঁচটি মিশ্র কমিশার-মণ্ডলী (বৈদেশিক বিষয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ, পরিবহন এবং ডাক ও তার) ও আরও পাঁচটি নির্দেশক (ডিরেক্টিভ) কমিশারমণ্ডলী (অর্থবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, খাদ্যবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, শ্রমবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন) থাকতে হবে এবং বাদবাকী কমিশারমণ্ডলীসমূহকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত হতে হবে। ইউক্রেনীয়দের প্রস্তাব যে বৈদেশিক বিষয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কমিশারমণ্ডলীসমূহ মিশ্র স্তর থেকে নির্দেশক স্তরে রূপান্তর করা হোক অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রগুলিতে এই কমিশারমণ্ডলীকে বৈদেশিক বিষয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিশারমণ্ডলীসমূহের সমান্তরাল কিন্তু তাদের নির্দেশের বশবর্তী করা হোক। আমরা যদি সত্য সত্যই এমন একটি একক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র গঠন করতে চাই যা বহির্বিশ্বের কাছে এক ঐক্যবদ্ধ সমগ্র বলে প্রকাশিত হতে পারবে তাহলে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা যায় না! সেই রেয়াৎ চুক্তিগুলির সম্বন্ধেও এই একই কথা বলতে হবে যেগুলির সম্পাদনা কেন্দ্রীভূত করতে হবে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে।

(চ) **সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশারমণ্ডলীসমূহের কাঠামো।** বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জাতিসত্তাগুলির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা এইসব গণ-কমিশারমণ্ডলীসমূহের কলেজিয়ামগুলিকে প্রসারিত করতে হবে।

(ছ) **সাধারণতন্ত্রগুলির আয়-ব্যয়ক (বাজেট) অধিকার।** সাধারণ-তন্ত্রগুলিকে তাদের বরাদ্দ অংশের সীমার মধ্যে নিজেদের বাজেটের বিষয়ে আরও স্বাধীনতা দিতে হবে, অংশের পরিমাণ বিশেষভাবে স্থির করতে হবে।

স্থানীয় জনগণের শ্রমজীবী মানুষদের পার্টি ও সোভিয়েত বিষয়ে সামিল করানোর জন্য ব্যবস্থাবলী

অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করে ইতিমধ্যে চারটি ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব :

(ক) রাষ্ট্র ও পার্টির হাতিয়ারগুলিকে জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের হাতে বিশুদ্ধীকৃত করা (প্রাথমিকভাবে এটা গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদীদের উল্লেখ

করছে, কিন্তু এটা একই সঙ্গে রুশ-বিরোধী ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদেরও উল্লেখ করছে)। এই বিশুদ্ধীকরণ অভিযান চালাতে হতে সতর্কতার সঙ্গে, প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে।

(খ) সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রীয় ও পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় চরিত্র দেওয়ার জন্য সুসম্বদ্ধ ও অধ্যাবসায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ দায়িত্বশীল কর্মীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে স্থানীয় ভাষা প্রবর্তন করা।

(গ) সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে কম-বেশি যারা অনুগত চরিত্রের তাদেরকে বাছাই ও তালিকাভুক্ত করা। একই সঙ্গে সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে আমাদের দায়িত্বশীল কর্মীরা পার্টি-সদস্যদের মধ্য থেকে সোভিয়েত ও পার্টি-কর্মকর্তার ক্যাডারদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত করবে।

(ঘ) শ্রমিক ও কৃষকদের অ-পার্টি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা যেখানে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে গণ-কমিশার ও দায়িত্বশীল পার্টি-কর্মীদের সাধারণভাবে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক মনোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাবলী

উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজন হল :

(ক) স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত ক্লাব (অ-পার্টি) ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা ;

(খ) স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত সমস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জাল প্রসারিত করা ;

(গ) স্কুলগুলির কাজে স্থানীয় বংশোদ্ভূত কম-বেশি অনুগত স্কুলশিক্ষকদের শামিল করা ;

(ঘ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য স্থানীয় ভাষায় সংঘ-সমিতির একটি জাল তৈরী করা ;

(ঙ) প্রকাশনা কার্যক্রম সংগঠিত করা।

জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহে সেখানকার জীবনধারার বিশেষ জাতীয় লক্ষণ অনুসারে অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য

উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজন হল :

(ক) জনসংখ্যার স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রিত ও যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বন্ধ করা ;

(খ) রাষ্ট্রীয় ভূমি ভাণ্ডার থেকে স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণকে যথাসম্ভব জমি বণ্টন করা ;

(গ) স্থানীয় জনগণের কাছে কৃষি-ঋণ সুলভ প্রাপ্তিসাধ্য করা ;

(ঘ) সেচের কাজ প্রসারিত করা ;

(ঙ) সমবায়গুলিকে, বিশেষতঃ উৎপাদক সমবায়গুলিকে, যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া (কারিগরদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে) ;

(চ) যেসব সাধারণতন্ত্রে উপযুক্ত কাঁচামাল প্রচুর, কল-কারখানাগুলিকে সেখানেই স্থানান্তর করা ;

(ছ) স্থানীয় জনগণের জন্য বাণিজ্যিক ও প্রকৌশলী বিদ্যালয় সংগঠিত করা ;

(জ) স্থানীয় জনগণের জন্য কৃষিবিদ্যার পাঠক্রম সংগঠিত করা।

জাতীয় সামরিক ইউনিট সংগঠনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাবলী

সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বেই সামরিক বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে যাতে কিছুটা সময়ের মধ্যেই স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে এমন কম্যাণ্ডারদের প্রশিক্ষিত করে তোলা যায় যারা পরবর্তীকালে জাতীয় সামরিক ইউনিট সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অন্তঃসার হিসেবে কাজ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, একটি সন্তোষজনক পার্টি এবং এইসব জাতীয় ইউনিটের বিশেষতঃ কম্যাণ্ডারদের সামাজিক সংগঠন অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। যেখানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে পুরানো সামরিক ক্যাডার রয়েছে (তাতারিয়া এবং অংশতঃ বাশ্‌কিরিয়া) সেখানে এই মুহূর্তেই জাতীয় সামরিক বাহিনীর (মিলিশিয়া) রেজিমেণ্টগুলি সংগঠিত করা সম্ভব। আমার মনে হয় যে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের প্রত্যেকেরই ইতোমধ্যেই একটি করে সামরিক ডিভিশন রয়েছে। ইউক্রেন এবং বিয়েলো-

রাশিয়াতে এই মুহূর্তেই প্রত্যেকের এক ডিভিশন করে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হবে (বিশেষ করে ইউক্রেনে)।

তুরস্ক, আফগানিস্তান, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা সম্ভাব্য আক্রমণের সামনে প্রতিরক্ষা এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ—এই উভয় দিক থেকেই জাতীয় সামরিক ইউনিটগুলি তৈরী করার প্রশ্নটি হল প্রাথমিক গুরুত্বের। সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সামরিক ইউনিটগুলির গুরুত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এটা নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে, এইদিক থেকে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তিকে আনুমানিক ২০-২৫ হাজার সৈন্যসংখ্যায় বাড়িয়ে তুলতে হবে।

পার্টির শিক্ষা কার্যক্রমের সংগঠন

উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজন হল :

(ক) বুনিয়াদি রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয় সংগঠিত করা ;

(খ) দেশীয় ভাষায় একটি মার্কসীয় সাহিত্য প্রণয়ন করা ;

(গ) দেশীয় ভাষায় একটি সুসংগঠিত সাময়িকপত্রের মুদ্রাযন্ত্র অর্জন করা ;

(ঘ) কেন্দ্রে ও অঞ্চলসমূহে প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রসারিত করা ও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা ;

(ঙ) প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পার্টি-বিতর্ক কমিটি সংগঠিত করা ও কেন্দ্রীয় কমিটির যেসব সদস্য মস্কোর অধিবাসী তাঁদের সহযোগিতা গ্রহণ করা ;

(চ) সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে যুব লীগ এবং মহিলাদের মধ্যে কাজকে নিবিড় করা।

দ্বাদশ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিকে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পার্টি এবং সোভিয়েত কর্মকর্তাদের মনোনয়ন

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক পার্টি কার্যক্রমকে সহজ করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিবন্ধভুক্তি ও বণ্টন (রেজিস্ট্রেশন

এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন), বিক্ষোভ ও প্রচার সংগঠন, নারী ও প্রশিক্ষকদের দপ্তর-গুলিতে জাতিগুলি থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক (প্রত্যেকটিতে দুই বা তিনজন করে) গ্রহণ করা এবং সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির মধ্যে পার্টি ও সোভিয়েত কর্মকর্তাদেরকে যথাযথভাবে বন্টন করা প্রয়োজন যাতে রু. ক. পা.-র দ্বাদশ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন বিষয়ে কর্মনীতিটির রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা যায়।

২। জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে দক্ষিণ ও 'বাম'পন্থীরা

(সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর প্রথম বিষয়ঃ 'সুলতান-গ্যালিয়েভ ঘটনা'-র ওপর প্রদত্ত ভাষণ, ১০ই জুন)

যেসব কমরেড এখানে বলেছেন তাঁদের ভাষণের ওপর অল্প কিছু মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছি। সুলতান-গ্যালিয়েভ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নীতিগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যে আলোচ্যসূচীর দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কিত আমার রিপোর্টে আমি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সর্বপ্রথমে, খোদ সম্মেলনটির প্রসঙ্গে। কোনও একজন (তিনি ঠিক কে ছিলেন সেটা আমি ভুলে গিয়েছি) এখানে বলেছেন যে এই সম্মেলন হল এক অস্বাভাবিক ঘটনা। এটা সে রকম কিছু নয়। এই ধরনের সম্মেলন আমাদের পার্টির পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে বর্তমান সম্মেলনটি হল এই ধরনের চতুর্থ। ১৯১৯ সালের গোড়া পর্যন্ত এ ধরনের তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতি আমাদেরকে অনুরূপ সম্মেলনগুলি আহ্বানের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, ১৯১৯-এর পর ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে আমরা যখন গৃহযুদ্ধে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়লাম তখন এই ধরনের সম্মেলন করার মতো আমাদের কোনও সময় ছিল না। এবং যেহেতু এখনি মাত্র আমরা গৃহযুদ্ধ শেষ করেছি, এখন যেহেতু আমরা অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে গভীরভাবে নিযুক্ত হয়েছি, এখন যেহেতু পার্টির কার্যধারা বিশেষ করে জাতীয় অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে অধিকতর সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে তাই আমাদের পক্ষে এই ধরনের একটি সম্মেলন আহ্বান করা আবার সম্ভব হতে পেরেছে। আমি মনে করি যে, এলাকা-গুলিতে যাঁরা নীতিকে কার্যকরী করছেন এবং যাঁরা সেই নীতি প্রণয়ন করছেন তাঁদের উভয়ের মধ্যে পূর্ণ পারস্পরিক সমঝওতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি বারংবারই এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করবে। আরও সম্বদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমি মনে করি যে, শুধু সবকটি সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির তরফেই নয়, পরন্তু একক অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিরও পক্ষ থেকে এই ধরনের

সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। একমাত্র এইটাই কেন্দ্রীয় কমিটি ও এলাকা-গুলির দায়িত্বশীল কর্মী উভয়কেই সন্তুষ্ট করতে পারে।

আমি কিছু কমরেডকে এরকম বলতে শুনেছি যে, আমি নাকি ঠিক তখনি সুলতান-গ্যালিয়েভকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যখন তার প্রথম গোপন পত্রটির সঙ্গে আমি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমার মনে হয় সেটা ছিল সেই এ্যাদিগ্যামোভকে লেখা যে কোনও কারণে নীরব রয়েছে এবং যদিও তারই সর্বপ্রথম বলা উচিত ছিল ও সবচেয়ে বেশি বলার ছিল, তবু একটি শব্দও এখানে উচ্চারণ করেনি। সুলতান গ্যালিয়েভকে মাত্রাতিরিক্তভাবে রক্ষা করার দায়ে আমি এই কমরেডদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছি। এটা সত্য যে, আমি তাকে যতক্ষণ সম্ভব রক্ষা করেছি এবং সেরকমটি করা আমার কর্তব্য বলেই আমি মনে করেছিলাম আর এখনো মনে করি। কিন্তু আমি তাকে কেবল একটি সীমা পর্যন্তই রক্ষা করেছি। আর সুলতান-গ্যালিয়েভ যখন সেই সীমা ছাড়িয়ে গেছে আমি তখনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তার প্রথম গোপন পত্রটি দেখিয়ে দেয় যে, সে ইতোমধ্যেই পার্টি থেকে সরে যাচ্ছিল কারণ তার পত্রের সুরটি ছিল প্রায় শ্বেতরক্ষীবৎ; সে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে এমনভাবে লিখেছে যেটা কেউ শত্রুদের সম্পর্কেই মাত্র লিখতে পারে। আমি তার সঙ্গে দৈবাৎ মিলিত হই পলিটব্যুরোতে, সেখানে সে কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর ব্যাপারে তাতার সাধারণতন্ত্রের দাবির সমর্থন করছিল। আমি তখন তাকে একটি ছোট্ট চিঠিতে সতর্ক করে দিই যেটা আমি তার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাতে আমি তার গোপন পত্রটিকে একটি পার্টি-বিরোধী বিষয় বলে আখ্যা দিই, এবং তাতে আমি তাকে ভ্যালিদোভ ধাঁচের একটি সংগঠন তৈরী করার দায়ে অভিযুক্ত করি; আমি তাকে বলি যে সে যদি বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী কাজ থেকে বিরত না হয় তবে সে খারাপ পরিণতিতে পৌঁছাবে এবং আমার কাছ থেকে কোনওরকম সমর্থন হবে প্রশ্নাতীত। সে বিরাট অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জবাব দেয় যে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি; সে নিঃসন্দেহে এ্যাদিগ্যামোভকে লিখেছিল, কিন্তু যা অভিযোগ করা হয়েছে তা নয়, সেটা অন্য কিছু; সে সব সময়েই একজন পার্টির লোকই ছিল এবং তখনো তা-ই ছিল এবং সে এই অঙ্গীকার দেয় যে ভবিষ্যতে সে একজন পার্টির লোকই বজায় থাকবে। তথাপি, এক সপ্তাহ বাদে সে এ্যাদিগ্যামোভকে একটি দ্বিতীয় গোপন পত্র পাঠিয়ে বাস্‌মাখির সদস্য তাদের নেতা ভ্যালিদোভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের এবং পত্রটি

'পুড়িয়ে ফেলার' নির্দেশ দেয়। সুতরাং গোটা ব্যাপারটাই ছিল জঘন্য, তা ছিল নিছক প্রবঞ্চনা এবং তা আমাকে সুলতান-গ্যালিয়েভের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করেছিল। সেই মুহূর্ত থেকে সুলতান-গ্যালিয়েভ আমার কাছে পার্টির, সোভিয়েতের চৌহদ্দীর বাইরের এক ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং যদিও সে কয়েকবারই আমার কাছে আসতে ও আমার সঙ্গে 'কথা বলতে' চেষ্টা করেছে তবু তার সঙ্গে কথা বলা আমি অসন্তুষ্ট বোধ করেছি। সেই সুদূর ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে 'বামপন্থী' কমরেডরা আমাকে সুলতান-গ্যালিয়েভকে সমর্থনের জন্য, তাকে পার্টির জন্য রক্ষা করার চেষ্টার জন্য, এবং সে আর একজন জাতীয়তাবাদী থাকবে না, একজন মার্কসবাদীতে পরিণত হবে এই আশায় তাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নিন্দা করেছেন। আমি নিঃসন্দেহে তাকে একটা সময়ে সমর্থন করা আমার কর্তব্য বলেই বোধ করেছি। প্রাচ্যের সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে সাধারণভাবে এত কম বুদ্ধিজীবী, এত কম চিন্তা-শীল ব্যক্তি এমনকি এত কম সাক্ষর মানুষ আছেন যে তাঁদের একটিমাত্র আঙুলেই গুণে ফেলা যায়। তাদেরকে লালন না করে আমরা থাকব কি করে? প্রাচ্যের যে জনগণকে আমাদের প্রয়োজন ও পার্টির জন্য সংরক্ষণ করতে হবে তাঁদেরকে দুর্নীতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হবে অপরাধীসুলভ। কিন্তু সব কিছুরই তো একটি সীমা আছে। এবং এই ঘটনাটিতে সেই সীমাটি তখনি লংঘিত হল যখন সুলতান-গ্যালিয়েভ কমিউনিস্ট শিবির থেকে বাসমাখির শিবিরে পাড়ি দেয়। সেই সময় থেকে সে পার্টির জন্য থাকা বন্ধ করল। সেই কারণেই সে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চাইতে তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকেই অনেক আপন ভেবেছিল।

আমি শ্যামিগুলোভের কাছ থেকে অনুরূপ এক তিরস্কার শুনেছি এই মর্মে যে, ভ্যালিদোভকে এক ধাক্কায় আমাদের নিকেশ করা উচিত বলে তার দৃঢ় উক্তি সত্ত্বেও আমি ভ্যালিদোভকে সমর্থন করেছি এবং তাকে পার্টির জন্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। আমি নিঃসন্দেহেই ভ্যালিদোভকে সমর্থন করেছিলাম এই আশায় যে, সে সংশোধিত হবে। রাজনৈতিক দলের ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে জঘন্যতম লোকও সংশোধিত হয়েছে। আমি স্থির ভেবেছিলাম যে, সমস্যাটি সম্পর্কে শ্যামিগুলোভের সমাধান বড় বেশি সরল। আমি তার পরামর্শ অনুসরণ করিনি। এটা সত্য যে এক বছর বাদে শ্যামিগুলোভের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল: ভ্যালিদোভ

সংশোধিত হয়নি, সে বাস্‌মাখির সঙ্গে ভিড়েছিল। তথাপি পার্টি এই ঘটনা দ্বারা উপকৃতই হয়েছিল যে পার্টি থেকে ভ্যালিদোভের পরিত্যাগকে আমরা এক বছরের জন্য বিলম্বিত করেছিলাম। ১৯১৮ সালেই আমরা যদি ভ্যালিদোভের সঙ্গে মিটিয়ে নিতাম তাহলে আমি নিশ্চিত যে মুর্তাজিন, এ্যাদিগ্যামোভ, খালিকোভ এবং অন্যান্যদের মতো কমরেডরা আমাদের শিবিরে থাকতেন না। (কণ্ঠস্বর: 'খালিকোভ থাকতেন।') হয়তো খালিকোভ আমাদের ছাড়তেন না, কিন্তু আমাদের শিবিরে কাজ করছেন এমন কমরেডদের একটা পুরো গোষ্ঠীই ভ্যালিদোভের সঙ্গে ছেড়ে চলে যেতেন। এইটাই আমরা আমাদের ধৈর্য ও দূরদর্শিতার জন্য লাভ করতে পেরেছি।

আমি রিস্‌কুলোভকে শুনেছি, আর আমি এটা বলবই যে তাঁর ভাষণ পুরোপুরি আন্তরিক ছিল না, ছিল আধা-কূটনৈতিক (কণ্ঠস্বর: 'একেবারে সত্য কথা!'), এবং সাধারণভাবে তাঁর ভাষণ খুব খারাপ প্রভাব ফেলেছে। তাঁর কাছ থেকে আমি আরও স্পষ্টতা ও আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেছিলাম। রিস্‌কুলোভ যা-ই বলুন না কেন এটা নিশ্চিত যে তাঁর ঘরে ছিল সুলতান-গ্যালিয়েভের কাছ থেকে দুটি গোপন পত্র যা তিনি কাউকেই দেখাননি, এটা নিশ্চিত যে তিনি আদর্শগতভাবে সুলতান-গ্যালিয়েভের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রিস্‌কুলোভ যে সুলতান-গ্যালিয়েভ ঘটনার অপরাধী দিকটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এইটা জাহির করে যে তিনি সুলতান-গ্যালিয়েভের সঙ্গে বাস্‌মাখিবাদে পৌঁছানোর কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন না—এই ঘটনাটির কোনও গুরুত্বই নেই। এই সম্মেলনে আমরা ঐ ব্যাপারটির সম্পর্কে ভাবিত নই। আমরা ভাবিত সুলতান-গ্যালিয়েভের সঙ্গে বোধিগত, আদর্শগত বন্ধন নিয়ে। এই ধরনের বন্ধন যে রিস্‌কুলোভ আর সুলতান-গ্যালিয়েভের মধ্যে ছিল তা কিন্তু, কমরেডগণ, সুনিশ্চিত: খোদ রিস্‌কুলোভও সেটা অস্বীকার করতে পারেননি। সুলতান-গ্যালিয়েভবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে দৃঢ়ভাবে ও অকপটে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই মঞ্চ থেকে, এখান থেকে তাঁর পক্ষে এটাই কি সঠিক সময় নয়? এই পরিপ্রেক্ষিতে রিস্‌কুলোভের ভাষণ ছিল আধা-কূটনৈতিক এবং অসন্তোষজনক।

এন্‌বায়েভও একটি কূটনৈতিক ও আন্তরিকহীন ভাষণ দিয়েছেন। এটা কি ঘটনা নয় যে সুলতান-গ্যালিয়েভের গ্রেপ্তারের পর এন্‌বায়েভ ও তাতারদের

দায়িত্বশীল কর্মীর এক গোষ্ঠী, যাঁদেরকে আমি তাঁদের আদর্শগত অস্থিরতা সত্ত্বেও চমৎকার কার্যকরী ব্যক্তি বলেই গণ্য করি, তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তার জন্য সাক্ষ্যসাবুদ হাজির করে ও সুলতান-গ্যালিয়েভের কাছ থেকে নেওয়া নথিপত্র খাঁটি নয় এ ধরনের ইঙ্গিত করে তার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেছিলেন? সেটা কি সত্য নয়? কিন্তু তদন্তে কি উদ্‌ঘাটিত হল? উদ্‌ঘাটিত হল যে, সবকটি নথিই ছিল খাঁটি। সেগুলির সত্যতা স্বয়ং সুলতান-গ্যালিয়েভই স্বীকার করে নিয়েছিল, বস্তুতঃ সে ঐ নথিপত্রে যা ছিল তার থেকে অনেক বেশি করেই নিজের পাপ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিল, সে নিজের অপরাধ পুরোপুরি স্বীকার করেছিল এবং স্বীকারোক্তির পর অনুতাপও করেছিল। এটা কি নিশ্চিত নয় যে এসবের পর এনবায়েভের উচিত ছিল নিজের ভ্রান্তিগুলিকে দৃঢ় ও অকপটভাবে স্বীকার করা এবং সুলতান-গ্যালিয়েভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা? কিন্তু এনবায়েভ তা করেননি। তিনি 'বামপন্থী'দের দিকে বিদ্রূপ হানতে সময় পেয়েছেন কিন্তু একজন কমিউনিস্টের যেমনটি করা উচিত তেমন দৃঢ়ভাবে নিজেকে সুলতান-গ্যালিয়েভবাদ থেকে, সুলতান-গ্যালিয়েভ যে জাহান্নামে নেমেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। স্পষ্টতঃই তিনি ভেবেছিলেন যে কূটনীতিই তাঁকে রক্ষা করবে।

ফিরদেভের বক্তৃতা হল আগাগোড়াই নিছক কূটনীতি। কে যে ছিল মতাদর্শগত নেতা, সুলতান-গ্যালিয়েভ ফিরদেভদের নেতৃত্ব দিয়েছিল না ফিরদেভরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল সুলতান-গ্যালিয়েভকে সে প্রশ্ন আমি খুলেই রাখলাম যদিও আমি মনে করি যে মতাদর্শগতভাবে ফিরদেভরাই বরং সুলতান-গ্যালিয়েভকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, উল্টোটা নয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে সুলতান-গ্যালিয়েভের অনুশীলনগুলির মধ্যে আমি বিশেষ কিছু দূষণীয় দেখি না। সুলতান-গ্যালিয়েভ যদি নিজেকে সর্ব-তুর্কীবাদ (প্যান-টার্কিজ্‌ম্) বা সব-ইসলামবাদের (প্যান-ইসলামিজ্‌ম্) মতাদর্শেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখত তাহলে তা ততটা খারাপ হতো না। এবং দশম পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত প্রস্তাবের দ্বারা ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আমি বলব যে সেই মতাদর্শটি সহ্য করা যেত এবং আমরাও আমাদের পার্টির সদস্যদের মধ্যেই সেটিকে সমালোচনার কাজে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতাম। কিন্তু মতাদর্শের অনুশীলন যখন বাস্‌মাখ নেতাদের সঙ্গে, ভ্যালিদোভ ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় উপনীত হয় তখন বাস্‌মাখ কার্যকলাপকে

ফিরদেভরা যেমন করতে প্রয়াস পায় তেমন এই ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত বলা পুরোপুরিই অসম্ভব হয়ে পড়ে যে মতাদর্শটি হল নিরীহ। সুলতান-গ্যালিয়েভের কার্যকলাপের এহেন ন্যায়সঙ্গত প্রমাণের দ্বারা আপনারা কাউকেই ঠকাতে পারেন না। সে রকমভাবে তো সাম্রাজ্যবাদ আর জারতন্ত্র উভয়েরই যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব কারণ তাদেরও নিজেদের মতাদর্শ রয়েছে, আর তা অনেক সময় বেশ নিরীহও দেখায়। ঐভাবে কেউ যুক্তি দেখাতে পারে না। আপনি কোনও বিচারালয় নয়, দায়িত্বশীল সেই কর্মীদের এক সম্মেলনের সম্মুখীন যারা কূটনীতি নয়, স্পষ্টবাদিতা ও আন্তরিকতা প্রত্যাশা করে।

আমার মতে খোজানভ ভালই বক্তৃতা দিয়েছেন। আর ইক্রামোভও কিছু খারাপ বলেননি। কিন্তু এইসব কমরেডদের ভাষণ থেকে আমি একটি অনুচ্ছেদ অবশ্যই উদ্ধৃত করব যা চিন্তার খোরাক যোগাবে। উভয়েই বলেছেন যে আজকের তুর্কিস্তান আর জার আমলের তুর্কিস্তানের মধ্যে কোনও ফারাকই নেই, শুধু সাইনবোর্ডটাই পাল্টানো হয়েছে, তুর্কিস্তান যেমনটি জারের অধীনে ছিল তেমনই রয়েছে। কমরেডগণ, এটা যদি অসতর্ক জিহ্বাচর্চা না হয়ে থাকে, যদি এটা একটি বিবেচিত ও ইচ্ছাকৃত বিবৃতিই হয় তাহলে এটা বলতেই হবে যে সেক্ষেত্রে বাস্‌মাখিরাই ঠিক, আর আমরা ভুল। তুর্কিস্তান যদি জার আমলে যেমন ছিল তেমন বস্তুতঃই একটি উপনিবেশ থাকে তাহলে বাস্‌মাখিরাই ঠিক এবং সুলতান-গ্যালিয়েভকে আমাদের বিচার করা ঠিক নয়, বরং সোভিয়েত শাসনের কাঠামোর মধ্যে একটি উপনিবেশের অস্তিত্বের জন্য সুলতান-গ্যালিয়েভের হাতে আমাদেরই বিচার হওয়া ঠিক। যদি তা-ই সত্য হয় তবে এটা আমি বুঝতে পারছি না যে আপনারা নিজেরা কেন বাস্‌মাখিবাদে ভিড়ে যাননি। স্পষ্টতঃই, খোজানোভ এবং ইক্রামোভ তাঁদের ভাষণে না ভেবে-চিন্তেই এই অনুচ্ছেদটি উচ্চারণ করেছেন কারণ এটা না জেনে তাঁরা পারেন না যে আজকের সোভিয়েত তুর্কিস্তান জার আমলের তুর্কিস্তান থেকে চূড়ান্তভাবে পৃথক। এই কমরেডদের ভাষণের এই অস্পষ্ট অনুচ্ছেদটির প্রতি আমি নির্দেশ করতে চেয়েছিলাম এই কারণে যে তাঁরা যাতে এ নিয়ে ভাবেন ও তাঁদের ভুল শুধরে নেন।

ইক্রামোভ কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্মের বিরুদ্ধে এই মর্মে যেসব অভিযোগ করেছেন যে প্রাচোর সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির পরিস্থিতির দ্বারা নির্দিষ্ট বাস্তব প্রশ্নগুলির প্রতি আমরা সব সময় মনোযোগী হতে পারিনি এবং সেগুলি সময়-

মতো সংখ্যাপূরণও করতে পারেনি তার কিছু কিছুর দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করলাম। কেন্দ্রীয় কমিটি অতিরিক্ত কাজের চাপে অবশ্যই কাতর এবং সর্বক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে তাল মেলাতে অপারগ। এটা ভাবা হাস্যকর হবে যে কেন্দ্রীয় কমিটি সবকিছুর সঙ্গেই তাল মেলাতে পারে। তুর্কিস্তানে অবশ্যই বিদ্যালয় রয়েছে স্বল্পসংখ্যক। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় ভাষাগুলি এখনো চালু হতে পারেনি, প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় চরিত্রেও করা হয়নি। সাধারণভাবে সংস্কৃতি রয়েছে নীচু মানে। এ সবই সত্য। কিন্তু এটা কি গুরুত্ব দিয়ে কেউ কল্পনাও করতে পারে যে কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা গোটা পার্টিও তুর্কিস্তানের সাংস্কৃতিক মানকে দু-তিন বছরের মধ্যেই উন্নীত করতে পারে? আমরা সবাই চিৎকার করছি আর অভিযোগ করছি যে রুশ সংস্কৃতি, সেই রুশ জনগণ যারা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের অন্য সব মানুষের চাইতে অধিকতর কৃষ্টি-সম্পন্ন, তাদেরও সংস্কৃতি রয়েছে নীচু মানে। ইলিচ পুনঃপুনঃ বলেছেন যে আমাদের সংস্কৃতি খুব সামান্য, দুই বা তিন কিংবা দশ বছরেরও মধ্যে রুশ সংস্কৃতিকে সন্তোষজনকভাবে উন্নীত করা অসম্ভব। আর দুই বা তিন এমনকি দশ বছরের মধ্যে যদি রুশ সংস্কৃতিকেই সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা অসাধ্য হয় তবে নীচু স্তরের সাক্ষরতাসম্পন্ন অ-রুশ পশ্চাদ্পদ অঞ্চলগুলিতে সংস্কৃতির এক দ্রুত উন্নয়ন কিভাবে আমরা দাবি করতে পারি? এটা কি স্পষ্ট নয় যে 'অপরাধের' নয়-দশমাংশই নিহিত রয়েছে পরিবেশের মধ্যে, পশ্চাদ্পদতায়, আর আপনারা এটা বিবেচনায় না এনে পারেন না?

'বামপন্থী' ও দক্ষিণপন্থীদের সম্বন্ধে।

অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে কি তারা রয়েছে? অবশ্যই তারা আছে। তা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দক্ষিণপন্থীদের অপরাধটা কোথায় রয়েছে? রয়েছে এইক্ষেত্রে যে, যে জাতীয়তাবাদী ঝোঁকগুলি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত হয়ে উঠছে ও শক্তি সঞ্চয় করছে দক্ষিণপন্থীরা তার প্রতিষেধক, এক আস্থাভাজন প্রতিবন্ধক হতে পারে না এবং হয়ও না। সুলতান-গ্যালিয়েভবাদের যে অস্তিত্ব ছিল, তা যে প্রাচ্য সাধারণতন্ত্রগুলিতে, বিশেষতঃ বাশকিরিয়া ও তাতারিয়ায় কিছু একটা সমর্থক-চক্র তৈরী করেছিল তা থেকে এতে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকে না যে দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিরা যারা এইসব সাধারণতন্ত্রে বিরাট বিশাল সংখ্যাধিক্য

অর্জন করে থাকে তারা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি যথেষ্ট শক্তিশালী রক্ষা-প্রাকার নয়।

এটা মনে রাখতে হবে যে সীমান্ত অঞ্চলসমূহে, সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি একমাত্র তখনি বিকশিত হয়ে উঠতে ও তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে পারে, খাঁটি আন্তর্জাতিকতাবাদী, মার্কসবাদী ক্যাডার হতে পারে যদি তারা জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে। সীমান্ত অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে মার্কসবাদী ক্যাডারদের, একজন মার্কসবাদী অগ্রবাহিনীকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ হল প্রধান মতাদর্শগত প্রতিবন্ধ। আমাদের পার্টির ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বলশেভিক পার্টি, তার রুশ অংশটি মেনশেভিকবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল; কারণ মেনশেভিকবাদ হল বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতাদর্শ, মেনশেভিকবাদ হল সেই রকম একটি সুড়ঙ্গপথ যার ভেতর দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতদর্শ আমাদের পার্টির ভেতর অনুপ্রবেশ করে এবং পার্টি যদি মেনশেভিকবাদকে অতিক্রম না করত তবে তা তার নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারত না। ইলিচ এ সম্বন্ধে অনেকবারই লিখেছেন: মেনশেভিকবাদকে বলশেভিকবাদ তার সাংগঠনিক ও মতদর্শগত রূপের ক্ষেত্রে শুধু যতটুকু মাত্রায় অতিক্রম করেছে ততটুকু মাত্রাতেই তা একটি সত্যকারের নেতৃত্বদায়ী পার্টি হিসেবে বেড়ে উঠেছে এবং শক্তি সঞ্চয় করেছে। সীমান্ত অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধেও অনুরূপ কথাই বলতে হবে। বলশেভিক পার্টির পরি-প্রেক্ষিতে মেনশেভিকবাদ অতীতে যে ভূমিকা পালন করেছিল আজ এই সংগঠনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদও তা-ই পালন করছে। শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে থেকেই মেনশেভিকসহ বিবিধ বুর্জোয়া প্রভাব সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের সংগঠনগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমাদের সংগঠনসমূহ মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারে একমাত্র তখনি যদি তারা সেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় যা সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের পার্টির ভেতর জোর করে তার রাস্তা করে নিচ্ছে আর তার রাস্তাটা করে নিচ্ছে এই কারণে যে বুর্জোয়াশ্রেণী পুনরা-বির্ভূত হচ্ছে, নেপ্‌ প্রসারিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদ বাড়ছে, সেই গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভের অবশেষ রয়ে গেছে যা আঞ্চলিক জাতিদম্ভকেও প্ররোচিত

করে থাকে, এবং সেই বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাব রয়েছে যা জাতীয়তাবাদকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করে থাকে। যদি জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি খাঁটি মার্কসবাদী সংগঠন হিসেবে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে চায় তাহলে সাধারতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে এই শক্রদের লড়াইয়ের পর্যায়টি তাদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। এ ছাড়া নান্য পন্থা। আর এই লড়াইয়ে দক্ষিণপন্থীরা হল দুর্বল ; দুর্বল এই কারণে যে তারা পার্টি সম্বন্ধে সন্দেহবাদে সংক্রামিত এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাবের কাছে সহজেই নতি স্বীকার করে। সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দক্ষিণপন্থীদের অপরাধ নিহিত আছে এইখানেই।

কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে 'বামপন্থীরা' যদি বেশি না-ও হয় তবু কিছু কম অপরাধী নয়। সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম না করতে পারলে যদি শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে ও অকৃত্রিম মার্কসবাদী ক্যাডারে বিকশিত হতে না পারে তবে এই ক্যাডাররা নিজেরা গণ-সংগঠনে পরিণত হতে ও তাদের নিজেদের চারিপাশে শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশকে জমায়েত করতে একমাত্র তখনি সক্ষম হতে পারে যদি তারা সকল জাতীয় (ন্যাশনাল) ব্যক্তি যারা সর্বপ্রকারেই অনুগত তাদেরকে কিছু রেয়াৎ দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামিল করার জন্য যথেষ্ট নমনীয় হতে শেখে এবং পার্টির ভেতরে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় লড়াই ও স্থানীয় জনগণের মধ্যেকার সকল মোটামুটি অনুগত ব্যক্তিকে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সোভিয়েত কার্যক্রমে সামিল করার সমান দৃঢ় এক লড়াই—এ দুইয়ের মধ্যে নিপুণ সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সীমান্ত অঞ্চলগুলির 'বামপন্থীরা' পার্টির প্রতি সন্দিগ্ধ মানসিকতা থেকে, জাতীয়তাবাদের প্রভাবের কাছে নতি স্বীকারের প্রবণতা থেকে মোটামুটি মুক্ত। কিন্তু 'বামপন্থীদের' অপরাধ এখানে নিহিত যে জনগণের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও নিছক অনুগত প্রকৃতির ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা নমনীয়তায় অসমর্থ, এই-সব ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কৌশলী অভিযান পরিচালনায় তারা অক্ষম ও অনিচ্ছুক, দেশের মেহনতী মানুষের অধিকাংশকে জয় করে নেওয়ার পার্টি-লাইনকে তারা বিকৃত করে থাকে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সেই সমস্ত ব্যক্তিকে সামিল করা যারা সর্বপ্রকারেই অনুগত প্রকৃতির—এ দুইয়ের মধ্যে নিপুণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য

যে-কোন মূল্যে অবশ্যই নমনীয়তা ও সামর্থ্যকে অর্জন ও বিকাশ করতে হবে। এটা অর্জন ও বিকাশ সম্ভব একমাত্র তখনি যদি আমাদের অঞ্চলসমূহ ও সাধারণতন্ত্রগুলি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তার সামগ্রিক জটিলতা ও বিশেষ প্রকৃতি আমরা বিবেচনা করতে পারি; মধ্যাঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ জেলাগুলিতে যেসব কাঠামো রয়েছে, যা সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যান্ত্রিকভাবে প্রবর্তন করা যায় না, তাকেই প্রবর্তনের কাজে আমরা যদি নিছক নিযুক্ত না থাকি; আমরা যদি জনগণের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার ব্যক্তিদের, জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পেটি-বুর্জোয়াদের উপেক্ষা না করি; এইসব ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাধারণ কার্যক্রমে সামিল করতে যদি আমরা শিখতে পারি। 'বামপন্থীদের' অপরাধ এই যে তারা সংকীর্ণতাবাদে সংক্রামিত এবং জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহে পার্টির জটিল কার্যধারার চূড়ান্ত গুরুত্ব বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়।

যেখানে দক্ষিণপন্থীরা এই বিপদের সৃষ্টি করে যে জাতীয়তাবাদের প্রতি তাদের নতি স্বীকারের প্রবণতার দ্বারা তারা সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট ক্যাডারদের বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে, সেখানে 'বামপন্থীরা' আবার পার্টির সামনে এই বিপদ তৈরী করতে পারে যে এক অতি-সরলীকৃত ও হঠকারী 'সাম্যবাদের' প্রতি তাদের আসক্তির দ্বারা তারা আমাদের পার্টিকে কৃষকসমাজ থেকে ও স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

এদের মধ্যে কোন্ বিপদটি মারাত্মক? 'বামপন্থার' দিকে যেসব কমরেড বিচ্যুত হচ্ছেন তারা যদি এলাকাগুলিতে তাদের জনগণকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করার নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে চান—আর এই নীতিটি প্রযুক্ত হয়েছে শুধু শেশনায়া এবং ইয়াকুৎ অঞ্চলে নয়, শুধু তুর্কিস্তানেই নয়।… (ইব্রাহিমোভ: 'ওটা হল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথকীকরণের কৌশল।') ইব্রাহিমোভ এখন বিচ্ছিন্ন করার কৌশলের বদলে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক পৃথকীকরণের কৌশল বলার কথা ভেবেছেন, কিন্তু তাতে কিছুই বদলায় না। আমি বলছি যে তারা যদি জনগণকে ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার তাঁদের নীতিটির প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে চান, যদি তাঁরা মনে করেন যে রুশ কাঠামোকে যান্ত্রিকভাবে একটি বিশেষরকম জাতীয় সমাজপরিবেশে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনধারা ও বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা না করেই প্রবর্তন করা যায়; যদি

তাঁরা ভেবে থাকেন যে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যা কিছু জাতীয় চরিত্রের তাকেই চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত বর্জন করতে হবে; সংক্ষেপে, সীমান্ত অঞ্চলের 'বাম' কমিউনিস্টরা যদি অসংশোধনীয়ই থাকতে চান তাহলে আমি বলবই যে এ দুয়ের মধ্যে 'বাম' বিপদটাই আরও মারাত্মক বলে প্রমাণ হতে পারে।

'বাম' ও দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে যা আমি বলতে চেয়েছিলাম তা হল এই। আমি কিছুটা অতিরিক্ত এগিয়ে গেছি, কিন্তু সেটা এই কারণে যে গোটা সম্মেলনই কিছু অতিরিক্ত এগিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা আগাম প্রত্যাশা করেছে।

দক্ষিণপন্থীদের যাতে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করানো যায়, স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে সত্যিকারের কমিউনিস্ট ক্যাডার গড়ে তোলার জন্য সেরকমই করতে তাদের যাতে শেখানো যায় সেইজন্য তাদেরকে আমাদের নিশ্চয়ই সংশোধন করতে হবে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক অংশকে জিতে নেওয়ার মতো নমনীয় হতে ও নিপুণভাবে কৌশলী অভিযান চালাতে যাতে 'বামপন্থীদের' শেখানো যায় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের তাদেরকেও অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। এই সবকিছু অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে কারণ খোজানভ যেমন যথার্থ মন্তব্য করেছেন ঠিক সেইরকমই সত্যটি নিহিত আছে দক্ষিণ আর 'বামপন্থীদের' 'মধ্যবর্তী স্থানে'।

৩। দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহ

(আলোচ্যসূচীর দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট, ১০ই জুন)

কমরেডগণ, আপনারা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে জাতিগত প্রশ্নের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর খসড়া কর্মসূচীটি পেয়েছেন। (কণ্ঠস্বর : 'সকলে পায়নি।') এই কর্মসূচীটি আলোচ্যসূচীর সকল উপ-বিষয়সহ দ্বিতীয় বিষয়টির সম্পর্কিত। সমস্ত ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কমিটির সাংকেতিক তারবার্তাটির রূপে সম্মেলনের আলোচ্যসূচীটি সকলেই পেয়েছেন।

পলিটব্যুরোর প্রস্তাবগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলি হল সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে কমিউনিস্ট ক্যাডারদেরকে পুনঃসন্নিবেশ করা সম্পর্কে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নগুলি সেরকম সবকিছুরই সম্পর্কিত যেগুলি দ্বাদশ কংগ্রেসের গৃহীত জাতিগত প্রশ্নের ওপর সুসম্বদ্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার সঙ্গে জড়িত আছে, যথা : পার্টির ও সোভিয়েতের কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের মধ্যেকার মেহনতী মানুষদের সামিল করা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি ; স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি ; সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির জীবনধারার বিশেষ লক্ষণকে যথাযথ মনে রেখে সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে উন্নত করা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি ; এবং সবশেষে, অঞ্চল ও সাধারণ-তন্ত্রগুলিতে সমবায়ের, কারখানা স্থানান্তরের, শিল্প কেন্দ্র সংস্থাপনের, ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি। এই ভাগের প্রশ্নগুলি অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রসমূহের স্থানীয় অবস্থাকে যথাযথ মনে রেখে তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধীয়।

তৃতীয় ভাগের প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানটি এবং বিশেষভাবে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির জন্য একটি দ্বিতীয় কক্ষ সংস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবিধানকে সংশোধনের প্রশ্নটি সম্বন্ধীয়। আপনারা জানেন যে, এই শেষের ভাগের

প্রশ্নগুলি সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির আসন্ন অধিবেশন সম্বন্ধীয়।

আমি সেই প্রথম ভাগের প্রশ্নগুলির আলোচনায় আসছি—যেগুলি স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে এমন মার্কসবাদী ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত ও পুনঃসন্নিবিষ্ট করার পদ্ধতি সম্বন্ধীয় যারা সীমান্ত অঞ্চলসমূহে সোভিয়েত ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত রক্ষা-প্রাকার হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। আমরা যদি আমাদের পার্টির (আমি তার রুশ অংশ, মুখ্য অংশটির উল্লেখ করছি) বিকাশের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখি ও তার বিকাশের ক্ষেত্রের মুখ্য পর্যায়গুলির লক্ষণ অনুসরণ করি এবং তারপর তুলনামূলকভাবে আশু ভবিষ্যতে অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির বিকাশের একটি চিত্র অংকন করি তাহলে মনে হয় যে এইসব দেশের সেই বিশেষ লক্ষণগুলি যা সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের পার্টির বিকাশকে পৃথক করে চিহ্নিত করে সেগুলিকে অনুধাবন করার চাবিকাঠিটি আমরা খুঁজে পাব।

আমাদের পার্টির বিকাশের, তার রুশ অংশটির বিকাশের প্রথম পর্যায়ে মুখ্য কর্তব্য ছিল ক্যাডার, মার্কসবাদী ক্যাডার তৈরী করা। মেনশেভিক-বাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যেই এই মার্কসবাদী ক্যাডারদেরকে তৈরী করা হয়, গড়েপিটে তোলা হয়। সেই সময়, তদানীন্তনকালে এই ক্যাডারদের কর্তব্য ছিল—বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পার্টি থেকে বিলুপ্তিবাদীদের, মেনশেভিকবাদের সবচেয়ে সোচ্চার প্রতিনিধি হিসেবে, বহিষ্কারের কাল পর্যন্ত সময়কালের কথা আমি উল্লেখ করছি—মুখ্য কর্তব্য ছিল বলশেভিকদের সপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সক্রিয়, সৎ ও বিশিষ্ট সদস্যদের জয় করে আনা, ক্যাডার তৈরী করা ও এক অগ্রবাহিনী গঠন করা। এখানে সংগ্রামটি প্রাথমিকভাবে এক বুর্জোয়া চরিত্রের প্রবণতার বিরুদ্ধে—বিশেষতঃ মেনশেভিকবাদ—যা ক্যাডারদেরকে পার্টির প্রধান অন্তঃসার হিসেবে এক একক ইউনিটে সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিহত করেছিল তারই বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি কৃষকসমাজের ব্যাপক জনগণের সঙ্গে বিস্তৃত সম্পর্ক স্থাপন, সেই জনগণকে জয় করা, দেশে একটি সংখ্যাগুরুকে সপক্ষে জেতা—এসব একটি আশু এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হিসেবে তখনো পর্যন্ত পার্টির কর্তব্য ছিল না। পার্টি তখনো ততটা পৌঁছায়নি।

আমাদের পার্টির বিকাশের একমাত্র পরবর্তী পর্যায়েই, তার দ্বিতীয়

পর্যায়েই মাত্র যখন এই ক্যাডাররা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, যখন তারা আমাদের পার্টির বুনিয়াদী অন্তঃসারের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যখন শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যেকার সাচ্চাতম ব্যক্তিদের সহমর্মিতা ইতোমধ্যেই অর্জিত বা প্রায় অর্জিত হয়েছিল—একমাত্র তখনি পার্টি এক আশু ও জরুরী প্রয়োজন হিসেবে ব্যাপক জনগণকে সপক্ষে জেতার, পার্টি-ক্যাডারদেরকে এক সত্যকারের গণ-শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত করার কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময়কালে আমাদের পার্টিকে মেনশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ততটা চালাতে হয়নি যতটা চালাতে হয়েছিল আমাদের পার্টির অভ্যন্তরের 'বামপন্থী' ব্যক্তিদের, সব ধরনের 'অটজোভিস্টদের' বিরুদ্ধে যারা ১৯০৫-এর পর যে নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল তার বিশেষ লক্ষণগুলির গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষার বদলে বিপ্লবী বাক্‌চাতুরী আমদানা করতে চেয়েছিল, যারা তাদের অতি-সরলীকৃত 'বিপ্লবী' রণকৌশল দিয়ে আমাদের পার্টি-ক্যাডারদের এক অকৃত্রিম গণ-পার্টিতে রূপান্তর ব্যাহত করছিল এবং যারা তাদের কার্যকলাপের দ্বারা শ্রমিকদের ব্যাপক জনগণের কাছ থেকে পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার বিপদ সৃষ্টি করছিল। এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে সামান্যই যে এই 'বাম' বিপদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় সংগ্রাম ছাড়া, একে পরাস্ত করা ছাড়া পার্টি ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে সপক্ষে জয় করে নিতে পারত না।

আনুমানিকভাবে, দুই রণাঙ্গনে, দক্ষিণ অর্থাৎ মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে এবং 'বামপন্থীদের' বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিত্র, আমাদের পার্টির মুখ্য অংশ, রুশ অংশের বিকাশের চিত্র হল এইটাই।

কমরেড লেনিন তাঁর **'বামপন্থী' কমিউনিজম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা** পুস্তিকায় খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এই আবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী বিকাশটি চিহ্নিত করেছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আনুমানিকভাবে এই একই বিকাশের পর্যায় অতিক্রম করবেই এবং ইতোমধ্যেই তা করছেও। আমাদের তরফে আমরা এইটা সংযোজন করব যে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংস্থা ও কমিউনিস্ট পার্টিদের বিকাশের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলতে হবে।

এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অতীতে পার্টি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি এখন যে

অভিজ্ঞতা লাভ করছে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে আমাদের পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বোপরি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ লক্ষণ রয়েছে যে লক্ষণগুলি আমাদের অব্যর্থভাবে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে কারণ সেগুলিকে সতর্কভাবে বিবেচনায় না আনতে পারলে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে মার্কসবাদী ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করার কর্তব্য নির্ধারণে আমরা বেশ কিছু খুব মোটা ধরনের ভুল করার বিপদের ঝুঁকি নেব।

আসুন, আমরা এই বিশেষ লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে দেখি।

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের সংগঠনসমূহে দক্ষিণ ও 'বাম' শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই হল প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক, কারণ অন্যথায় আমরা জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মার্কসবাদী ক্যাডারদেরকে প্রশিক্ষিত করতে সক্ষম হব না। এটা স্পষ্ট. কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলগুলির পরিস্থিতির বিশেষ লক্ষণ, যে লক্ষণটি তাকে আমাদের পার্টির অতীতের বিকাশ থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করে তা হল এই যে, সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ক্যাডারদেরকে গড়েপিটে তোলা এবং তাদেরকে একটি গণ-পার্টিতে রূপান্তর করার কাজটি আমাদের পার্টির ইতিহাসে যেমনটি হয়ে থাকত তেমন কোনও বুর্জোয়া ব্যবস্থার অধীনে নয়, পরন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থার অধীনে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনেই সম্পাদিত হচ্ছে। সেই সময়ে, বুর্জোয়া ব্যবস্থাধীনে, তদানীন্তনকালের পরিস্থিতির কারণে **সর্বপ্রথমে** মেনশেভিকদের (যাতে মার্কসবাদী ক্যাডারদের গড়েপিটে তোলা যায়) ও **পরে** অটজোভিস্টদের (যাতে সেই ক্যাডারদের একটি গণ-পার্টিতে রূপান্তর করা যায়) পরাস্ত করা সম্ভব ও প্রয়োজন ছিল; এই দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই-ই আমাদের পার্টির ইতিহাসের দুটি সামগ্রিক সময়কালকে পূরণ করেছিল। এখন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সম্ভবতঃ তা করতে পারি না, কারণ পার্টি এখন ক্ষমতায় কায়েম, আর ক্ষমতায় কায়েম বলে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে পার্টির এমন আস্থাভাজন মার্কসবাদী ক্যাডারদের প্রয়োজন যারা জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের পার্টির ইতিহাসে যেমনটি হয়েছিল তেমনভাবে এখন আমরা **সর্বপ্রথমেই** 'বামপন্থীদের' সাহায্য নিয়ে দক্ষিণপন্থী বিপদকে এবং **পরে** দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য নিয়ে 'বাম' বিপদকে পরাস্ত করতে পারি না। এখন উভয় বিপদকেই পরাস্ত করার

প্রচেষ্টায় উভয় রণাঙ্গনেই আমাদের যুগপৎভাবে লড়াই শুরু করতে হবে যাতে তার ফলস্বরূপ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী ক্যাডারদের পাওয়া যায়। সেই সময়ে আমরা এমন ক্যাডারদের কথা বলতে পারতাম যারা তখনো পর্যন্ত ব্যাপক জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না, কিন্তু বিকাশের পরের পর্যায়েই যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠত। কিন্তু এখন তা উচ্চারণ করাও হাস্যকর, কারণ সোভিয়েত জমানায় ব্যাপক জনগণের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন মার্কসবাদী ক্যাডারদের কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। তারা হবে এমনই ক্যাডার যাদের সঙ্গে কী মার্কসবাদ কী একটি গণ-পার্টি কোনটিরই কোন সঙ্গতি থাকবে না। এই সবকিছুই বিষয়গুলিকে বেশ জটিল করে তোলে এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের পার্টি-সংগঠনগুলিকে দক্ষিণ ও 'বামদের' বিরুদ্ধে এক যুগপৎ সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। সুতরাং আমাদের পার্টি এই নীতি গ্রহণ করে যে দুই রণাঙ্গনেই, উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই যুগপৎভাবে একটি সংগ্রাম শুরু করা আবশ্যক।

আরও মনে রাখতে হবে যে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির বিকাশ আমাদের পার্টির ইতিহাসে তার রুশ অংশের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল তেমন বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হচ্ছে না, হচ্ছে আমার পার্টির সেই মূল অন্তঃসারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অধীনে যা শুধু মার্কসবাদী ক্যাডারদেরকে তৈরী করাতেই নয়, সেই ক্যাডারদেরকে জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার ও সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ে বিপ্লবী কৌশল অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত অঞ্চলগুলির পরিস্থিতির বিশেষ লক্ষণ এই যে এসব দেশে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা যেসব পরিবেশে বিকশিত হচ্ছে তার দরুণ জনগণের ব্যাপক অংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তাদের সকল শক্তিকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারে ও অবশ্যই পারবে, আর এইজন্য পূর্বতন সময়কালে আমাদের পার্টির অর্জিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। এই সেদিন পর্যন্ত রু. ক. পা.-র কেন্দ্রীয় কমিটি সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সেখানকার কমিউনিস্ট সংগঠনগুলিকে ডিঙিয়ে, এমনকি অনেক সময় সেই সংগঠনগুলিকে পাশ কাটিয়েই, সোভিয়েত নির্মাণকার্যের সাধারণ কার্যক্রমে মোটামুটি অনুগত জাতীয় (ন্যাশনাল) ব্যক্তিদেরকে সামিল করেই সাধারণতঃ

কৌশলী অভিযান পরিচালনা করেছে। এখন এই কাজ সম্পাদন করতে হবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সংগঠনগুলিকে নিজেদেরই। স্থানীয় জনগণের ভেতরকার মার্কসবাদী ক্যাডারদেরকে দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠকে নেতৃত্বদানে সক্ষম এমন এক অকৃত্রিম গণ-পার্টিতে রূপান্তর করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল ঐটাই এটা মনে রেখে তারা (সংগঠনগুলি—অনুবাদক) এটা পারবে এবং এটা পারতেই হবে।

এই হল সেই দুটি বিশেষ লক্ষণ যা মার্কসবাদী ক্যাডারদেরকে প্রশিক্ষিত করা ও জনগণের ব্যাপক অংশকে এই ক্যাডারদের দিয়ে সপক্ষে জিতে আনার ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আমাদের পার্টির কর্মনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিবেচনায় আনতেই হবে।

আমি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রশ্নগুলির আলোচনায় আসছি। যেহেতু সব কমরেড খসড়া কর্মসূচী পাননি, তাই আমি এটা পড়ব ও ব্যাখ্যা করব।

প্রথমতঃ, 'পার্টি ও সোভিয়েতের কাজে সর্বহারা ও অ-সর্বহারা চরিত্রের ব্যক্তিদের সামিল করার ব্যবস্থাসমূহ।' এটা দরকার কেন? পার্টি এবং বিশেষ করে সোভিয়েত হাতিয়ারগুলিকে জনসাধারণের নিকটতর করার জন্যই এটার প্রয়োজন আছে। এই হাতিয়ারগুলি অবশ্যই এমন ভাষায় পরিচালিত হবে যা জনগণের ব্যাপক অংশের বোধগম্য, অন্যথায় সেগুলিকে জনগণের নিকটতর করে তোলা হবে অসম্ভব। আমাদের পার্টির কর্তব্য হল সোভিয়েত ক্ষমতাকে জনগণের কাছের ও আদরের করে তোলা, কিন্তু শুধুমাত্র জনগণের কাছে এই ক্ষমতাকে বোধগম্য করার মাধ্যমেই এই কর্তব্য পালন করা সম্ভব হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এবং খোদ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরা জনগণের দ্বারা বোধগম্য ভাষাতেই অবশ্যই কাজ করবেন। যেসব জাতিদাম্ভিক ব্যক্তিরা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের মধ্যেকার বন্ধুত্ব ও সংহতির মনোভাবকে বিনাশ করেছে, এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে; মস্কো এবং সাধারণতন্ত্রসমূহ উভয়তঃই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই ধরনের ব্যক্তির হাত থেকে বিশুদ্ধীকৃত করতে হবে এবং স্থানীয় জনগণের যারা জনসাধারণের ভাষা আর প্রথা জানে তাদেরকেই সাধারণতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে কায়েম করতে হবে।

আমি মনে করতে পারি যে দু'বছর আগে কিরঘিজ সাধারণতন্ত্রের গণ-কমিশার পরিষদে সভাপতি ছিলেন পেস্তকোভস্কি যিনি কিরঘিজ ভাষাই

বলতে পারতেন না। সেই সময় ইতোমধ্যেই এই পরিস্থিতিটি কিরঘিজ সাধারণতন্ত্রের সরকারের সঙ্গে কিরঘিজ কৃষকদের ব্যাপক জনগণের মধ্যেকার বন্ধন শক্তিশালী করার ব্যাপারে বিরাট সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ঠিক সেই কারণেই পার্টি কিরঘিজ সাধারণতন্ত্রের গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি পদে একজন কিরঘিজের ব্যবস্থা করেছিল।

আমি আরও মনে করতে পারি যে গত বছর বাশ্‌কিরিয়া থেকে একদল কমরেড বাশ্‌কিরিয়ার গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি পদে একজন রুশকে কায়েম করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পার্টি এই প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দেয় ও সেই পদে একজন বাশ্‌কিরের মনোনয়ন গ্রহণ করে।

কর্তব্য হল এই নীতিকে এবং সাধারণভাবে সকল জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলে এবং সর্বপ্রথমে ইউক্রেনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণতন্ত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে জাতীয় চরিত্রের করে তোলার নীতিকে অনুসরণ করা।

দ্বিতীয়তঃ, 'স্থানীয় বুদ্ধিজীবীমহল থেকে মোটামুটি অনুগত প্রকৃতির ব্যক্তিদের বাছাই ও তালিকাভুক্ত করা, আর সেই সঙ্গে পার্টির সদস্যদের ভেতর থেকে সোভিয়েত ক্যাডারদের প্রশিক্ষিত করা।' এই বক্তব্যটি বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। এখন যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় রয়েছে, এবং জনগণের অধিকাংশকে তার চারিপাশে সামিল করেছে, সেহেতু সোভিয়েত নির্মাণকার্যের কার্যক্রমে মোটামুটি অনুগত ব্যক্তিদের, এমনকি আগের 'অক্টো-ব্রিস্টদেরও' সামিল করার ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোন ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে, জাতীয় অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের শক্তিকে অবশ্যই অব্যর্থভাবে সামিল করতে হবে যাতে খোদ কাজের মাধ্যমেই তাদেরকে আত্তীকৃত ও সোভিয়েতীকৃত করা যায়।

তৃতীয়তঃ, 'শ্রমিক ও কৃষকদের অ-পার্টি সম্মেলন আয়োজন করা যেখানে সরকারের সদস্যদের সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ওপর রিপোর্ট দিতে হবে।' আমি সাধারণতন্ত্রগুলিতে, উদাহরণস্বরূপ, সাধারণতন্ত্রে এমন অনেক গণ-কমিশারদের জানি যারা জেলাগুলি সফর করতে, কৃষকদের সভায় হাজির হতে, সেই সভায় বক্তব্য রাখতে এবং কৃষকদের ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী প্রশ্নগুলির ব্যাপারে পার্টি ও সোভিয়েত সরকার যা কিছু করছে সে সম্পর্কে ব্যাপক জনগণকে খবরাখবর দিতে অনিচ্ছুক। এই ধরনের ব্যবস্থা

আমাদের বন্ধ করতেই হবে। শ্রমিক ও কৃষকদের অ-পার্টি সম্মেলনগুলি অবশ্যই অব্যর্থভাবে আহ্বান করতে হবে এবং সেখানে জনগণকে সোভিয়েত সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। এটা না করা হলে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকে জনগণের নিকটতর করে আনার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

পুনশ্চ, 'স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থাসমূহ।' কয়েকটি ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছে কিন্তু তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ বলে অবশ্যই গণ্য করা চলে না। এই ব্যবস্থাগুলি হল: (ক) 'স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত হবে এমন ক্লাব (অ-পার্টি) ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা'; (খ) 'স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত হবে এমন সবস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জালকে প্রসারিত করা'; (গ) 'মোটামুটি অনুগত স্কুল-শিক্ষকদের সহযোগিতা গ্রহণ করা'; (ঘ) 'স্থানীয় ভাষায় সাক্ষরতা প্রসারের জন্য সমিতিসমূহের একটি জাল তৈরী করা'; (ঙ) 'প্রকাশনাকার্য সংগঠিত করা।' এইসব ব্যবস্থাই স্পষ্ট এবং বোধগম্য আর সেই কারণে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।

পুনশ্চ, 'জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের জীবনধারার বিশেষ জাতিগত লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার অর্থনৈতিক নির্মাণকার্য।' পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলি হল: (ক) 'জনসংখ্যার স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন হলে বন্ধ করা'; (খ) 'রাষ্ট্রীয় ভূমি ভাণ্ডার থেকে স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণকে জমি সরবরাহ করা'; (গ) 'স্থানীয় জনগণের কাছে কৃষি-ঋণ সুলভ প্রাপ্তিসাধ্য করা'; (ঘ) 'সেচের কাজ প্রসারিত করা'; (ঙ) 'যেসব সাধারণতন্ত্রে কাঁচামাল প্রচুর সেখানে কল-কারখানাগুলি স্থানান্তর করা'; (চ) 'বাণিজ্যিক ও প্রকৌশলী বিদ্যালয় সংগঠিত করা'; (ছ) 'কৃষিবিদ্যার পাঠক্রম সংগঠিত করা,' এবং সবশেষে, (জ) 'সমবায়গুলিকে, বিশেষতঃ উৎপাদক সমবায়গুলিকে যথাসম্ভব সাহায্য দেওয়া (কারিগরদের আকর্ষণের উদ্দেশ্যে)।'

আমাকে নিশ্চয়ই সর্বশেষ বিষয়টির ওপর তার বিশেষ গুরুত্বের জন্য আলোচনা করতে হবে। অতীতে, জারের অধীনে এমনভাবেই উন্নয়নকার্য অগ্রসর হতো যাতে কুলাকরা বেড়ে উঠেছিল, কৃষি-পুঁজি বিকশিত হয়েছিল, মাঝারি চাষীদের বিরাট অংশ এক অস্থির ভারসাম্যের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল, আর সেইসঙ্গে ব্যাপক কৃষকজনগণ, ছোট কৃষক জোতমালিকেরা

ধ্বংস আর দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছিল। যাই হোক, এখন সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে যখন ঋণ, জমি আর ক্ষমতা রয়েছে তখন নেপ্ পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত পুঁজির পুনরুত্থান সত্ত্বেও উন্নয়নকার্য পুরানো রাস্তায় এগুতে পারে না। সেই কমরেডরা একেবারেই ভুল যাঁরা জোর দিয়ে বলছেন যে নেপের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবার অধিকাংশ কৃষকদের সামগ্রিক ধ্বংসের মূল্যে কুলাকদের উন্নত করার পুরানো ইতিহাসেরই অনুগমন করতে হবে। ঐ রাস্তা আমাদের রাস্তা নয়। নতুন পরিবেশে সর্বহারাশ্রেণী যখন ক্ষমতায় রয়েছে এবং আমাদের অর্থনীতির সমস্ত বুনিয়াদী সূত্রই তার হাতে ধরে রয়েছে তখন উন্নয়নকার্য অবশ্যই এগুবে এক আলাদা রাস্তা ধরে, গ্রামের সকল ছোট জোতমালিকদের সেই সর্ববিধ সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার রাস্তা ধরে যেগুলিকে ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে রাষ্ট্র মদৎ যোগাবে; সমবায়গুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক জোতমালিকদেরকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে ধীরে ধীরে সামিল করার রাস্তা ধরে; ছোট কৃষক জোতমালিকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্রমশঃ উন্নত করার (তাদেরকে নিঃস্ব করার নয়) রাস্তা ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থেই সীমান্ত অঞ্চলগুলির, এই মুখ্যতঃ কৃষিনির্ভর দেশগুলির 'সমবায়গুলিকে যথাসম্ভব সহযোগিতাদান' হল প্রাথমিক গুরুত্বের।

পুনশ্চ, 'জাতীয় সামরিক ইউনিট সংগঠনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহ।' আমি মনে করি যে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বেশ দেরী করে ফেলেছি। জাতীয় সামরিক ইউনিট সংগঠিত করা হল আমাদের কর্তব্যবিশেষ। অবশ্য সেগুলি একদিনেই সংগঠিত করা যায় না; কিন্তু কিছুটা সময়ের মধ্যেই যাতে স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে এই ধরনের কম্যাণ্ডারদের প্রশিক্ষিত করে তোলা যায় যারা পরবর্তীকালে জাতীয় সামরিক ইউনিটগুলি সংগঠনের জন্য একটি অন্তঃসার হিসেবে কাজ করতে পারবে সেই উদ্দেশ্যে আমরা এই মুহূর্তেই সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়াস পেতে পারি, আর তা পেতে হবেই। এটা শুরু করা ও এটাকে আগে বাড়ানো একান্তভাবেই প্রয়োজন। তুর্কিস্তান, ইউক্রেন, বিয়েলো-রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সাধারণতন্ত্রে আমাদের যদি বিশ্বস্ত কম্যাণ্ডারসহ বিশ্বস্ত জাতীয় সামরিক ইউনিট থাকত তাহলে প্রতিরক্ষার

দিক থেকে এবং আমাদের বাধ্য হয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের আকস্মিকতার দিক থেকে উভয়তঃই এখনকার চাইতে সাধারণতন্ত্রগুলি আরও অনেক ভাল অবস্থাতে থাকত। এই কাজটা আমাদের এখনি শুরু করতে হবে। এর ফলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তি অবশ্যই ২০-২৫ হাজার সদস্যে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তা এক অনতিক্রম্য বাধা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

আমি অবশিষ্ট বিষয়গুলি (খসড়া কর্মসূচী দেখুন) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব না, কারণ সেগুলির গুরুত্ব স্বতঃস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজনও রাখে না।

তৃতীয় ভাগের প্রশ্নগুলি গঠিত হয়েছে সেইগুলি নিয়ে যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি দ্বিতীয় কক্ষ সংস্থাপন ও সাধারণতন্ত্র-সমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশারমণ্ডলীসমূহের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এখানে মূল প্রশ্নগুলি, সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষকগুলিকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে, অবশ্য অনুরূপ প্রশ্নগুলির তালিকাটিকে সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

পলিটব্যুরো দ্বিতীয় কক্ষকে ইউ. এস. এস. আর.-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি উপাদানমূলক অংশ হিসেবেই মনে করে। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বর্তমান কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ছাড়াও একটি জাতিসত্তা-সমূহের সর্বোচ্চ সোভিয়েতকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে পৃথক করে সংস্থাপিত করতে হবে। এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নেয় যে খোদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহ কমিটিকে এই দুটি কক্ষে ভাগ করাই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত : প্রথমটিকে ইউনিয়ন সোভিয়েত বলা যেতে পারে, তা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত হবে এবং দ্বিতীয়টিকে বলতে হবে জাতিসত্তাসমূহের সোভিয়েত, তা সাধারণ-তন্ত্রগুলির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি ও জাতীয় অঞ্চলগুলির আঞ্চলিক কংগ্রেসসমূহ কর্তৃক প্রতি সাধারণতন্ত্র থেকে পাঁচজন ও প্রতি অঞ্চল থেকে একজন হারে নির্বাচিত হবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

প্রথম কক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয়টির অধিকার সম্পর্কে আমরা দুই কক্ষের সমানাধিকারের নীতির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যেক কক্ষেরই একটি করে সভাপতিমণ্ডলী থাকবে কিন্তু এই সভাপতিমণ্ডলীর আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না। দুটি কক্ষ একত্রে মিলিত হবে এবং একটি যৌথ সভাপতিমণ্ডলী

নির্বাচিত করবে যার হাতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অধিবেশনগুলির অন্তর্বর্তীকালে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পিত হবে। যে-কোন একটিমাত্র কক্ষে উত্থাপিত কোনও বিলই আইনের ক্ষমতা অর্জন করবে না যতক্ষণ না তা উভয় কক্ষেরই দ্বারা অনুমোদিত হচ্ছে, অর্থাৎ দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা থাকতে হবে।

পুনশ্চ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী প্রসঙ্গে। আমি এ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। পলিটব্যুরোর এই মত যে আইন প্রণয়ন-বিষয়ক দুটি সভাপতিমণ্ডলীর অস্তিত্ব অনুমোদন করা যেতে পারে না। সভাপতিমণ্ডলীই যদি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হয়, তাহলে তাকে দুই বা ততোধিক অংশে ভাগ করা যায় না; সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে হতে হবে এক একক সত্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষের সভাপতিমণ্ডলী ও সেই সঙ্গে উভয় কক্ষের এক মিলিত অধিবেশন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির পূর্ণাঙ্গ (প্লেনারি) অধিবেশন থেকে নির্বাচিত হবে এমন কিছু সদস্যদেরকে নিয়ে ইউ. এস. এস. আর.-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি যৌথ সভাপতি-মণ্ডলী গঠন করাই বিধেয় বলে বোধ করা হয়েছে।

পুনশ্চ, মিশ্র কমিশারমণ্ডলীসমূহের সংখ্যার প্রশ্ন। আপনারা জানেন যে, গত বছর সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে অনুমোদিত পুরানো সংবিধান অনুযায়ী সামরিক বিষয়, বৈদেশিক বিষয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, ডাক ও তার এবং রেলপথের প্রশাসনভার সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে, অন্য পাঁচটি কমিশার-মণ্ডলী হল নির্দেশক সংস্থা, যথা জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশার-মণ্ডলী এবং শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক সংস্থা—এরা দুটি কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ, আর বাদবাকী ছয়টি কমিশারমণ্ডলী হল স্বাধীন। এই পরিকল্পনাটি ইউক্রেনীয়দের মধ্যে কয়েকজন, রাকোভস্কি, স্ক্রায়িপ্‌নিক এবং অন্যান্যদের দ্বারা সমালোচিত হয়। পলিটব্যুরো অবশ্য ইউক্রেনীয়দের এই প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয় যে বৈদেশিক বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী এবং বৈদেশিক বাণিজ্য গণ-কমিশারমণ্ডলীকে মিশ্র কমিশারমণ্ডলীর স্তর থেকে নির্দেশক স্তরে স্থানান্তর করতে হবে এবং তা মূলতঃ গত বছরে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবিধানের মূল ধারাগুলিকেই গ্রহণ করে।

সাধারণভাবে এই ধরনের চিন্তাধারাই পলিটব্যুরোকে খসড়া কর্মসূচীর রূপরেখা রচনা করায় পরিচালিত করেছিল।

আমি মনে করি যে, সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের এবং দ্বিতীয় কক্ষের সংবিধানের প্রশ্ন প্রসঙ্গে সম্মেলনকে সংক্ষিপ্ত মতামত বিনিময়ের মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখতে হবে, সেটা আরও এই কারণে যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের একটি কমিশন[৭৭] কর্তৃক এই প্রশ্নটি পর্যালোচিত হচ্ছে। আমার মতে দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে রূপায়ণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়েই বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা করতে হবে। স্থানীয় মার্কসবাদী ক্যাডারদের শক্তিশালী করার প্রশ্ন সম্পর্কে বলতে হয় যে আমাদেরকে আলোচনার বৃহদংশই নিয়োগ করতে হবে এই বিষয়টিতে।

আলোচনা উদ্বোধনের আগেই সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি থেকে আগত কমরেডরা তাঁদের এলাকা থেকে যেসব তথ্য এনেছেন তার ভিত্তিতে রচিত তাঁদের রিপোর্টগুলি শোনাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

৪। আলোচনার জবাব

১২ই জুন

সর্বপ্রথমে আমি কমরেডদের প্রদত্ত রিপোর্টগুলি ও সেই প্রদত্ত রিপোর্টের আলোকে সাধারণভাবে সম্মেলনের চরিত্র সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে চাই। যদিও এই সম্মেলনটি সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হওয়ার কাল থেকে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত এই ধরনের চতুর্থ সম্মেলন তবু সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি থেকে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট শোনা গেছে বলে এটাকেই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন বলা যেতে পারে। রিপোর্টগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে কমিউনিস্ট ক্যাডাররা আরও পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিখছে। আমি মনে করি যে কমরেডরা আমাদেরকে যেসব তথ্য দিয়েছেন তার সম্পদটুকু, অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রগুলিতে সম্পন্ন কাজের যে অভিজ্ঞতার বিষয়ে কমরেডরা আমাদেরকে অবহিত করেছেন তা এই সম্মেলনের পুংখানুপুংখ বিবরণী রূপে আমাদের পার্টির সমগ্রের অবধানেই অবশ্য আনতে হবে। জনগণ আরও পরিপক্ক হয়েছে এবং অগ্রগতি অর্জন করছে, তারা শাসন চালাতে শিখছে—এইটাই হল রিপোর্টগুলি থেকে অর্জিত প্রথম সিদ্ধান্ত, প্রথম ধারণা যা সেগুলি থেকে কেউ পেতে পারে।

রিপোর্টের বিষয়বস্তুর আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত তথ্যাদিকে দুভাগে বিভক্ত করতে পারি: সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট ও অসমাজতন্ত্রী গণ-সাধারণতন্ত্রগুলি (বুখরা, খোরেজ্‌ম্) থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট।

আসুন, আমরা প্রথম গোষ্ঠীর রিপোর্টগুলি পরীক্ষা করে দেখি। এই রিপোর্টগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্টিকে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকে জনগণের ভাষা ও জীবনধারার নিকটতর করে আনার ক্ষেত্রে জর্জিয়াকেই সবচেয়ে বিকশিত ও অগ্রসর সাধারণতন্ত্র বলে গণ্য করতে হবে। জর্জিয়ার পরেই আসে আর্মেনিয়া। অন্যান্য সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি এদের পিছনে রয়েছে। আমার মনে এইটাই হল বিতর্কাতীত সিদ্ধান্ত। এর কারণ হল এই ঘটনা যে জর্জিয়া আর আর্মেনিয়া অন্যদের চাইতে অনেক উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন। জর্জিয়াতে

সাক্ষরদের শতকরা হার বেশ উঁচু—৮০ মতো ; আর্মেনিয়াতেও তা ৪০-এর কম নয়। এটাই হল গোপন কারণ যার জন্য এই দুই দেশ অন্য সাধারণতন্ত্রের চাইতে এগিয়ে আছে। এ থেকে দাঁড়ায় এইটাই যে, একটি দেশ, সাধারণতন্ত্র বা একটি অঞ্চল যত বেশি সাক্ষর ও কৃষ্টিসম্পন্ন হবে, পার্টি আর সোভিয়েত হাতিয়ারগুলিও তত বেশি জনগণের, তার ভাষার, তার জীবনধারার নিকটতর হবে। গোটা ব্যাপারটা এই রকমই, অবশ্য যদি অন্যান্য উপাদান সমান থাকে। এটা তো নিশ্চিত, আর এই সিদ্ধান্তে কিছু নূতনত্বও নেই ; আর ঠিক যেহেতু এতে কিছু নূতনত্ব নেই তাই এই সিদ্ধান্তটি অনেক সময়ই বিস্মৃত হয় এবং অনেক সময়ই সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা এবং সেইজন্য রাষ্ট্রীয় বিষয়েও পশ্চাদ্‌পদতার জন্য কারণ আরোপ করা হয় পার্টির নীতিতে 'ভুলের' ওপর, সংঘাতের ওপর ইত্যাদি ইত্যাদি, যদিও এই সবকিছুরই ভিত্তি হল যথেষ্ট সাক্ষরতার অভাব, কৃষ্টির অভাব। যদি আপনি আপনার দেশকে একটি অগ্রসর দেশ করতে চান অর্থাৎ তার রাষ্ট্রসত্তার মান উন্নত করতে চান তাহলে জনগণের সাক্ষরতা বাড়ান, আপনার দেশের সংস্কৃতিকে করুন উন্নত, আর তখনি বাকীটা হাজির হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে লক্ষ্য করলে এবং এইসব রিপোর্টের আলোকে একেকটি সাধারণতন্ত্রের অবস্থা নিরিখ করলে এটা মানতেই হবে যে তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি, সেখানকার সাম্প্রতিক অবস্থার প্রকৃতি হল সবচেয়ে অসন্তোষজনক এবং সবচেয়ে আশংকাজনক। সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা, সাক্ষরতার নিদারুণ নীচু হার, তুর্কিস্তানের জনগণের জীবনধারা ও ভাষা থেকে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের বিচ্ছিন্নতা, অগ্রগতির এক নিদারুণ শ্লথ বেগ—এই হল চিত্র। এবং তথাপি এটা নিশ্চিত যে প্রাচ্যকে বৈপ্লবিকীকরণের দিক থেকে সবকটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের মধ্যে তুর্কিস্তানই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ; এবং তুর্কিস্তান সেই প্রাচ্যের হৃদয়কে যে ঠিক ভেদ করেছে যা সবচাইতে শোষিত, এবং যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নিজের ভেতর সবচেয়ে বিস্ফোরক পদার্থকে জমিয়ে রেখেছে সেটা শুধু এই কারণে নয় যে তা এমন এক জাতিসত্তাসমূহের সমাবেশকে উপস্থিত করেছে যা প্রাচ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ; পরন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থানেরও কারণ এতে রয়েছে। সেই কারণেই আজকের তুর্কিস্তান হল সোভিয়েত ক্ষমতার দুর্বলতম স্থান। কর্তব্য হল তুর্কিস্তানকে এক আদর্শ সাধারণতন্ত্রে, প্রাচ্যকে বৈপ্লবিকীকৃত

করার একটি প্রধান ঘাঁটিতে রূপান্তর করা। ঠিক এই কারণেই জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করা, রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকে জাতীয় চরিত্রের করে তোলা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে তুর্কিস্তানের ওপর নজর কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন। যে-কোনও মূল্যে, কোন প্রয়াসই না হারিয়ে এবং কোনও ত্যাগ স্বীকারেই সংকুচিত না হয়ে এই কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

সোভিয়েত ক্ষমতার দ্বিতীয় দুর্বলস্থান হল ইউক্রেন। সংস্কৃতি, সাক্ষরতা প্রভৃতির দিক থেকে সেখানকার পরিস্থিতির প্রকৃতি তুর্কিস্তানের সমান বা প্রায় সমান। তুর্কিস্তানে যেমন, তেমনি এখানেও রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার জনগণের ভাষা আর জীবনধারা থেকে দূরে। এবং তবুও প্রাচ্যের জনগণের পক্ষে ইউক্রেনের সমান গুরুত্ব বর্তমান। ইউক্রেনের পরিস্থিতি সে দেশের শিল্প বিকাশের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের জন্য আরও বেশি জটিল। মোদ্দা ব্যাপার এই যে, ইউক্রেনে মূল শিল্পগুলি, কয়লা ও ধাতুশিল্পসমূহ নীচ থেকে উদ্ভূত হয়নি, তা তার জাতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের ফল নয়, বরং ওপর থেকে এসেছে ;. সেগুলিকে বাইরে থেকে প্রবর্তিত, কৃত্রিমভাবে সংস্থাপিত করা হয়েছে। ফলতঃ, ঐসব শিল্পের শ্রমিকশ্রেণী স্থানীয় বংশোদ্ভূত নয়, তার ভাষাও নয় ইউক্রেনীয়। এর ফলশ্রুতি এই যে গ্রামাঞ্চলের ওপর শহরগুলি কর্তৃক সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রয়োগ এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বন্ধন প্রতিষ্ঠা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের জাতিগত অন্তর্গঠনের মধ্যে এইসব তারতম্যের জন্য যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে। ইউক্রেনকে একটি আদর্শ সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরের কাজে এইসব পরিস্থিতিকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। এবং পাশ্চাত্যের জনগণের ক্ষেত্রে তার বিরাট গুরুত্বের জন্য তাকে এক আদর্শ সাধারণতন্ত্রে রূপান্তর করা চূড়ান্তভাবে আবশ্যক।

আমি খোরেজম্ এবং বুখারা সম্পর্কিত রিপোর্টের আলোচনায় আসছি। খোরেজমের প্রতিনিধির অনুপস্থিতির দরুণ আমি খোরেজম্ সম্পর্কে কিছু বলব না; কেন্দ্রীয় কমিটির নাগালে যেসব তথ্য আছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে খোরেজম্ কমিউনিস্ট পার্টি ও খোরেজমের সরকারের কাজকর্ম সমালোচনা করা হবে গর্হিত। খোরেজম্ সম্বন্ধে ব্রোইদো এখানে যা বলেছেন তা অতীত সম্পর্কিত। খোরেজমের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক সামান্যই। সেখানকার পার্টি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, পঞ্চাশ শতাংশ সদস্যই হল সওদাগর বা ঐরকম গোত্রের। সম্ভবতঃ সেটা অতীতের ব্যাপার, কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে পার্টি বিশুদ্ধীকৃত হচ্ছে ; এখনো পর্যন্ত খোরেজ্‌মে একটিমাত্রও 'যথাযথ পার্টি-সদস্যপত্র' দেওয়া হয়নি ; ঠিকমতো বলতে কী সেখানে কোনও পার্টিই নেই, পার্টির কথা বলা যাবে একমাত্র তখনি যখন বিশুদ্ধীকরণ অভিযান সম্পূর্ণ হবে। বলা হয় যে সেখানে পার্টিতে কয়েক হাজার সদস্য বর্ত্তমান। আমি মনে করি যে বিশুদ্ধীকরণের পর কয়েক শ'র বেশি পার্টি-সদস্য পড়ে থাকবে না। অবস্থাটি ঠিক গত বছরের বুখারার মতো, সেখানে তখন ১৬,০০০ সদস্য পার্টিতে তালিকাভুক্ত ছিল ; বিশুদ্ধীকরণের পর এক হাজারের বেশি অবশিষ্ট ছিল না।

আমি বুখারার সম্পর্কিত রিপোর্টটির আলোচনায় আসছি। বুখারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আমি সর্বপ্রথমে প্রদত্ত রিপোর্টের সাধারণ সুর ও চরিত্র সম্বন্ধে দু-এক কথা অবশ্যই বলব। আমি মনে করি যে, সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলির সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি সামগ্রিকভাবে সত্যনিষ্ঠ ও তা সামগ্রিকভাবে বাস্তব থেকে বিচ্যুত নয়। শুধুমাত্র একটি রিপোর্টই বাস্তব থেকে খুব বেশি রকম বিচ্ছিন্ন, তা হল বুখারা সম্পর্কিত রিপোর্টটি। এটি একটি রিপোর্টও নয়, এটি নিছক কূটনীতি, কারণ বুখারার যা কিছু মন্দ এতে তাকেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে, ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে আর যা কিছু ওপর-ওপর চাকচিক্যময় এবং নজর কাড়ে তাকেই প্রদর্শনের জন্য সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত—বুখারায় সবকিছুই ভাল। আমি মনে করি যে এই সম্মেলনে আমরা একে অপরের সঙ্গে কূটনীতি চালানোর, একে অপরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর গোপন চেষ্টা চালানোর সাথে সাথে একে অপরের প্রতি অনুরাগভরে তাকানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং সকল সত্য বিবৃত করার, প্রকাশ করার, কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে সকল অন্যায়কে উদ্‌ঘাটিত করার এবং উন্নতির পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যেই সমবেত হয়েছি। একমাত্র এই পথেই আমরা অগ্রগতি লাভ করতে পারি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুখারা সম্পর্কিত রিপোর্টটি তার অসত্যতার দরুণ অন্যান্য রিপোর্টগুলি থেকে পৃথক। এটা কিছু আকস্মিক নয় যে আমি এখানে রিপোর্টকারীকে বুখারার নাজিরদের পরিষদের অন্তর্গঠন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। নাজিরদের পরিষদ হল গণ-কমিশার পরিষদ। সেখানে কি কোন দেখান্‌ অর্থাৎ কৃষক রয়েছে ? রিপোর্টকারী উত্তর দেননি। কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারে খবর আছে ; এতে জানা যায় যে বুখারা সরকারের মধ্যে একজনও কৃষক নেই। সরকারের নয় কি এগারজন সদস্যের মধ্যে রয়েছে একজন ধনী

সওদাগরের ছেলে, একজন ব্যবসায়ী, একজন বুদ্ধিজীবী; একজন মোল্লা, একজন ব্যবসায়ী, একজন বুদ্ধিজীবী, আরও একজন ব্যবসায়ী কিন্তু কোনও একজনও দেখান্ নয়। আর তথাপি এটা সুবিদিত যে বুখারা হল পুরোপুরি কৃষকদের দেশ।

এই প্রশ্নটি বুখারা সরকারের নীতির প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এই সরকার যা কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব পরিচালিত তার নীতিটা কি? তা কি কৃষকসমাজের, তার নিজেরই কৃষকসমাজের স্বার্থসিদ্ধি করে? আমি কেবল দুটি ঘটনার উল্লেখ করব যা কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত সেই বুখারা সরকারের নীতিকে ব্যাখ্যা করবে। উদাহরণস্বরূপ, উঁচু স্তরের দায়িত্বশীল কমরেড ও পার্টির প্রবীণ সদস্যদের সাক্ষর সম্বলিত একটি দলিল থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে বুখারার রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক তার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি যেসব ঋণ মঞ্জুর করেছে তার ৭৫ শতাংশ যেখানে গেছে বেসরকারী বণিকদের কাছে সেখানে কৃষক সমবায়গুলি পেয়েছে ২ শতাংশ মাত্র। পূর্ণ সংখ্যায় এটা দাঁড়ায় এরকম: ৭,০০০,০০০ স্বর্ণ রুবল বণিকদেরকে, আর ২২০,০০০ স্বর্ণ রুবল কৃষকদেরকে। পুনশ্চ, বুখারায় জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। কিন্তু আমীরের গরু-মোষ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে·· কৃষকদের কল্যাণে। অথচ আমরা দেখলাম কি? ঐ একই দলিল থেকে জানা যায় যে প্রায় ২,০০০ পালিত পশু কৃষকদের কল্যাণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে কৃষকরা পেয়েছে মাত্র ২০০টা; বাকীটা বিক্রী হয়েছে, অবশ্যই সম্পন্ন নাগরিক-দেরই কাছে।

আর এই সরকারই নিজেকে একটি সোভিয়েত, একটি জনগণের সরকার বলে অভিহিত করে! এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে বুখারা সরকারের এতদুল্লিখিত কার্যধারায় না আছে কিছু জনগণের না আছে কিছু সোভিয়েত চরিত্রের।

রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বুখারার জনগণের মনোভাবের ভারী এক উজ্জ্বল ছবি রিপোর্টকারী এঁকেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে এই ব্যাপারেও সবকিছু ভালই চলছে। মনে হয় যেন বুখারা সাধারণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চায়। স্পষ্টতঃই রিপোর্টকারীর ধারণা যে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাওয়াই তার দরজা জোরে উন্মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। না কমরেডগণ, ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

প্রথমেই আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে যে আপনাকে আদৌ সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে কি না। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সক্ষম হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে আপনাকে প্রথমেই দেখাতে হবে যে আপনি যোগদানের অধিকার অর্জন করেছেন ; আপনাকে এ অধিকার জয় করে নিতে হবে। আমি বুখারার কমরেডদের এটা নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেব যে সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রকে আবর্জনা-আগার বলে গণ্য করা চলবে না।

সর্বশেষে, রিপোর্টের আলোচনার ওপর আমার জবাবের প্রথম অংশটির ইতি টানার আগে আমি সেগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অল্প কিছু বলতে চাই। একজন রিপোর্টকারীও এই প্রশ্নটির কোনও জবাব দেননি যা এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত, তা হল: স্থানীয় জনগণের কোনও অব্যবহৃত, অনিযুক্ত মজুত আছে কিনা। গ্রিঙ্কো ছাড়া, আর কেউই এ প্রশ্নের জবাব দেননি, এমনকি কেউ তা ছোঁনওনি, তিনি কিন্তু কোনও রিপোর্ট-কারী নন। তথাপি এই প্রশ্নটি প্রথম সারির গুরুত্ববিশিষ্ট। সাধারণতন্ত্র-গুলিতে বা অঞ্চলসমূহে এমন স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীরা কি আছেন যাঁরা কর্মহীন, যাঁদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না? যদি সেরকম থাকে তাহলে কেন তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না? যদি তেমন কোনও মজুত না থাকে, আর তথাপি কর্মীদের অভাব ভোগ করতে হয় তাহলে কি ধরনের জাতীয় (ন্যাশনাল) উপাদানের দ্বারা পার্টি ও সোভিয়েত হাতিয়ারগুলির শূন্যস্থান পূরণ করা হচ্ছে? পার্টির পক্ষে এসব প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি যে সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে এরকম কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী আছেন, যাঁরা প্রধানতঃ রুশ, তাঁরা স্থানীয় জনগণের রাস্তা অনেক সময় আটকে দেন, কয়েকটি পদে তাদের উন্নতিও ব্যাহত করেন, তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেন। এই ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে, আর সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলিতে অসন্তোষের অন্যতম কারণ হল এইটাই। কিন্তু অসন্তোষের বৃহত্তম ও বুনিয়াদী কারণ হল এই যে কাজ করতে সক্ষম এ ধরনের স্থানীয় জনগণের অনিযুক্ত মজুত অত্যন্ত অল্প; একেবারে না থাকারই সম্ভবনা বেশি। এই হল মোদ্দা ব্যাপার। যেহেতু স্থানীয় কর্মীর ঘাটতি রয়েছে, তাই অ-স্থানীয় কর্মীদেরকে, অন্য জাতিসত্তার লোককে কাজে নিযুক্ত করা স্পষ্টতঃই প্রয়োজন কারণ সময় তো বসে থাকবে না; আমাদের অবশ্যই গঠন ও শাসনকার্য চালাতে হবে, আর স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে ক্যাডাররা ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। আমি মনে করি যে এই বিষয়ে

একেবারে কোনও কথা না বলে অঞ্চল ও সাধারণতন্ত্রসমূহ থেকে আগত কর্মীরা কিছুটা ছলনাই করেছেন। তবু এটা নিশ্চিত যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির নয়-দশমাংশেরই কারণ হল স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে দায়িত্বশীল কর্মীর অভাব। এ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়, তা হল: স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে সোভিয়েত ও পার্টি-কর্মীদের ক্যাডার গঠন ত্বরান্বিত করার জরুরী কর্তব্যটি পার্টিকে অবশ্যই শুরু করতে হবে।

রিপোর্ট থেকে আমি ভাষণ সম্পর্কে আলোচনায় আসছি। কমরেডগণ, এটা আমি বলবই যে একজন বক্তাও পলিটব্যুরোর উপস্থাপিত খসড়া কর্মসূচীর নীতিবিষয়ক বিবৃতিটিকে সমালোচনা করেননি। (**কণ্ঠস্বর:** 'তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে।') আমি একে সেই নীতিগুলির প্রতি সম্মেলনের সম্মতি, সম্মেলনের সংহতির সাক্ষ্য বলেই গণ্য করব যেগুলি কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট অংশে সূত্রবদ্ধ হয়েছে। (**অনেকের কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক!')

ট্রট্স্কির পরিশিষ্টটি যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন অথবা সংযোজনীটি (এটি সেই অংশের সম্পর্কিত যা নীতিগুলিকে বিবৃত করেছে) গ্রহণ করতে হবে কারণ তা প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট অংশটিকে কোনওমতেই পরিবর্তন করে না, পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে এটা থেকেই তা বেরিয়ে আসে। এটা আরও এইজন্য যে ট্রট্স্কির পরিশিষ্টটি সারবস্তুর দিক থেকে দশম কংগ্রেসে জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটির সেই সুবিদিত সূত্রটিরই পুনরুল্লেখ যেখানে বলা হয়েছে যে অঞ্চল আর সাধারণতন্ত্রগুলিতে পেত্রোগ্রাদ ও মস্কো কাঠামোকে যান্ত্রিকভাবে অবশ্যই প্রবর্তন করা হবে না। এটা নিশ্চয়ই এক পুনরুক্তি, কিন্তু আমি মনে করি যে কখনো কখনো কিছু কিছু বিষয়ের পুনরুক্তি ক্ষতিকর নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমি প্রস্তাবটির সেই অংশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না যা নীতিগুলিকে বিবৃত করেছে। স্ক্রাম্নিপ্‌নিকের ভাষণ এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কিছু ভিত্তি যোগায় যে, তিনি ঐ অংশটিকে তাঁর নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন, আর গ্রেট-রাশিয়ান জাতিদম্ভ, যা হল প্রধান বিপদ, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মূল কর্তব্যের সম্মুখীন হয়ে তিনি অন্য এক বিপদকে, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিপদকে, অস্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা হল চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর।

পলিটব্যুরোর কর্মসূচীর দ্বিতীয় অংশটি সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং একটি তথাকথিত দ্বিতীয় কক্ষ প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতন্ত্রসমূহের

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কয়েকটি সংশোধন বিষয়ক প্রশ্নগুলির সম্পর্কিত। আমি নিশ্চয়ই বলব যে এই বিষয়টিতে পলিটব্যুরো ইউক্রেনীয় কমরেডদের থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করে। পলিটব্যুরোর খসড়া কর্মসূচীতে যা সূত্রবদ্ধ হয়েছে সর্বসম্মতভাবেই পলিটব্যুরো তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে রাকোভস্কি বিতর্ক তুলেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কমিশনে প্রসঙ্গক্রমে এইটাই প্রতীয়মান হয়েছিল। সম্ভবতঃ এ নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত নয় কারণ এই প্রশ্নটি এখানে মীমাংসিতব্য নয়। কর্মসূচীর এই অংশ সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যেই বক্তব্য রেখেছি; আমি বলেছি যে এই প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কমিশন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর কমিশন[৭৮] কর্তৃক পরীক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু প্রশ্নটি যেহেতু উত্থাপিত হয়েছে তাই আমি তা উপেক্ষা করতে পারি না।

এটা বলা ভুল হবে যে রাষ্ট্রসমবায় (কনফেডারেশন) অথবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন হল একটা মামুলী ব্যাপার। এটা কি দৈবাৎ যে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে গৃহীত সুবিদিত খসড়া সংবিধানটি নিরীক্ষাকালে ইউক্রেনীয় কমরেডরা তা থেকে এই শব্দগুচ্ছ নাকচ করে দিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছিল যে সাধারণতন্ত্রগুলি 'একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে'? সেটা কি দৈবাৎ ছিল? তাঁরা কি সেটা করেননি? কেন তাঁরা ঐ শব্দগুচ্ছটি নাকচ করেছিলেন? এটা কি দৈবাৎ যে ইউক্রেনীয় কমরেডরা তাঁদের পাল্টা খসড়ায় প্রস্তাব করেছিলেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য গণ-কমিশারমণ্ডলী ও বৈদেশিক বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীকে মিশ্র করা উচিত নয় বরং নির্দেশক পর্যায়ে স্থানান্তর করতে হবে? প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রেরই যদি তার নিজস্ব বৈদেশিক বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী ও বৈদেশিক বাণিজ্য গণ-কমিশারমণ্ডলী থাকে তাহলে সেই একক যুক্তরাষ্ট্রের পরিণতি কি হবে? এটা কি দৈবাৎ যে তাদের পাল্টা খসড়ায় ইউক্রেনীয়রা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতাকে দুটি কক্ষের দুটি পৃথক সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একেবারে শূন্যে নামিয়ে এনেছিল? রাকোভস্কির এইসব সংশোধনীই কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কমিশন কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত ও পরীক্ষিত হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যাতও হয়েছিল। তাহলে আর এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ কেন? কিছু ইউক্রেনীয় কমরেডের তরফে এই পীড়াপীড়িকে আমি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রসমবায় ও একটি যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রসমবায়ের দিকে ঝোঁক-বিশিষ্ট কোনও একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য বলেই গণ্য করি। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে আমরা কোনও রাষ্ট্রসমবায় নয়, পক্ষান্তরে সামরিক, বৈদেশিক, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য বিষয়কে ঐক্যবদ্ধ করে সাধারণতন্ত্রসমূহের এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, একটি একক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করছি যে রাষ্ট্র কোনওভাবেই একক সাধারণতন্ত্রগুলির সার্বভৌমিকতাকে হ্রাস করবে না।

যদি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈদেশিক বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী, একটি বৈদেশিক বাণিজ্য গণ-কমিশারমণ্ডলী ইত্যাদি থাকতে হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সাধারণতন্ত্রগুলিরও অনুরূপ সবকটি কমিশারমণ্ডলীই থাকতে হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে সেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বহির্বিশ্বের কাছে একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব হবে। হয় এটা অথবা ওটা: হয় এইসব হাতিয়ারগুলিকে আমরা একত্রীভূত করব এবং বহিঃশত্রুর সামনে একটি একক যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে মুখোমুখি হব অথবা আমরা সেগুলিকে একত্রীভূত করব না ও কোনও যুক্তরাষ্ট্র গঠন করব না, করব সাধারণতন্ত্রসমূহের এক পিণ্ডবিশেষ যেক্ষেত্রে প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রেরই তার নিজস্ব সমান্তরাল হাতিয়ারগুলি থাকতে হবে। আমি মনে করি যে, এই ব্যাপারে সত্যটি রয়েছে কমরেড ম্যানুইল্স্কির পক্ষে, রাকোভ্স্কি ও স্ক্রায়িপ্নিকের পক্ষে নয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্ন থেকে আমি এক পুরোপুরি সম্বদ্ধ, বাস্তব চরিত্রের প্রশ্নসমূহের আলোচনায় আসছি যা খানিকটা জড়িত পলিটব্যুরোর কার্যকরী প্রস্তাবগুলির সঙ্গে, আর খানিকটা সেই সংশোধনীগুলির সঙ্গে যা এখানে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কমরেডগণ কর্তৃক উত্থাপিত হতে পারে। পলিট-ব্যুরোর তরফে রিপোর্টকারী হওয়ায় আমি এটা বলিনি বা বলতে পারিনি যে পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত সম্বদ্ধ, কার্যকরী প্রস্তাবগুলির তালিকাটিই পূর্ণাঙ্গ। পক্ষান্তরে, একেবারে শুরুতেই আমি বলেছি যে তালিকাটিতে বাদছাদ থাকতে পারে এবং সংযোজনা অবধারিত হতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে অনুরূপ এক সংযোজনার প্রস্তাব করছেন স্ক্রায়িপ্নিক। সেটা গ্রহণযোগ্য। কমরেড মিকোয়ানের প্রস্তাবিত সংযোজনীগুলির কয়েকটিকেও আমি গ্রহণ করছি। প্রকাশনা কাজের জন্য এবং সাধারণভাবে কয়েকটি পশ্চাদ্পদ সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলে সংবাদপত্রের জন্য একটি অর্থ-তহবিল সম্বন্ধে একটি সংশোধনীয় অবশ্যই

প্রয়োজন। এই প্রশ্নটি দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কয়েকটি অঞ্চলে, এমনকি সাধারণতন্ত্রেও, বিদ্যালয়ের প্রশ্নটিতে সেই একই ব্যাপার। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটা নিশ্চয়ই একটি ত্রুটি আর এরকম ত্রুটির স্তূপও জমতে পারে। আমি সেই কারণে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে যুক্ত কমরেডরা যাঁরা তাঁদের সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছেন কিন্তু কোনও সুসম্বদ্ধ কিছু প্রস্তাবের সামান্যই প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদেরকে পরামর্শ দেব এই সম্পর্কে চিন্তা করতে ও তাঁদের সুবদ্ধ সংযোজনী, সংশোধনী প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করতে যা সেগুলি একত্র করবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়-গুলির অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সংগঠনগুলির মধ্যে প্রচার করবে।

আমি গ্রিঙ্কোর সেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে নীরব থাকতে পারি না যাতে এই মর্মে বলা হয়েছে যে অপেক্ষাকৃত কম কৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্ভবতঃ কম অ-সর্বহারা-গোত্রের জাতিসত্তাগুলির থেকে আগত স্থানীয় জনগণের পক্ষে পার্টিতে প্রবেশ ও তার শীর্ষ স্থানগুলিতে পদোন্নতি লাভ সহজতর করার উদ্দেশ্যে কিছু সহজতর শর্ত তৈরী করতে হবে। এই প্রস্তাবটি সঠিক এবং আমার মতে তা গ্রহণ করা উচিত।

আলোচনার জবাবে আমার বক্তব্যটিকে আমি নিম্নরূপ প্রস্তাব দিয়েই শেষ করছি যে: পলিটব্যুরোর জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত খসড়া কর্মসূচীকে একটি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, ট্রট্স্কির সংশোধনীটি বিবেচনায় আনতে হবে; কেন্দ্রীয় কমিটিকে কার্যকরী গোত্রের যেসব সংশোধনী প্রস্তাবিত হয়েছে বা হতে পারে তাকে কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করতে হবে; কেন্দ্রীয় কমিটিকে একসপ্তাহ সময়কালের মধ্যে খসড়া কর্মসূচীটি, পুংখানুপুংখ বিবরণীটি, প্রস্তাবটি এবং রিপোর্টকারীদের দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি মুদ্রিত করতে ও সংগঠনগুলির মধ্যে বণ্টন করতে অনুরোধ করতে হবে; একটি বিশেষ কমিশন গঠন না করে খসড়া কর্মসূচী-টিকেই গ্রহণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে জাতিগত প্রশ্নের ওপর একটি কমিশন গঠনের প্রশ্নের ওপর আমি কিছুই আলোচনা করিনি। কমরেডগণ, এই ধরনের সংগঠন তৈরী করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমার কিছু সংশয় আছে, তার কারণ প্রথমতঃ এই যে, এইরকম সংস্থার জন্য সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলগুলি তাদের সর্বোচ্চ স্তরের কর্মীদের নিশ্চয়ই সরবরাহ করবে না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত

দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করি যে আঞ্চলিক কমিটিগুলি ও জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি-গুলি দায়িত্বশীল কর্মীদের বণ্টনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশনের কাছে তাদের অধিকারের ন্যূনতমও ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। বর্তমান সময়ে কর্মী বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ আঞ্চলিক কমিটিগুলি ও জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে থাকি। এই কমিশনটি যদি তৈরী হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ-কেন্দ্রটি সেখানেই স্থানান্তরিত হবে। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত একটি কমিশনের সঙ্গে সমবায় বা কৃষকদের মধ্যে কাজ সম্পর্কিত প্রশ্নের ওপর গঠিত কমিশনগুলির কোনও সাদৃশ্য নেই। গ্রামাঞ্চলে কাজের ওপর এবং সমবায়ের ওপর গঠিত কমিশনগুলি সাধারণতঃ সাধারণ নির্দেশের ছক তৈরী করে। কিন্তু জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশ নয়, আমাদের প্রয়োজন হল প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলে গ্রহণীয় সুসম্বদ্ধ পদক্ষেপের নির্দেশ, আর এটা কোনও সাধারণ কমিশন করতে অক্ষম। এতে সন্দেহ রয়েছে যে কোনও কমিশন, ধরা যাক, ইউক্রেনীয় সাধারণতন্ত্রের জন্য, কোনও সিদ্ধান্ত নিরূপণ করতে ও তা গ্রহণ করতে পারে কিনা: ইউক্রেন থেকে দু-তিনজন লোক ইউক্রেনের ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির বদলী হিসেবে কাজ করতে পারে না। সেই কারণেই আমি মনে করি যে কোনও কমিশন কোনও কার্যকরী ফল প্রসব করতে পারে না। এখানে প্রস্তাবিত পদক্ষেপটি—কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান দপ্তরগুলিতে জাতিসত্তাগুলি থেকে লোক নিয়োগ করা—এইটাই আমার মনে হয় যে আপাততঃ বেশ যথেষ্ট। পরবর্তী মাস ছয়েকের মধ্যে যদি কোন বিশেষ সাফল্য না পাওয়া যায়, তাহলে একটি বিশেষ কমিশন সংস্থাপনের প্রশ্নটি আবার তোলা যেতে পারে।

৫। ভাষণের জবাব

১২ই জুন

আমি যেহেতু আক্রান্ত (**হাস্যরোল**) সেহেতু 'এক এবং অবিভাজ্য' সম্পর্কিত বিষয়টির জবাব দিতে আমাকে অনুমতি দিন। জাতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিতে ৮নং সূত্রে 'এক এবং অবিভাজ্য'টির একমাত্র স্তালিনই নিন্দা করেন। স্পষ্টতঃই, এখানে 'অবিভাজ্য' বোঝাতে চাওয়া হয়নি, চাওয়া হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেনীয়রা সেখানে আমাদের ওপর রাষ্ট্রসমবায় চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই হল প্রথম প্রশ্নটি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল রাকোভ্স্কি সম্বন্ধে। আমি যেহেতু একবার ইতোমধ্যেই এটা বলেছি তাই এটা আমার পুনরুল্লেখই হচ্ছে যে ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তা বলেছে যে অমুক অমুক সাধারণতন্ত্র 'সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে'—'**একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হচ্ছে**'। ইউক্রেনীয়রা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাদের পাল্টা খসড়া পাঠাল। ঐ খসড়ায় বলা হল যে: অমুক অমুক সাধারণ '**সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি সমবায় গঠন করছে**।' 'একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হচ্ছে' শব্দগুলি পরিত্যক্ত হল। ছয়টি শব্দ পরিত্যক্ত হল। কেন? এটা কি আকস্মিক? যুক্তরাষ্ট্রের পরিণতিটা কি দাঁড়াল? প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধান থেকে এই ধারাটি, এই শব্দগুলি যা সভাপতিমণ্ডলীকে 'দুইটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী' বলে বর্ণনা করেছে সেগুলি বর্জন করায় এবং দুই কক্ষের সভাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করায় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অলীকে পর্যবসিত করায় রাকোভ্স্কির কার্যকলাপের মধ্যে আমি রাষ্ট্রসমবায়বাদের বীজাণুকে পুনরায় অনুভব করছি। কেন তিনি এটা করলেন? কারণ তিনি একটি যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার বিরোধী, বাস্তব যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতারও বিরোধী। এই হল দ্বিতীয় প্রশ্ন।

তৃতীয়তঃ, ইউক্রেনীয়দের প্রস্তাবিত খসড়ায় বৈদেশিক বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী ও বৈদেশিক বাণিজ্য গণ-কমিশারমণ্ডলীকে একত্রীভূত করা

হয়নি, বরং মিশ্র পর্যায় থেকে তাদেরকে নির্দেশক পর্যায়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এই হল সেই তিনটি কারণ যা আমাকে রাকোভ্স্কির প্রস্তাবের মধ্যে রাষ্ট্র-সমবায়ের জীবাণুকে অনুভব করিয়েছে। সংবিধানের মূল বয়ান যা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরাও গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে আপনার প্রস্তাবসমূহের এমন ফারাক কেন? (**রাকোভ্স্কি :** 'আমাদের দ্বাদশ কংগ্রেস রয়েছে।')

মাপ করবেন, দ্বাদশ কংগ্রেস আপনার সংশোধনী খারিজ করেছে এবং এই বাক্যবন্ধ গ্রহণ করেছে যে : 'সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করে।'

আমি দেখতেই পাচ্ছি যে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেস থেকে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস ও বর্তমান সম্মেলন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ইউক্রেনীয় কমরেডদের কয়েকজন যুক্তরাষ্ট্রীয়বাদ থেকে রাষ্ট্রসমবায়বাদের একটি বিবর্তনে অংশ নিয়েছেন। যাই হোক, আমি যুক্তরাষ্ট্রেরই সপক্ষে অর্থাৎ রাষ্ট্রসমবায়ের বিপক্ষে অর্থাৎ রাকোভ্স্কি আর স্ক্রাইপ্নিকের দেওয়া প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে।

অক্টোবর বিপ্লব এবং মধ্যস্তরের প্রশ্ন

মধ্যস্তরের প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে শ্রমিক-বিপ্লবের একটি অন্যতম মূল প্রশ্ন। এই মধ্যস্তর হচ্ছে কৃষকসমাজ এবং ছোট শহুরে শ্রমজীবী মানুষ। অত্যাচারিত জাতিসত্তাসমূহ, যাদের দশ ভাগের নয় ভাগই মধ্যস্তরের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরও এই পর্যায়ভুক্ত করে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, এরা হচ্ছে সেই স্তরের মানুষ যারা অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে পুঁজিপতিশ্রেণী এবং সর্বহারাদের মাঝামাঝি জায়গায় আছে। এই স্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দিষ্ট হয় দুটি অবস্থার দ্বারা: প্রথমতঃ, এই স্তরের জনসমষ্টি সংখ্যার দিক থেকে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যার সর্বাধিক, নিদেনপক্ষে বৃহৎ সংখ্যালঘু অংশ; দ্বিতীয়তঃ, তারাই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ মজুতবাহিনী, যার থেকে পুঁজিপতিরা সর্বহারাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তাদের সৈন্য সংগ্রহ করে থাকে। সর্বহারারা রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষা করতে পারে না যদি না তারা এই স্তরের, বিশেষ করে আমাদের সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের দেশে প্রধানতঃ কৃষকদের সহানুভূতি ও সমর্থনের অধিকারী হয়। এই স্তরের মানুষদের যদি, অন্ততঃপক্ষে, নিরপেক্ষ না করে দেওয়া যায়, যদি পুঁজিপতিদের থেকে তারা এখনো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হতে পেরে থাকে, যদি তাদের অধিকাংশ পুঁজিপতিদের সৈন্যবাহিনী হিসেবে কাজ করে, তাহলে সর্বহারারা ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না। এই জন্যই, মধ্যস্তরের মানুষদের জন্য সংগ্রাম, কৃষকসমাজের জন্য সংগ্রাম—যে সংগ্রাম ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের একটি উল্লেখযোগ্য দিক—যে সংগ্রামের শেষ এখনো হয়নি এবং যে সংগ্রাম ভবিষ্যতেও চলবে।

১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ ছিল যে সেই বিপ্লব ফরাসী দেশের কৃষকসমাজের সহানুভূতির সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। প্যারি-কমিউনের পতনের অন্যতম কারণ ছিল যে তাকে মধ্যস্তরের, বিশেষ করে কৃষকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সম্পর্কে একই কথা বলা যায়।

ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতাগুলির উপর নির্ভর করে কিছু কিছু স্থূল

মার্কসবাদীরা, যাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন কাউট্স্কি, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মধ্যস্তরের মানুষগুলো, বিশেষ করে, কৃষকরা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর এবং তাদের বিপ্লবের প্রায় জাতশত্রু, কাজেকাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ বিকাশের জন্য, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণী জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠবে এবং যার ফলে সৃষ্টি হবে শ্রমিক-বিপ্লবের সার্থকতার উপযুক্ত পরিস্থিতি। ঐ সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করেই তারা অর্থাৎ এই তথাকথিত মার্কসবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন 'অকাল' বিপ্লব সম্পর্কে। ঐ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই তাঁরা 'নীতিগত উদ্দেশ্যে' মধ্যস্তরের মানুষদের সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতিদের পরিচালনায় ছেড়ে এসেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করেই তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব ব্যর্থ হবেই কারণ, রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যালঘু অংশ এবং যেহেতু রাশিয়া একটি কৃষক-প্রধান রাষ্ট্র, সুতরাং রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লবের জয়লাভ অসম্ভব।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মধ্যস্তর সম্পর্কে, বিশেষ করে কৃষকসমাজ সম্পর্কে, মার্কসের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। যেখানে এইসব স্থূল মার্কসবাদীরা কৃষকসমাজকে বর্জন করে এবং তাদের পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হতে ছেড়ে দিয়ে 'কড়া নীতির' সরব আস্ফালন করেছেন, সেখানে যিনি মার্কসবাদীদের সবচেয়ে নীতিনিষ্ঠ—সেই কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট পার্টিকে নিরন্তর উপদেশ দিয়েছেন কৃষকসমাজের গুরুত্বকে হ্রাস করে না দেখার জন্য, তাদের সর্বহারাদের সপক্ষে টেনে আনার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সর্বহারা-বিপ্লবে তাদের সমর্থনকে নিশ্চিত করার জন্য। আমরা জানি পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর মার্কস এঙ্গেলস্‌কে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং সেই চিঠির মারফৎ তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে জানিয়েছিলেন.:

> 'জার্মানিতে সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে সর্বহারা-বিপ্লব কতখানি কৃষক যুদ্ধের অনুরূপ দ্বিতীয় একটা কৃষক-যুদ্ধের দ্বারা সমর্থিত হবে কিনা সেই সম্ভাবনার ওপর।'[৭৯]

উপরোক্ত কথাগুলি লেখা হয়েছিল পঞ্চাশ দশকের জার্মানি সম্পর্কে, যে জার্মানি ছিল একটি কৃষি-প্রধান দেশ, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ১৯১৭-এর রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় কম সংগঠিত ছিল এবং যেখানে কৃষকসমাজ তার

অবস্থানের জন্য, সর্বহারার বিপ্লবকে সমর্থন দান করতে ১৯১৭-র রাশিয়ার কৃষকসমাজের তুলনায় কম উন্মুখ ছিল।

'অতি নীতিনিষ্ঠ' বকম্‌বাজদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অক্টোবর বিপ্লব নিঃসন্দেহে মার্কস কথিত 'কৃষক-যুদ্ধ' এবং 'শ্রমিক-বিপ্লবের' একটি সুখী সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে হাজির হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে এইরকম সমন্বয় সম্ভব এবং তা সংগঠিত করা যায়। অক্টোবর বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এবং তা রক্ষা করতেও পারে যদি তারা মধ্যস্তরের মানুষগুলিকে—বিশেষ করে কৃষকদের—পুঁজি-পতিদের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে, যদি এই স্তরগুলিকে পুঁজি-পতিদের মজুত শক্তি থেকে সর্বহারার মজুত শক্তিতে পরিণত করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়: পৃথিবীতে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবই সর্বপ্রথম মধ্যস্তরের, বিশেষ করে কৃষকসমাজের প্রশ্নটিকে, পুরোভাগে নিয়ে এসেছে এবং সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের সমাধানে কৃতকার্য হয়েছে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুঙ্গবদের 'তত্ত্বাবলী' এবং বিলাপকে ব্যর্থ করে দিয়ে।

এটাই হচ্ছে অক্টোবরের বিপ্লবের প্রথম কৃতিত্ব, যদি এই প্রসঙ্গে কেউ কৃতিত্ব শব্দটি ব্যবহার করতে চান।

কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই থেমে থাকেনি। অক্টোবর বিপ্লব আরও এগিয়ে গিয়েছিল এবং চেষ্টা করেছিল সমস্ত নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এনে জড়ো করতে। আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, এই জাতিসত্তাসমূহের জনসমষ্টির দশ ভাগের নয় ভাগই হচ্ছে কৃষক এবং সামান্য কিছু শহুরে শ্রমজীবী জনসাধারণ। 'নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের' সংজ্ঞা অবশ্য এই কথা বললেই সম্পূর্ণ হয় না। নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মানুষরা সাধারণতঃ কৃষক কিংবা শ্রমিক হিসেবেই কেবলমাত্র নিপীড়িত হয় না, বরং জাতিসত্তা হিসেবেও নিপীড়িত হয়ে থাকে—অর্থাৎ একটা বিশেষ জাতির মেহনতী মানুষ হিসেবে, একটা বিশেষ ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারণের পদ্ধতি, অভ্যাস ও রীতিনীতিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। এই দ্বিবিধ নিপীড়ন নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের মেহনতী মানুষদের নিপীড়নের মুখ্য শক্তি পুঁজির বিরুদ্ধেও এদের সংগ্রামকে ধাবিত করে, এদের অনিবার্যভাবেই বিপ্লবী করে তোলে। এই অবস্থা ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল, যার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণী সফল হয়েছিল 'সর্বহারার

'বিপ্লবকে' কেবলমাত্র 'কৃষক-যুদ্ধ' নয়, এমনকি জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে। এই সাফল্য অনিবার্যভাবেই সর্বহারা বিপ্লবের কার্যক্ষেত্রকে রাশিয়ার সীমানার বাইরেও বিস্তৃত করেছিল, এবং পুঁজির গভীরতম মজুত শক্তিসমূহকে বিপন্ন করেছিল, যদিও কোন একটি নির্দিষ্ট প্রভুত্বশালী জাতির মধ্যস্তবকে আনার জন্য সংগ্রাম, পুঁজির প্রত্যক্ষ মজুত শক্তির জন্য সংগ্রাম, নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির এই সংগ্রাম পুঁজির বিশেষ মজুত শক্তিসমূহকে, তার গভীরতম মজুত শক্তিসমূহকে স্বপক্ষে নিয়ে আসার এই সংগ্রাম ঔপনিবেশিক এবং অসম মানুষদের পুঁজির জোয়াল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার অনিবার্যভাবেই সংগ্রামে পরিণত হয়ে যায়। এই শেষোক্ত সংগ্রামটি শুরু হলেও, অবসিত হতে অনেক দেরী। উপরন্তু, এই সংগ্রাম এখনো পর্যন্ত এমনকি তার প্রথম চূড়ান্ত জয়লাভ করতে পারেনি। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব এই গভীর স্তরের মজুত শক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে এবং সেই সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই ধাপে ধাপে ব্যাপ্তিলাভ করবে সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে শ্রমিক-বিপ্লবের প্রসারের ফলশ্রুতি হিসেবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে: অক্টোবর বিপ্লব কার্যতঃ পুঁজিবাদের গভীর স্তরে অবস্থিত মজুত শক্তি—অর্থাৎ নিপীড়িত ও অসম দেশগুলির জনসাধারণকে জয় করার সংগ্রাম শুরু করেছিল; অক্টোবর বিপ্লব এই মজুত শক্তিসমূহকে জয় করার সংগ্রামের পতাকাকে সর্বপ্রথম তুলে ধরেছে। এটাই হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় কৃতিত্ব।

আমাদের দেশে কৃষকসমাজকে সমাজতান্ত্রিক পতাকার নীচে সমবেত করে তাদের জয় করতে পেরেছি। কৃষকরা শ্রমিকদের হাত থেকে জমি পেয়েছে, শ্রমিকদের সহায়তায় তারা জমিদারদের পর্যুদস্ত করেছে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে; যার ফলে, কৃষকসমাজ অনুভব না করে পারেনি, উপলব্ধি না করে পারেনি যে তাদের মুক্তির প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে, এবং অগ্রসর হতে থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা, তার রক্ত-পতাকাকে উড্ডীন রেখে। এর ফলে যে সমাজতন্ত্রের পতাকা আগে কৃষকসমাজের কাছে একটা জুজু ছিল, সেই পতাকা অনিবার্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এমন এক পতাকাতে যে পতাকা তাকে আকর্ষণ করেছে এবং তার পরাধীনতা, দারিদ্র্য এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জনে সহায়তা করেছে।

এই ব্যাপারটি একইভাবে—এমনকি অধিকতর পরিমাণে—অত্যাচারিত জাতিসত্তাগুলির ক্ষেত্রেও সত্য। জাতিসত্তাসমূহের মুক্তির রণধ্বনি—যে রণধ্বনি ফিনল্যাণ্ডের মুক্তিলাভ, পারস্য এবং চীন থেকে সৈন্যাপসরণ, সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রী সরকার গঠন, তুরস্ক, চীন, হিন্দুস্তান এবং মিশরের জনগণের প্রতি খোলাখুলিভাবে সমর্থন জ্ঞাপন স্বরূপ ঘটনাবলীর দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল—সেই রণধ্বনি প্রথম ঘোষিত হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবে বিজয়ী মানুষের দ্বারা। যে রাশিয়া একদিন অত্যাচারিত জাতিসত্তাসমূহের কাছে অত্যাচারের এক প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাশিয়া মুক্তির একটি প্রতীকে পরিবর্তিত হয়েছে—এটাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলা চলে না। এটাও কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, অক্টোবের বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড লেনিনের নাম আজ উপনিবেশ ও অসম দেশগুলির পদদলিত ও নিপীড়িত কৃষক এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী মানুষের মুখে একটি প্রিয়তম নাম হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে। অতীতে, বিরাট রোম সাম্রাজ্যের অত্যাচারিত এবং পদদলিত কৃতদাসেরা খ্রীষ্টধর্মকেই মুক্তির সোপান বলে মনে করতো। আমরা এখন সেই পর্যায়ে উপনীত হচ্ছি যে-পর্যায়ে সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলিতে অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ নিপীড়ত মানুষের মুক্তির পতাকা হিসেবে কাজ করতে (এবং ইতোমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে!) পারে। এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহেই এখন বলা চলে যে, এই পরিস্থিতি অনেকাংশে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজকে সহজ করে দিয়েছে এবং দূর-দূরান্তের অত্যাচারিত দেশগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। পূর্বে কোন একজন সমাজতন্ত্রীর পক্ষে নিপীড়িত বা নিপীড়ক দেশগুলির অশ্রমিক, মধ্যস্তরের মানুষদের মধ্যে তার মতবাদ খোলাখুলি ব্যক্ত করা শক্ত কাজ ছিল; কিন্তু আজ সে খোলাখুলিভাবেই এগিয়ে এসে এইসব স্তরের মানুষদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণা প্রচার করতে পারে এবং সঙ্গতভাবে আশা করতে পারে যে, তার বক্তব্য শ্রোতারা শুনবে এবং মনোযোগ দিয়েই শুনবে, কারণ, সে অক্টোবর বিপ্লবের মতো প্রবল যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। এটাও অক্টোবর বিপ্লবেরই একটি ফল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়: অক্টোবর বিপ্লবই সমস্ত জাতিসত্তা এবং সজাতির মধ্যস্তর, অশ্রমিক কৃষকসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-

ধারণা প্রসারের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে; অক্টোবর বিপ্লব সমাজতন্ত্রের পতাকাকে তাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এটা হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লবের তৃতীয় কৃতিত্ব।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৩
৭ই নভেম্বর, ১৯২৩
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলাদের প্রথম কংগ্রেসের পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলন[৮০]

পাঁচ বছর আগে, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মস্কোতে প্রথম সারা-রুশ শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলাদের কংগ্রেস আহ্বান করেছিল। প্রায় দশ লক্ষ মেহনতী মহিলাদের পক্ষ থেকে এক হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই কংগ্রেস ছিল মেহনতী মহিলাদের মধ্যে পার্টির কাজের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই কংগ্রেসের অপরিমেয় কৃতিত্ব হচ্ছে যে, সেই প্রথম আমরা আমাদের দেশের শ্রমিক এবং কৃষক মহিলাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে তোলবার ভিত্তি স্থাপন এই কংগ্রেসে করেছিলাম।

কিছু ব্যক্তি ভাবতে পারেন যে, এই ঘটনাতে অসাধারণ কিছু নেই, পার্টি সর্বদাই জনসাধারণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলার কাজ করেছে এবং যেহেতু আমরা শ্রমিক এবং কৃষক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছি, সেই কারণে মহিলাদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করবার প্রয়াসের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এখন যেহেতু শ্রমিক এবং কৃষকদের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সেই কারণে প্রত্যেকটি মেহনতী মহিলাদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

এবং তা নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য :

আমাদের দেশের জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৪০,০০০,০০০ ; এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা অর্ধেকের কম হবে না, যারা প্রধানতঃ শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলা, যারা পদদলিত, নির্বোধ ও অজ্ঞ। আমরা যখন নতুন সোভিয়েত জীবন গড়ার কাজে আন্তরিকভাবে নেমে পড়েছি তখন জনসংখ্যার যারা অর্ধেক সেই মহিলারা কি আমাদের অগ্রগতির পথে প্রতি পদক্ষেপেই বাধা সৃষ্টি করবে না যদি তারা পদদলিত, অজ্ঞ ও মূর্খ থেকেই যায় ?

শ্রমজীবী মহিলা তার শ্রমজীবী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। পুরুষের সঙ্গে যৌথভাবে সেও আমাদের শিল্প গড়ে তোলার সার্বজনীন কর্তব্য পালন করছে। সে সার্বজনীন এই কাজে সহায়তা করতে পারবে যদি সে

রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন হয়, যদি সে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। কিন্তু যদি সে পদদলিত ও অজ্ঞ থাকে, সে এই সার্বজনীন কাজকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, না ঈর্ষার জন্য নয়, তার অজ্ঞানতার জন্যই।

কৃষক মহিলা পুরুষের পাশাপাশি থাকে। পুরুষের সাথে যৌথভাবে মহিলাও কৃষির উন্নতির সার্বজনীন কর্তব্যকাজ করে চলেছে, করে চলেছে এর সমৃদ্ধি ও বিকাশের কাজও। এই ব্যাপারে সে বিরাট সাহায্য করতে পারবে যদি সে অজ্ঞানতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে, সে সমগ্র ব্যাপারটাতেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, যদি সে অজ্ঞানতার কবলে বন্দী থাকে।

শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলারা আমাদের দেশের স্বাধীন নাগরিক, তারা শ্রমজীবী ও কৃষক পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়েই সমান। তারা সোভিয়েত এবং সমবায়সমূহের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং এই নির্বাচনগুলিতে তারা নির্বাচিত হতে পারে। শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলারা আমাদের সোভিয়েত এবং সমবায়সমূহের উন্নতিসাধন করতে পারে, শক্তিশালী সেগুলি ও বিকশিত করতে পারে, যদি তারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। অথচ, যদি তারা অজ্ঞ থেকে যায়, তাহলে তারা এইসব সংস্থাগুলিকে দুর্বল করতে পারে ও তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

সর্বশেষে বলতে চাই, এই শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলারা হচ্ছেন জননীকুল; তাঁরা আমাদের শিশুদের—যারা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ—পালন করছেন। এঁরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনকে বিকৃত করতে পারেন বা সুস্থমনা ও দেশের উন্নতিসাধনে সক্ষম এক যুবসমাজ গড়তে পারেন—কি তাঁরা করবেন সেটা নির্ভর করবে এই মায়েরা সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন, না পুরোহিত, কুলাক এবং বুর্জোয়াদের পথ অনুসরণ করবেন তার ওপরে।

সেইজন্যই যখন শ্রমিক ও কৃষকেরা নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েছে, তখন বুর্জোয়াদের ওপর যথার্থ বিজয়লাভের জন্য শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়টি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

এই কারণেই, শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলাদের প্রথম কংগ্রেস—যে কংগ্রেস মেহনতী মহিলাদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করার কাজ শুরু করেছিল—তার তাৎপর্য যথার্থই অপরিমেয়।

পাঁচ বছর আগে, শ্রমজীবী এবং কৃষক-মহিলাদের প্রথম কংগ্রেসে পার্টির

আশু কর্তব্য ছিল হাজার হাজার শ্রমজীবী মহিলাদের নতুন সোভিয়েত জীবন গড়ার কাজে টেনে নিয়ে আসা ; শিল্পভিত্তিক জেলাগুলিতে শ্রমিক মহিলারা প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল, কেননা তারাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে সচেতন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, গত পাঁচ বছরে এই ব্যাপারে আমরা বেশ কিছু কাজ করতে পেরেছি, যদিও করণীয় অনেক বাকী রয়ে গেছে।

পার্টির আশু কর্তব্য বর্তমানে হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ কৃষক মহিলাকে আমাদের সোভিয়েত জীবন গড়ে তোলার সার্বজনীন কাজে টেনে নিয়ে আসা। গত পাঁচ বছরের কাজের ফলে ইতিমধ্যেই আমরা মহিলা কৃষকসাধারণের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাকে নেত্রীত্বে উন্নীত করতে পেরেছি। আমরা আশা করব আরও আলোকপ্রাপ্তা কৃষক মহিলা কৃষক নেত্রীবর্গের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আমরা আশা করব পার্টি সার্থকভাবেই এই দায়িত্বও পালন করতে পারবে।

১০ই নভেম্বর, ১৯২৩

'কমিউনিস্তকা' পত্রিকা, সংখ্যা ১১
নভেম্বর, ১৯২৩
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

সামরিক এ্যাকাডেমির উৎসব-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

১৭ই নভেম্বর, ১৯২৩

(সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংক্ষিপ্তসার)

লাল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং লালফৌজের অবৈতনিক সৈনিক কমরেড স্তালিন কর্তৃক একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়েছিল।

কমরেড স্তালিন সেই বক্তৃতায় জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, যখন সর্বপ্রথম এই বাহিনীর মূল কেন্দ্র, যা ভবিষ্যতের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী ভ্রূণ, সংগঠিত করা হচ্ছিল, তখন উদ্যোক্তাদের সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের, যাঁরা আদৌ এই বাহিনীকে সংগঠিত করার যৌক্তিকতাই অস্বীকার করেছিলেন, সঙ্গে মতবিরোধ হয়।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে অশ্বারোহী বাহিনীর ইতিহাসে একটি উল্লেখ-যোগ্য পৃষ্ঠা লিখিত হয়, যখন আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী বহুসংখ্যক মেশিনগান ও বহুসংখ্যক অশ্বারোহী বাহিনীর একটি সংযুক্ত বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। বিখ্যাত 'তাচাংকা'* হচ্ছে সেই সমন্বয়ের প্রতীক।

আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন, আক্রমণের সময় এরা যদি অশ্বের শক্তির সঙ্গে মেশিনগান এবং গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তির সমন্বয় ঘটাতে না পারে, তাহলে এই বাহিনী প্রবল শক্তিশালী বাহিনী থাকবে না।

অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবজনক পৃষ্ঠাটি লেখা হয়েছিল ১৯১৯ সালের শেষে, যখন ভরোনেঝের মুখে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর বারোটি রেজিমেন্ট শত্রুর বাইশটি রেজিমেন্টকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিল। এই ঘটনাটি চিহ্নিত করেছিল আমাদের 'ক্যাভাল্‌রি কোরে'-র 'ক্যাভাল্‌রি আর্মি'তে প্রকৃত রূপান্তরণ।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেই পর্যায়ে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনা আরও একটি বিশেষ গুণ অর্জন করেছিল, যা এই বাহিনীকে সাহায্য করেছিল দেনিকিনের অশ্বারোহী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে, ব্যাপারটা

* 'তাচাংকা' হচ্ছে অশ্বচালিত হাল্কা একটি গাড়ি, যাতে স্থাপিত থাকে মেশিনগান।

এইরকম: এই বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছিল কয়েকটি পদাতিক সৈন্যের ইউনিট, যাদের এরা সাধারণতঃ পশুবাহী গাড়িতে করে পাঠাত ও যাদের শত্রুর বিরুদ্ধে একটা আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো—যার ফলে এই আবরণের পেছনে থেকে অশ্বারোহী বাহিনী খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারত, শক্তি সংগ্রহ করতে পারত এবং তারপরে হঠাৎ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। এটাই ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়—পদাতিক বাহিনী অবশ্য সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করত। এই সমন্বয়, এই নতুন গুণের সংযোজন আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিণত করেছিল এক প্রবল চলমান শক্তিতে যে শক্তি শত্রুর বুকে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

উপসংহারে, কমরেড স্তালিন বললেন: 'কমরেডগণ, আমি উচ্ছ্বসিত হব এমন প্রকৃতির লোক নই, কিন্তু এ কথা আমি বলবই যে, যদি আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিকে বজায় রাখতে পারে, তাহলে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী এবং তার নেতা কমরেড বুদিয়োন্নি চিরকাল অজেয় থাকবে।'

ইজ্ভেস্তিয়া, সংখ্যা ২৬৫
২০শে নভেম্বর, ১৯২৩

পার্টির কর্তব্যসমূহ

(রু. ক. পা. (ব)-র ক্র্যাস্নায়া প্রেসনাইয়া জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট—যেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ সংগঠকরা এবং পার্টি-ইউনিটসমূহের ব্যুরোর ও বিতর্ক-সভার সদস্যরা, ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৩)

কমরেডগণ, প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, আমি এখানে যে রিপোর্ট প্রদান করছি তা আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে করছি, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নয়। যদি এই সভা সেই রিপোর্ট শুনতে আগ্রহী হন, তাহলে আমি আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করব। (**সমস্বরে চিৎকার: 'হাঁ।'**) এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার মতবিরোধ আছে; আদৌ তা নয়। আমি ব্যক্তিগত দায়িত্বে বক্তব্য রাখছি তার একমাত্র কারণ পার্টির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতিবিধানের জন্য ব্যবস্থাবলীর খসড়া প্রস্তুতকারী কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশন[৮১] দু-একদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাদের সিদ্ধান্ত পেশ করবেন; এই সিদ্ধান্তগুলি এখনো পেশ করা হয়নি, সুতরাং, কেন্দ্রীয় কমিটির নামে কিছু বলার আনুষ্ঠানিক অধিকার আমার নেই, যদিও এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যে বক্তব্য আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত করতে যাচ্ছি তা মোটামুটিভাবে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করবে।

আলোচনা—পার্টির শক্তির লক্ষণ

প্রথম প্রশ্ন যেটা আমি আপনাদের সামনে উত্থাপন করতে চাই তা হল বর্তমানে সংবাদপত্রে এবং পার্টি ইউনিটগুলিতে যে আলোচনা চলছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে। এই আলোচনাগুলি কি প্রমাণ করে? কি ইঙ্গিত করছে এই আলোচনা? পার্টির শান্তিপূর্ণ জীবনে একটা ঝড় কি ভেঙে পড়েছে? এই আলোচনা কি পার্টির ভাঙন, ক্ষয় (যে কথা কেউ কেউ বলছে), বা অধঃপতনের (যে কথা অন্যরা বলছে) লক্ষণ?

কমরেডগণ, আমি কিন্তু এর কোনটাই মনে করি না: পার্টিতে অধঃপতন

ঘটেনি বা ভাঙনও ঘটেনি। আসল ঘটনা হল, পার্টি বিগত দিনগুলিতে আরও পরিণত হয়েছে; অপ্রয়োজনীয় বোঝাগুলি পার্টি যথেষ্ট পরিমাণে ঝেড়ে ফেলেছে; পার্টি আরও বেশি সর্বহারার চরিত্র পেয়েছে। আপনারা জানেন যে, দু'বছর আগে আমাদের পার্টির সদস্যসংখ্যা ১০০,০০০-এর কম ছিল না; আপনারা জানেন যে, এর মধ্যে বেশ কয়েক হাজার সদস্য সভ্যপদ ত্যাগ করেছেন, অথবা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এ ছাড়াও, এই সময়ে শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দরুণ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, গ্রাম থেকে দক্ষ শ্রমিকরা ফিরে এসেছে এবং শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক বিকাশের ঢেউ বিস্তারলাভ করছে—এই সবের ফলে পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, তাদের গুণগত উন্নতি ঘটেছে।

সংক্ষেপে, এই সমস্ত ঘটনাগুলির ফলে পার্টি আরও পরিণত হয়েছে, তার গুণগত উন্নতিও হয়েছে, তার প্রয়োজনও বেড়েছে, তার চাহিদা আরও কঠোর হয়েছে, পার্টি এখনো পর্যন্ত যা জেনেছে তার বেশি জানতে চায় এবং এখনো পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার চেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

যে আলোচনা শুরু হয়েছে তা পার্টির দুর্বলতার লক্ষণ নয়, ভাঙন বা অধঃপতনের লক্ষণ তো নয়ই; এটা পার্টির সবলতার লক্ষণ, দৃঢ়তার লক্ষণ, পার্টি-সদস্যের গুণগত উন্নতির লক্ষণ, পার্টির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষণ।

আলোচনার কারণসমূহ

দ্বিতীয় প্রশ্ন যা আমাদের সম্মুখীন হয়েছে তা হল: কি কারণে আভ্যন্তরীণ পার্টিনীতি সম্পর্কে আলোচনা এতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, এই বছরের শরৎকালে? এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? কারণগুলি কি কি? কমরেডগণ, আমার মনে হয়, এর দুটি কারণ ছিল।

প্রথম কারণ হল, এই বছরের আগস্ট মাসে মজুরী বৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষ এবং ধর্মঘটের ঢেউ নেমে এসেছিল সাধারণতন্ত্রের কয়েকটি জেলাতে সেইটা আসল ঘটনা হল, ধর্মঘটের এই একটানা ঢেউ নিঃসন্দেহে আমাদের সংগঠনগুলির দুর্বলতাগুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছিল; আমাদের সংগঠনগুলির —পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন উভয় সংগঠনগুলির—ফ্যাক্টরীগুলিতে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তা প্রকাশ করেছিল। ধর্মঘটের এই ঢেউয়ের ফলে পার্টির অভ্যন্তরে কয়েকটি গোপন সংস্থার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত

হল—যে সংস্থাগুলি মূলতঃ কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং পার্টিকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। ধর্মঘটের ঢেউ এই সমস্ত ত্রুটিগুলিকে পার্টির সামনে এমন প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছিল এবং এত সংযতভাবে, যার ফলে পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রদবদলের প্রয়োজনীয়তা পার্টি অনুভব করল।

পার্টির আভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নটি বিশেষ করে বর্তমানকালে যে তীব্রতা-লাভ করেছে তার দ্বিতীয় কারণ ছিল পার্টি-কমরেডদের পাইকারীভাবে ছুটি মঞ্জুর করা। এটা অবশ্য স্বাভাবিক যে, পার্টি-কমরেডরা ছুটিতে যাবেন, কিন্তু এই ছুটি এমন গণ-চরিত্র লাভ করেছিল যার ফলে ঠিক যখন ফ্যাক্টরী-গুলোতে, অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো, তখন পার্টির কর্মতৎপরতা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ল এবং এই ঘটনা ঠিক এই সময়ে, এই বছরের শরৎকালে, পুঞ্জিভূত ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করল।

পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের ত্রুটিসমূহ

আমাদের পার্টি-জীবনে যে ত্রুটিসমূহ এই বছরের শরৎকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, এবং যার ফলে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের উন্নতির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল সেই ত্রুটিগুলির উল্লেখ আমি করেছি। পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে এই ত্রুটিসমূহ কি? আমাদের পার্টি-লাইনে কি ভুল ছিল, যা কিছু কমরেড মনে করেন; অথবা, পার্টি-লাইন ঠিকই ছিল, কার্যক্ষেত্রে বিপথগামী হয়েছিল, কিছু বিষয়ীগত (subjective) ও বিষয়গত (objective) অবস্থার দরুণ বিকৃত হয়েছিল মাত্র।

আমার মনে হয় আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে অঞ্চলগুলিতে (অবশ্য সর্বত্র নয়, কিছু কিছু জেলায়) পার্টি নীতিগুলিকে কার্যক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা, যদিও আমাদের পার্টি-লাইন, যা আমাদের বিভিন্ন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ব্যক্ত হয়েছে, তা সঠিকই ছিল। যদিও আমাদের পার্টির প্রলেতারীয় গণতান্ত্রিক লাইন ছিল সঠিক, কিন্তু যেভাবে এই লাইনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়েছিল তার ফলে এতে আমলা-তান্ত্রিক বিকৃতির ঘটনা ঘটেছে।

এটাই হচ্ছে প্রধান ত্রুটি। আমাদের পার্টির মূল লাইন যা কংগ্রেসে (দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ) স্থিরীকৃত হয়েছিল এবং যেভাবে এই নীতি আমাদের সংগঠনগুলির দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়েছিল—এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব—

সেটাই পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের সমগ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির ভিত্তি।

পার্টি-লাইন এই কথাই বলে যে আমাদের পার্টির কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি মুখ্য প্রশ্ন পার্টি-সভায় অবশ্যই আলোচিত হবে, অবশ্য কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যা মুলতুবী রাখা যায় না কিংবা কিছু কিছু সামরিক বা কূটনৈতিক গোপন ব্যাপার আছে যেগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। পার্টি-লাইন এই কথাই বলে। কিন্তু পার্টির কার্যক্ষেত্রে কিছু কিছু অঞ্চলে, সর্বত্র নয়, এটা মনে করা হল যে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে কিছুসংখ্যক প্রশ্ন পার্টি-সভায় আলোচনা করার বাস্তবিক কোন প্রয়োজন নেই, কেননা এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অন্য নেতৃস্থানীয় সংগঠনগুলি সিদ্ধান্ত নেবে।

পার্টি-লাইন বলে যে, পার্টির সমস্ত কর্মকর্তাদেরই নির্বাচিত হতে হবে যদিবা এ বিষয়ে অনতিক্রমনীয় কোন বাধা থাকে, যেমন পার্টির মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠার অভাব ইত্যাদি। আপনারা জানেন যে, পার্টির নিয়ম অনুসারে, গুবেনিয়া কমিটির সম্পাদকদের প্রাক্-অক্টোবরের পার্টি-সদস্য হতে হবে, উয়েজদ্ কমিটির সম্পাদকদের অন্ততঃপক্ষে তিন বছরের পার্টি-সদস্য হতে হবে এবং ইউনিট সম্পাদকদের অন্ততঃ এক বছরের। কিন্তু পার্টিতে কার্যক্ষেত্রে এইটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে করা হতো যে, যেহেতু পার্টিতে কোন প্রকারের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, কাজেই যথার্থ নির্বাচনের প্রয়োজনই নেই।

পার্টি-লাইন এই কথা বলে যে, প্রত্যেকটি পার্টি-সদস্যকেই ওয়াকিবহাল রাখতে হবে পার্টির অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির, ফ্যাক্টরী এবং ট্রাস্টসমুহের কার্য-কলাপ সম্পর্কে, কারণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পার্টি ইউনিটগুলি এই সকল সংস্থার কাজের ত্রুটির জন্য নৈতিকভাবে দায়ী অগণিত জনসাধারণের কাছে, যারা পার্টি-সদস্য নন। তথাপি, পার্টির কার্যক্ষেত্রে মনে হল যে, যেহেতু একটা কেন্দ্রীয় কমিটি রয়েছে এবং তারাই অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়ে থাকেন এবং যেহেতু এই সংগঠনগুলি সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য, সুতরাং সেই নির্দেশগুলি পার্টির নিম্নতম সাধারণ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পালিত হবে।

পার্টি-লাইন এই কথাই বলে যে, বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্মীরা, তা তাঁরা যে-কোন শাখাতেই কাজ করুন না কেন, পার্টি, অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সামরিক কর্মচারী এবং তাঁরা কোন বিশেষ বৃত্তিতে যদি বিশেষজ্ঞও হন, তবু তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ, কারণ, তাঁরা সকলেই একই প্রলেতারীয় লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন, যে লক্ষ্য

কতকগুলি অংশে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অথচ, পার্টির কার্যক্ষেত্রে যেটা মনে করা হয়, সেটা হচ্ছে, যেহেতু বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন আছে, পার্টির দায়িত্ব অনুসারে এবং অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সামরিক ইত্যাদি কাজের ভিত্তিতে শ্রমবিভাগ রয়েছে, সেইহেতু যাঁরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে পার্টি পদাধিকারীদের কোন দায়িত্ব নেই, পূর্বোক্তদেরও পার্টি পদাধিকারীদের সম্পর্কে দায়িত্ব নেই এবং সাধারণভাবে তাদের মধ্যে সংযোগ শিথিল হওয়া, এমনকি ছিন্ন হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণভাবে এইগুলিই হচ্ছে, কমরেডগণ, পার্টি-লাইন—যা অভিব্যক্ত হয়েছে দশম থেকে দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে এবং পার্টির অনুসৃত কাজে—এই দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

পার্টি-লাইনের বিকৃত প্রয়োগের জন্য স্থানীয় সংগঠনগুলির দোষারোপ আমি আদৌ করছি না, কারণ এই ত্রুটিগুলি পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই ব্যাপারে আমাদের স্থানীয় সংগঠনগুলির ত্রুটি অপেক্ষা দুর্ভাগ্যই বেশি দায়ী। এই দুর্ভাগ্যের প্রকৃতি কি এবং কেনই-বা ঘটনাগুলোর এই পরিণতি ঘটল আমি সে সম্পর্কে পরে আপনাদের বলছি, আমি এই ব্যাপারটি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম যাতে করে এই দ্বন্দ্বটি আপনাদের নজরে আনা যায় এবং তারপর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা যায়।

আমি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকেও ত্রুটিমুক্ত বলে ভাবতে পারছি না। অপরাধ কেন্দ্রীয় কমিটিও করেছে, যেমন করেছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন; কেন্দ্রীয় কমিটিও এই নিন্দা এবং দুর্ভাগ্যের অংশীদার: নিন্দা, অন্ততঃ, এই কারণে যে, যথাসময়ে—যে কারণেই হোক না কেন—এই সংগঠনগুলির ত্রুটি এরা জনসমক্ষে হাজির করেনি এবং এই ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

অবশ্য বর্তমানের আলোচ্য বিষয় সেটা নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই ত্রুটিগুলির, যার কথা আমি এইমাত্র বললাম, সেগুলির কারণ নির্ণয় করা। বাস্তবিকই, এই ত্রুটিগুলি দেখা দিল কেন এবং সেগুলি কিভাবেই বা দূর করা যায়?

ত্রুটির কারণসমূহ

প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি এখনো, বা এখনো পর্যন্ত

পুরোপুরি, যুদ্ধকালীন অবস্থার অবিশষ্ট প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি; যদিও সেই সময় কেটে গেছে, তবু আমাদের দায়িত্বশীল পার্টি-কর্মীদের মনে পার্টির মধ্যে সামরিক শাসনের ছাপ রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, সেই প্রভাবগুলি এইরকম মতামতের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে আমাদের পার্টি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান নয়, এই পার্টি স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল সর্বহারাদের জঙ্গী সংগঠন নয়, আমাদের পার্টি হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত এক সংস্থাবিশেষ, কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের এক যৌগিক সংস্থাবিশেষ যার রয়েছে নিম্নপদস্থ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কমরেডগণ, ঐ মত হচ্ছে অত্যন্ত ভ্রান্ত মত যার সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই; এই মত আমরা যুদ্ধকালীন সময়ের অবশিষ্ট ফল হিসেবেই পেয়েছি, তখন আমরা পার্টিকে সামরিকীকরণ করেছিলাম, পার্টি-সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করবার প্রশ্নটি অনিবার্য প্রয়োজনে মুলতুবী রাখা হয়েছিল এবং সামরিক নির্দেশগুলির ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি স্মরণ করতে পারছি না এই ধরনের মত কোন সময়ে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কিনা; তবু এই মত অথবা এর উপাদান-বিশেষ এখনো আমাদের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। কমরেডগণ, এই-রকম মতগুলির বিরুদ্ধে আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে লড়তে হবে, কেননা এইগুলি যথার্থ বিপজ্জনক এবং আমাদের মূলতঃ সঠিক পার্টি-লাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় কারণ হল, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে আমলাতান্ত্রিক হওয়ায়, তা পার্টির ওপর এবং পার্টি-কর্মীদের ওপর রীতিমত চাপ সৃষ্টি করে। ১৯১৭ সালে আমরা যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছি অক্টোবর বিপ্লবের দিকে, তখন আমরা কল্পনা করেছিলাম যে আমরা শ্রমজীবী মানুষের একটা স্বাধীন সংঘ, একটা কমিউন গড়ে তুলব; আমরা ভেবেছিলাম যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আমরা আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করব এবং যদি অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নাও হয়, তবু দু-তিন বছরের মধ্যে, রাষ্ট্রকে শ্রমজীবী মানুষের একটি স্বাধীন সংঘে রূপান্তরিত করব। কার্যকালে দেখা যাচ্ছে যে, এই আদর্শ এখনো সুদূর পরাহত এবং আমাদের রাষ্ট্রকে যদি আমলাতান্ত্রিক উপাদান থেকে মুক্ত করতে হয়, সোভিয়েত সমাজকে যদি শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীন সংঘে রূপান্তরিত করতে হয়, তাহলে জনসাধারণকে উচ্চমানের সংস্কৃতির অধিকারী হতে হবে, আমাদের চারিপাশে শান্তির আবহাওয়া

নিশ্চিত করতে হবে যার ফলে অতিরিক্ত ব্যয়বহুল এবং অসুবিধাবহুল প্রশাসন বিভাগ কণ্টকিত বৃহৎ ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখার প্রয়োজন দূরীভূত করা যায়; এই সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্বই রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থাগুলির ওপর তার ছাপ রেখে যায়। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে আমলাতান্ত্রিক এবং আরও দীর্ঘকাল এইরকমই থাকবে। আমাদের পার্টির কমরেডরা এই যন্ত্রের মধ্যে কাজ করেন, এই আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটির মধ্যেকার অবস্থা—পরিবেশও বলতে পারি—এমন যা আমাদের পার্টি-কর্মীদের ও পার্টি-সংগঠনগুলিকে আমলাতান্ত্রিক করে ফেলে।

কমরেডগণ, ত্রুটির তৃতীয় কারণ হল, আমাদের কিছু ইউনিট যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় নয়, তারা বেশ পশ্চাদ্‌পদ, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায়, তারা একেবারেই নিরক্ষর। এইসব জেলায় আমাদের ইউনিটগুলি প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর। সেই অবস্থাও নিঃসন্দেহে পার্টি-লাইনের বিকৃতি ঘটার অনুকূল জমি সৃষ্টি করে।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে অঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত পার্টি-কমরেডের অভাব। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আমি ইউক্রেনের সংগঠনগুলির তরফ থেকে একজন প্রতিনিধির প্রশস্ত রিপোর্ট শুনেছি। এই রিপোর্টকারী একজন অত্যন্ত যোগ্য কমরেড এবং তাঁর উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে ১৩০টি ইউনিটের মধ্যে ৮০টি ইউনিটের সম্পাদকই নিযুক্ত হয়েছিলেন গুবের্নিয়া কমিটির দ্বারা। যখন বলা হয়েছিল যে এই সংগঠন এই ব্যাপারে ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তখন তার উত্তরে এই কমরেড যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, ঐসব ইউনিটে কোন সাক্ষর লোকই ছিল না, সেগুলিতে ছিল নতুন পার্টি-সদস্য, ইউনিটগুলির তরফ থেকেই বাইরে থেকে সম্পাদক পাঠানোর জন্য আবেদন এসেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ধরে নিতে পারি যে, এই কমরেড যা বলেছিলেন তার অর্ধেক অতিশয়োক্তি ছিল, ব্যাপারটা শুধু এই ছিল না যে সেই ইউনিটগুলিতে শিক্ষিত লোক নেই, এটাও ছিল যে গুবের্নিয়া কমিটিও অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছিল এবং পুরানো ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিল। তা সত্ত্বেও যদি গুবের্নিয়া কমিটি মাত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সঠিক থাকে, তাহলে কি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, যদি ইউক্রেনের মতো জায়গায় এই ধরনের ইউনিট থাকতে পারে তাহলে সীমান্ত এলাকায়, যেখানে আমাদের সংগঠনগুলো সবে গড়ে উঠেছে এবং যেখানে পার্টি-কর্মীর সংখ্যা

আরো কম এবং সাক্ষরতাও ইউক্রেনের চেয়ে কম, সেখানে এরকম আরও কত ইউনিটই থাকতে পারে? অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূলতঃ সঠিক পার্টি-লাইনের বিকৃতি ঘটার ব্যাপারে।

সর্বশেষে, পঞ্চম কারণের উল্লেখ করছি—সংবাদের অপ্রতুলতা। আমরা পার্টি-ইউনিটগুলির কাছে সামান্য সংবাদই পাঠিয়ে থাকি এবং প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য, সম্ভবতঃ কারণটা এই যে, এই কমিটি অতিরিক্ত কাজের চাপে ভারাক্রান্ত। আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির কাছ থেকেও অত্যন্ত কম সংবাদ পেয়ে থাকি। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। পার্টির মধ্যে যে অনেক ত্রুটি জমে উঠেছে এটাও তার একটি গুরুতর কারণ

কেমন করে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবন থেকে ত্রুটিগুলিকে দূর করা যেতে পারে?

এই ত্রুটিগুলিকে দূর করবার জন্য আমাদের কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, নিরলসভাবে এবং সর্বপ্রকারে আমাদের পার্টির মধ্যে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার অবশেষ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যে আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা মাত্র এবং সর্বহারাদের একটি জঙ্গী সংগঠন নয়, যে সর্বহারা বুদ্ধিগতভাবে সজীব, স্বাধীনভাবে কাজ করে, পরিপূর্ণ জীবনযাপন করে, প্রাচীনকে ধ্বংস করে এবং নতুনকে সৃষ্টি করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, পার্টির সাধারণ সভ্যদের কর্মতৎপরতা বাড়াতে হবে; সাধারণ সভ্যদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রশ্ন তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে যথাসম্ভব প্রকাশ্যে আলোচিত হবার জন্য এবং বিভিন্ন পার্টি-সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত সমস্ত প্রস্তাবেরই অবাধ সমালোচনা করবার সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতেই পার্টি-শৃংখলাকে সত্যিকারের সচেতন এবং লৌহদৃঢ় শৃংখলাতে রূপান্তরিত করা সম্ভব; কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতেই পার্টির সাধারণ সদস্যদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব; কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতেই সম্ভব এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যা ধাপে

ধাপে সাধারণ সভ্যদের স্তর থেকে নতুন সক্রিয় কর্মী এবং নতুন নেতার উদ্ভব ঘটাবে।

তৃতীয়তঃ, নির্বাচনের নীতিটি পার্টির প্রত্যেকটি সংগঠনে, প্রত্যেকটি পার্টি এবং সরকারী পদেই প্রয়োগ করতে হবে, যদি না এই ব্যাপারে পার্টির মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠার অভাব ও ইত্যাদি কারণজনিত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা থাকে। কমরেডদের দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির সংখ্যাগুরু অংশের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করার রেওয়াজ আমাদের অবশ্যই বাতিল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নির্বাচনের পদ্ধতি যথার্থভাবে প্রযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় কমিটি, গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটিগুলির নেতৃত্বে পার্টির সমগ্র কর্মক্ষেত্রের—অর্থনৈতিক, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সামরিক—দায়িত্বশীল কর্মীদের স্থায়ীভাবে সক্রিয় সম্মেলন থাকবে; এই সম্মেলনগুলি নিয়মিতভাবে আহ্বান করতে হবে এবং সেখানে যে সমস্ত প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করা হবে সেইসব প্রশ্ন আলোচিত হবে; বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিন্ন করা চলবে না; এইসব কর্মীদের এই বোধ থাকবে যে, তারা সকলেই একটি পার্টি পরিবারভুক্ত, একই উদ্দেশ্য—সর্বহারার স্বার্থসাধনে ব্রতী, যা অবিভাজ্য; কেন্দ্রীয় কমিটি এবং স্থানীয় সংগঠনগুলিকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পার্টি সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্মীদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে, এবং তাদের অভিজ্ঞতা যাচাই করতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ফ্যাক্টরীগুলিতে আমাদের পার্টি-ইউনিটগুলিকে সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে মোকাবিলার কাজে টেনে আনতে হবে। আমাদের ইউনিটগুলি যাতে আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে এবং এই কাজকে প্রভাবিত করতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা, বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিনিধিরা, নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কাজকর্মের ব্যাপারে পার্টির সদস্য নন এইরকম অগণিত মানুষদের কাছে আমাদের ফ্যাক্টরী ইউনিটগুলির নৈতিক দায়িত্ব কত বেশি। আমাদের ইউনিটগুলি যাতে পার্টি-সদস্য নন ফ্যাক্টরীর এমন সমস্ত মানুষের নেতৃত্ব দিতে পারে এবং তাদের আনুগত্য অর্জন করতে পারে, যাতে ফ্যাক্টরীর কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হতে পারে—

ফ্যাক্টরীর ভুলত্রুটি সম্পর্কেও ইউনিটগুলির নৈতিক দায়িত্ব নিশ্চয় আছে—তার জন্য ইউনিটগুলিকে এইসব কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতে হবে এবং কোন-না-কোনভাবে কাজকর্মকে যাতে প্রভাবিত করতে পারে সেটা সম্ভব করতে হবে। সেই কারণে ইউনিটগুলিকে তাদের নিজ নিজ ফ্যাক্টরীর অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আলোচনায় টেনে আনতে হবে এবং নির্দিষ্ট ট্রাস্টের ফ্যাক্টরী ইউনিটের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক সম্মেলন ডাকতে হবে ট্রাস্টের কার্যকলাপ আলোচনা করার জন্য। এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত নিশ্চিত পদ্ধতি যার দ্বারা পার্টি-সদস্যদের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করা এবং তলা থেকে ট্রাস্টের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, আমাদের পার্টি-ইউনিটগুলির সদস্যদের গুণগত উন্নতি ঘটাতেই হবে। জিনোভিয়েভ তাঁর একটি প্রবন্ধে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্টি ইউনিটগুলির বেশকিছু সদস্যের যোগ্যতা, আমাদের চারিপাশের পার্টি-সদস্য নন এমন মানুষের চেয়ে কম।

এই উক্তিটি অবশ্যই সাধারণভাবে সকল ইউনিট সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নোক্ত কথাগুলি বললে ব্যাপারটা আরও সঠিকভাবে বোঝানো যাবে: আমাদের পার্টি-ইউনিটগুলি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর সাংস্কৃতিক মানের হতে পারত এবং পার্টি-সদস্য নন এমন শ্রমিকদের ওপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারত, যদি আমরা এই ইউনিট-গুলিকে রিক্ত করে না দিতাম, যদি আমরা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে এই ইউনিটগুলি থেকে লোক সরিয়ে নিয়ে না আসতাম। যদি আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর কমরেডরা, যে কর্মীদের আমরা গত ছ'বছর ধরে বিভিন্ন ইউনিট থেকে নিয়ে এসেছি, তারা যদি তাদের অন্য ইউনিটগুলিতে ফিরে যেত, তাহলে ঐসব ইউনিটগুলি যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এইরকম শ্রমিকদের অপেক্ষা বা তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে অগ্রসর তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হতো—এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কি? ঠিক যে কারণে পার্টির আওতায় আর অন্য কর্মী নেই, যাদের দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও উন্নত করা যেত, ঠিক যে কারণে পার্টি ঐ উৎসটিই ব্যবহার করে যেতে বাধ্য হবে, সেই কারণেই আমাদের ইউনিটগুলির সাংস্কৃতিক মান কিছু পরিমাণে অসন্তোষজনক থেকে যাবে, যদি না আমরা ইউনিটগুলির সদস্যদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করি। সর্বপ্রথমেই, ইউনিটগুলিতে পার্টি

শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে সর্বাধিক মাত্রায় বাড়াতে হবে; এ ছাড়াও, পার্টিতে শ্রমিক-সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনগুলি মাঝে মাঝে যে ধরনের অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শন করে, তা বর্জন করতে হবে। আমি মনে করি, অযথা আমরা নিজেদের আনুষ্ঠানিকতার বন্ধনে বন্দী হতে দেব না; শ্রমিকশ্রেণী থেকে সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে পার্টি আরও সহজ শর্তাবলী তৈরী করতে পারে এবং তা করতে হবে। আঞ্চলিক কমিটিগুলিতে ইতিমধ্যেই তা শুরু হয়ে গেছে। পার্টিকে এই ব্যাপারটি হাতে নিতে হবে এবং একটি সংগঠিত প্রচার-অভিযান চালাতে হবে, যাতে করে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য থেকে নতুন নতুন পার্টি-সদস্যদের পার্টিতে প্রবেশের পথ সহজতর হয়।

সপ্তমতঃ, পার্টি-সদস্য নন এমন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ নিবিড় করতে হবে। এটা হচ্ছে আর একটি পন্থা যার দ্বারা পার্টির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি এবং পার্টি-সদস্যদের আরও সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হবে। আমাকে এ কথা বলতেই হবে যে, আমাদের সংগঠনগুলি খুব কমই নজর দিচ্ছে পার্টি-সদস্য নন এমন শ্রমিকদের সোভিয়েতে টেনে নিয়ে আসার ব্যাপারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা মস্কো সোভিয়েতের বর্তমান নির্বাচনগুলি ধরতে পারেন। আমার বিবেচনায় এই নির্বাচনগুলির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এইরকম ব্যক্তি খুব নগণ্য সংখ্যার এতে নির্বাচিত হচ্ছেন। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, একটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নাকি আছে, যার মর্ম হচ্ছে যে যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এমন লোকদের মধ্য থেকে অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শতকরা একটা নির্দিষ্ট হার অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে; কিন্তু কার্যতঃ দেখতে পাচ্ছি, সেই নির্দিষ্ট সংখ্যার অনেক কমই নির্বাচিত হচ্ছেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, জনসাধারণ নাকি শুধু কমিউনিস্টদেরই নির্বাচিত করতে আগ্রহী। কমরেডগণ, এ ব্যাপারে আমার নিজের সন্দেহ রয়েছে। আমার মনে হয়, আমরা যদি পার্টি-সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের ওপর কিছু পরিমাণে আস্থা প্রদর্শন না করি, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই বন্ধুরাও আমাদের সংগঠনগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত আস্থাহীন হয়ে পড়বেন। কমরেডগণ, যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের ওপর আস্থা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কমিউনিস্ট-দের বুঝিয়ে তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে রাজী করতেই হবে। কেবলমাত্র কমিউনিস্টদেরই নির্বাচিত করার আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলবে না; যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এইরকম ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে হবে, রাষ্ট্র-

পরিচালনার কাজে তাঁদেরও টেনে নিয়ে আসতে হবে। এতে আমরা লাভবান হব এবং প্রতিদানে আমাদের সংগঠনগুলির ওপর যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের আস্থা অর্জন করব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোর নির্বাচনগুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের সংগঠনগুলি কি পরিমাণে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে পার্টির আভ্যন্তরীণ খোলকের মধ্যে, যখন তাদের উচিত ছিল নিজেদের কার্যক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা এবং যাঁরা পার্টি-সদস্য নন এমন লোকদের তাদের চারিপাশে জড়ো করা।

অষ্টমতঃ, কৃষকসমাজের মধ্যে পার্টির কাজকে নিবিড় করতে হবে। আমি জানি না কেন আমাদের গ্রামের ইউনিটগুলি,—যারা কোন কোন জায়গায় নিস্তেজ হয়ে পড়ছে—তাদের সভ্যসংখ্যা হারাচ্ছে এবং কৃষকদের খুব আস্থাভাজন থাকছে না (এ কথা স্বীকার আমাদের করতেই হবে)—আমি জানি না কেন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, এই ইউনিটগুলিকে দুটি বাস্তব দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না: প্রথমতঃ, যে সোভিয়েত আইন-কানুন কৃষকদের জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেইগুলিকে কৃষকের মধ্যে ব্যাখ্যা করা এবং জনপ্রিয় করে তোলা; দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান—যথাসময়ে মাঠে লাঙল দেওয়া, বীজ বাছাই করা ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় শুধুমাত্র যদি এই জ্ঞানও হয় তা—প্রচার ও প্রসার করা। কমরেডগণ, আপনারা কি জানেন যে, যদি প্রত্যেকটি কৃষক বীজ বাছাইয়ের কাজে সামান্য পরিশ্রম করে তাহলেই, জমির উন্নতি না করেও এবং নতুন মেশিন ব্যবহার না করেও, এক ডেসিয়াটিনে (২·৭ একরে) অন্ততঃ দশ পুডের (১ পুড = ৩৬ পাউণ্ড) মতো ফসল বাড়ানো যায়? এবং এক ডেসিয়াটিনে দশ পুড ফসল বৃদ্ধির অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে বাৎসরিক মোট একশ কোটি পুড ফসল বৃদ্ধি। এবং এটা বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়াই সম্ভব। আমাদের গ্রামের ইউনিটগুলি কেন এই কাজে হাত দেবে না? কার্জনের নীতি আলোচনা করার চেয়ে এটা কি কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ? এ কাজ হাতে নিলে গ্রামের কৃষকরা বুঝতে পারবে কমিউনিস্টরা ফাঁকা কথা বলা বন্ধ করেছে, বরং কাজের কাজ করেছে; এবং তাহলে আমাদের গ্রামের ইউনিটগুলি কৃষকদের সীমাহীন আস্থা অর্জন করতে পারবে।

পার্টি জীবনকে উন্নত ও পুনরুজ্জীবিত করা, যারা নতুন নতুন কর্মীদের উৎসস্থল সেই তরুণদের মধ্যে, সালফোজের মধ্যে, মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে এবং সাধারণতঃ পার্টির বাইরের লোকদের মধ্যে পার্টি ও রাজনৈতিক

শিক্ষামূলক কাজ তীব্র করা কত প্রয়োজন এটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সংবাদ আদান-প্রদান বৃদ্ধি, যে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ওপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচু থেকে ওপরের দিকে সংবাদ পরিবেশন বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনাও আমি করব না।

কমরেডগণ, এইগুলিই হচ্ছে উন্নতির, পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে পৌঁছানোর পথ যা কেন্দ্রীয় কমিটি গত সেপ্টেম্বর মাসেই উপস্থিত করেছে এবং যেগুলিকে ওপর থেকে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত সমস্ত পার্টি-সংগঠনগুলিকে কার্যকর করতে হবে।

আমি এবার শ্রমিকদের গণতন্ত্রের প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু আলোচনার জন্য প্রাভদায় প্রকাশিত প্রবন্ধে যে দুটি চরম মনোভাব, যে দুটি দৃঢ়বদ্ধ ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথম চরম মতটি নির্বাচন নীতি সম্পর্কিত। কিছু কিছু কমরেডের 'আগাগোড়া' নির্বাচনের দাবির মধ্যেই এটা স্বতঃপ্রকটিত। যেহেতু আমরা নির্বাচনের নীতি সমর্থন করি, অতএব, এস, আমরা যে-কোন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করি! পার্টি প্রতিষ্ঠা? আমাদের কাছে তার কি প্রয়োজন আছে? যাকে খুশি নির্বাচন করুন। কমরেডগণ, এটা একটা ভুল ধারণা। পার্টি এটা মেনে নেবে না। অবশ্য, বর্তমানে আমরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাস করছি না; আমরা শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের সময়পর্বে বাস করছি। কিন্তু আমরা নেপ্-এর আওতায় বাস করছি। এটা ভুলবেন না, কমরেডগণ। পার্টি শুদ্ধিকরণের কাজ শুরু করেছিল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নয়, যুদ্ধ শেষ হবার পর। কেন? কারণ, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় পরাজয়ের আশংকা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত করেছিল এবং পার্টির মধ্যে কিছু কিছু সংহতি-বিঘ্নকারী লোকেরাও বাধ্য হয়ে পার্টির সাধারণ লাইন মেনে চলছিল; পার্টি তখন জীবনমরণ প্রশ্নের সম্মুখীন। এখন কিন্তু এই বন্ধনগুলি আর নেই, কারণ আমরা এখন যুদ্ধরত অবস্থায় নেই, এখন আমাদের রয়েছে নেপ্, আমরা পুঁজিবাদকে জিইয়ে তোলার অনুমতি দিয়েছি এবং বুর্জোয়ারা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, এসবই পার্টিকে পরিশুদ্ধ করতে, শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে; কিন্তু অপরপক্ষে, আমরা জায়মান, উদীয়মান বুর্জোয়াদের দ্বারা নতুন একটা পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি, এই

বুর্জোয়ারা এখনো খুব শক্তিশালী হয়নি, তবু তারা ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকটি কো-অপারেটিভ এবং ব্যবসায়ী-সংস্থাকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।' নেপ্ প্রবর্তিত হবার ঠিক পর থেকেই পার্টি বিশুদ্ধিকরণের কাজ শুরু করে এবং সদস্যসংখ্যা প্রায় অর্ধেক নামিয়ে ফেলে; নেপ্ প্রবর্তিত হবার ঠিক পর থেকেই পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে নেপ্-এর সংক্রমণ থেকে আমাদের সংগঠনগুলিকে রক্ষা করার জন্য পার্টির মধ্যে অ-সর্বহারাদের পার্টিতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা প্রয়োজন, পার্টির কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্টি কি নির্ভুল ছিল এইসব প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, যা 'বর্ধিত গণতন্ত্রকে' খর্ব করেছিল? আমার মনে হয় পার্টি নির্ভুলই ছিল। এইজন্যই আমি মনে করি আমাদের গণতন্ত্র নিশ্চয়ই প্রয়োজন, আমাদের নির্বাচন নীতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একাদশ এবং দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ, অন্ততঃ মূখ্য ব্যবস্থাসমূহ এখনো কার্যকর থাকবে।

দ্বিতীয় চরম মতটি হচ্ছে আলোচনার সীমার প্রশ্ন। এই চরম মতটি কয়েকজন কমরেডের লাগামহীন আলোচনার দাবির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে; এঁরা মনে করেন যে সমস্যার আলোচনাটাই পার্টির কাজের সব কিছু, তাঁরা ভুলে যান পার্টির কাজের অন্য দিকটি, যথা—কার্যকারিতা, যা দাবি করে পার্টি সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব রূপায়ণ। যাই হোক, আমার এইরকম ধারণা হয়েছে রায়াদ্জিনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করে, যিনি লাগামহীন আলোচনার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন ট্রট্স্কির কথা উল্লেখ করে, ট্রট্স্কি নাকি বলেছেন, 'পার্টি হচ্ছে সম-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের স্বেচ্ছামূলক একটি প্রতিষ্ঠান'। আমি এই উক্তিটির জন্য ট্রট্স্কির বইগুলি ঘেঁটে দেখেছি, কিন্তু উক্তিটি খুঁজে পাইনি। ট্রট্স্কি এইরকম একটা কথা পার্টির সংজ্ঞা নিরূপণের একটি সম্পূর্ণ বিধি হিসেবে মোটেই বলতে পারেন না; এবং তিনি যদি এরকম একটা কথা বলিও থাকেন, তাহলেও ঐখানেই তিনি মোটেই থেমে থাকতে পারেন না। পার্টি নিছক সম-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের একটা সংগঠন নয়; এটা সমকর্মী ব্যক্তিদেরও সংগঠন; পার্টি হচ্ছে একটি সমকর্মী ব্যক্তিদের জঙ্গী সংগঠন যারা একই মতাদর্শের (কর্মসূচী এবং রণকৌশল) ওপর দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। আমি মনে করি ট্রট্স্কির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, আমি ট্রট্স্কিকে জানি কেন্দ্রীয় কমিটির একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে যিনি সর্বদাই পার্টির কাজের

সক্রিয় দিকটির গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সেইজন্যই, আমি মনে করি রায়াদ্‌জিনই এই সংস্কার জন্য দায়ী। কিন্তু এই সংস্কা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়? দুটি সম্ভাব্য পরিণতির দিকে: হয় পার্টি অধঃপতিত হবে একটা সম্প্রদায়ে, একটা দার্শনিক তত্ত্বকথার বিদ্যালয়ে, কেননা সেইরকম সংকীর্ণ সংগঠনেই পুরোপুরি-ভাবে মতের সমতা সম্ভব; অথবা পার্টি পরিণত হবে একটা স্থায়ী বিতর্ক-সভায়, যেখানে চলবে অন্তহীন আলোচনা আর অন্তহীন যুক্তিতর্ক, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই অবস্থা পৌছায় যেখানে উপদল সৃষ্টি হয় এবং পার্টি ভাগ হয়ে যায়। আমাদের পার্টি এই দুটি সম্ভাবনার কোনটাকেই গ্রহণ করতে পারে না। সেই-জন্যই আমি মনে করি, সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে, একটা আলোচনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই আলোচনার একটা সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে পার্টিকে রক্ষা করবার জন্য, সর্বহারার এই সংগ্রামী হাতিয়ারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং এই পার্টিকে বিতর্ক-সভায় অধঃপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

আমার রিপোর্টের পরিশেষে, কমরেডগণ, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই এই দুটি চরম মনোভাবের বিরুদ্ধে। আমার মনে হয়, আমরা যদি এই দুটি চরম মনোভাবকে বর্জন করি, এবং সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে যদি আমরা পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হই, যে পথের কথা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবে আগেই বলেছে, তাহলে আমাদের পার্টির কাজে নিশ্চয় উন্নতি হবে। (হর্ষধ্বনি)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৭
৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৩

আলোচনা, র‍্যাকেল, প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি ও স্যাপ্রোনভের প্রবন্ধ এবং ট্রট্‌স্কির চিঠি

আলোচনা

পার্টির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে যে আলোচনা কয়েক সপ্তাহ পূর্বে শুরু হয়েছিল তা স্পষ্টতঃ সমাপ্ত হতে চলেছে, অর্থাৎ মস্কো এবং পেত্রোগ্রাদ প্রসঙ্গে এ কথা বলা চলে। সকলেই অবগত আছেন যে পেত্রোগ্রাদ পার্টি-লাইনের পক্ষে তাদেব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। মস্কোর প্রধান প্রধান জেলাগুলিও কেন্দ্রীয় কমিটিব লাইনের পক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের সাধারণ শহর-সভা যা ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভা কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক রিপোর্ট অনুমোদন করেছে। সন্দেহের কোন কারণ নেই, মস্কো সংগঠনের আসন্ন সাধারণ পার্টি সম্মেলন জেলাগুলির পদাংকই অনুসরণ করবে। বিরোধী দল, যারা 'বাম' কমিউনিস্টদের একটি অংশের (প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, স্তকভ, প্যাতাকভ এবং অন্যান্যরা) এবং তথাকথিত গণতন্ত্রী-মধ্যপন্থীদের জোট (র‍্যাফেল, স্যাপ্রোনভ এবং অন্যান্যরা) চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়েছে।

আলোচনাব ধারা এবং আলোচনা চলাকালীন বিরোধীরা যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছেন, সেটা বেশ মজার।

বিরোধীরা তাঁদের বক্তব্য শুরু করেন পার্টির আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মূলনীতি এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ নীতি যা গত দু'বছর ধরে, গোটা নেপ্‌ সময়পর্বে, পার্টি পালন করে আসছে, কার্যতঃ তার সংশোধন দাবি করেন। বিরোধীরা একদিকে দশম্‌ কংগ্রেসে গৃহীত পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি কার্যকর করার দাবি করেন, সেই একই সঙ্গে তাঁরা দশম, একাদশ ও দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত নিষেধগুলি (গ্রুপ গঠন নিষিদ্ধকরণ, পার্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠার নিয়ম ইত্যাদি) তুলে দেবার জন্যও জিদ ধরেন। কিন্তু বিরোধীরা এখানেই থামেননি। তাঁরা জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, পার্টিকে কার্যতঃ এক সামরিক ধাঁচের সংগঠনে পরিণত করা হয়েছে, পার্টির শৃংখলাকে সামরিক শৃংখলায় পর্যবসিত করা হয়েছে এবং তাঁরা দাবি করেছিলেন যে পার্টি

প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মচারিবৃন্দকে আগাগোড়া পাল্টে দেওয়া হোক, দায়িত্বশীল প্রধান প্রধান কমরেডদের পদচ্যুত করা হোক, ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পর্কে কড়া ভাষা প্রয়োগ ও গালাগালির অবশ্য ঘাটতি ছিল না। প্রাভদার স্তম্ভে প্রচুর বড় ও ছোট প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যাতে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সব রকমের মারাত্মক অপরাধের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কেন্দ্রীয় কমিটিকে জাপানের ভূমিকম্পের জন্য দায়ী করা হয়নি।

এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এই আলোচনায়, যা প্রাভদায় প্রকাশিত হয়েছে, হস্তক্ষেপ করেনি; কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের সমালোচনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি সমালোচকদের আজগুবি অভিযোগগুলির প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি, কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির মতে পার্টির সদস্যরা রাজনীতিগতভাবে যথেষ্ট সচেতন এবং তাঁরা নিজেরাই আলোচ্য প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বলতে গেলে, ওটা ছিল আলোচনার প্রথম পর্যায়। তারপর, যখন জনসাধারণ ক্রমশঃ কড়া ভাষা শুনে শ্রান্ত হয়ে পড়ল, গালমন্দের প্রভাব ফুরিয়ে গেল এবং যখন পার্টি-সদস্যরা প্রশ্নটির সুষ্ঠু আলোচনার দাবি তুলল, তখন শুরু হল আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টি বিষয়ের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সিদ্ধান্ত[৮২] প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই পর্বের শুরু হল। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবর প্লেনামের সিদ্ধান্তের[৮৩]—যে সিদ্ধান্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সমর্থন করেছিল তার—ভিত্তিতে রচনা করেছিল সেই সুপরিচিত প্রস্তাবটি যাতে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে কার্যকর করার শর্তগুলির নির্দেশ ছিল। । এই প্রস্তাবটি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এখন সাধারণ সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যখন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন তাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করল তখন বিরোধীদের সামনে দুটি পথ খোলা রইল—হয় এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা, নয়তো পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য নিজেদের পাল্টা, সমানভাবে নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা পেশ করা। এটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কৃত হল যে, বিরোধীদের নিজেদের কোন পরিকল্পনা নেই যা কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে পার্টি-সংগঠনগুলির চাহিদা মেটাতে পারে। বিরোধীরা পিছু হটতে শুরু করলেন। গত দু'বছরের

অন্তর্হিত পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রধান লাইন বাতিল করার দাবি অস্ত্র হিসেবে বিরোধীরা আর ব্যবহার করতে পারলেন না। দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ কংগ্রেসে গৃহীত গণতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহারের জন্য বিরোধীদের দাবি নিষ্প্রভ এবং অন্তর্হিত হল। বিরোধীরা পিছু হটলেন এবং দাবি নমনীয় করে বললেন যে, পার্টি-যন্ত্রকে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো হোক। এরা সমস্ত দাবিগুলির বিকল্প হিসেবে এই প্রস্তাবগুলিকে হাজির করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন যে, 'উপদলের প্রশ্নটি সঠিকভাবে রূপদান করা হোক', 'সমস্ত পার্টি-সংগঠনে—যেখানে এতদিন নিয়োগের প্রথা অনুসরণ করা হয়েছে—নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হোক', 'নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করা হোক' ইত্যাদি। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে বিরোধীদের এই বেশ নরম প্রস্তাবগুলিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ক্র্যাসনায়া প্রেসনাইয়া এবং জামোস্ক্ভোরেচিয়ের জেলা সংগঠনগুলির দ্বারা, যারা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদন করেছিল।

বলা যেতে পারে, এটা ছিল আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব।

আমরা এখন তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করেছি। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিরোধীদের আরও পশ্চাদপসরণ, আমি বলব বিশৃংখল পশ্চাদপসরণ। এবারে সেই নিস্তেজ ও বেশ নরম দাবিগুলিও তাদের প্রস্তাব থেকে খসে পড়ল। প্রিয়োব্রাঝেনস্কির শেষ প্রস্তাবটি (আমার মনে হয়, তৃতীয়) যেটা মস্কো সংগঠনের সক্রিয় শ্রমিকদের (এক হাজারের উপর উপস্থিতি) সভায় পেশ করা হয়েছিল, তা নিম্নরূপ:

> 'একমাত্র রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রস্তাবগুলির, দ্রুত, সর্বসম্মত এবং আন্তরিক বাস্তবায়ন—বিশেষতঃ নতুন নির্বাচন দ্বারা পার্টির আভ্যন্তরীণ কাঠামোর নবীকরণ—সংঘাত ও আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ব্যতিরেকে নতুন পথে পার্টির উত্তরণকে সুনিশ্চিত করতে পারে এবং সাধারণ কর্মীদের প্রকৃত ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করতে পারে।'

বিরোধীদের এমনকি এই নির্দোষ প্রস্তাবটিও সভা প্রত্যাখ্যান করেছিল, এই ব্যাপারটাকে আকস্মিক বলে ভাবা চলে না। ঐ সভায় যে বিপুল ভোটাধিক্যে 'কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক লাইনকে অনুমোদন করার' প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেটাও আকস্মিক নয়।

র‍্যাফেল

আমি র‍্যাফেলকেই বর্তমান বিরোধীগোষ্ঠীর, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, বর্তমান বিরোধী জোটের, সবচেয়ে অটল এবং নাছোড়বান্দা প্রতিনিধি হিসেবে মনে করি। একটি আলোচনা-সভায় র‍্যাফেল বলেছিলেন যে, আমাদের পার্টিকে কার্যতঃ একটি সামরিক সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়েছে, পার্টি-শৃংখলা সামরিক শৃংখলা হয়ে পড়েছে, এবং এই কারণে, গোটা পার্টি-যন্ত্রেরই আমূল রদ্‌বদল হওয়া দরকার, কেননা এটা পার্টির প্রকৃত সত্তার অনুপযোগী ও বিরোধী। আমার মনে হয় এইরকম বা এরই অনুরূপ চিন্তা বর্তমান বিরোধী সদস্যদের মনে ভাসছে কিন্তু নানা কারণে তাঁরা তা মুখ ফুটে বলতে সাহস পাচ্ছেন না। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এদিক থেকে বর্তমান বিরোধীদের মধ্যে র‍্যাফেল তাঁর সহযোগীদের চেয়ে বেশি সাহসী বলে প্রমাণিত হয়েছেন।

তা সত্ত্বেও, র‍্যাফেল পুরাদস্তুর ভ্রান্ত। তিনি কেবল আনুষ্ঠানিক দিক থেকেই ভ্রান্ত নন, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং মূলতঃ সেই দিক থেকেও ভ্রান্ত। বাস্তবিকই যদি আমাদের পার্টি সামরিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে থাকে বা এমনকি তার কেবল সূত্রপাতও হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্টতঃই কি যথার্থ অর্থে আমাদের এখন কোন পার্টি নেই, বা সর্বহারার একনায়কত্ব বা বিপ্লব নেই?

সামরিক বাহিনী বস্তুটি কি?

সামরিক বাহিনী হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সংগঠন, যা ওপর থেকে তৈরী করা হয়। সামরিক বাহিনীর চরিত্রই এমন যে এর শীর্ষে একটি সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর অস্তিত্বকে পূর্বেই স্বীকার করে নিতে হবে যারা ওপর থেকে নিযুক্ত হয়ে থাকে এবং যারা সামরিক বাহিনীকে বাধ্যতামূলক নীতির ভিত্তিতে গঠন করে। এই সেনাধ্যক্ষগণ শুধু সামরিক বাহিনী গঠন করে না, সামরিক বাহিনীকে খাদ্য, বস্ত্র, জুতো ইত্যাদিও সরবরাহ করে। সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর ওপর সমগ্র সামরিক বাহিনীর বস্তুগত নির্ভরতা চূড়ান্ত। প্রসঙ্গতঃ এটাই হচ্ছে সামরিক বাহিনীর শৃংখলার ভিত্তি—যার বিচ্যুতির অপরিহার্য ফল হচ্ছে একটি বিশেষ-রকমের চরম শাস্তি—গুলি করে হত্যা। এই থেকে এটাও বোঝা যায় যে সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী তাদের নিজস্ব রণনীতির পরিকল্পনা অনুসরণ করে, সামরিক বাহিনীকে যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারে।

পার্টি বস্তুটি কি?

পার্টি হচ্ছে সর্বহারাদের অগ্রগামী বাহিনী, যা গড়ে ওঠে তলার থেকে

স্বেচ্ছামূলক নীতির ভিত্তিতে। অবশ্য পার্টিরও এক সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী থাকে, তবে এই সেনাধ্যক্ষগণ ওপর থেকে নিযুক্ত হন না, তাঁরা নির্বাচিত হন তলার থেকে সমগ্র পার্টির দ্বারা। এই সেনাধ্যক্ষগণ পার্টি গঠন করেন না; পক্ষান্তরে পার্টিই তার সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী গড়ে তোলে। পার্টি ঐচ্ছিক নীতির দ্বারা নিজেকে গঠন করে। তাছাড়া সামরিক বাহিনী সম্পর্কে ওপরে আমরা যা বলেছি, সেনাধ্যক্ষদের ওপর মোটামুটিভাবে পার্টি বস্তুগতভাবে নির্ভরশীল নয়। পার্টি সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী পার্টিকে তার প্রয়োজনের বস্তু সরবরাহ করেন না, পার্টিকে খাওয়ান না পরান না। প্রসঙ্গতঃ এর থেকে বোঝা যায় কেন পার্টি সেনাধ্যক্ষগণ খামখেয়াল মতো পার্টির সাধারণ সদস্যদের যেখানে খুশি, যখন খুশি পাঠাতে পারেন না, পার্টি সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী সামগ্রিকভাবে পার্টিকে পরিচালনা করতে পারেন কেবলমাত্র পার্টি যে শ্রেণীর অংশবিশেষ, সেই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। সেইজন্যই পার্টি-শৃংখলার বিশেষ চরিত্র, যার ভিত্তি মূলতঃ প্রত্যয়জনক পদ্ধতি—সামরিক শৃংখলা যার ভিত্তি বাধ্যতামূলক পদ্ধতি—তার থেকে আলাদা। এইজন্যই পার্টির চরম দণ্ড (বহিষ্কার) এবং সামরিক বাহিনীর চরম দণ্ড (গুলি করে হত্যা)—উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

র‍্যাফেলের ভ্রান্তি যে কি বিকট সেটা বুঝতে এই দুটি সংজ্ঞার তুলনাই যথেষ্ট।

র‍্যাফেল বলেছেন, পার্টিকে একটি সামরিক সংগঠনে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু পার্টিকে সামরিক সংগঠনে পরিণত করা কি করে সম্ভব, যদি পার্টি তার অস্তিত্বের জন্য সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর ওপর নির্ভরশীল না হয়, এটা যদি নিচে থেকে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হিসেবে এবং যদি নিজেই এর সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী নির্বাচন করে? তাহলে পার্টিতে এত নতুন নতুন কর্মীদের অনুপ্রবেশ, পার্টি-সদস্য নন এমন মানুষের মধ্যে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি, সারা পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এর জনপ্রিয়তাই-বা কি করে ব্যাখ্যা করা যায়?

নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার মধ্যে একটিই প্রযোজ্য:

১ হয় পার্টি পুরাদস্তুর নিষ্ক্রিয় এবং নির্বাক—কিন্তু তাহলে এইরকম নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রাণ পার্টি, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর নেতা হতে পারে এবং গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপ্লবী দেশের সরকার পরিচালনা করছে সেটার ব্যাখ্যা কি করে করা যায়?

অথবা পার্টি সক্রিয় এবং যথেষ্ট উদ্যোগ প্রদর্শন করছে—কিন্তু তাহলে কারো পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয় কেন যে, যে পার্টি এতো সক্রিয় এবং এইরকম উদ্যোগ প্রদর্শন করছে সেই পার্টি এখনো পর্যন্ত পার্টির মধ্যে সামরিক শাসনকে উৎখাত করেনি, যদি ধরেই নেওয়া যায় এইরকম একটি শাসন পার্টির মধ্যে বাস্তবিকই বর্তমান ?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে, আমাদের পার্টি, যা তিনটি বিপ্লব সম্পূর্ণ করেছে, যে পার্টি কলচাক এবং ডেনিকিনকে পর্যুদস্ত করেছে এবং বর্তমানে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ টলিয়ে দিচ্ছে, সেই পার্টি সাতদিনও বরদাস্ত করত না সেই সামরিক শাসন এবং হুকুম-ও-জো-হুকুম প্রভু-ভৃত্য ব্যবস্থা—যে ব্যবস্থার কথা র‍্যাফেল খুব হাল্কা এবং বেপরোয়াভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সেই ব্যবস্থাকে পার্টি একমুহূর্তে গুড়িয়ে দিত এবং র‍্যাফেলের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা না করেই নতুন একটি ব্যবস্থা কায়েম করত ?

কিন্তু : এটা একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ এটা নিছক একটা স্বপ্ন মাত্র। আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রথমতঃ, র‍্যাফেল পার্টির সঙ্গে সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পার্টিকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, কারণ, স্পষ্টতঃ, পার্টি কি এবং সামরিক বাহিনীই-বা কি সে সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা নেই। দ্বিতীয়তঃ, আসল ব্যাপার হচ্ছে, স্পষ্টতঃই র‍্যাফেলের নিজেরই তাঁর আবিষ্কারের ওপর বিশ্বাস নেই; তিনি বাধ্য হয়ে পার্টির হুকুম-ও-জো-হুকুম ব্যবস্থা সম্পর্কে 'ভীতিপ্রদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন বর্তমান বিরোধীদের এই মুখ্য শ্লোগানগুলির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে : (ক) উপদলীয় চক্র গড়বার স্বাধীনতা দিতে হবে; এবং (খ) উপর থেকে নিচু পর্যন্ত পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকদের তাদের পদগুলি থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

স্পষ্টতঃ, র‍্যাফেল বুঝেছিলেন যে, 'ভীতিপ্রদ' শব্দগুলি ব্যবহার না করে এই শ্লোগানগুলিকে চালু করা অসম্ভব।

এটাই হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটার সার কথা।

প্রিয়োব্রাজেন্‌স্কির প্রবন্ধ

প্রিয়োব্রাজেন্‌স্কি মনে করেন যে, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে ত্রুটির প্রধান কারণ হচ্ছে পার্টির ব্যাপারে ভ্রান্ত মূল পার্টি-লাইন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন

যে, 'পার্টির আভ্যন্তরীণ নীতির ব্যাপারে গত দু'বছর ধরে পার্টি মূলতঃ একটি ভুল লাইন চালিয়ে যাচ্ছে', যে 'আভ্যন্তরীণ পার্টি ব্যাপারে পার্টির প্রধান লাইন এবং নেপ্ পর্বে আভ্যন্তরীণ পার্টি-নীতি' ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

নেপ্ প্রবর্তিত হবার পর থেকে পার্টির প্রধান লাইনটা কি ছিল? দশম কংগ্রেসে পার্টি শ্রমিকদের গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। পার্টি কি সঠিক ছিল এইরকম একটা প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে? প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি মনে করেন যে এটা ঠিকই ছিল। এই একই দশম কংগ্রেসে গ্রুপ গঠন নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে পার্টি একটি কঠোর নিষেধ আরোপ করেছিল গণতন্ত্রের ওপর। পার্টি কি সঠিক ছিল ঐরকম বাধা আরোপ করার ব্যাপারে? প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি মনে করেন পার্টি ভুল করেছিল, কারণ, তাঁর মতে এইরকম নিষেধাজ্ঞা পার্টির মধ্যে স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে। একাদশ কংগ্রেসে পার্টি আরও কয়েকটি বাধা আরোপ করে গণতন্ত্রের ওপর—পার্টির মধ্যে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠার বিধি ইত্যাদির মাধ্যমে। দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস এই নিষেধগুলির পক্ষেই পুনরায় রায় দেয়। যে অবস্থা নেপ্ সৃষ্টি করেছিল তাতে পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে রক্ষা-কবচ হিসেবে এই নিষেধগুলি আরোপ করে পার্টি কি ভুল করেছিল? প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি মনে করেন পার্টি ভুল করেছিল, কারণ তাঁর মতে এই নিষেধগুলি পার্টি-সংগঠনগুলির উদ্যোগকে ব্যাহত করেছিল। উপসংহার পরিষ্কার: প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি প্রস্তাব করছেন যে, নেপ্ সৃষ্ট অবস্থার মধ্যে দশম ও একাদশ কংগ্রেসে পার্টির এই ব্যাপারে যে মুখ্য লাইন করা হয়েছে তা বাতিল করা হোক।

দশম এবং একাদশ কংগ্রেস, অবশ্য, অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমরেড লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে। গ্রুপ গঠন নিষিদ্ধ করে দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবটি (ঐক্যের উপরে প্রস্তাব), উপস্থিত করেছিলেন এবং পরিচালনা করে কংগ্রেসে স্বীকৃতি অর্জন করিয়েছিলেন কমরেড লেনিন। গণতন্ত্রের উপর পরবর্তী নিষেধগুলি, যেমন নির্দিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, গৃহীত হয়েছিল একাদশ কংগ্রেসে কমরেড লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কি এ কথা বুঝতে পারছেন না যে, নেপ্ সৃষ্ট অবস্থাধীনে যে পার্টি-লাইন ছিল, যে পার্টি-লাইন লেনিনবাদের সঙ্গে আঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, কার্যতঃ সেই পার্টি-লাইন বাতিল করার প্রস্তাব করছেন? প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কি এখনো বুঝতে শুরু করেননি যে, নেপ্ সৃষ্ট অবস্থাধীনে পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পার্টির প্রধান লাইন বাতিল করার

জন্য তাঁর প্রস্তাব কার্যতঃ সেই কুখ্যাত 'অনামা কর্মসূচী'র কয়েকটি প্রস্তাব যা লেনিনবাদের সংস্কার দাবি করেছিল—তাদেরই পুনরাবৃত্তি?

পার্টি যে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কির পদাংক অনুসরণ করবে না সেটা উপলব্ধি করার জন্য এই প্রশ্নগুলি করাই যথেষ্ট।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি কি প্রস্তাব করেছেন? '১৯১৭-১৮র অনুরূপ' পার্টি জীবনে পুরোদস্তুর প্রত্যাবর্তন—এর কিছু কম বা বেশি প্রস্তাব তিনি করেননি। এই দিক থেকে ১৯১৭-১৮র বছরগুলির বৈশিষ্ট্য কি ছিল? বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেই সময়ে আমাদের পার্টির মধ্যে গ্রুপ এবং উপদলসমূহ ছিল, এই গ্রুপগুলির মধ্যে প্রকাশ্য লড়াই চলছিল, পার্টি এক সংকটজনক সময়ের মধ্য দিয়ে চলছিল যখন তার ভাগ্য দাঁড়িপাল্লায় দুলছিল। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি দাবি করছেন পার্টির মধ্যে এই অবস্থা, যে অবস্থা দশম কংগ্রেস বিলুপ্ত করেছিল, পুনঃস্থাপিত হোক, অন্ততঃ 'আংশিকভাবে'। পার্টি কি এই পথ গ্রহণ করতে পারে? না, তা পারে না। প্রথমতঃ, কারণ ১৯১৭-১৮ সালের অনুরূপ পার্টি জীবনের পুনঃপ্রবর্তন, যখন নেপ্‌ ছিল না, ১৯২৩-এর—যখন নেপ্‌ রয়েছে—অবস্থাধীন পার্টির প্রয়োজন মেটাবে না, মেটাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উপদলীয় বিরোধে চিহ্নিত পূর্ববর্তী পরিস্থিতির পুনঃপ্রবর্তনের অনিবার্য ফল হবে পার্টি সংহতির বিনাশ, বিশেষতঃ কমরেড লেনিন যখন নেই।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি ১৯১৭-১৮ সালে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাকে কাম্য ও আদর্শ বলে চিত্রিত করতে চাইছেন। কিন্তু আমরা এই সময়কার পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে অনেকগুলি অন্ধকার দিক, যা পার্টিকে প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল, তার কথা জানি। আমার মনে হয় যে, সেই সময়—ব্রেস্ট শান্তির সময়—পার্টিতে বলশেভিকদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ যে রকম তীব্রতালাভ করেছিল, তেমনটা আর কোনদিন হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, এটা সুবিদিত যে 'বাম' কমিউনিস্টরা, যারা সেই সময়ে একটি আলাদা উপদল সংগঠিত করেছিল, তারা আন্তরিকভাবে তদানীন্তন গণ-কমিশার পরিষদের স্থানে 'বাম' কমিউনিস্ট উপদলভুক্ত নতুন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত আর একটি গণ-কমিশার পরিষদ স্থাপন করার কথা পর্যন্ত বলেছিল। বর্তমান বিরোধী ব্লকের কয়েকজন—প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, প্যাতাকভ, স্তুকভ এবং অন্যান্যরা—তখন সেই 'বাম' কমিউনিস্ট উপদলে ছিলেন।

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কি সেই 'আদর্শ' অবস্থাকে আবার পার্টিতে 'পুনঃস্থাপিত' করতে চাইছেন?

যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, পার্টি ঐরকমের 'পুনঃস্থাপনে' সম্মত হবে না।

স্যাপ্রোনভের প্রবন্ধ

স্যাপ্রোনভ মনে করেন যে, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের নীতিগুলির ত্রুটির জন্য মুখ্য কারণ হচ্ছে পার্টি-যন্ত্রসমূহের মধ্যে 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খ' 'স্কুল-শিক্ষিকাদের' উপস্থিতি যাঁরা 'বিদ্যালয়ের ঢং-এ' 'পার্টি-সদস্যদের শিক্ষা দিতে' ব্যস্ত এবং যাঁরা এইভাবে পার্টি-সদস্যদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে শিক্ষিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। যদিও স্যাপ্রোনভ আমাদের পার্টির দায়িত্বশীল কর্মীদের 'স্কুল-শিক্ষিকা' বলে আখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি একবারও ভেবে দেখছেন না যে এঁরা এলেন কোথা থেকে এবং এই 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খরা' কেমন করেই-বা আমাদের পার্টির কাজ দখল করে নিলেন। এই অতিরিক্ত বেপরোয়া এবং বাকচাতুর্যপূর্ণ প্রতিপাদ্যকে প্রমাণিত সত্য বলে উপস্থাপিত করে স্যাপ্রোনভ ভুলে গেলেন যে, একজন মার্কসবাদী শুধুমাত্র জোরালো উক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তাঁকে প্রথমে ঘটনা বুঝতে হবে, যদি সে ঘটনা যথার্থই ঘটে থাকে, এবং তার ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে তারপরেই তিনি উন্নতির কার্যকরী ব্যবস্থার কথা বলতে পারেন। কিন্তু, স্পষ্টতঃই, মার্কসবাদ সম্পর্কে স্যাপ্রোনভ আদৌ ধার ধারেন না। তিনি চান যেন-তেন-প্রকারেন পার্টি ব্যবস্থা সম্পর্কে কুৎসা রটনা করতে—বাকিটা আপনা-আপনি হয়ে যাবে। অতএব, স্যাপ্রোনভের মতে 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খদের' কু-মতলবই হল পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের ত্রুটিসমূহের কারণ। চমৎকার বিশ্লেষণ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কেবল আমরা বুঝি না:

(১) কেমন করে এই 'স্কুল-শিক্ষিকারা' এবং 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খরা' পৃথিবীর সবচেয়ে বিপ্লবী সর্বহারাদের নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন?

(২) কেমন করে আমাদের 'পার্টির স্কুল-ছেলেমেয়েরা', যাঁরা এই স্কুল-শিক্ষিকাদের নিকট শিক্ষা পাচ্ছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বিপ্লবী দেশের নেতৃত্ব বজায় রেখে চলেছেন?

যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খদের' সম্বন্ধে কথা বলা যত সহজ, পার্টি ব্যবস্থার বৃহৎ গুণ বুঝতে এবং তারিফ করতে পারা তত সহজ নয়।

আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের ত্রুটি সংশোধন স্যাপ্রোনভ কিভাবে করতে চান? তাঁর ঔষধটি তাঁর নিদানের মতোই সরল। 'আমাদের আধিকারিকদের পাল্টে দাও', বর্তমানের দায়িত্বশীল কর্মীদের তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দাও—এইরকমই হচ্ছে স্যাপ্রোনভের দাওয়াই। স্যাপ্রোনভ মনে করেন পার্টিতে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র পালন করা হবে—এই হচ্ছে তার প্রধান গ্যারান্টি। গণতন্ত্রের দিক থেকে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের উন্নতির উপায়স্বরূপ নতুন নির্বাচনের গুরুত্ব আমি মোটেই অস্বীকার করি না; কিন্তু সেটাকে মুখ্য গ্যারান্টি মনে করার অর্থ হচ্ছে, না পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবন বোঝা, না তার ত্রুটিগুলি বোঝা। বিরোধী নেতৃবর্গের মধ্যে বিয়েলোবরোদভের মতো লোকও আছেন যাঁর 'গণতন্ত্রের' কথা রোস্তভের শ্রমিকরা আজও ভোলেনি; রোজেন-হোলৎজ রয়েছেন যাঁর 'গণতন্ত্র' আমাদের জল-পরিবহনের শ্রমিক এবং রেলকর্মীদের পক্ষে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা হয়েছিল; প্যাতাকভ, যাঁর 'গণতন্ত্র' গোটা ডন উপত্যকাকে কেবল চেঁচাতে বাধ্য করেনি, পুরোদস্তুর আর্তনাদ করতেও বাধ্য করেছিল; আল্স্কি, যাঁর 'গণতন্ত্রের' প্রকৃতির সঙ্গে সবাই পরিচিত; বাইক, যাঁর 'গণতন্ত্রের' ফলে খোরেজম্ এখনো গোঙাচ্ছে। স্যাপ্রোনভ কি মনে করেন 'পার্টি পণ্ডিত-মূর্খদের' স্থানগুলিতে উপরোক্ত 'শ্রদ্ধেয় কমরেডরা' যদি বসেন তাহলে পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র জয়ী হবে? সে সম্পর্কে আমায় কিছু সন্দেহ পোষণের অনুমতি দিন।

স্পষ্টত:, দুই ধরনের গণতন্ত্র আছে: পার্টির ব্যাপক সাধারণ সদস্যদের গণতন্ত্র, যাঁরা উদ্যোগ প্রদর্শনে এবং পার্টি নেতৃত্বের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ব্যগ্র, এবং আর রয়েছে বিক্ষুব্ধ পার্টি-মাতব্বরদের 'গণতন্ত্র' যাঁরা মনে করেন কিছু লোককে পদচ্যুত করে তাদের জায়গায় অন্যান্যদের বসিয়ে দেওয়াই হচ্ছে গণতন্ত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। পার্টি প্রথম ধরনের গণতন্ত্রের জন্য দাঁড়াবে এবং সেই গণতন্ত্রকে লৌহদৃঢ় হস্তে পালন করবে। কিন্তু পার্টি বিক্ষুব্ধ পার্টি-মাতব্বরদের 'গণতন্ত্র', যার সঙ্গে পার্টির মধ্যে সত্যিকারের গণতন্ত্রের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের কোন মিল নেই, তাকে পার্টি উৎখাত করবে।

পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করতে গেলে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে, আমাদের দয়িত্বশীল কিছু কর্মীদের মনকে মুক্ত করতে হবে যুদ্ধকালীন মনোভাবের অবশেষ ও অভ্যাসগুলি থেকে, যার ফলে তাঁরা মনে করবেন যে পার্টি একটি স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল সত্তা নয়, বরং এটা একটা

সরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত ব্যবস্থা। কিন্তু এই অবশেষগুলি অল্প সময়ের মধ্যে দূর করা যাবে না।

পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করতে হলে, দ্বিতীয়তঃ, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র, যার প্রায় দশ লক্ষ কর্মচারী রয়েছে, যে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে আমাদের পার্টি-যন্ত্রের ওপর, যার সদস্যসংখ্যা কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজারের বেশি নয়—সেই চাপকে অপসারিত করা। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এই ভারবহুল যন্ত্রের চাপ অপসারিত করা এবং তাকে আয়ত্তে আনা অসম্ভব।

পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করতে হলে, তৃতীয়তঃ, যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে, অবিলম্বে আমাদের অনগ্রসর ইউনিটগুলি, যারা সংখ্যায় যথেষ্ট, তাদের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করা, এবং আমাদের সক্রিয় কর্মীদের আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ডে বণ্টন করা; কিন্তু এটাও অল্প সময়ের মধ্যে সাধন করা যায় না।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পুরোদস্তুর গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারটি স্যাপ্রোনভ যত সহজ মনে করেছেন, আসলে তা তত সহজ নয়, যদি অবশ্য গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি তা স্যাপ্রোনভের ফাঁকা, আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র নয়, তা হচ্ছে যথার্থ, শ্রমিকশ্রেণীর, অকৃত্রিম গণতন্ত্র।

স্পষ্টতঃই, গোটা পার্টিকে ওপর থেকে তলা পর্যন্ত, পার্টির মধ্যে অকৃত্রিম গণতন্ত্র সুনিশ্চিত এবং প্রয়োগ করতে অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে হবে।

ট্রট্স্কির চিঠি

আভ্যন্তরীণ পার্টি-গণতন্ত্রের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ট্রট্স্কি এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা আশা করা অনুচিত হতো না যে ট্রট্স্কি সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যই একযোগে এগিয়ে এসে পার্টি-সদস্যদের আহ্বান জানাবেন, যাতে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেন। যাই হোক, এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এই সেদিন ট্রট্স্কি পার্টি সম্মেলনগুলির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যে চিঠিকে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার অবস্থানের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের জন্ম পার্টি-সদস্যদের সংকল্পকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আপনারা নিজেরাই বিচার করে দেখুন।

প্রথমে পার্টি-যন্ত্রে আমলাতন্ত্রের কথা এবং প্রবীণ প্রহরীদের অর্থাৎ পার্টির আসল খাঁটি লেনিনবাদীদের অধঃপতনের বিপদের উল্লেখ করার পর ট্রট্স্কি লিখেছেন :

'ইতিহাসে "প্রবীণ প্রহরীদের" অধঃপতনের ঘটনা একাধিকবার লক্ষ্য করা গেছে। সর্বশেষ ও সবচেয়ে জলন্ত ঐতিহাসিক উদাহরণই ধরা যাক : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা এবং পার্টিগুলি। আমরা জানি যে উইল্‌হেল্ম্‌ লিবনেখ্‌ট, বেবেল, সিঙ্গার, ভিক্টর এ্যাড্‌লার, কাউট্স্কি, বার্নস্টেইন, লাফার্গ, গেস্‌দে এবং অন্যান্যরা মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্য। আমরা অবশ্য এও জানি যে, ঐসব নেতারা—কেউ কেউ আংশিকভাবে এবং অন্যরা পুরোপুরিভাবে—সুবিধাবাদে অধঃপতিত হয়েছিলেন।'…'আমরা, অর্থাৎ "প্রবীণ লোকেরা" এ কথা বলবই যে আমাদের যুগের লোকেরা, যাঁরা পার্টিতে স্বাভাবিকভাবেই এক অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছেন, তাঁদের প্রলেতারীয় এবং বিপ্লবী মানসিকতার ক্রমান্বয় এবং অলক্ষ্য অবনতির বিরুদ্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন রক্ষাকবচ নেই, এ কথা বলছি এটা ধরে নিয়েই যে পার্টি আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র-নির্ভর পদ্ধতি অনুসরণের নীতি অধিকতর প্রসার ও দৃঢ়ীকরণ, যা তরুণদের নিষ্ক্রিয় শিক্ষার বস্তুতে রূপান্তরিত করছে এবং অনিবার্যভাবে পার্টি-যন্ত্র এবং পার্টি-সদস্যদের মধ্যে, প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করছে।' 'তরুণরা, যাঁরা হচ্ছেন পার্টির শক্তির সবচেয়ে নিখুঁত তাপমান যন্ত্র—তাঁদের মধ্যেই সবচেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে পার্টির আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে।'…'এই তরুণদেরই বিপ্লবী সূত্রগুলিকে ঝড়ের বেগে দখল করে নিতে হবে।…'

প্রথমেই আমি একটি সম্ভাব্য ভুল-ধারণার নিরসন করতে চাই। তাঁর চিঠি থেকে এটা প্রতীয়মান যে, ট্রট্স্কি নিজেকে বলশেভিক প্রবীণ প্রহরীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার দ্বারা তিনি প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে অধঃপতনের যে অভিযোগ নিক্ষেপ করা যেতে পারে সেই অভিযোগগুলি নিজের স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত আছেন সেটা প্রমাণ করেছেন। স্বীকার করতেই হবে যে, আত্মত্যাগের এই প্রস্তুতি নিঃসন্দেহে একটি মহৎ গুণ। কিন্তু আমি ট্রট্স্কিকে ট্রট্স্কির হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, যেহেতু, সহজবোধ্য কারণেই, ট্রট্স্কি বলশেভিক প্রবীণ প্রহরীদের মধ্যে প্রধান প্রধান ক্যাডারদের সম্ভাব্য অধঃপতনের জন্য দায়িত্ব

নিতে পারেন না বা নেওয়া তাঁর পক্ষে উচিতও হবে না। আত্মত্যাগ অবশ্যই একটি ভাল জিনিস, কিন্তু প্রবীণ বলশেভিকদের তার প্রয়োজন আছে কি? আমি মনে করি তাঁদের সে প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এটা বোঝা অসম্ভব যে কেমন করে বার্নস্টেইন, এ্যাড্লার, কাউট্স্কি, গেস্দে ও অন্যান্য সুবিধাবাদী এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে একই আসনে বসানো যেতে পারে বলশেভিক প্রবীণ প্রহরীদের যাঁরা আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও সম্মানের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন সুবিধাবাদ, মেনশেভিক এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে। এই গোলযোগ এবং বিভ্রান্তির কারণ কি? যদি পার্টির স্বার্থের কথা মনে রাখা হয় এবং যদি গূঢ় উদ্দেশ্য কোনক্রমেই যার লক্ষ্য প্রবীণ প্রহরীদের সুনাম রক্ষা নয় তার কথা মনে না রাখা হয়, তাহলে এসবের প্রয়োজন কার হতে পারে? প্রবীণ বলশেভিক যাঁরা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই পরিপক্বতা লাভ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সুবিধাবাদের ইঙ্গিত অন্য কিভাবেই-বা ব্যাখ্যা করা যায়?

তৃতীয়তঃ, আমি কোনমতেই এ কথা মনে করি না যে, এই প্রবীণ বলশেভিকরা অধঃপতনের বিপদ থেকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ভূমিকম্পের হাত থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত এ কথা বলার ভিত্তি নেই। সম্ভাবনা হিসেবে এইরকম বিপদ ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং নেওয়াই উচিত। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে এইরকম বিপদ বাস্তব, এর কোন অস্তিত্ব আছে? আমি মনে করি, তা নয়। অধঃপতনের বিপদ যে বাস্তব বিপদ সেটা দেখানোর জন্য ট্রট্স্কি কোন প্রমাণ উপস্থিত করেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কথা বলব যে, আমাদের পার্টির মধ্যে এমন বেশ কিছু লোক রয়েছে, যারা আমাদের পার্টির সাধারণ সদস্যদের বিশেষ অংশের মধ্যে এই ধরনের অধঃপতনের বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। আমি মেনশেভিকদের সেই অংশের কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি যারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছে—যারা এখনো পর্যন্ত পুরাতন সুবিধাবাদের অভ্যাসটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পার্টি শুদ্ধিকরণের সময়ে এই মেনশেভিকদের এবং এই বিপদ সম্পর্কে কমরেড লেনিন যা লিখেছিলেন তা এইরূপ:

> 'প্রত্যেকটি সুবিধাবাদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা…এবং সুবিধাবাদী হিসেবে, এই

মেনশেভিকরা, বলতে গেলে, "নীতিগতভাবেই" শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান ঝোঁকের সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং প্রতিরক্ষামূলক রঙ্ ধারণ করে, যেমন শীতকালে খরগোসের গায়ের রঙ্ সাদা হয়ে ওঠে। মেনশেভিকদের এই বিশেষ গুণটির কথা আমাদের জেনে রাখা এবং হিসেবের মধ্যে রাখা দরকার। এবং হিসেবের মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে পার্টি শুদ্ধিকরণে, ১৯১৮ সালের পর অর্থাৎ বলশেভিকদের জয় যখন প্রথমদিকে সম্ভাবনায় এবং পরবর্তীকালে নিশ্চিতে পরিণত হয়েছিল সেই সময়ে যেসব মেনশেভিক রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিল তাদের একশো জনের মধ্যে প্রায় নিরানব্বই জনকে বহিষ্কার করা।' (২৭তম খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

এটা কি করে ঘটল যে, ট্রট্স্কি এই বিপদটি এবং অনুরূপ বাস্তবভাবে বিদ্যমান বিপদের কথা ভুলে গিয়ে একটি সম্ভাব্য বিপদ বলশেভিক প্রবীণ প্রহরীদের অধঃপতনের বিপদকে টেনে নিয়ে এলেন সামনে? যদি পার্টির স্বার্থ কারোর নজরে থাকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরু অংশ—বলশেভিক প্রবীণ প্রহরীদের নেতৃস্থানীয় অংশের সুনাম হানি করার লক্ষ্য না থাকে তাহলে কেমন করে তিনি আসল বিপদ সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকতে পারেন এবং কল্পিত সম্ভাব্য বিপদকে সামনে টেনে আনতে পারেন? এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই ধরনের 'দৃষ্টিভঙ্গি' বিরোধীদের প্রচারযন্ত্রের খোরাক জোগাবেই?

চতুর্থতঃ, কি কারণ ছিল ট্রট্স্কির যার জন্য তিনি 'প্রবীণ ব্যক্তিদের', যাঁরা অধঃপতিত হতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে 'তরুণদের', যারা পার্টির 'সবচেয়ে খাঁটি ব্যারোমিটার' তাদের তুলনা করছেন; কি কারণ ছিল তাঁর যার জন্য তিনি 'প্রবীণ প্রহরীদের', যাঁরা আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে 'তরুণ প্রহরীদের', যারা 'ঝটিকার বেগে বিপ্লবীসূত্রগুলি দখল করতে পারে' তাদের তুলনা করছেন? এই ধরনের তুলনা করবার কি ভিত্তি ও কি প্রয়োজন ছিল তাঁর? নবীন ও প্রবীণ প্রহরীরা আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা যুক্ত মোর্চায় কি এগিয়ে যায়নি? আমাদের বিপ্লবের মূল শক্তি কি 'তরুণ' এবং 'প্রবীণদের' ঐক্য নয়? আমাদের প্রবীণ কমরেডদের হেয় করা এবং তরুণদের বাকচাতুর্য দ্বারা স্তুতি করার প্রচেষ্টার পিছনে এই দুই প্রধান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি এবং প্রশস্ত করা ছাড়া অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? যে ব্যক্তি পার্টির স্বার্থের কথা, পার্টির ঐক্য এবং সংহতির কথা দৃষ্টিতে রাখে এবং

বিরোধীদের সুবিধা করে দেবার জন্য পার্টি-ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা মাথায় রাখে না তার এসবে প্রয়োজন কী ?

কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্পর্কে তার সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত প্রস্তাবকে সমর্থন করার এটাই কি পদ্ধতি ?

কিন্তু স্পষ্টতঃই, পার্টি সম্মেলনগুলিতে যখন তাঁর চিঠিখানি পাঠান তখন ট্রট্স্কির সে উদ্দেশ্য ছিল না। স্পষ্টতঃই, এখানে ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল, যথা : কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবকে সমর্থন করার ভান করে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরোধীদের সমর্থন।

সেটাই বস্তুতঃ ট্রট্স্কির চিঠি যে কাপট্যের ছাপ বহন করছে তার ব্যাখ্যা।

ট্রট্স্কি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদীদের এবং 'বাম' কমিউনিস্টদের একটি অংশের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন—এটাই ট্রট্স্কির কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮৫

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৩

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

একটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য

(র‍্যাফেল সম্পর্কে)

প্রাভদায় (সংখ্যা ২৮৫) আমার প্রবন্ধ 'আলোচনা, র‍্যাফেল ইত্যাদি'তে আমি বলেছিলাম যে, প্রেসনাইয়া জেলায় একটি সভায় র‍্যাফেল যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই অনুসারে, 'আমাদের পার্টিকে কার্যতঃ একটি সামরিক সংগঠনে পরিণত করা হয়েছে, এর শৃংখলা সামরিক শৃংখলাতে পরিণত হয়েছে, এবং এইজন্য সমস্ত পার্টি-যন্ত্রের আগাগোড়া পরিবর্তনের প্রয়োজন, কারণ এটি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।' এই প্রসঙ্গে র‍্যাফেল প্রাভদায় তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, আমি তাঁর মতামত সঠিকভাবে পরিবেশন করিনি, আমি নাকি 'বিতর্কের উত্তাপে' সেগুলিকে 'সরলীকরণ করেছি', ইত্যাদি। র‍্যাফেল বলছেন, তিনি পার্টি এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে কেবল একটা সাদৃশ্যের (তুলনার) কথা বলেছিলেন, কিন্তু সাদৃশ্য একীকরণ নয়। তিনি বলছেন, 'পার্টির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর প্রশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ—কিন্তু তার দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এটা অন্যটার অবিকল নকল ; এটাকে সমান্তরালভাবে দেখানো হয়েছে মাত্র।'

র‍্যাফেল কি সঠিক ?

না। এবং নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্যই।

প্রথমতঃ। প্রেসনাইয়া জেলা কমিটির সভায় র‍্যাফেল তাঁর বক্তৃতায় পার্টির সঙ্গে সামরিক বাহিনীর শুধুমাত্র তুলনাই করেননি, যে দাবি তিনি বর্তমানে করছেন, আসলে তিনি পার্টিকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন, যেহেতু তিনি মনে করেন সামরিক বাহিনীর ধাঁচে পার্টি গঠিত হয়েছে। র‍্যাফেলের বক্তৃতার আক্ষরিক রিপোর্ট আমার কাছে রয়েছে, যেটা বক্তা নিজেই সংশোধন করেছেন। সেখানে এই কথা বলা হয়েছে : 'আমাদের গোটা পার্টি আগাগোড়া নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ঠিক সামরিক ধাঁচে।' এ কথা আদৌ অস্বীকার করা যায় না যে এখানে পার্টি-কাঠামোর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কাঠামোর শুধুমাত্র উপমা নয়, একীকরণের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি : দুটিকেই একই মূল্যে দাঁড় করানো হয়েছে।

এ কথা কি জোর দিয়ে বলা চলে যে আমাদের পার্টি সামরিক ধাঁচে গঠিত? স্পষ্টতঃই না, কারণ পার্টি গঠিত হয়েছে তলা থেকে, স্বেচ্ছামূলক নীতির ভিত্তিতে; পার্টি তার অস্তিত্বের জন্য কোন সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর ওপর, যাদের পার্টি নিজেই নির্বাচিত করে, নির্ভরশীল নয়। সামরিক বাহিনী অবশ্য ওপর থেকেই গড়া হয়, বাধ্যতামূলক ভিত্তির ওপর; এই বাহিনী তার অস্তিত্বের জন্য সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যে সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী নির্বাচিত নয়, পরন্তু ওপর থেকে নিযুক্ত। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ। র‍্যাফেল সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পার্টির প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিছক তুলনাই কেবল করেননি, বরং তিনি দুটিকে সমহারাত্মক করে দেখিয়েছেন, কোন 'বাক্যালংকার' ছাড়াই তিনি তাদের একাত্ম করে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি ঠিক এই কথাই লিখেছেন: 'আমরা জোর দিয়েই বলছি যে পার্টির প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর প্রশাসন সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়েছে—এ কথা কোন গৌণ কারণের ভিত্তিতে বলছি না, বলছি পার্টির অবস্থা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই।' এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে এখানে র‍্যাফেল পার্টি প্রশাসনের সঙ্গে সামরিক প্রশাসনের নিছক উপমা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তিনি দুটিকেই 'সোজাসুজি' একাত্ম করেছেন, কোন 'বাক্যালংকারের' সাহায্য না নিয়েই।

এই দুটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কি একাত্ম করা যায়? না, নিশ্চয়ই তা যায় না; কেননা ব্যবস্থা হিসেবে, সামরিক বাহিনীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পার্টির চরিত্র ও তার নিজের সদস্যদের এবং পার্টি বহির্ভূত জনসাধারণকে প্রভাবিত করার পদ্ধতির সঙ্গে বেমানান।

তৃতীয়তঃ। র‍্যাফেল তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, শেষ বিচারে, সামগ্রিকভাবে পার্টির এবং এককভাবে তার সদস্যদের ভাগ্য নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় কমিটির রেজিস্ট্রেশন এবং বণ্টন বিভাগের ওপর, 'পার্টি-সদস্যদের মনে করা হয় সৈনিকদের মতোই সংগঠিত এবং রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগই **প্রত্যেককে** কাজে নিযুক্ত করে, **কারোরই** বিন্দুমাত্র অধিকার নেই নিজের পছন্দমতো কাজ বেছে নেবার এবং রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগ কিংবা 'সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী'ই বেতন, কাজের ধরন ইত্যাদি সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। এসব কি সত্য? অবশ্যই নয়। শান্তির সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির

রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগ সাধারণতঃ এক বছরে আট থেকে দশ হাজারেরও কম সংখ্যক লোকের ব্যবস্থা করে। আমরা রু. ক. পা-র দ্বাদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট[৮৫] থেকে জানতে পারি যে ১৯২২ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগ ১০,৭০০১ জন লোক সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল (অর্থাৎ, ১৯২১ সালের সংখ্যার অর্ধেক)। যদি এই সংখ্যা থেকে ১,৫০০ ব্যক্তিকে বাদ দিই; যারা স্থানীয় সংগঠনের তরফ থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়েছিল এবং সেইসব ব্যক্তিদের (৪০০-র বেশি) যারা অসুস্থতার দরুণ ছুটিতে গিয়েছিল, তবে বাকী থাকে আট হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি এক বছরে ৫,১৬৭ জন দায়িত্বশীল কর্মীকে কাজে নিযুক্ত করেছিল (অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগ যাদের ব্যবস্থা করেছিল, তার অর্ধেকেরও কম)। কিন্তু সেই সময়ে পার্টির সদস্যসংখ্যা ৫,০০০ কিংবা ১০,০০০ ছিল না, ছিল ৫০০,০০০, যার ব্যাপকতম অংশই কেন্দ্রীয় কমিটির রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগের বণ্টন কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। স্পষ্টতঃই, র‍্যাফেল ভুলে গেছেন যে. শান্তির সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি কেবলমাত্র দায়িত্বশীল কর্মীদেরই কাজে নিযুক্ত করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির রেজিস্ট্রেশন ও বণ্টন বিভাগ পার্টির সমস্ত সদস্যের —যাদের সংখ্যা ৪০০,০০০ বেশি—'বেতন' নির্ধারণ করে না, করতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। র‍্যাফেল কেন এইরকম হাস্যকর অতিশয়োক্তি করলেন? স্পষ্টতঃই, 'তথ্যের দ্বারা' এই কথা প্রমাণ করার জন্যই যে, পার্টি প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীর প্রশাসন 'একাত্ম' হয়ে উঠেছে।

এগুলিই হল ঘটনা।

সেই কারণে আমি মনে করেছিলাম এবং এখনো মনে করি যে 'পার্টি কি এবং সামরিক বাহিনীই-বা কি এ সম্পর্কে র‍্যাফেলের ধারণা পরিষ্কার নয়।'

র‍্যাফেল দশম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের যে অংশগুলি উধৃত করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান ব্যাপারের কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা সেগুলি প্রযোজ্য আমাদের পার্টির মধ্যে যুদ্ধকালীন অবশেষ সম্পর্কে এবং 'পার্টির সঙ্গে সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার একাত্মতার' যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ঐ অংশে কিছু নেই।

যখন র‍্যাফেল বলছেন যে ভুলগুলি সংশোধন করতেই হবে, যে ভুলের জের টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, তখন তিনি ঠিক বলছেন। এবং ঠিক এই কারণেই আমি এখনো আশা হারাইনি যে, র‍্যাফেল শেষ পর্যন্ত তাঁর ভুল সংশোধন করে নেবেন।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৪
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৩
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

'কমিউনিস্ট'[৮৬] পত্রিকার উদ্দেশ্যে অভিনন্দন

কমিউনিস্ট পত্রিকাকে তার সহস্রতম সংখ্যা প্রকাশের জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই পত্রিকাটি নির্ভরযোগ্য আলোকবর্তিকার মতো প্রাচ্যের শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য সাম্যবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের পথ আলোকিত করুক।

স্তালিন
রু. ক. পা-র কেন্দ্রীয়
কমিটির সম্পাদক

বাকিন্‌স্কি রাবোচি, সংখ্যা ২৯৪ (১০২২)
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ গঠনের সময় থেকেই পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছে: ধনতান্ত্রিক শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির।

ধনতান্ত্রিক শিবিরের দিকে তাকালে দেখতে পাই, সেখানে রয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ এবং অসাম্য, ঔপনিবেশিক দাসত্ব এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাতীয় নিপীড়ন এবং নির্বিচার হত্যা, সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা এবং যুদ্ধ।

অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে, আমরা দেখতে পাই পারস্পরিক আস্থা এবং শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাম্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা।

মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে জাতিসমূহের স্বাধীন বিকাশকে যুক্ত করে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কয়েক দশক ধরে জাতি-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বরং, জাতিগত দ্বন্দ্বের জাল জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে বুর্জোয়ারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

কেবলমাত্র সোভিয়েত শিবিরেই, যে জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশকে তার চারিপাশে জড়ো করেছে, সেই সর্বহারার একনায়কত্বের অবস্থায় জাতীয় শোষণ নির্মূল করা, পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা এবং জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

এই ঘটনাগুলির জন্যই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহ সারা দুনিয়ার, দেশী ও বিদেশী, সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত রকম আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

একমাত্র এই ঘটনাগুলির জন্য গৃহযুদ্ধের সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি ঘটাতে, তাদের-অস্তিত্ব অটুট রাখতে এবং শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করতে তারা সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধের বৎসরগুলি তাদের ছাপ রেখে গেছে। যুদ্ধ তার উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে বিধ্বস্ত শস্যক্ষেত্র, অলস ফ্যাক্টরী, বিনষ্ট উৎপাদিকা শক্তি,

ক্ষয়িত অর্থনৈতিক সম্পদ—যার ফলে একক সাধারণতন্ত্রগুলির একক প্রচেষ্টা তাদের অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সাধারণতন্ত্রগুলি যতদিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে ততদিন জাতীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব প্রমাণিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং নতুন আক্রমণের বিপদ, ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির যুক্ত মোর্চা গঠন অনিবায করে তুলেছে।

সর্বশেষে, সোভিয়েত শক্তি, যার শ্রেণীচরিত্র হল আন্তর্জাতিক, তার কাঠামোই সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির মেহনতী জনসাধারণ একটি একক সমাজতান্ত্রিক পরিবারে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করছে।

এইসব ঘটনাগুলি অবশ্য কর্তব্য বলে দাবি করছে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির একটি একক যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্তি—যে যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নতি এবং জাতিসমূহের অবাধ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির জনসাধারণ যারা সম্প্রতি সোভিয়েতের কংগ্রেসগুলিতে সমবেত হয়েছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের—তাদের স্বেচ্ছাভিত্তিক ইচ্ছাই হচ্ছে একটি নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি যে এই যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সমানাধিকারসম্পন্ন জাতিগুলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন, যে প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করা হচ্ছে তার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার, সমস্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলি—যা বর্তমানে বিদ্যমান বা পরবর্তীকালে গঠিত হবে—এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, ১৯১৭-র অক্টোবরে জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই নতুন যুক্তরাষ্ট্র তার যোগ্য মুকুট বলে প্রমাণিত হবে, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় প্রাচীর ও সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের একটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে সংযুক্তির পথে নতুন ও চূড়ান্ত পদক্ষেপস্বরূপ কাজ করবে।

গোটা বিশ্বের সামনে এই ঘোষণাটি করে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ যারা আমাদের ক্ষমতা প্রদান করেছে তাদের গঠনতন্ত্রসমূহে সোভিয়েত ক্ষমতার সুদৃঢ় ভিত্তির যে প্রকাশ পেয়েছে তার কথা পরম গুরুত্ব-

সহকারে ঘোষণা করে, আমরা, এই সাধারণতন্ত্রগুলির প্রতিনিধিবর্গ, আমাদের অনুজ্ঞা অনুসারে একটি 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র' গঠন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত করেছি।

পরিশিষ্ট ২

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে চুক্তিপত্র

রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র (রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র), ইউক্রেনীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র (ইউক্রে. স. সো. সা.), বিয়েলোরাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র (বি.স.সো.সা.), এবং ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র (ট্রা.স.যু.সো. সা---জর্জিয়া, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া) বর্তমান চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছে যে চুক্তি নিম্নলিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে একটি একক যুক্তরাষ্ট্রের—'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র'—ব্যবস্থা করছে :

(১) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের আওতায়, যার প্রতিনিধিত্ব করছে তার সর্বোচ্চ সংস্থাগুলি, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধিকারভুক্ত থাকবে :

(ক) বৈদেশিক সম্পর্কের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ;

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের বহিঃসীমা সংশোধন ;

(গ) নতুন সাধারণতন্ত্রসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চুক্তি-সম্পাদন ;

(ঘ) যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপনা ;

(ঙ) রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ;

(চ) আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের অনুমোদন ;

(ছ) বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের নিয়মাবলী প্রণয়ন ;

(জ) যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এবং সাধারণ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং বেয়াতের শর্তাদি সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন ;

(ঝ) যানবাহন, ডাক ও তার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ,

(ঞ) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী গঠনের নীতিসমূহের প্রতিষ্ঠা ;

(ট) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের একক রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুমোদন এবং আর্থিক, মুদ্রা এবং ঋণদান ব্যবস্থা এবং সকল যুক্তরাষ্ট্রীয়, সাধারণতন্ত্রী এবং আঞ্চলিক কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ;

(ঠ) ভূমি-ব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলে খনিজসম্পদ, বন ও জল ব্যবহারের সাধারণ নীতিসমূহ নির্ধারণ ;

(ড) পুনর্বাসন সম্পর্কে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ;

(ঢ) যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আদালতগুলির কাঠামো ও কার্যবিধি সম্পর্কে এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইনগুলি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ;

(ণ) মৌলিক শ্রম আইনসমূহ প্রণয়ন ;

(ত) জনশিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা ;

(থ) জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ;

(দ) ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন ;

(ধ) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি পরিসংখ্যান সংগঠন প্রবর্তন ;

(ন) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বলাভ সম্পর্কে বিদেশীদের অধিকারের ব্যাপারে মৌলিক আইন প্রণয়ন ;

(প) রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ;

(ফ) যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিকে লংঘন করে সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসগুলি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিগুলি এবং সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদগুলি যেসব সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে নিয়েছে সেগুলি বাতিল করা।

(২) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস এবং দুটি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সময়ে হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি।

(৩) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রতি ২৫,০০০ ভোটদাতার জন্য একজন ডেপুটি—এই হিসেব অনুযায়ী নগর সোভিয়েতের প্রতিনিধি এবং প্রতি ১২৫,০০০ অধিবাসীদের জন্য একজন ডেপুটি —এই হিসেব অনুযায়ী গুবের্নিয়া কংগ্রেসগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে।

(৪) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-

গুলির কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে সোভিয়েতগুলির গুবেনিয়া কংগ্রেস থেকে।

(৫) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ কংগ্রেস সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক প্রতি বৎসর একবার করে আহূত হবে; জরুরী কংগ্রেস আহূত হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক স্বেচ্ছানুসারে, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্ততঃ দুটি সাধারণতন্ত্রের দাবির ভিত্তিতে।

(৬) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এবং সর্বমোট ৩৭১ জন সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করবে।

(৭) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ অধিবেশন বৎসরে তিনবার আহূত হবে। জরুরী অধিবেশন আহূত হবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে, বা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার বা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন সাধারণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির দাবির ভিত্তিতে।

(৮) সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির অধিবেশনগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির রাজধানীতে আহূত হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে।

(৯) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করবে যে সভাপতিমণ্ডলী যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির দুটি অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে।

(১০) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা হবে ১৯ জন, যাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত

করবেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

(১১) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যকরী সংস্থা হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদসমূহ (যুক্তরাষ্ট্রের সি. পি. সি.)। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়কালের জন এঁরা নির্বাচিত হবেন, এবং তাতে থাকবেন:

যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি;
সহ-সভাপতিগণ;
পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশার;
সামরিক এবং নৌবাহিনী বিষয়ক গণ-কমিশার;
বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক গণ-কমিশার;
যানবাহন বিষয়ক গণ-কমিশার;
ডাক ও তার বিষয়ক গণ-কমিশার;
শ্রমিক এবং কৃষকদের পরিদর্শন-বিষয়ক গণ-কমিশার;
জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি;
শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশার;
খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার;
অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশার।

(১২) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক আইন বজায় রাখার জন্য এবং প্রতিবিপ্লব প্রতিরোধকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রসমূহের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির কর্তৃত্বাধীনে একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত করা হল, যার ওপর ন্যস্ত হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত করা হল রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের একটি যুক্ত সংস্থা যার সভাপতি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের একজন সদস্য, যাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে কিন্তু ভোটাধিকার থাকবে না।

(১৩) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের বিধান এবং সিদ্ধান্তগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রের

উপরেই বাধ্যতামূলকভাবে বর্তাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলে সেগুলি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(১৪) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদের বিধান এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত সবকটি ভাষাতেই (যেমন রুশ, ইউক্রেনীয়, বিয়েলোরুশ, জর্জিয়া, আর্মেনি এবং তাইয়ুর্ক)।

(১৫) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটিগুলি যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের বিধান এবং সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর কাছে আবেদন করতে পারবে, অবশ্য সেগুলির প্রয়োগ মুলতুবী না রেখেই।

(১৬) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং আদেশগুলি একমাত্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং তার সভাপতিমণ্ডলীই বাতিল করতে পারবে; যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের বিভিন্ন গণ-কমিশারমণ্ডলীর আদেশগুলি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি, তার সভাপতিমণ্ডলী অথবা যুক্তরাষ্ট্রের গণ কমিশার পরিষদ বাতিল করতে পারবে।

(১৭) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে গণ-কমিশার-মণ্ডলীর আদেশগুলিকে সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কাযনির্বাহক কমিটিসমূহ অথবা সভাপতিমণ্ডলী স্থগিত রাখতে পারেন—কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যদি ঐ আদেশগুলি স্পষ্টতঃই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদ বা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অনুগামী না হয়। আদেশগুলিকে স্থগিত রাখার সময়ে সাধারণ-তন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি অথবা সভাপতি-মণ্ডলী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত গণ-কমিশার পরিষদসমূহ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন গণ-কমিশারমণ্ডলীকে অবিলম্বে বিজ্ঞাপিত করবেন।

(১৮) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রসমূহের গণ-কমিশার পরিষদে থাকবেন :

গণ-কমিশার পরিষদের সভাপতি ;

সহ-সভাপতিগণ ;

জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি ;

কৃষি-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

খাদ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

শ্রম-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

আভ্যন্তরীণ-বিষয়ক গণ-কমিশার;

বিচার-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

শ্রমিক এবং কৃষক পরিদর্শন-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

সমাজরক্ষণ-বিষয়ক গণ-কমিশার ;

জাতিসত্তা-বিষয়ক গণ-কমিশার ; এর সঙ্গে থাকবেন পররাষ্ট্র-বিষয়ক, সামরিক এবং নৌবাহিনী বিষয়ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, যানবাহন এবং ডাক ও তার বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশারদের প্রতিনিধিগণ—যাঁদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে কিন্তু ভোটাধিকার থাকবে না।

(১৯) জাতীয় অর্থনীতি-বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সাধারণতন্ত্রের খাদ্য, অর্থ দপ্তর এবং শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন যদিও প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদের অধীন থাকবে, তাহলেও এদের কার্যকলাপ পরিচালিত হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট গণ-কমিশার পরিষদ দ্বারা।

(২০) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব বাজেট থাকবে ইউনিয়নের সাধারণ বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, যাকে অনুমোদিত হতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির দ্বারা। সাধারণতন্ত্রসমূহের বাজেটের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের দুটি দিকই নির্দিষ্ট থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক। রাজস্বের প্রত্যেকটি বিষয় এবং তার থেকে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ, যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির বাজেট তৈরী হবে, তা নির্ধারিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহক কমিটির দ্বারা।

(২১) যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্রসমূহের সকল নাগরিকের জন্য একটি সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২২) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের একটি নিজস্ব পতাকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় সীলমোহর থাকবে।

(২৩) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হবে মস্কো শহর।

(২৪) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রসমূহ তাদের গঠনতন্ত্রগুলি বর্তমান চুক্তি অনুসারে সংশোধন করে নেবে।

(২৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তির অনুমোদন, পরিবর্তন এবং সংযোজনের সর্বময় একক ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসের।

(২৬) যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকবে।

টীকা

১। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের তাইয়ুর্ক জনগণের কমিউনিস্টদের সম্মেলন ১৯২১ সালের ১-২রা জানুয়ারি মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন আজারবাইজান, বাশ্‌কিরিয়া, তুর্কিস্তান, তাতারিয়া, দাঘেস্তান, তেরেক অঞ্চল, কিরঘিজিয়া এবং ক্রিমিয়ার পার্টি-কর্মীরা। এই সম্মেলনে প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর রিপোর্ট, সাংগঠনিক এবং অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়। ২রা জানুয়ারি জে. ভি. স্তালিন সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে রিপোর্ট দাখিল করেন (তার আক্ষরিক রিপোর্ট রাখা হয়নি)। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্মেলনে 'রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের তাইয়ুর্ক জনগণের মধ্যে কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যুরোর পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী' গৃহীত হয়, যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাচ্যের জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যুরো, যা ১৯১৮ থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাকে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের তাইয়ুর্ক জনগণের মধ্যে আন্দোলন এবং প্রচার-আন্দোলনকারী কেন্দ্রীয় ব্যুরোতে রূপান্তরিত করা হয়।

২। এখানে রু. ক. পা (ব)-র অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীর ধারা: 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্র', এবং রু. ক. পা (ব)-র নবম কংগ্রেসে 'ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং তাদের সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছে ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহে গৃহীত প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তসমূহ', প্রথম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ২৮৯-৯১, ৩৩৭-৪০ দ্রষ্টব্য)।

৩। রু. ক. পা (ব)-র অষ্টম কংগ্রেস্ এবং সামরিক ও অন্যান্য প্রশ্নে সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,** মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৩৫৮-৬৩ এবং 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহে গৃহীত প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তসমূহ', প্রথম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ২৮০-৩১৩ দ্রষ্টব্য। এই কংগ্রেসে জে. ভি. স্তালিন সামরিক বিষয়ের ওপর একটি

বক্তৃতা করেন (**রচনাবলী**, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ২৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য) ; এবং এ ব্যাপারে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সামরিক কমিশনের তিনি সদস্য ছিলেন।

৪। এখানে ১৯২০ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের অষ্টম কংগ্রেসে নিখিল রুশ ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং মস্কো শহর ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পরিষদে রু. ক. পা (ব)-র গোষ্ঠীগুলির যুক্ত সভার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। ১৯২১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর এক সভায় 'জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজ' সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি আলোচিত হয়, এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুতকরণের জন্য ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৯২১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি **প্রাভদার** ২৯তম সংখ্যায় এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় ; তা ছাড়াও ঐ একই বছরে প্রবন্ধগুলি পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

৬। **প্যান-ইসলামবাদ** (বিশ্ব-ইসলামবাদ)—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুলতান তুর্কী এলাকায় তুর্কী জমিদার, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং যাজকদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। পরে তা বিত্তবান অন্যান্য মুসলমান সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব-ইসলামবাদ ইসলামে (মুসলমান ধর্মে) বিশ্বাসী সব মানুষকেই এক অখণ্ড সত্তায় একীভূত করার কথা প্রচার করত। এই বিশ্ব-ইসলামবাদের সাহায্যে মুসলমানদের মধ্যে শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের শক্তিকে সংহত এবং প্রাচ্যের মেহনতী মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা করছিল।

প্যান-তুর্কীবাদের উদ্দেশ্য ছিল সব তুর্কী জনসাধারণকে তুর্কী শাসনের অধীনে আনা। ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধের সময় এর উদ্ভব হয়। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় তা এক অত্যন্ত আগ্রাসী এবং জাতিদাম্ভিক মতবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের পরে এই বিশ্ব-ইসলামবাদ এবং বিশ্ব-তুর্কীবাদ সোভিয়েত শক্তিকে রুখবার জন্য প্রতি-বিপ্লবীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে এ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিশ্ব-ইসলামবাদ এবং বিশ্ব-তুর্কীবাদকে সোভিয়েত ও জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমনের উদ্দেশ্যে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

৭। রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেস ৮-১৬ই মার্চ, ১৯২১ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আলোচিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা, পণ্যের মাধ্যমে কর প্রদান, পার্টির বিষয়, জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজ, পার্টি ঐক্য এবং এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট বিচ্যুতি ইত্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট আলোচিত হয়। ভি. আই. লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পণ্যের মাধ্যমে কর প্রদান, পার্টি ঐক্য এবং এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট বিচ্যুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নে যে আলোচনা হয় কংগ্রেস তার সার-সংক্ষেপ এবং বিপুল ভোটাধিক্যে লেনিনের কর্মসূচীকে অনুমোদন করে। ভি. আই. লেনিন কর্তৃক 'পার্টি ঐক্যের' খসড়া প্রস্তাবে কংগ্রেস সব উপদলগুলিকে নিন্দা করে, তাদের তৎক্ষণাৎ ভেঙে দেবার নির্দেশ দেয় এবং পার্টি ঐক্যই যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের সাফল্যের মূল শর্ত এই-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেস ভি. আই. লেনিনের 'পার্টির মধ্যে সিণ্ডিক্যালিষ্ট এবং এনার্কিষ্ট বিচ্যুতি' সম্পর্কে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে—যে প্রস্তাবে তথাকথিত 'শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত বিরোধী' দলকে নিন্দা করা হয় এবং 'এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট বিচ্যুতির' মতবাদ প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের পক্ষে অসঙ্গত কাজ বলে ঘোষণা করে। নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে উত্তরণের জন্য দশম কংগ্রেস উদ্বৃত্ত উৎপন্নের অধিগ্রহণের ব্যবস্থা থেকে পণ্যের মাধ্যমে কর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে. ভি. স্তালিনের 'জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজ' সংক্রান্ত রিপোর্ট ১০ই মার্চ পাঠ করা হয়। কংগ্রেস সর্ব-সম্মতিক্রমে জে. ভি. স্তালিনের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে আরও বিশদ করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। স্তালিন ১৫ই মার্চ সান্ধ্য অধিবেশনে কমিশনের কাজের ফলাফল বিবৃত করেন। কমিশনের পক্ষ থেকে তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেন কংগ্রেস তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে; সেই প্রস্তাবে জাতিগত প্রশ্নে পার্টি-বিরোধী বিচ্যুতি, যথা দাম্ভিক প্রভুত্বকামী জাতীয়তাবাদ (গ্রেট-রাশিয়ান) এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে কমিউনিজ্‌ম্ এবং সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস বিশেষভাবে প্রভুত্বকামী জাতিদাম্ভিকতাকে

প্রধান শত্রু হিসেবে নিন্দা করে। (রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেস সম্পর্কে **সো. ইউ. ক. পা (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,** মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৩৯১-৯৭ দ্রষ্টব্য। কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তসমূহ', প্রথম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩৫৬-৯৫ দ্রষ্টব্য।)

৮। প্রবন্ধ-সংকলনের নামকরণ হয় 'রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা'। 'সোভিয়েতের অষ্টম কংগ্রেসে রাশিয়ার বৈদ্যুতীকরণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিশনের রিপোর্ট' শীর্ষক আলোচনা ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৯। **ইকোনোমিচেস্কায়া ঝিজন্** (অর্থনৈতিক জীবন)—একটি দৈনিক সংবাদপত্র, অর্থনৈতিক ও আর্থিক গণ-কমিশারমণ্ডলী, রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সংস্থাগুলির (জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ, শ্রম এবং প্রতিরক্ষা পরিষদ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, অর্থ-বিষয়ক গণ কমিশারমণ্ডলী ইত্যাদি) মুখপত্র; নভেম্বর ১৯১৮ থেকে নভেম্বর ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

১০। আড়াই আন্তর্জাতিক—'শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির আন্তর্জাতিক সংস্থা'—মধ্যপন্থী দলসমূহের উদ্বোধনী সম্মেলনে ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েনাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের চাপে সাময়িকভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে কথায় সমালোচনা করে আড়াই আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ (এফ. এ্যাড্লার, ও. বওয়ার, এল. মার্তভ এবং অন্যান্যরা) সমস্ত সর্বহারার আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্নে কার্যতঃ একটি সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে এবং শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে কমিউনিস্টদের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি রোধের জন্য এই সংস্থাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ১৯২৩ সালে এই আড়াই আন্তর্জাতিক পুনর্বার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়।

১১। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাকুতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য জনসাধারণের প্রথম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তক্রমে 'প্রাচ্যের জনগণের সংগ্রাম ও প্রচার-আন্দোলন পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদটির উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন এবং ঐক্যবদ্ধ করা।. এটি প্রায় এক বছর স্থায়ী ছিল।

১২। ১৯২১ সালের ১৬-১৮ই জুন ভ্লাদিকাভ্‌কাজে হাইল্যাণ্ড সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রথম শ্রমজীবী মহিলাদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৫২ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন: চেচেন, ওস্‌সেতীয়, তাতার, কাবার্দিনীয়, বলকারীয় ইত্যাদিরা দূর দূর পার্বত্য গ্রাম থেকে এসেছিল। কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়: বিপ্লবের আগে এবং পরে প্রাচ্যের মহিলাগণের অর্থনৈতিক এবং আইনগত অবস্থা; হস্তচালিত শিল্প এবং তাতে পার্বত্য অঞ্চলের মহিলাদের ভূমিকা; জনশিক্ষা ও প্রাচ্যের মহিলা; মাতৃ এবং শিশুমঙ্গল, ইত্যাদি। কংগ্রেসের ১৮ই জুনের সান্ধ্য অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিনের টেলিগ্রাম পাঠ করা হয়। কংগ্রেসও স্তালিনকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠায়।

১৩। ১৯২১ সালের ২০শে জানুয়ারি সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির একটি ডিক্রির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত হাইল্যাণ্ড সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে হাইল্যাণ্ড এ. এস. এস. আর চেচেন, নাজরান, ভ্লাদিকাভ্‌কাজ, কাবার্দিনীয়, বলকারীয় এবং করোচিয়েভ অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ১৯২১-২৪ সালে হাইল্যাণ্ড এ. এস. এস. আর থেকে কিছুসংখ্যক জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালের ৭ই জুলাই সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির ডিক্রিক্রমে হাইল্যাণ্ড এ. এস. এস. আর-এর বিলোপসাধন করা হয়।

১৪। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২০ সালের ৬ই আগস্ট কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সভ্য হবার জন্য একুশটি শর্তের কথা।

১৫। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ভি. আই. লেনিনের 'বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর করণীয় কাজ' সম্বন্ধে এপ্রিলের গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ (রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৪, পৃঃ ১-৭ দ্রষ্টব্য)।

১৬। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২১ সালের মার্চ মাসের ক্রোনস্তাদে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের কথা ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৩৮৫-৮৬ দ্রষ্টব্য)।

১৭। ভি. আই. লেনিনের **গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুটি রণকৌশল** (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৯, পৃঃ ১-১১৯ দ্রষ্টব্য)।

১৮। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৮ দ্রষ্টব্য।

১৯। ভি. আই. লেনিনের **ক্যাডেটদের জয়লাভ এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য** (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ১০, পৃঃ ১৭৫-২৫০ দ্রষ্টব্য)।

২০। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৬, পৃঃ ২১৭-২৯ দ্রষ্টব্য।

২১। এখানে ভি. আই. লেনিনের **সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির আশু করণীয় কাজসমূহ** পুস্তিকাটির উল্লেখ করা হয়েছে (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৭, পৃঃ ২০৭-৪৬ দ্রষ্টব্য)।

২২। 'ক্রেডো'—'ইকোনমিস্ট' গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহার (ভি. আই. লেনিনের 'রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরোধিতা', **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১-৯৭ দ্রষ্টব্য)।

২৩। ভি. আই. লেনিনের **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্‌, একটি শিশু-সুলভ বিশৃংখলা** (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১-৯৭ দ্রষ্টব্য)।

২৪। ১৯১৭ সালের ১৪-২২শে সেপ্টেম্বর পেত্রোগ্রাদে ডিমোক্র্যাটিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত ডেপুটিদের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং কৃষকদের সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহক কমিটির মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি নেতৃবৃন্দের দ্বারা এই সম্মেলন আহূত হয়, এবং সমাজতান্ত্রিক দলগুলি, আপোষকামী সোভিয়েতগুলি, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ জেম্‌স্ত্‌ভোগুলি, বাণিজ্যিক এবং শিল্পগোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে এই সম্মেলন একটি প্রাক্‌-পার্লামেন্ট (সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী পরিষদ) গঠন করে। এই প্রাক্‌-পার্লামেন্টের সহায়তায় আপোষকামীরা বিপ্লবকে থামিয়ে দেবার এবং সোভিয়েত বিপ্লবের পথ থেকে দেশকে বুর্জোয়া শাসনতান্ত্রিকতার দিকে বিপথগামী করার আশা করেছিল।

২৫। ভি. আই. লেনিনের 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও দলদ্রোহী কাউট্‌স্কি' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২০৭-৩০২ দ্রষ্টব্য)।

২৬। ভি. আই. লেনিনের বই, **কী করতে হবে?**-র উল্লেখ করা হয়েছে (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৫, পৃঃ ৩১৯-৪৯৪ দ্রষ্টব্য)।

২৭। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, খণ্ড ১, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪০-৪২ দ্রষ্টব্য।

২৮। ১৯২১ সালের জুন মাসের শেষে জে. ভি. স্তালিন নালচিক থেকে (যেখানে তিনি আরোগ্যলাভ করছিলেন) রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির ককেশীয় ব্যুরোর প্লেনারি অধিবেশনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তিফলিসে পৌছান। এই অধিবেশন স্থানীয় পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২রা থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী আলোচিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের পরিচালনায় এই সম্মেলন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর যে খসড়া প্রস্তাব এই প্লেনাম অনুমোদন করে, সেই প্রস্তাবে ট্রান্সককেশীয় কমিউনিস্টদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক কার্যাবলী ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই প্লেনাম একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করে এই প্লেনাম নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর আলোচনা করে: ট্রান্সককেশীয় রেলপথের ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিতে মুদ্রা-প্রচলন; নাগর্নি কারাবাখের স্বায়ত্তশাসন; আজারিয়া; আব্‌খাজিয়ার পরিস্থিতি, ইত্যাদি। ৬ই জুলাই তিফলিস পার্টি সংগঠনের সাধারণ সভায় জে. ভি. স্তালিন 'জর্জিয়া এবং ট্রান্সককেশিয়ায় কমিউনিজ্‌মের আশু কর্তব্যের' উপর একটি রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্ট **প্রাভদা গ্রুজি** পত্রিকার ১০৮ নং সংখ্যায় ১৩ই জুলাই ১৯২১ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং একই বছরে রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির ককেশীয় ব্যুরো কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

২৯। মুসাভাতবাদীরা—'মুসাভাত' পার্টির সদস্যগণ, ১৯১২ সালে আজরব্যাইজানে গঠিত বুর্জোয়া এবং জমিদারদের জাতীয়তাবাদী পার্টি। অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের সময় এটা ছিল আজারবাইজানের প্রধান প্রতি-বিপ্লবী শক্তি। প্রথমে তুর্কী এবং পরে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপবাদীদের সহায়তায় মুসাভাতবাদীরা আজারবাইজানে ক্ষমতায় থাকে সেপ্টেম্বর ১৯১৮ থেকে এপ্রিল ১৯২০ পর্যন্ত, যখন বাকু শ্রমিক এবং আজারবাইজান কৃষক ও তাদের সহায়ক লালফৌজের যুক্ত প্রচেষ্টায় মুসাভাত সরকার উৎখাত হয়।

৩০। দাশ্‌নাক—১৮৯০-এর দশকে গঠিত আর্মেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী 'দাশনাক্‌ৎসুতিয়ুন' নামক পার্টির সদস্য। ১৯১৮-২০ সালে এই দাশ্‌নাকরা আর্মেনিয়ার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃত্ব করে এবং

এই দেশকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ-বাদীদের ঘাঁটিতে পরিণত করে। ১৯২০ সালের নভেম্বরে আর্মেনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ সংগ্রামের ফলে লালফৌজের সাহায্যে সংগ্রাম চালিয়ে এই সরকারকে গদিচ্যুত করে।

৩১। এখানে ১৯০৪ সালের এবং গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কর্তৃক সম্পাদিত সামরিক এবং রাজনৈতিক চুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এই চুক্তি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জারশাসিত রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মৈত্রী—আঁতাত গঠনের সূত্রপাতস্বরূপ।

৩২। **ইস্ক্রা** (স্ফুলিঙ্গ)—১৯০০ সালে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নিখিল রুশ বে-আইনী মার্কসবাদী সংবাদপত্র (এর গুরুত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ১-৯৭ দ্রষ্টব্য)।

৩৩। এন. লেনিনের **'বামপন্থী' কমিউনিজ্‌ম্‌, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা,** পেত্রোগ্রাদ ১৯২০ (লেনিনের **রচনাবলী,** চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৩১, পৃঃ ১-৯৭) দ্রষ্টব্য।

৩৪। লেনিনের **রচনাবলী,** চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

৩৫। ১৯২১ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯২২ পর্যন্ত ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত অস্ত্র সীমা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও দূর প্রাচ্য প্রশ্ন সম্পর্কিত সম্মেলনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্মেলনে যোগ দেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং তার অধীন রাজ্যগুলি—জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, চীন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং পর্তুগালের প্রতিনিধিরা। সোভিয়েত সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া আমন্ত্রিত হয়নি। ওয়াশিংটন সম্মেলন পৃথিবীর যুদ্ধোত্তর পুনর্বিভাজনের চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত করে। এই সম্মেলন প্রশান্ত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে এক নতুন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল। ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের নৌবাহিনীর শক্তি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির ওপর তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয় এবং চীনে 'খোলা দরজা' নীতি অর্থাৎ 'চীনের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডে সব রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক এবং শিল্প ব্যাপারে সমান সুবিধা ভোগের অধিকার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করার পরিবর্তে দ্বন্দ্বগুলিকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

৩৬। **জ্ভেজ্দা** (তারা)—১৬ই ডিসেম্বর ১৯১০ থেকে এপ্রিল ১২, ১৯১২ পর্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বৈধ বলশেভিক পত্রিকা। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে দুই বা তিনবার করে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ভি. আই. লেনিনের মতাদর্শের পরিচালনাধীন ছিল। তিনি বিদেশ থেকে নিয়মিত প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভি. এম. মলোটভ, এম. এস. ওলমিন্স্কি, এন. জি. পলিতায়েভ, এন. এন. বাতুরিন, কে. এস. ইরেমিয়েভ এবং অন্যান্যরা। ম্যাক্সিক গোর্কির কাছ থেকেও লেখা পাওয়া যেত। ১৯১২ সালের বসন্তে যখন জে. ভি. স্তালিন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ছিলেন, তখন তাঁর পরিকল্পনায় কাগজ বের হয় এবং তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন (**রচনাবলী**, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩১-৫৪ দ্রষ্টব্য)। এর প্রতিটির প্রচার-সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০। **জ্ভেজ্দা** বলশেভিক দৈনিক **প্রাভদার** প্রকাশনার পথ পরিষ্কার করে দেয়। ২২শে এপ্রিল ১৯১২য় জার সরকার **জ্ভেজ্দার** প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। এর পরে **নেভ্স্কাইয়া জ্ভেজ্দা** প্রকাশিত হয়, যা অক্টোবর ১৯১২ পর্যন্ত চলে।

৩৭। জে. ভি. স্তালিন লিখিত 'আমাদের লক্ষ্য' **প্রাভদার** প্রথম সংখ্যায় এপ্রিল ২২, ১৯১২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত (**রচনাবলী**, খণ্ড ২, পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য)।

৩৮। জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, খণ্ড ২, পৃঃ ২৫৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯। ১৯২২ সালের ৮ই জুন থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত মস্কোতে সর্বোচ্চ বিপ্লবী বিচার-সভা কর্তৃক সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত ৩৪ জনের মধ্যে ১১ জন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু থেকেই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্র সংগঠিত করেছিল, বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্য করেছিল এবং বলশেভিক পার্টির নেতাদের ও সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত করেছিল।

৪০। এখানে জেনোয়া (১০ই এপ্রিল-১৯শে মে, ১৯২২) এবং হেগে (১৫ই জুন-২০শে জুলাই, ১৯২২) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে রুশ সম্পর্ক নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে জেনোয়া সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। সম্মেলনে যোগ দেন একদিকে

গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এবং অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ। পুঁজিবাদী দেশের প্রতিনিধিরা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সামনে যে দাবি তুলে ধরেন, তা মেনে নিলে সোভিয়েত দেশকে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের কলোনীতে পরিণত করা হতো (যুদ্ধ এবং প্রাক্‌-যুদ্ধকালীন সমস্ত ঋণ শোধ, বিদেশী মালিকদের হাতে তাদের পূর্বেকার সম্পত্তি যা রাষ্ট্রীকৃত হয়েছে তা প্রত্যর্পণ ইত্যাদি দাবি)। সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ বিদেশী পুঁজিপতিদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। হেগে আহূত বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে ব্যাপারটা পেশ করা হয়। দু'পক্ষের মতানৈক্যের জন্য হেগ সম্মেলনও চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়।

৪১। জে. ভি. স্তালিন রু.ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে ৬ই অক্টোবর, ১৯২২ সালে গঠিত কমিশনের নেতা নির্বাচিত হন। কমিশনের কাজ ছিল রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেনীয় এস. এ. আর., ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন এবং বিয়েলোরুশীয় এস. এস. আরকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে একত্রীকরণের জন্য খসড়া বিল প্রস্তুত করা। এই কমিশন ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি পরিচালনা করে।

৪২। আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, বিয়েলোরাশিয়া, ইউক্রেন, খোরেজম্‌, বুখারা, দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্র এবং রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রসমূহের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিগণ জেনোয়াতে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে এই সাধারণতন্ত্রগুলির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষমতা প্রদান করে মস্কোতে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৩। দূর প্রাচ্য সাধারণতন্ত্রের মধ্যে ধরা হয় প্রিবৈকাল, ট্রান্সবৈকাল, আমুর অঞ্চল, মেরিটাইম প্রদেশ, কামচাৎকা এবং সাখালিনের উত্তর ভাগ। এই সাধারণতন্ত্র এপ্রিল ১৯২০ থেকে নভেম্বর ১৯২২ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৪৪। ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন—১৯২২ সালের ১২ই মার্চ জর্জিয়া, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এই ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে এই যুক্তরাষ্ট্র ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে (টি. এস. এফ. এস.

আর) পরিণত হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন বর্তমান ছিল। ১৯৩৬ সালে গৃহীত ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধান অনুসারে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও জর্জিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলি ইউ. এস. এস. আর-এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র হিসেবে যোগ দেয়।

৪৫। বুখারা এবং খিভা-র পূর্বেকার খানতন্ত্রে জনতার সফল বিদ্রোহের ফলে ১৯২০ সালে বুখারা এবং খোরেজম্ গণ সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালের শেষে এবং ১৯২৫ সালের প্রারম্ভে জাতীয় ভিত্তিতে মধ্য এশিয়ার রাজ্যসমূহের সীমানা চিহ্নিতকরণের ফলে বুখারা এবং খোরেজম্ সাধারণতন্ত্রদ্বয় নবগঠিত তুর্কমেনীয় এবং উজ্‌বেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র, তাজিক স্বশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং কারা-কল্পক স্বশাসিত অঞ্চলের অংশভুক্ত হয়।

৪৬। ২৩-২৭শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালে সারা-রুশ সোভিয়েতের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ২,২১৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ৪৮৮ জন ছিলেন চুক্তিকারী সাধারণতন্ত্র থেকে ট্রান্সককেশীয় এস. এফ. এস. আর, ইউক্রেনীয় এস. এস. আর এবং বিয়েলোরুশীয় এস. এস. আর—যাঁরা মস্কোতে ইউ. এস. এস আর-এর সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিলেন এবং যাঁদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিখিল রুশ দশম কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। নিখিল রুশ দশম কংগ্রেসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়: নিখিল-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-বিষয়ক রিপোর্ট; শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট; কৃষি-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর রিপোর্ট (খামারের উন্নতিকল্পে যে কাজ হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ); শিক্ষা-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর রিপোর্ট; অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর রিপোর্ট; চুক্তিকারী সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলির সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কীয় প্রস্তাব। ২৬শে ডিসেম্বর জে. ভি. স্তালিন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একত্রীকরণ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট দাখিলের পর ইউক্রেন, আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং বিয়েলোরাশিয়ার প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে ভাষণ দেন এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট জনগণের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রগুলিকে একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে—ইউ. এস. এস. আর-এ একত্রীকরণকে স্বাগত জানান।

৪৭। এখানে উরাল এবং কাজাকস্তানের খনিজ সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য সোভিয়েত সরকার এবং ব্রিটিশ শিল্পপতি আরকুহার্টের সঙ্গে একটি সুবিধা-দানের চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরকুহার্টের জবরদস্তিমূলক দাবি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকারের শত্রুতামূলক নীতির দরুণ এই খসড়া চুক্তি ৬ই অক্টোবর, ১৯২২ সালে গণ-কমিশার পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হয়। সোভিয়েত সরকার কর্তৃক আরকুহার্টের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাকে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার তীব্র করার ওজর হিসেবে সাহায্য করে।

৪৮। লুসান সম্মেলন (২০শে নভেম্বর, ১৯২২ থেকে ২৪শে জুলাই, ১৯২৩ পর্যন্ত) ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং ইতালীর উদ্যোগে নিকট প্রাচ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন আলোচনার জন্য আহূত হয় (গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন, তুরস্কের সীমানা নির্ধারণ, প্রণালীগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি)। উপরিউক্ত দেশগুলি ছাড়াও, অন্যান্য দেশ—জাপান, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক প্রতিনিধিত্ব করে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন)। সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রণালীগুলির (বসফরাস, দার্দানেলিস) ব্যাপারে আলোচনার জন্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে, প্রণালী-বিষয়ক কমিশনে, সোভিয়েত প্রতিনিধিবর্গ প্রণালীগুলো যুদ্ধ এবং শান্তি এই দুই সময়ে যুদ্ধ-জাহাজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং নিজ প্রস্তাব পেশ করে যে তুরস্ক ছাড়া আর সকল যুদ্ধ-জাহাজের এই প্রণালীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। কমিশন এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

৪৯। ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ইউ. এস. এস. আর.-এর সোভিয়েত-সমূহের প্রথম কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১,৭২৭ জন, ইউক্রেনীয় এস. এস. আর থেকে ৩৬৪ জন, ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন থেকে ৯১ জন এবং বিয়েলোরাশিয়ার এস. এস. আর. থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস জে. ভি. স্তালিনের সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের রিপোর্ট আলোচনা করে, ইউ. এস. এস. আর. গঠনের ঘোষণা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি অনুমোদন করে, এবং ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করে।

৫০। ২৯শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালে রু.স.প্র.সো.যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেনীয় এস.এস. আর, বিয়েলোরুশীয় এস. এস. আর এবং ট্রান্স ককেশীয় এস. এফ. এস. আর-সমূহের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা এবং চুক্তি পরীক্ষা করে এবং গ্রহণ করে। জে. ভি. স্তালিন ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেসের কার্য-বিবরণীর ধারা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। সম্মেলন জে. ভি. স্তালিনকে ইউ. এস. এস. আর. গঠন সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দেয়। ৩০শে ডিসেম্বর সকালে, পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিবর্গ 'ইউ. এস.এস. আর'গঠনের ঘোষণা এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৫১। 'রাশিয়ান কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলের বিষয় সম্পর্কে' স্তালিনের প্রবন্ধ ১৪ই মার্চ, ১৯২৩ সালের **প্রাভদা** ৫৬ নং সংখ্যা, যে সংখ্যা রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ২৫তম বার্ষিক উদ্‌যাপন সংখ্যা ছিল, ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ, ১৯২৩-এর **পত্রোগ্রাদ্‌স্কায়া প্রাভদার** ৫৭, ৫৮ এবং ৫৯ নং সংখ্যা এবং ১লা এপ্রিল, ১৯২৩-এর **কমিউনিস্তিশেস্কায়া রেভল্যুৎশিয়া**, ৭ (৪৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল' এই শিরোনামায় জে. ভি. স্তালিনের **অক্টোবর বিপ্লব** (মস্কো ১৯৩২), পুস্তকে প্রকাশিত হয়।

৫২। স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়—স্বের্দলভের নামানুসারে শ্রমিক এবং কৃষক কমিউনিস্টদের বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১৮ সালে ওয়াই. এম. স্বের্দলভের উদ্যোগে নিখিল-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি আন্দোলনকারী ও প্রচারকদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে এই পাঠক্রমের পুনর্বার নামকরণ হয়—সোভিয়েত কাজের জন্য বিদ্যালয়। রু. ক. পা (ব)-র অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিদ্যালয়কে সোভিয়েত এবং পার্টির কাজের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গঠনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯১৯ সালের শেষার্ধে এই বিদ্যালয় স্বের্দলভ শ্রমিক ও কৃষক কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

৫৩। 'শ্রম-মুক্তি' গ্রুপটি জি. ভি. প্লেখানভ কর্তৃক ১৮৮৩ সালে জেনেভাতে গঠিত প্রথম রুশ মার্কসবাদী দল। (এই দলের কার্যকলাপ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য 'সো. ইউ. ক. পা. (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,' মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।)

৫৪। ১৯১৭ সালের ২০-২১শে এপ্রিল পেত্রোগ্রাদে রাজনৈতিক গণ-বিক্ষোভের সময় বলশেভিক পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির একদল সদস্য (বাগদাতিয়েভ এবং অন্যান্যরা) কেন্দ্রীয় কমিটির শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্দেশ সত্ত্বেও অস্থায়ী সরকারকে এখনই উৎখাত করা হোক—এই শ্লোগান দেন। কেন্দ্রীয় কমিটি এই 'বাম' হঠকারীদের কাজের নিন্দা করে (ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৪, পৃঃ ১৮১-৮২ দ্রষ্টব্য)।

৫৫। ভি. আই. লেনিন, **গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুটি রণকৌশল** (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৯, পৃঃ ১-১১৯) দ্রষ্টব্য।

৫৬। ছ্খেইদজে, স্তেকলভ, সুখানভ, ফিলিপভ্স্কি এবং স্কোবেলেভ (পরে চেরনভ এবং সেরেতেলি) প্রভৃতিকে নিয়ে ৮ই মার্চ, ১৯১৭ সালে পেত্রোগ্রাদ শ্রমিক এবং সৈন্যদের ডেপুটিদের মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, তার কার্যকলাপকে 'প্রভাবিত করা' এবং 'তদারকি করার' উদ্দেশ্যে 'সংযোগ কমিটি' গঠন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই 'সংযোগ কমিটি' অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া নীতি চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল এবং সোভিয়েত-গুলির হাতে সব ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া থেকে শ্রমিকসাধারণকে সংযত করার চেষ্টা করেছিল। এই 'সংযোগ কমিটি' বিদ্যমান ছিল ১৯১৭-র মে মাস পর্যন্ত—যখন মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে অস্থায়ী সরকারে যোগ দেয়।

৫৭। ভি. আই. লেনিনের 'বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২৪, পৃঃ ১-৭) দ্রষ্টব্য।

৫৮। ১৯২৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে দ্বাদশ কংগ্রেসে আলোচ্য জাতিগত প্রশ্নের ওপর খসড়া তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ-সমূহ আলোচিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের নেতৃত্বে খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। ২২শে মার্চ রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এই প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা এবং অনুমোদন করেন এবং ২৪শে মার্চ **প্রাভদার** সংখ্যা ৬৫তে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

৫৯। **স্মেনা ভেখ** (পথ নির্দেশক চিহ্ন পরিবর্তন)—এটা হল ১৯২১

সালে প্রবাসী রুশ শ্বেতরক্ষী উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে বুর্জোয়া রাজনৈতিক ঝোঁক দেখা দেয় তাই। এন. উস্ত্রিয়ালভ, ওয়াই. ক্লুচ্‌নিকভ এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত একটি দল এর নেতৃত্ব দেয়। তারাই স্মেনা ভেখ এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করে (প্রথমে এই শিরোনামায় একটি আলোচনা-সংকলন প্রকাশিত হয়)। স্মেনা ভেখ যেসব বুর্জোয়ারা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করছিল তাদের মতামত প্রকাশ করে। তারা মনে করেছিল যে, নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের পর সোভিয়েত ক্রমশঃ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে।

৬০। রু. ক. পা. (ব)-র দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, 'জাতিগত প্রশ্নে পার্টির আশু করণীয় কাজ'-এর উপর 'সো.ইউ.ক.পা. (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩৮৬ দ্রষ্টব্য।

৬১। রু. ক. পা (ব)-র দ্বাদশ কংগ্রেস ১৯২৩ সালের ১৭-২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই প্রথম কংগ্রেস যেখানে ভি. আই. লেনিন যোগ দিতে পারেননি। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট ও কমিনটার্ন কার্যনির্বাহক কমিটির রুশ প্রতিনিধিবর্গের রিপোর্ট এবং শিল্প, পার্টির মধ্যে জাতি-সমস্যা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি, গ্রামাঞ্চলে কর নীতি, প্রশাসনিক এলাকার সীমা নির্দেশ ইত্যাদি সম্বলিত রিপোর্টগুলিও আলোচিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেস ভি. আই. লেনিনের শেষ প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেইসব নির্দেশগুলি বিবেচনা করে। কংগ্রেস নয়া অর্থনৈতিক নীতির দুবছরের ফলাফল সম্বন্ধে সার-সংক্ষেপ করে এবং ট্রট্স্কি, বুখারিন এবং তাঁদের অনুগামীরা যাঁরা নেপ্‌কে সমাজতান্ত্রিক অবস্থান থেকে পিছু হটা বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁদের দৃঢ় প্রত্যুত্তর দেয়। সাংগঠনিক এবং জাতিগত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস বেশ মনোনিবেশ করে। ১৭ই এপ্রিল সান্ধ্য অধিবেশনে স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে কংগ্রেস শ্রমিক এবং কৃষকদের পরিদর্শন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো ও সাংগঠনিক কাজকর্মের উন্নতি লক্ষ্য করে। 'পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জাতীয় সমস্যা' সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট

আলোচনা হয়েছিল ২৩শে এপ্রিল। ২৩ এবং ২৪শে এপ্রিল-এর ওপর বিতর্ক চলে এবং জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কিত ব্যাপারে কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিটির কাছে আরও আলোচনার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। এই কমিটির কার্যাবলী স্তালিনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছিল। ২৫শে এপ্রিল কমিটি কর্তৃক পেশ করা প্রস্তাবকে কংগ্রেস গ্রহণ করে। জে. ভি. স্তালিনের প্রবন্ধগুলিই এই প্রস্তাবের ভিত্তি। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতির বাহকদের মুখোস খুলে ধরে এবং জাতিগত প্রশ্নে বিচ্যুতি—গ্রেট-রাশিয়ান জাতি দাম্ভিকতা এবং স্থানীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য পার্টিকে আহ্বান জানায়।

৬২। **রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া** একটি সংবাদ বুলেটিন, রু. ক. পা (ব)-র অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৮শে মে, ১৯১৯ থেকে ১০ই অক্টোবর, ১৯১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় (প্রথম ২০টি সংখ্যা **প্রাভদার** ক্রোড়পত্র হিসেবে বের হয়)। ক্রমশঃ এটা সংবাদ বুলেটিন থেকে কেন্দ্রীয় পার্টির পত্রিকায় পরিণত হয় এবং ১৯২৯ সালে **পার্তিনই স্রোইতেল্‌স্তভো** (পার্টি ব্যাপার) নামে প্রকাশিত হয়। 'দ্বাদশ কংগ্রেসে রু. ক. পা-র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট' **কেন্দ্রীয় কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়াতে** প্রকাশিত হয়, সংখ্যা ৪ (৫২), এপ্রিল ১৯২৩।

৬৩। জে. ভি. স্তালিন ভি. আই. লেনিনের প্রবন্ধ 'কেমন করে আমরা শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন পুনর্গঠন করব' এবং 'বরং অল্প হোক, কিন্তু ভাল হোক'-এর উল্লেখ করেছেন (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৩৩, পৃঃ ৪৪০-৬০ দ্রষ্টব্য)।

৬৪। স্তালিন উল্লেখ করছেন 'আমাদের শিল্পের সেনাপতিগণ' ('রু. ক. পা-র কেন্দ্রীয় কমিটির রেজিস্ট্রেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রচিত') পুস্তিকাটি, মস্কো ১৯২৩।

৬৫। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টির সাধারণ সদস্যদের নিখিল রুশ কংগ্রেস মস্কোতে ১৮-২০শে মার্চ ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস স্বীকার করে যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি স্পষ্টতঃই ভেঙে গেছে এবং ঘোষণা করে যে পার্টির প্রবাসী নেতৃত্বের একটি অস্তিত্বহীন পার্টির হয়ে কথা বলার কোন অধিকার নেই।

৬৬। আলোচনাপত্র 'প্রাক-কংগ্রেস আলোচনাপত্র' এই শিরোনামায় রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেসের আগে **প্রাভদার** ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। সবশুদ্ধ পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—তার মধ্যে চারটি কংগ্রেসের পূর্বে এবং একটি কংগ্রেস চলাকালে প্রকাশিত হয় (**প্রাভদা**, সংখ্যা ৪৬, ৫৫, ৭৫, ৮২ এবং ৮৬—১লা ও ২৪শে মার্চ এবং ৫ই, ১৫ই এবং ২০শে এপ্রিল, ১৯২৩)।

৬৭। 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' গোষ্ঠী নামক পার্টি-বিরোধী দলটির কথা

জে. ভি. স্তালিন উল্লেখ করছেন ('সো. ইউ. ক. পা (ব)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,' মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৩৭০, ৩৯০ দ্রষ্টব্য)।

৬৮। এখানে ২৪-২৯শে এপ্রিল, ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত রু. স. ডি. লে (ব) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সারা-রুশ সম্মেলনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্মেলনে জে. ভি. স্তালিন জাতিগত প্রশ্নের ওপর একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ভি. আই লেনিন এই রিপোর্টের ওপর প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করেন (কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রসঙ্গে 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ২১৫-৩৯ দ্রষ্টব্য)।

৬৯। **সৎসিয়ালিস্তিশেস্কি ভেস্ত্নিক** (সোশ্যালিষ্ট দূত)—১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্তভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রবাসের উদ্বাস্তু শ্বেতরক্ষীদের মুখপত্র। ১৯৩৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত হয়, মে ১৯৩৩ থেকে জুন ১৯৪০ পর্যন্ত প্যারিসে এবং পরে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। এটা সবচেয়ে প্রতি-ক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মুখপত্র।

৭০। বাস্‌মাখ আন্দোলন—১৯১৮-২৪ সালে মধ্য এশিয়ায় (তুর্কিস্তান, বুখারা এবং খোরেজ্‌ম্) অনুষ্ঠিত প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বে ও মোল্লাদের নেতৃত্বে এটা খোলাখুলি রাজনৈতিক দস্যুতার রূপ নেয়। এর লক্ষ্য ছিল মধ্য এশিয়ার সাধারণতন্ত্রগুলিকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং শোষকশ্রেণীর রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা—যারা মধ্য এশিয়াকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল—এই আন্দোলনকে সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল।

৭১। ভি. আই. লেনিনের 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার', (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২০, পৃঃ ৪০৬) দ্রষ্টব্য।

৭২। ভি. আই. লেনিনের 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ২২, পৃঃ ১৩৬) দ্রষ্টব্য।

৭৩। **বেদ্‌নোতা** (দরিদ্রগণ)—১৯১৮ সালের মার্চ থেকে জানুয়ারি ১৯৩১ পর্যন্ত সো. ইউ. ক. পা(ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র।

৭৪। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সং, খণ্ড ৫, পৃঃ ১০-১১।

৭৫। ১৯২৩ সালের ৯-১২ই জুন জে. ভি. স্তালিনের উদ্যোগে জাতীয় সাধারণতন্ত্রের এবং অঞ্চলসমূহের দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সম্মেলন মস্কোতে আহূত হয়। রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যরা ছাড়াও জাতীয় সাধারণতন্ত্র এবং অঞ্চলগুলি থেকে আরও ৫৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচীর মূল বিষয় ছিল জে. ভি. স্তালিনের 'জাতীগত প্রশ্নের ওপর গৃহীত দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য বাস্তব উপায়' সংক্রান্ত রিপোর্ট। জাতীয়

সাধারণতন্ত্রের এবং অঞ্চলের কুড়িটি পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের স্থানীয় অবস্থার ওপর রিপোর্ট দাখিল করেন। এই সম্মেলন সুলতান-গ্যালিয়েভের পার্টি এবং সোভিয়েত-বিরোধী কার্যাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টটিও আলোচনা করে। (এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব প্রসঙ্গে সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবসমূহ', প্রথম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫২৫-৩০ দ্রষ্টব্য।)

৭৬। চতুর্থ কংগ্রেসের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯২৩ সালের মে মাসের শেষে জাতিগত প্রশ্নের ওপর কর্মসূচীর খসড়া প্রস্তাব জে. ভি. স্তালিন তৈরী করেন এবং ৪ঠা জুন রু.ক.পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো তা অনুমোদন করে। 'জাতিগত প্রশ্নের ওপর গৃহীত দ্বাদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য বাস্তব উপায়' সম্পর্কে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত খসড়াটি এই সম্মেলনে গৃহীত হয়।

৭৭। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে বাস্তব প্রস্তাব রচনা করার উদ্দেশ্যে রু.ক.পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিযুক্ত কমিশনের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। এই কমিশনের নেতৃত্ব করেন জে. ভি. স্তালিন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দও এই কমিশনে ছিলেন। কমিশন ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানের খসড়া রচনার কাজ পরিচালনা করে।

৭৮। এখানে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানের খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রসমূহের ২৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে এটা গঠিত হয়েছিল। রু. স. প্র. সো যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরূপে উপস্থিত ছিলেন জে. ভি. স্তালিন। কমিশনের বর্ধিত অধিবেশন, যাতে খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা হয়, ৮-১৬ই জুন, ১৯২৩ অনুষ্ঠিত হয়।

৭৯। জে. ভি. স্তালিন 'কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : **চিঠি**, মস্কো ১৯২২' পুস্তক থেকে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসকে লেখা কার্ল মার্কসের ১৬ই এপ্রিল, ১৮৫৬ সালের চিঠি থেকে এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, **নির্বাচিত রচনাবলী**, খণ্ড ২, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪১২ দ্রষ্টব্য)।

৮০। নিখিল রুশ শ্রমজীবী এবং কৃষক মহিলাদের প্রথম কংগ্রেস ১৬ই-২১শে নভেম্বর, ১৯১৮ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ১,১৪৭ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভি. আই. লেনিন এই কংগ্রেসে ভাষণ দেন। মহিলাদের মধ্যে কাজের জন্য পার্টি কমিটিগুলির বিশেষ বিভাগ গঠন করা উচিত—এই ইচ্ছা কংগ্রেস ব্যক্ত করে। এই কংগ্রেসের শেষে, রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টি কমিটিগুলি মহিলাদের মধ্যে আন্দোলন এবং প্রচারকার্য চালানোর জন্য কমিশন গঠন করে এবং রু. ক. পা (ব)-র এই কাজ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশন গঠন করে।

৮১। ক. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কমিশনের উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশন ২৩-২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

৮২। এই সিদ্ধান্ত ক. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর ৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত যুক্ত অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং **প্রাভদার** ২৭৮তম সংখ্যায় ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৮৩। এখানে ১৯২৩ সালের ২৫-২৭শে অক্টোবর দশটি পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ক. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত অধিবেশনের উল্লেখ করা হয়েছে। (এই প্লেনামে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে 'সো. ইউ. ক. পা (ব)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম-সমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', প্রথম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৩১-৩২ দ্রষ্টব্য।)

৮৪। ক. ক. পা (ব)-র দ্বাদশ কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে একটি আত্ম-গোপনকারী প্রতিবিপ্লবী সংগঠন যা নিজেকে 'শ্রমিকদের গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করত, তার দ্বারা প্রচারিত একটি অনামা কর্মসূচীর কথা এখানে বলা হচ্ছে। (পার্টি থেকে বহিষ্কৃত মিয়াসনিকভ এবং কুজ্‌নেৎসভ ১৯২৩ সালে মস্কোতে এই গোষ্ঠীটি গঠন করে। এর সদস্যসংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, এবং ১৯২৩ সালের শরৎকালে এটাকে ভেঙে দেওয়া হয়।)

৮৫। জে. ভি. স্তালিন এখানে ক. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির **ইজ্‌ভেস্তিয়া** বুলেটিন, সংখ্যা ৪(৫২), ১৯২৩ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত 'দ্বাদশ কংগ্রেসে ক. ক. পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টটির' উল্লেখ করছেন।

৮৬। **কমিউনিস্ট**—আজারবাইজান ভাষায় প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও আজারবাইজান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর বাকু কমিটির মুখপত্র—একটি দৈনিক পত্রিকা। ১৯১৯ সালের ২৯শে আগস্ট আজারবাইজানে বলশেভিক সংগঠন কর্তৃক এর প্রথম সংখ্যাটি বে-আইনীভাবে প্রকাশিত হয়, তারপর মুসাভাত্‌ সরকার পত্রিকাটিকে বাজেয়াপ্ত করে। আজারবাইজানে সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হবার পর পত্রিকাটির প্রকাশ পুনরায় ১৯২০ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে শুরু হয়। **কমিউনিস্ট** পত্রিকায় ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ তারিখে জে. ভি. স্তালিনের অভিনন্দনবাণীটি আজারবাইজান ভাষায় প্রকাশিত হয়, এবং রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় **বাকিন্‌স্কি রাবোচি** (বাকু শ্রমিক) পত্রিকায় ১৯২৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এবং **জারিয়া ভস্তোকা** (পূর্বের উষা) পত্রিকায় ১৯২৪ সালের ৩রা জানুয়ারি।

অনুবাদক :

প্রমথ চক্রবর্তী
সুদর্শন রায় চৌধুরী
শ্যামল সেন